শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

ফাল্গুন—১৩৬৮

২য় বর্ষ] মাধব, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [১ম সংখ্যা
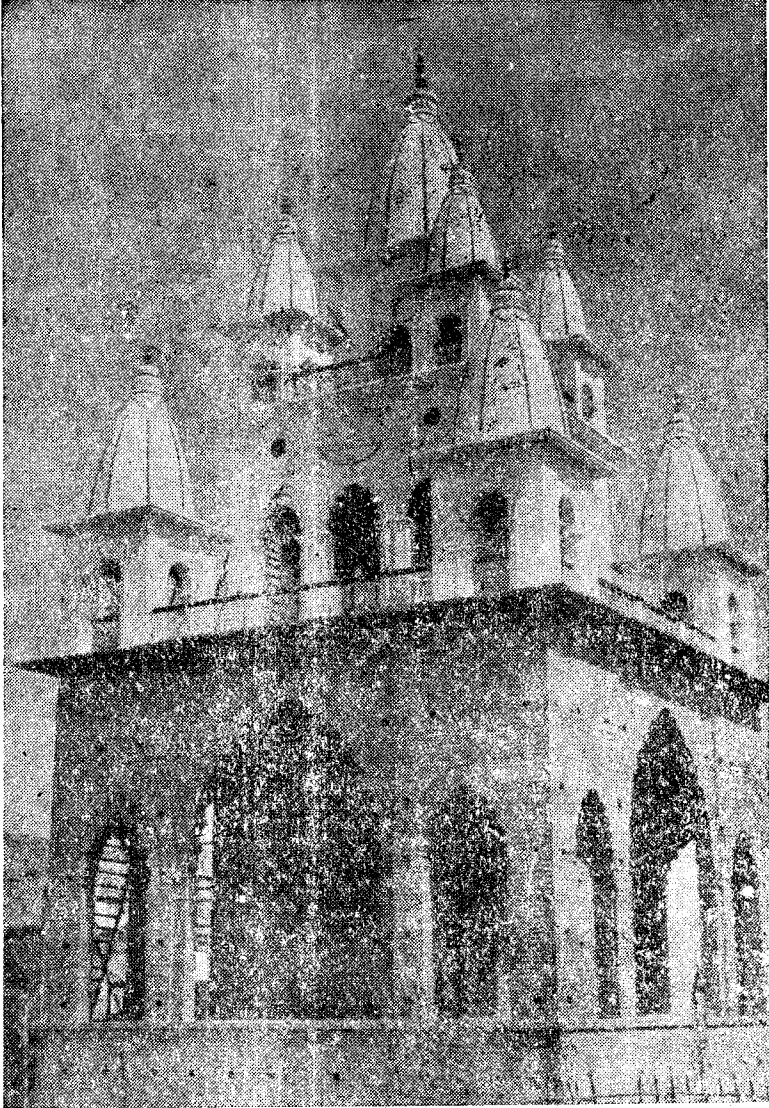
শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৬৮। ৩০ মাধব, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ৭ ফাল্গুন, সোমবার; ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২ { ১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যের দয়া-মহিমা

শ্রীচৈতন্য চন্দ্র—পরমপরিপূর্ণ-চেতনময় বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজন না করিবেন—তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান মানব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করায় বহু বাহ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, নিরন্তর চৈতন্যচরণ-কমল সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ)—

শ্রীল প্রভুপাদ

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যাঁহার কর্ণে যে পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় প্রলুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণচেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোল-কলা-বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে তাঁহার পাদপদ্মে ষোল-আনা আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন-পর্য্যন্ত না মানবগণ দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র ও কায়মনোবাক্যাদি সর্ব্বস্বদ্বারা নিষ্কপটভাবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিরন্তর সেবায় উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যের কথা ষোল-আনা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে। (ভাঃ ২।৭।৪২)— "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের পদকমলাশ্রয় ব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রয়-লাভ হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূরীভূত হয়; তখন জীব আর 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া বহুমানন করেন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বর্ষারম্ভে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের

আশীর্ব্বাণী

শ্রীচৈতন্যবাণী বিগত বর্ষে আমাদের কর্ণে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়শোধনে স্বীয় স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। হৃদয়ের মালিন্য অপনোদন করতঃ ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী স্ব-স্বরূপ উদ্বোধিনী, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-প্রবোধিনী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী, শ্রীকৃষ্ণবিরহ উন্মাদনা প্রদায়িনী ও আনুষঙ্গিকভাবে বিষয়তৃষ্ণানাশিনী। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপিনী শ্রীচৈতন্যবাণীর অবাধ স্পর্শ জীবকে ত্রিগুণের মোহজাল ছিন্ন করতঃ বৈকুণ্ঠে উপনীত করাইবেন। কলির প্রভাবে বর্ত্তমানে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এমন কি ধর্ম্মনীতি ব্যভিচার দোষে দুষ্টা। তমোগুণের আধিক্যবশতঃ অসত্যে সত্যভ্রম ও তাহা আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, দেশসেবার নামে নিজের অপস্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধি, সামাজিক উদারনীতি প্রদর্শনের ছলনায় হীন ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির সম্প্রসারণ, অর্থনীতির নামে শঠতা ও প্রবঞ্চনা এমন কি খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ এবং ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রেও মিথ্যা, কাপট্য ও ব্যভিচারই ব্যক্ত ও গুপ্তভাবে মনুষ্য চরিত্রকে কলুষিত করিতেছে। এই দুঃসময়ে পরম সত্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে ও প্রেমপরাকাষ্ঠাময়স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবে অব্যভিচারিণী ভক্তির বার্ত্তাবাহিকা শ্রীচৈতন্যবাণীর দ্বিতীয় বর্ষারম্ভে আমরা সকাতরে তাঁহার বিস্তার প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন, তাঁহার সেবকগণ ও সমাদরকারী সজ্জনগণ জয়যুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কীর্ত্তনে বিশ্ববাসী বাস্তব মঙ্গলের পথে অগ্রসর হউন।

সাধন-ভক্তি

জীবের ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম, তাহা জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম। তাহাই বাস্তবিক সাধ্যবস্তু। এস্থলে একটী এই বিতর্ক হয় যে, সাধ্যবস্তু নিত্যসিদ্ধ, তবে কিরূপে সাধ্য হইতে পারে? প্রভু এ সম্বন্ধে এই কথাটী বলিয়াছেন,—

"এবে সাধনভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

'প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, প্রেমই সিদ্ধবস্তু। জীবের মায়ামোহিত দশায় সেই প্রেম তটস্থ লক্ষণে পাওয়া যায়, স্বরূপলক্ষণে উদয় হয় না। কৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ, লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ইত্যাদি কার্য্যই সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ। সেই সাধন করিতে করিতে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় প্রেম প্রথমে তটস্থরূপে উদয় হয় এবং লিঙ্গশরীর-ভঙ্গে অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধির সময় স্বরূপলক্ষণে প্রকাশ পায়। অতএব কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধ বস্তু, তাহা সাধন দ্বারা জন্মে না, কেবল শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে উদয় হইয়া পড়ে। ইহাতেই সাধনের আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগ সাধনভক্তি। প্রভু বলিয়াছেন,—

"এই ত সাধনভক্তি, দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

কৃষ্ণেতর বিষয়ে বদ্ধজীবের যখন বড় অনুরাগ, তখন তাহার কৃষ্ণের প্রতি রাগ না থাকা-প্রায় বলিয়া বোধ হয়। তখন মঙ্গলপ্রার্থী জীব কেবল শাস্ত্রের আজ্ঞায় কৃষ্ণভজন করেন। এই ভজনই বৈধ ভজন। শাস্ত্রের শাসনবাক্যকে বিধি মনে করিয়া যে সকল নিষেধবিধি দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাথমিক শুভ উদয় হয়। এস্থলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাই ইহার প্রবর্ত্তক। সেই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল, পরে মধ্যম এবং চরমে উত্তম হইয়া ফলসিদ্ধি করায়। যখন উত্তম হইয়া ঐ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গে ভজন দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা লাভ করে, তখন বিধিও একটি চমৎকার আকার ধারণ করে। তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নয়, সকল বিধিনিষেধই এই দুইটি মূলবিধি-নিষেধের কিঙ্কর। সে সময় ভক্তিসাধনে সাধক বিধিনিষেধের নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অধিকারানুসারে কোন কোন বিধি পরিত্যাগ ও কোন কোন নিষেধকে গ্রহণ করিতে থাকেন।

সাধন ভক্তির বিবৃতি প্রভুবাক্যে পাওয়া যায়, যথা,—
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২)

"বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার॥

চৌষট্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ

গুরুপাদাশ্রয় ১ দীক্ষা ২ গুরুর সেবন ৩।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা ৪ সাধুমার্গানুগমন ৫॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ ৬ কৃষ্ণতীর্থে বাস ৭।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ ৮ একাদশ্যুপবাস ৯॥
ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবপূজন ১০।
সেবানামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন ১১॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ ১২ বহু শিষ্য না করিব ১৩।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ১৪॥
হানিলাভসম ১৫ শোকাদির বশ না হইব ১৬।
অন্য দেবে অন্য শাস্ত্রে নিন্দা না করিব ১৭॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবনিন্দা ১৮ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব ১৯।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ২০॥
শ্রবণ ২১ কীর্ত্তন ২২ স্মরণ ২৩ পূজন ২৪ বন্দন ২৫।

পরিচর্য্যা ২৬ দাস্য ২৭ সখ্য ২৮ আত্মনিবেদন ২৯ ॥
অগ্রে নৃত্য ৩০ গীত ৩১ বিজ্ঞপ্তি ৩২ দণ্ডবন্নতি ৩৩।
অভ্যুত্থান ৩৪ অনুব্রজ্যা ৩৫ তীর্থগৃহেগতি ৩৬ ॥
পরিক্রমা ৩৭ স্তব ৩৮ পাঠ ৩৯ জপ ৪০ সঙ্কীর্ত্তন ৪১।
ধূপ ৪২ মাল্য ৪৩ গন্ধ ৪৪ মহাপ্রসাদ ভোজন ৪৫ ॥
আরাত্রিক ৪৬ মহোৎসব ৪৭ শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ৪৮।
নিজপ্রিয়দান ৪৯ ধ্যান ৫০ তদীয়-সেবন ৫১ ॥
তদীয় ৫২ * তুলসী ৫৩ বৈষ্ণব ৫৪ মথুরা ৫৫ ভাগবত ৫৬।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ৫৭ তৎকৃপাবলোকন ৫৮।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ৫৯, ৬০ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি ৬১ কার্ত্তিকাদি ব্রত ৬২, ৬৩, ৬৪। †
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ— এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥”

এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে প্রধান সাধনাঙ্গ শ্রবণাদি নয়টী, আর সমস্ত তাহার অনুষঙ্গ। প্রথম দশটী অঙ্গ প্রবেশদ্বার স্বরূপ। তাহার পর দশটী অঙ্গ ভক্তিপ্রতিকূল নিষেধ ও অনুকূল গ্রহণ। তন্মধ্যে ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র ইত্যাদির কার্য্যগুলি সমাজনিষ্ঠ কর্ত্তব্যবিশেষ। তাহারাও ভক্তির প্রথমে অনুকূল হয়। যত সাধন পরিপক্ক হয়, ততই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শেষ পাঁচটী অঙ্গমাত্র বিশেষ পালনীয় হইতে থাকে।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নিত্য আরাধ্য দেবতা। আমরা সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণেরই নিত্য দাস বা সেবক। শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণচন্দ্রই আমাদের নিত্য প্রভু ও হৃদয়দেবতা। যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই আমাদের নিত্য উপাস্য ইষ্টদেব। আমরা যুগল-উপাসক। তাই আমাদের যুগল-উপাসনা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য বা উপাস্য পরাকাষ্ঠা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণনাম ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একই বস্তু। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

(পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

[কৃষ্ণনাম চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা নাম ও নামীতে ভেদ নাই।]

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ ॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪-১৩৫)

দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ।

(কূর্ম্মপুরাণ বচন)

---

* লীলার উপকরণমাত্রই তদীয়; যথা— বৃন্দাবনে যাবতীয় উদ্দীপক ও সঙ্গী এবং নবদ্বীপের খোল-করতালাদি উপকরণ, তৎসম্মান ও আদর।

† কার্ত্তিক ১, মাঘ স্নান ২, বৈশাখ কৃত্য ৩।

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২২)

শাস্ত্র আরও বলেন—

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?'
'শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৫)

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই আমাদের আলোচ্য বিষয়। নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূল ভগবৎ-তত্ত্ব। এইজন্যই শাস্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ংরূপ ভগবান্, মূল ভগবান্, আদি ভগবান্, অনাদি ভগবান্, অংশী ভগবান্, মহাভগবান্ পরমেশ্বর বা অবতারী ভগবান্ বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজ পার্ষদ ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥'

— ব্রহ্ম সংহিতা ৫।১)

[কৃষ্ণ পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি ও সকলের আদি। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ। তিনি সর্ব্বকারণকারণ।]

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥

(ভাঃ ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

[রাম নৃসিংহাদি অবতারগণ কেহ বা কৃষ্ণের অংশ, আর কেহ বা কলা অর্থাৎ অংশের অংশ। কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অবতারগণ সকলে যুগে যুগে দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিয়া থাকেন।]

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলাপুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫২-১৫৬, ২৪০)

'স্বয়ং ভগবান্'—শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥

(চৈঃ চঃ আদি ২।৮৮)

নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্ বা মূল ভগবান্। লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে (পূর্ব্ব খণ্ড ১২ সংখ্যা) জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে ভগবৎস্বরূপ অন্য ভগবৎস্বরূপের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন, তিনিই স্বয়ংরূপ।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীভাগবতা-মৃতকণা গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"যোঽনন্যাপেক্ষি মহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যঃ স শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ংরূপঃ।"

যাঁহার মহৈশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্য অন্য কোন ভগবৎস্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়া নিত্যবিদ্যমান আছে, সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও বলিয়াছেন—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৩৪)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু বলিতেছেন—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ,—সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ॥

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥
নানা-ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়' ॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্ত-হর ॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥
আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীহনুমানজীর অবতার শ্রীমুরারি-গুপ্ত প্রভুকেও বলিয়াছেন—

পরম মধুর, গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ— সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময় ॥
সকল-সদ্গুণ-বৃন্দ রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ করে যাঁর লীলারস ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য উপাসনা মনে নাহি লয় ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩৮-১৪২)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

দামোদর কহে,— কৃষ্ণ রসিক শেখর।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ — ভক্ত প্রেমাধীন।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।১৫৫-১৫৬)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও বলিয়াছেন—

ব্রজে কৃষ্ণ— সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥
এই কৃষ্ণ — ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ — 'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম ॥
(ঐ মধ্য ২০।৩৯৬, ৪০০)

এ সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ বিভাবলহরী ২২১-২২৩)

ভগবান্ শ্রীহরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই তিন প্রকারে অবস্থিত।

অল্পগুণের প্রকাশক হরি পূর্ণ, সর্ব্বগুণের স্বল্প প্রকাশক হরি পূর্ণতর; আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি পূর্ণতম।

গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থেও নায়কভেদ প্রকরণে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায়—এই ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত ভাগবতামৃতকণা গ্রন্থেও (১২ অনুচ্ছেদ) এই কথা জানাইয়াছেন—

"কৃষ্ণঃ সপরিবারো বলদেবসহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ, মথুরায়াং পূর্ণতরঃ, দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবার সহিতঃ পূর্ণঃ"।

অর্থাৎ কৃষ্ণ সপরিবার বলদেব সহিত ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রভৃতি পরিবার সহিত পূর্ণ।

শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়ও আমরা পাই—শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে বলিতেছেন—

"ব্রজরাজসুতো বৃন্দাবনে পূর্ণতমো বসন্।
সম্পূর্ণ ষোড়শকলো বিহারং কুরুতে সদা ॥
সম্পূর্ণ ষোড়শকলঃ কেবলো নন্দনন্দনঃ।
বিক্রীড়ন্ রাধয়া সার্দ্ধং লভতে পরমং সুখম্ ॥
বাসুদেবঃ পূর্ণতরো মথুরায়াং বসন্ পুরি।
কলাভিঃ পঞ্চদশভির্যুতঃ ক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥
দ্বারকাধিপতির্দ্বারবত্যাং পূর্ণস্বসৌ বসন্।
চতুর্দ্দশকলাযুক্তো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥"

নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে 'পূর্ণতম'রূপে বিরাজমান। তিনি ষোড়শকলাবিশিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বদা সানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। মথুরায় কৃষ্ণ বাসুদেবরূপে পঞ্চদশকলাবিশিষ্ট হইয়া নিয়ত ক্রীড়াকরিতেছেন। তিনি 'পূর্ণ'তর। আর দ্বারকাধিপতি চতুর্দ্দশকলাযুক্ত হইয়া 'পূর্ণ'রূপে দ্বারকায় সতত লীলা করিতেছেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ সুন্দর, আর শ্রীরাধাদেবী ত্রিভঙ্গ সুন্দরী। শ্রীকৃষ্ণের এই ত্রিভঙ্গসুন্দরত্ব একমাত্র ব্রজেই প্রকাশিত। তাই শাস্ত্র বলেন—

ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব, এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১।৮৬)

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কেবল-মাধুর্য্য বিগ্রহ। তিনি পরমেশ্বর হইলেও ব্রজেন্দ্রনন্দনে ঈশ্বরাভিমান দৃষ্ট হয় না। তাই ব্রজের ভক্তগণ ঐশ্বর্য্যশূন্য কেবলভাবেই বিভাবিত হইয়া সতত কৃষ্ণসুখান্বেষণে ব্যস্ত। এইরূপ নির্ম্মল শুদ্ধপ্রেম ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিশোর-শেখর, কিশোরবয়স্ক, নিত্যকিশোর। ব্রজেন্দ্রনন্দন চৌষট্টিগুণসম্পন্ন, তিনি মুরলীধর, তার গোপবেশ ও গোপ অভিমান। নন্দনন্দন দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি রাধানাথ, গোপীনাথ, রাসবিহারী। নরলীলাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি' গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প।
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি', স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছতথি,
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার ॥

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক— ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে.
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥
সেই ত' মাধুর্য্যসার, অন্যসিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো— মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১-১১০, ১১৭)

স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ংপ্রকাশ'—এ দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত। 'স্বয়ংপ্রকাশ' আবার 'প্রাভব প্রকাশ' ও 'বৈভব প্রকাশ' নামে দ্বিবিধ। ব্রজে রাসলীলা কালে শ্রীকৃষ্ণ যে বহুমূর্ত্তি ধারণ করেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণের 'প্রাভব প্রকাশ'। আর দ্বিভুজ বসুদেবনন্দন বাসুদেব ও বলরাম হলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'বৈভব-প্রকাশ'। এই দ্বিভুজ দেবকীনন্দন যখন চতুর্ভুজ হন বা মহিষী বিবাহে বহুমূর্ত্তি ধারণ করেন তখন তাঁহাকে 'প্রাভব-বিলাস' বলা হয়। স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন কৃষ্ণের গোপবেশ ও গোপ-অভিমান আর বৈভব প্রকাশ বসুদেবনন্দন বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান। বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দনের মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির চমৎকারিতা বেশী। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ'— দুইরূপে স্ফূর্ত্তি ॥
স্বয়ংরূপে— এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
'প্রাভব'-'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
একবপু বহুরূপে যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
'প্রাভব-বিলাস —এই শাস্ত্রপরসিদ্ধি ॥
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥
বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥
যে কালে দ্বিভুজ. নাম— বৈভব প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভব বিলাস ॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, 'আমি— ক্ষত্রিয়' জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬৬-১৬৯, ১৭৪-১৭৯)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজেন্দ্রনন্দন) মথুরা ও দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহরূপে লীলা-বিলাস করেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আদি চতুর্ব্ব্যূহ। এই আদি চতুর্ব্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাভব-বিলাস-মূর্ত্তি। কারণ শ্রীবলদেব চতুর্ব্ব্যূহের অন্যতম সঙ্কর্ষণমাত্র। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভগ্রন্থে (২৩ অনুচ্ছেদ) বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বাৎ, শ্রীরামস্য চ সঙ্কর্ষণত্বাৎ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ বাসুদেব, আর শ্রীবলরাম সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে (পূর্ব্বখণ্ড ৮৪) বলিয়াছেন—

"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি।" অর্থাৎ শ্রীবলরাম চতুর্ব্ব্যূহের মধ্যে দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণরূপেই বিরাজিত।

শাস্ত্র বলেন—

প্রাভব বিলাস— বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,— মুখ্য চারিজন ॥
আদি-চতুর্ব্ব্যূহ কেহ নাহি ইহাঁর সম।
অনন্ত-চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইহাঁর বাস ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৮৬, ১৮৯-১৯০)

উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯০ পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকা-পুরীতে কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস নিত্য অবস্থিত।"

শাস্ত্র আরও বলেন—

মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্ব্যূহ হঞা॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।২৩-২৫)

উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ আদি ৫।২৩ পয়ারের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণধামের মথুরা-দ্বারকাখণ্ডে, কৃষ্ণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই আদি চতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশ করতঃ নানারূপে বিলাস করেন।"

শ্রীবলরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ ও প্রাভববিলাস উভয়ই। ব্রজে তাঁহার গোপভাব এবং দ্বারকা-মথুরায় তিনি ক্ষত্রিয়াভিমানী। ব্রজে গোপ-অভিমানী বলদেব কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। আবার সেই বলদেবই দ্বারকা-মথুরায় যখন ক্ষত্রিয়ভাবান্বিত, তখন তাঁহাকে প্রাভব-বিলাস বলা হয়। তখন এই বলদেব আদি-চতুর্ব্ব্যূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ নামেও অভিহিত হন। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম॥
বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৮৭-৮৮)

উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৮৭ পয়ারে উল্লিখিত 'বর্ণ' শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, রং নহে।

শ্রীবলরাম হইলেন মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের অন্যতম মহাসঙ্কর্ষণ এবং ত্রিবিধ পুরুষাবতার—(কারণোদকশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী) ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীবলদেব মহাসঙ্কর্ষণ ও ত্রিবিধ পুরুষাবতার—এই চারি রূপে সৃষ্টি-লীলাদি কার্য্য করেন। শাস্ত্র বলেন—

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ।

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৮-১১)

শ্রীবলদেব যে শ্রীবাসুদেবের অংশ, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

শ্রীকৃষ্ণরূপেণ নিজাংশরূপত্বাদ্ রামরূপেণাপি ভারহারিত্বং ভগবত এবেত্যুভয়ত্রাপি ভগবানহরস্তরমিতি। শ্রীকৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বাৎ শ্রীরামস্য চ সঙ্কর্ষণত্বাদ্, যুক্তমেব চ তদিতি"।

(কৃষ্ণসন্দর্ভ ২৩ অনুচ্ছেদ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এবং নিজাংশ শ্রীবলরামরূপে পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবলরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ। চতুর্ব্ব্যূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবরূপে এবং শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজিত।

"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্" (ভাঃ ১০।১।২৪) —এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু আরও বলেন—

"শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ।"

(কৃষ্ণসন্দর্ভ ৮৬ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ শ্রীবসুদেবনন্দন বাসুদেবের কলা অর্থাৎ প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"বাসুদেবস্য দ্বারকাদিপ্রসিদ্ধচতুর্ব্ব্যূহপ্রধানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য

কলা অংশঃ সঙ্কর্ষণত্বাৎ।" (বৃঃ বৈষ্ণবতোষণী) বাসুদেবের অর্থাৎ দ্বারকাদি প্রসিদ্ধ চতুর্ব্ব্যূহের প্রধান শ্রীকৃষ্ণের কলা অর্থাৎ অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ।

'শেষাখ্যং ধাম মামকম্'—এই শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২।৮) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে 'মামকং ধাম' অর্থাৎ 'আমার-অংশ' বলিয়াছেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকাংশের টীকায় বলিয়াছেন—

"মামকং ধাম মদংশভূতং বলদেবস্বরূপং, কীদৃশং শেষ ইতি অংশেন আখ্যা যস্য 'যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতেঃ' ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। অতএব তস্য রোহিণী নিত্যমাতৃকত্বেঽপি দেবক্যা গর্ভে মৎপ্রবেশানুরোধেন এব প্রথমং তেন প্রবিষ্টং। ততঃ স্বাংশং মন্নিবাস-শয্যা-সনাদ্যাত্মকং শেষং তত্র দেবকীগর্ভে স্থাপয়িত্বৈব স্বমাতুঃ রোহিণ্যা গর্ভে যিয়াসদিত্যর্থঃ।"

শেষ যাঁহার অংশ সেই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের (বাসুদেবের) অংশস্বরূপ। তাই তিনি নিত্যকাল রোহিণী-নন্দন হইয়াও কৃষ্ণ (বাসুদেব)দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিবেন বলিয়া প্রথমে তিনি দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রবিষ্ট হইয়া তথায় নিজ অংশ ভগবৎ-নিবাস-শয্যা-আসনাদিস্বরূপ শেষকে রাখিয়া নিজমাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করেন।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও উক্ত শ্লোকাংশের স্বকৃত লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

"শেষাখ্যং শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং মমাংশত্বেন খ্যাতমিত্যর্থ। মামকং সঙ্কর্ষণসংজ্ঞং ধাম রূপম্।"

হরিবংশেও আমরা পাই—ভগবান্ শ্রীবাসুদেব মায়াকে বলিতেছেন—

সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশঃ সৌম্যো মমাগ্রজঃ॥
স সংক্রময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীম্॥

দেবকীর সপ্তমগর্ভে আমার অগ্রজস্বরূপ অংশ বলরাম বিদ্যমান থাকিবেন। তুমি সপ্তম মাসে তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে আকর্ষণ করিয়া লইবে।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥
(ভাঃ ১০।১।২)

"অংশেন বলদেবেন সহ"
(বৃঃ বৈষ্ণবতোষণী ও ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

আপনি ধর্ম্মশীল মহাত্মা যদুর বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ বংশে অংশ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) চরিত সকল বর্ণন করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা আরও পাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥
(ভাঃ ১১।৭।২)

"অংশেন বলদেবেন সহ"
(ক্রমসন্দর্ভ ও চক্রবর্ত্তি-টীকা)

আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য অংশ শ্রীবলদেবের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই ভূভারহরণরূপ দেবকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ।'

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৩৮-২৩৯ অনুভাষ্যধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রবাক্য)

অর্থাৎ আদিমূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করেন।

সাম্বের লক্ষ্মণাহরণপ্রসঙ্গে শ্রীবলরাম নিজেও বলিয়াছেন—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥
(ভাঃ ১০।৬৮।৩৭)

চরণ-পঙ্কজ যাঁর বাঞ্ছে লোকনাথে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে চিন্তে ধ্যান পথে॥
তীর্থ সেবি তীর্থ যাঁর চরণ কমল।
প্রজাপতি ভৃত্য যাঁর শঙ্কর কিঙ্কর॥
বিরিঞ্চি, শঙ্কর, আমি, সহস্র-বদন।
এ সব যাঁহার অংশ অংশের সৃজন॥
হেন পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রভু ভগবান্।
রাজাসন করি তাঁর কোন বস্তুজ্ঞান॥

(কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

কৃষ্ণ হইতেই যে চতুর্ব্ব্যূহের প্রাকট্য একথা জগদ্গুরু শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত সংক্ষেপ ভাগবতামৃত গ্রন্থে (পূর্ব্বখণ্ড ২৬৮) বলিয়াছেন—

"অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্॥
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥
তা স্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদুদ্বহঃ।
দ্বারাবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ॥
তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্।
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্যস্তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥
ইতি ব্যূহ-চতুষ্কস্য লোকোত্তর চমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করতঃ মথুরাপুরীতে গমন করেন। তিনি যে বাসুদেব মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ, উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবরূপে মথুরাপুরীতে নানাবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া, পরে মহিষী বিবাহ ও অসুরবধাদি লীলা প্রকাশ করিবার জন্য দ্বারকাধামে গমন করেন। তথায় কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন নামক তৃতীয় ব্যূহকে প্রকাশ করেন এবং সেই প্রদ্যুম্ন হইতে চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ প্রকটিত হন। এইরূপে সেই দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহের আশ্চর্য্যজনক বহুবিধ বিবাহাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বলরাম কৃষ্ণের অংশ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব) উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।

(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব, তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শিব, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মীদেবী অথবা আমার স্বরূপও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে।

'ভাই সঙ্কর্ষণ মোর তেন প্রিয় নহে"

—(ক্রমশঃ)

ভক্ত প্রহ্লাদ

হিরণ্যকশিপুর জন্মবৃত্তান্ত

একদা ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও দেখিতে পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের ন্যায় ছিলেন এবং উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয় 'জয়' ও 'বিজয়' চতুঃসনকে বালক মনে করিয়া তাঁহাদের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? বিনা আদেশে এখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।" অনেক চেষ্টার পরেও ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন;—"রে মূর্খ, তোরা অভিমানে মত্ত হইয়া আমাদিগকে বাধা দিতেছিস্। রজস্তমোগুণরহিত ভগবান্ মধুসূদনের পাদমূলে তোরা বাস করিবার অযোগ্য। শীঘ্র এই স্থান হইতে

ভ্রষ্ট হইয়া পাপিষ্ঠা আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হ।" অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়', 'বিজয়' বৈকুণ্ঠ হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে থাকিলে সনকাদি ঋষিগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা পুনরায় সদয় হইয়া বলিলেন, 'তিন জন্মের পর তোদের উদ্ধার হইবে।' এই 'জয়', 'বিজয়'ই দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন—জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ও কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ। ইহাঁরা দৈত্য-দানবগণের দ্বারা পুজিত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছিলেন সেই সময় হিরণ্যাক্ষ আসিয়া বাধা প্রদান করিল। অবশেষে বরাহরূপী ভগবানের সহিত যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। ভ্রাতৃবধের সংবাদ পাইয়া হিরণ্যকশিপু শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অসহ্য ক্রোধে পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন, রোষাগ্নির দ্বারা নেত্রদ্বয় হইতে ধূম নির্গত হইয়া আকাশকে ধূম্রবর্ণ দেখিতে লাগিলেন, করালদন্ত ও ভ্রূকুটীযুক্ত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং শূল উত্তোলন করিয়া দানবদিগকে কহিতে লাগিলেন,—"হে দ্বিমূর্দ্ধ! হে ত্র্যক্ষ! হে শম্বর! হে শতবাহো! হয়গ্রীব! নমুচে! পাক! ইল্বল! বিপ্রচিত্তে! পুলোমন্! হে শকুন! হে দানবগণ! তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও। ক্ষুদ্র শত্রুগণ আমার পরম সুহৃদ্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও বর্ত্তমানে দেবতাদিগের উপাসনাকে নিমিত্ত করিয়া আমাদের শত্রুগণকে সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং ভগবানের সমদর্শন স্বভাব আর নাই। শুদ্ধ ও তেজোময় হইলেও মায়াবশে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলোভনমুগ্ধ বালকের ন্যায় অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি শূলদ্বারা বিষ্ণুর গ্রীবাদেশ ভিন্ন করিয়া সেই রক্তের দ্বারা রুধিরপ্রিয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করিব, তবেই আমার মনোবেদনা দূর হইবে। বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে যেমন আপনা হইতেই শাখাদি শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার শত্রু বিষ্ণু নিহত হইলে বিষ্ণুপ্রাণ দেবগণও বিনষ্ট হইবে। আমি যতদিন না বিষ্ণুকে সংহার করিতে পারি ততদিন তোমরা তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, দানাদিধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি মানবগণকে সংহার করিতে থাক। ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞক্রিয়ার মূল বিষ্ণু। বিষ্ণুই যজ্ঞেশ্বর এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতগণ ও ধর্ম্মের পরম আশ্রয়। ব্রাহ্মণগণকে বধ করিলে যজ্ঞাদি বন্ধ হইয়া যাইবে তখন বিষ্ণু দুর্ব্বল হইয়া বিনষ্ট হইবে। তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া গাভীগণ জীবিত থাকে এবং গাভীগণ হইতে ঘৃতাদি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ উহার দ্বারা বেদমন্ত্রের সাহায্যে বিষ্ণুতে আহুতি প্রদান করে, তাহাতে বিষ্ণুর শক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তোমরা বৃক্ষাদি নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবে এবং যে যে স্থানে গাভী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিতে পাইবে সেই সেই স্থান জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া ফেলিবে।"

দানবগণ স্বভাবতঃ হিংসাপ্রিয় হওয়ায় হিরণ্যকশিপুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পরমোল্লাসের সহিত প্রজাপীড়নে প্রমত্ত হইল। তাহারা নগর, গ্রাম, গো-বাথান, উদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, অরণ্য, ঋষিগণের আশ্রম, রত্নস্থান, কৃষকগণের আবাসস্থান, দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী গ্রামাদি, গোপপল্লী, রাজধানী প্রভৃতি যদৃচ্ছভাবে দাহ করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল। কোন কোন দানব খন্তা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া সেতু, প্রাচীর, পুরদ্বারসমূহও ধ্বংস করিয়া ফেলিল, কেহ বা কুঠারের সাহায্যে আম কাঁঠাল প্রভৃতি উত্তম ফলের বৃক্ষসমূহ কাটিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল। আবার কতকগুলি দানব প্রজ্জলিত কাষ্ঠ লইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত যদৃচ্ছা প্রজাগণের গৃহাদিসমূহও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর অনুচর দানবগণকর্ত্তৃক এইরূপভাবে বারংবার উৎপিড়ীত হইতে থাকিলে প্রজাগণের যজ্ঞাদি কার্য্যে গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। যজ্ঞভাগ না পাইয়া দেবতাগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অলক্ষিতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হিরণ্যাক্ষের স্ত্রী ভানু পতির বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শকুনি, শম্বর,

ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ প্রভৃতি হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণও পিতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িল। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কৃত্য সমাপন করিয়া ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন,—"হে মাতঃ, হে ভ্রাতৃজায়ে, হে পুত্রগণ, আমার বীর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। সে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। বীরপুরুষগণের ইহাপেক্ষা কি কাম্য হইতে পারে? এই সংসারকে পান্থশালার ন্যায় বুঝিবে। পথিকগণ যেমন বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া পান্থশালায় মিলিত হয় এবং পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কর্ম্মানুসারে সংসারে একত্রিত হয় আবার কর্ম্মের দ্বারাই বিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। আত্মা জীবের স্বরূপ, উহা দেহ হইতে ভিন্ন, দেহের ন্যায় উহার বিনাশ নাই। আত্মা নিত্য, অপক্ষয়রহিত, নির্ম্মল, সর্ব্বগত ও সর্ব্বজ্ঞ। আত্মাতে সুখদুঃখাদি নাই, কিন্তু জীবাত্মা অবিদ্যাকবলিত হইয়া শূক্ষ্মশরীরে সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মার মৃত্যু হইয়াছে বা ক্লিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি মনে করিয়া শোক করা অজ্ঞতামাত্র। যেমন জল চঞ্চল হইলে তীরস্থিত বৃক্ষের জলে পতিত প্রতিবিম্ব চঞ্চল হয়, চক্ষু ঘূর্ণিত হইলে ভূমিও যেমন ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ মন ত্রিগুণের দ্বারা চঞ্চল হইলে জীবপুরুষ তত্ত্বতঃ শোকাদিবিকাররহিত ও সূক্ষ্মদেহাতিরিক্ত হইয়াও নিজেকে বিকারী ও মনোধর্ম্মী বলিয়া মনে করে। অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত হইতে জীবের যাবতীয় দুঃখ। দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহসম্বন্ধীয় প্রিয়বস্তুর সংযোগ ও অপ্রিয়বস্তুর বিয়োগে সুখানুভব হয় এবং প্রিয়বস্তুর বিয়োগ ও অপ্রিয়ের সংযোগে দুঃখানুভব হইয়া থাকে। দেহাত্মবোধ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মই সংসারের মূল। ইহা হইতে জন্ম-মৃত্যু, অবিবেক, চিন্তা ও বিবিধ শোক আসিয়া উপস্থিত হয়, কখনও বা ক্ষণকালের জন্য বিবেক-জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইলেও কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া পরক্ষণেই উহার বিস্মৃতি ঘটে। এই বিষয়ে একজন মৃত ব্যক্তির বান্ধবগণের সঙ্গে যম-রাজের কি কথোপকথন হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটী পুরাতন ইতিহাস তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর।

[ক্রমশঃ]

জীবনের সন্ধ্যাকালে

[শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী]

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'লো,
কি কর বসিয়ে মন!
ছাড় খেলা, এই বেলা,
কত (আর) খেলিবে এখন !! ১

আয়ু-সূর্য্য, গেল অস্ত,
দেখে কি দেখ না মন।
ভব-খেলা, সাঙ্গ হ'লো,
কি হ'বে ভাবিয়া মন ॥ ২

কাঁদিলে কি, ফিরিবে কি,
পুনরায় এ জীবন!
এই বার, শেষ বার,
লও হরিতে শরণ ॥ ৩

নইলে যে, ল'য়ে যাবে,
বেঁধে—শমন-সদন।
তখন,—
কোথা র'বে, পড়ে সবে,
ঐ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ॥ ৪

কোথা গেল, অলিকুল,
বিলাসের কুঞ্জ বন।
কই সেই, বন্ধু অরি ॥
ঐ ভ্রমর গুঞ্জরণ ॥ ৫

কোথা গেল, সেই বল-
বীর্য্য-দম্ভ-অভিমান।
কোথা রূপ- মান-যশ-
আভিজাত্য-মেধা-জ্ঞান ॥ ৬

এ বিপদে, কে রক্ষিবে,
আছে কি ঐ বন্ধুগণ !
যদি থাকে, কেহ তবে,
সঙ্গে নাহি রহে কেন !! ৭

শুন শুন, ভাল কথা,
ওহে দীন-হীন-জন।
শুনিলেই, হয় হিত,
কহে সাধু শাস্ত্রগণ ॥ ৮

বিপদের বন্ধু সেই,
দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ।
ভজহুঁ রে, মূঢ় মন।
সেই গোবিন্দ-চরণ ॥ ৯

ঐ চরণ, বিনে গতি
নাই, ভেবে দেখ মন।
ডাক তাঁরে, প্রাণভরে,
সে যে, বিপদবারণ ॥ ১০

ডাকে যারা, পায় তারা,
তাঁর চরণ দর্শন।
এ অধম, দাসে কয়,
সে যে, পতিতপাবন ॥ ১১

সে যে ভক্ত- প্রাণধন,
জীবনেরও জীবন।
(তাই এ অন্তিমকালে,)
কেঁদে কেঁদে, ডাকি তাঁরে,
পাব বলে ঐ চরণ ॥ ১২

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের পরিচালনাধীনে গত ৩০।১০।৬১ (বাং ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮) সোমবার রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ দেরাদুন এক্সপ্রেসে আমরা কলিকাতা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে ৮৯ মূর্ত্তি (৭২জন গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত এবং ১৭জন মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী) আর্য্যাবর্ত্তস্থ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত তীর্থ পরিক্রমণার্থ যাত্রা করি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ সঙ্গে ছিলেন। একখানি পুরা বগি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে ভক্তগণ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে যখন শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ, শ্রীতুলসী এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে ট্রেণে উঠেন এবং নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করিয়া পরমানন্দে মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খঘণ্টাদি বাদন সহকারে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন পুনঃ পুনঃ "গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে।" এবং "তুয়া জন সঙ্গে তুয়া কথা রঙ্গে গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ" ইত্যাদি মহাজনপদাবলীর সার্থকতা আমাদের স্মরণ-পথে জাগরূক হইয়া হৃদয়খানিকে এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরপূর করিয়া তুলিতেছিল। আমাদের মঠবাসী সেবকগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, শ্রীমদ্‌ ভক্তিললিত গিরি, শ্রীমদ্‌ভক্তি-

বল্লভ তীর্থ, শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভাগবতবৃন্দ শ্রীল মঠাধ্যক্ষ মহারাজের কামরায় তৎসান্নিধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীবিগ্রহও তাঁহার কামরার একপার্শ্বে যথাবিধি সেবিত হইতে থাকেন। আসাম-দেশীয় ভক্তবৃন্দ শ্রীপাদ পরমানন্দদাস বাবাজী মহাশয়ের আনুগত্যে অন্য একটি কামরায় থাকিয়া পরমানন্দে নিয়ম-সেবার কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। যাত্রিগণ সকলেই রাত্রে বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

গয়াধাম

৩১।১০।৬১ মঙ্গলবার—শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যেমন প্রথমেই গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনান্তে আত্মপ্রকাশ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজও তদ্রূপ এবার তাঁহার তীর্থ ভ্রমণারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের বিচার বরণ করিলেন। অবশ্য তীর্থস্থানগুলি দক্ষিণা-বর্ত্তক্রমে পরিক্রমণোদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ৩১।১০ তারিখে ভোর প্রায় ৬-৩৬ মিঃ প্রভাতী কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গয়া ষ্টেশনে পৌঁছাই, তথায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে আমরা প্রথমে ফল্গুতীর্থে গিয়া স্নানাহ্নিকাদি করি। ইঁহাকে ফল্গুগঙ্গাও বলা হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা বলিয়া ইনি শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত গঙ্গাই। ইঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা শ্রীল মহারাজের পদাঙ্কানুসরণে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন, পূজা ও পরিক্রমা করি। শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বও কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর আমরা অক্ষয়বট দর্শনান্তে ষ্টেসনে আমাদের গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করি। অক্ষয়বটে দেখিলাম, বহু যাত্রী নানা কামনা বাসনা মূলে ডোর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আমরা শ্রীহরি-কীর্ত্তনমুখে তাঁহার তর্পণবিধানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-ভক্তিবর প্রার্থনা করিলাম। সঙ্গের যাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রেতশিলা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শনে গমন করেন। আমরা ঐকান্তিক ভাগবতগণের বিচারানুসরণে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয় বলিয়া মনে করি। "যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" "প্রিয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম পূজাতেই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী স্থাবরজঙ্গম সকলেরই পূজা হইয়া যায়—বিচারে স্বতন্ত্র-ভাবে দেবপিত্রাদি উপাসনাজনিত নামাপরাধে লিপ্ত হইতে চাহেন না। অবশ্য শ্রীভগবান্ বিষ্ণুপাদপদ্মপূজা দ্বারাই যে তদিতর দেবলোক পিতৃলোক প্রভৃতি সকলেরই পূজা হইয়া যায়—কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—এই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৈষ্ণববুদ্ধিতে দেব-পিত্রাদিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি দ্বারা তর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তিবর প্রার্থনায় ঐকান্তিকতার হানি হয় না। কিন্তু তাদৃশ বিশ্বাসে দার্ঢ্য না থাকায় দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যমনন রূপ নামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। অত্যন্ত কর্ম্মজড়তাপ্রযুক্ত ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের এই সকল বিচারে সংশয় উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন এক অপূর্ব্ব দর্শন। গয়াসুরের মস্তকোপরি শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণপাদপদ্ম সংস্থাপিত হইয়াছিল। নাস্তিক্য (Atheism), সংশয় (Scepticism), অজ্ঞেয়তা (Agnosticism) ও জড় নির্ব্বিশেষবাদোপরি অপ্রাকৃত বিশেষসম্পন্ন আস্তিক্যবাদের—চিৎ সবিশেষতত্ত্বের চরমোৎকর্ষ প্রকাশক শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের পরম সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থই শ্রীবিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের গয়াধামে শুভবিজয়লীলা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীঋগ্‌বেদোক্ত নিত্য আচমনীয় "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্" মন্ত্রোদ্দিষ্ট শ্রীবিষ্ণুর

অপ্রাকৃত পরমপদ সদ্‌গুরু কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জীবের দিব্য চিন্ময় নেত্রে অবশ্যই নিত্য দর্শনযোগ্য হইয়া থাকেন। নিরাকার, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি শব্দ প্রাকৃত আকার প্রাকৃত বিশেষাদি নিষেধার্থই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয় সংশ্লিষ্ট না হইয়া অবিকৃত থাকিয়াই তাঁহার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাত্মক গুণাতীত চিন্ময় স্বরূপ প্রকট করিতে পারেন। অজ ভগবানের জন্মাদি লীলায় পাছে তাঁহার মায়িকগুণ স্বীকার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, এজন্য জীবের তৎসম্পর্কিত সর্ব্ব সংশয় নিরসনার্থ শ্রীভগবান্ গীতায় স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়া রাখিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং," "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইত্যাদি। শ্রীব্রজমণ্ডলে কাম্যবনাদিতে চরণপাহাড়ী প্রভৃতি স্থানে যে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের এবং শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে চরণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাও অবিশ্বাসযোগ্য কৃত্রিম কোন ব্যাপার নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপদ চিহ্ন দর্শনে কতই না প্রেমবিহ্বল হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন! শ্রীবিষ্ণুরূপে তাঁহার নিজেরই শ্রীপাদপদ্ম আজ ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী মহাপ্রভু নিজে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে বিভাবিত হইবার লীলা প্রকট করিলেন! আবার শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন লাভকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গয়াধামে আসিবার সার্থকতারূপে জানাইলেন—"প্রভু কহে গয়া যাত্রা সফল আমার। যেই হৈতে দেখিলাঙ চরণ তোমার"॥ কেননা "তৎপদং দর্শিতং যেন" সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অজ্ঞানতিমিরান্ধ জীবের দিব্য জ্ঞান চক্ষু আর কে উন্মীলন করিবে—কে দেখাইবে—কেই বা বুঝাইবে সেই পরম পদের অপ্রাকৃতস্বরূপ রূপ মাধুর্য্য? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাই তাঁহার কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে "তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর" ইত্যাদি কীর্ত্তন-দ্বারা তীর্থ ভ্রমণের সার্থকতা জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথা রুচিঃ স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ নিষেবণাৎ॥" শ্লোকে পুণ্যতীর্থ সেবাফল-স্বরূপে মহতের সঙ্গ ও সেবা-সৌভাগ্য লাভ এবং সেই মহন্মুখরিত কৃষ্ণকথা শ্রবণে কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা ও রুচি উদয়ের কথা লিখিত আছে।

ভক্তরাজ শ্রীসুদামা বিপ্র এবং শ্রীঅক্রূরের দ্বারকা ও বৃন্দাবনে যাত্রাকালে "কৃষ্ণ সন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্" অর্থাৎ কৃষ্ণ সন্দর্শন আমার কিরূপে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তীর্থপথ অতিক্রম করিবার যেরূপ আদর্শ দৃষ্ট হয়, শ্রীভগবানের লীলাস্থলী চিন্ময়ধাম দর্শনার্থীর হৃদয়ে সেইরূপ আর্ত্তিপূর্ণ ভাবোদয়েই প্রকৃতধাম বা সেই ধামেশ্বর শ্রীভগবানের স্বরূপোপলব্ধির সৌভাগ্য উদিত হইয়া থাকে। শ্রীল স্বামিজী মহারাজের তীর্থ যাত্রাকালে, রাষ্ট্রীয় যান মধ্যে, টাঙ্গা, রিক্‌শ, মোটর প্রভৃতি বিভিন্ন যানযোগে বা পদব্রজে ভ্রমণকালে এই প্রকার আর্ত্তিমূলক জয়ধ্বনি, স্তব-স্তুতিপাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন আমাদের বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। সাধুসঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ এই জন্যই লাভজনক হইয়া থাকে যেহেতু তাঁহারা "অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃ শ্লোক দর্শনম্" বিচারটি আন্তরিকভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণপূর্ব্বক আমাদিগকেও প্রজল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্‌ভাবভাবিত হইবার কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করাইয়া দেন।

শ্রীগয়াধামে আমরা আমাদের পাণ্ডার নিকট শুনিলাম—শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দিরে প্রত্যহ ভোর ৫ ঘটিকায় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের নিত্য মঙ্গল আরাত্রিক সম্পাদিত হইয়া বাল্যভোগ (মিষ্টান্নাদি) হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে অন্ন ভোগ ও রাত্রে লুচি-পুরী ভোগ হয়। ত্রিসন্ধ্যায়ই আরাত্রিকাদি নিত্য নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে। সন্ধ্যা ৭ টায় শৃঙ্গার হয়। পুজারী শ্রীমাধবসম্প্রদায় ভুক্ত।

পাণ্ডাদিগের মধ্যে যাত্রিগণের প্রতি বিশেষ কোন পীড়ন দেখা গেল না। পরলোকগত রামহরি ঢেড়ি মহাশয়ের পুত্র পরলোকগত কানাই লাল ঢেড়ি, তাঁহার দৌহিত্র ও পোষ্য পুত্র শ্রীমান্ মাধব লাল ঢেড়ি আমাদের পাণ্ডার কার্য্য করেন।

গয়ায় বহু দর্শনীয় স্থান আছে, তন্মধ্যে মুখ্য দ্রষ্টব্য

শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম, ফল্গুতীর্থ এবং অক্ষয় বট। গয়াধাম যেমন পিতৃতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, শ্রীকপিলদেবহূতিস্থান সিদ্ধপুরও তেমন মাতৃতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা সেই সিদ্ধপুরেও যাইব।

প্রয়াগ-রাজ

১।১১।৬১ বুধবার—আমরা গতকল্য সমস্তদিন গয়াধামে থাকিয়া রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় শিয়ালদহ পাঠানকোট এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ বা প্রয়াগতীর্থে যাত্রা করি এবং মধ্য রাত্রিতে মোগলসরাই ষ্টেসনে পৌঁছাই। তথা হইতে ১।১১।৬১ সকাল ৫-৩৪ মিঃ প্রয়াগ ষ্টেসনে পৌঁছাই, তথায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক আমরা শ্রীল মাধব মহারাজের আনুগত্যে ত্রিবেণীস্নানে যাত্রা করি। দুইখানি বাস যাতায়াতের জন্য রিজার্ভ করা হয়। সকালে ষ্টেসনের নিকট সরকারী বাসওয়ালা এবং গঙ্গাঘাটে নৌকাওয়ালারা আমাদের নিকট হইতে অধিক অর্থ প্রাপ্তির লোভে কাপট্যাশ্রয়ে বড়ই উদ্বেগ দান করিয়াছিল। যাহাহউক আমরা পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের পদাঙ্কানুসরণে ত্রিবেণী স্নান ও সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক নিকটস্থ পুরাতন কেল্লার মধ্যে অক্ষয়বট দর্শনার্থ গমন করি। পাণ্ডারা কেল্লার পাতালপুরী গুহায় এক শুষ্ক বটের ডাল পুঁতিয়া তাহাতে কাপড় জড়াইয়া রাখিয়া উহাকে প্রাচীন অক্ষয়বট বলিয়া দর্শন করাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করে। কিন্তু শুনা যায়, কেল্লার যমুনাতটভাগে নাকি আসল অক্ষয়বট আবিষ্কৃত হইয়াছেন। এই বটবৃক্ষের সপ্তাহে দুইদিন দর্শন সকলের জন্যই অনুমোদিত আছে। যমুনাতীরবর্ত্তী ফটক হইতে ঐস্থানে যাওয়া যায়। কেল্লার ভিতর যেখানে শুষ্কবটশাখাকে প্রাচীন অক্ষয় বট বলিয়া দেখান হয়, ঐ স্থানকে পাতালপুরী মন্দির বলে। ঐস্থানে সর্ব্বশ্রী—ধর্ম্মরাজ, অন্নপূর্ণা, সঙ্কটমোচন, মহালক্ষ্মী, গৌরী-গণেশ, আদিগণেশ, বালমুকুন্দ ব্রহ্মচারী, প্রয়াগরাজেশ্বর শিব, শূলটঙ্কেশ্বর মহাদেব, গৌরীশঙ্কর, সত্যনারায়ণ, যমদণ্ড মহাদেব, দণ্ডপাণি ভৈরব, ললিতা দেবী, গঙ্গাজী, স্বামিকার্ত্তিক, নৃসিংহ, সরস্বতী, বিষ্ণু, যমুনা, দত্তাত্রেয়, গোরখনাথ, জাম্ববান্, সূর্য্য, অনসূয়া, বেদব্যাস, বরুণ, পবন, মার্কণ্ডেয়, সিদ্ধনাথ, বিন্দুমাধব, কুবের, অগ্নি, দুধনাথ, পার্ব্বতী, সোম, দুর্ব্বাসা, রামলক্ষ্মণ, শেষ, যমরাজ, অনন্তমাধব, সাক্ষীবিনায়ক, হনুমানজী প্রভৃতি বহু শৈলমূর্ত্তি আছেন। আমরা 'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে' গীত্যনুসরণে সকলের নিকট হইতেই কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করি। তথা হইতে ভূমিতে শায়িত বিশাল মূর্ত্তি শ্রীহনুমান্‌জীর মন্দির হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যাই। বর্ষাঋতুতে এই হনুমান্‌জীর মূর্ত্তি জলমগ্ন হইয়া থাকেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে দশাশ্বমেধ শিব আছেন। কিন্তু এই স্থানেই যে কলিযুগপাবনাবতারী প্রেমের ঠাকুর গৌরহরি তাঁহার পরম প্রিয়তম শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া দশদিবসব্যাপী অভিধেয়-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, এইস্থানেই যে ফল্গুবৈরাগ্য নিষিদ্ধ হইয়া যুক্তবৈরাগ্য উপদিষ্ট হইয়াছিল, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় যাহাকে 'রূপশিক্ষা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন সংরক্ষিত হয় নাই। প্রয়াগমাহাত্ম্য লেখকগণের কাহারও লেখনীতে ইহার কোন উল্লেখও দেখিতে পাইলাম না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কাশীদশাশ্বমেধঘাটে শ্রীসনাতনশিক্ষায় সম্বন্ধতত্ত্বের উপদেশ, প্রয়াগদশাশ্বমেধঘাটে অভিধেয়তত্ত্ব এবং অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীগোদাবরীতটস্থ কভুরে (পশ্চিম-গোদাবরী) শ্রীগৌর-রায়রামানন্দ-মিলনস্থলীতে শ্রীরামানন্দ মুখে প্রয়োজনতত্ত্বোপদেশ প্রসঙ্গে অনন্ত শাস্ত্রসিন্ধুমথিত হইয়া যে ভক্তিরসামৃত উত্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ ব্যতীত ঐ সকল স্থান মাহাত্ম্য অপূর্ণই থাকিয়া যায়। গোদাবরীতটে গোষ্পদ তীর্থসমীপে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর সেবাপ্রকাশ করিয়া অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীগৌর-রামানন্দমিলনস্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন, তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজও ঐ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান স্থান হায়-দ্রাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটি শাখা স্থাপন

করিয়া ঐ স্মৃতি আরও প্রোজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করিতেছেন। বহু শিক্ষিত সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃতাস্বাদনে লোলুপ হইতেছেন। পরমারাধ্য শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীরূপশিক্ষাস্থল প্রয়াগে শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এবং শ্রীসনাতন শিক্ষাস্থল কাশীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষামৃত আস্বাদনের সুযোগ প্রদান করিলেও বড়ই দুঃখের বিষয় ঐ সকল শিক্ষামৃত আস্বাদনেচ্ছু ও অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী খুবই বিরল।

আমরা দারাগঞ্জস্থ দশাশ্বমেধঘাট হইতে শ্রীবেণী-মাধব মন্দিরে যাই এবং শ্রীল স্বামিজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করি। পূজারী নির্ম্মাল্যাদি প্রদান করিয়া স্বামিজীর প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। শ্রীবেণীমাধব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, বামে শ্রীলক্ষ্মীদেবী। পূজারী বলিলেন—ইনিও চতুর্ভুজা। প্রয়াগে চতুর্দ্দশ মাধব আছেন—(১) শঙ্খ মাধব, (২) (২) চক্রমাধব, (৩) গদা মাধব, (৪) পদ্ম মাধব, (৫) অনন্ত মাধব, (৬) বিন্দুমাধব, (৭) মনোহর মাধব, (৮) অসি মাধব, (৯) সঙ্কটহর মাধব, (১০) চতুর্ভুর্জ মাধব, (১১) আদি বেণীমাধব (ত্রিবেণীসঙ্গমে জলমগ্ন), (১২) বিষ্ণু মাধব (আড়াইলগ্রামে), (১৩) শ্রীবেণীমাধব ও (১৪) বটমাধব (অক্ষয়বট মূলে)। ইহার মধ্যে দারাগঞ্জস্থিত শ্রীবেণীমাধবই প্রসিদ্ধ বলিয়া শুনা যায়। আমরা উহারই দর্শন লাভ করিয়া প্রয়াগ ষ্টেসনে আমাদের রিজার্ভ বগিতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ সম্মান করি।

প্রয়াগে ত্রিবেণী (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গমস্থল), মাধব, সোমেশ্বর, ভরদ্বাজ, বাসুকীনাগ, অক্ষয়বট এবং শেষ অর্থাৎ শ্রীবলদেবজী—এই কয়টিকে মুখ্য দেবস্থান বলা হয়। ইহা ব্যতীত শ্রীহনুমানজী, মনকামেশ্বর, শিবকুটী (কোটিতীর্থ), অলোপী দেবী (ইহাকে ললিতা দেবীও বলে), ঝুঁসী (প্রতিষ্ঠানপুর) ও ললিতা দেবী (৫১পীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ বলিয়া খ্যাত) প্রভৃতি দর্শনীয় আছে। প্রয়াগের আশপাশের দর্শনীয় তীর্থমধ্যে দুর্ব্বাসা আশ্রম, ঐন্দ্রী দেবী, লাক্ষাগৃহ, সীতামঢ়ী (বাল্মীকি আশ্রম—এস্থান লবকুশের জন্মস্থান বলিয়া কথিত), ইমিলিয়ন দেবী, ঋষিয়ন, রাজাপুর, শৃঙ্গবের পুর, কড়া ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। প্রয়াগের অন্তর্ব্বেদী, মধ্যবেদী ও বহির্ব্বেদী—এই তিন পরিক্রমা আছে। ঐ পরিক্রমা-পথে প্রায় সকল প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শনের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত গঙ্গাপারে আড়াইলগ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্য গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভবিজয়কথা এবং আচার্য্য শ্রীবল্লভ ভট্টের সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-কথা এতদ্দেশে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। এদিকে 'মহাপ্রভু' বলিতে লোকে শ্রীবল্লভভট্টকেই লক্ষ্য করে। অথচ এই শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে শ্রীভট্টপরিবার কেন ক্ষুণ্ণ হন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রকৃত ইতিহাস গোপন করিয়া সৎসম্প্রদায়গৌরব কি প্রকারে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তাহা সুধীসমাজই বিচার করিতে পারেন।

আমরা এলাহাবাদ ষ্টেসন হইতে সন্ধ্যা ৫-৫০ মিঃ এটার্সিগামী ট্রেণে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ১-৪০ মিঃ কাট্নী জংসন পৌঁছাই। রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় আমরা মাণিকপুর ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছিলাম। এখান হইতে চিত্রকূট পর্ব্বত মাত্র দশমাইল, বাসে যাইতে হয়। আমরা মাণিকপুর ষ্টেসন হইতে তদুদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

আগামী ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত হইবে। ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে উপবাস। তৎপরদিবস শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসব।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

পাঁচটী ধর্ম্মসভা ও সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে কলিকাতা-৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউর শুভ-প্রকট উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ৫ মাঘ, ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় পাঁচটী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেসনের কাউন্সিলার শ্রীগণপতি সুর, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, এড্‌ভোকেট্, সুপ্রীম কোর্ট, কলিকাতা কর্পোরেসনের কাউন্সিলার শ্রীদেবপ্রসাদ চাটার্জ্জি, এম্-এল্-সি ও শ্রীঅনিল চন্দ্র গাঙ্গুলী, বার-য়্যাট্-ল যথাক্রমে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ভক্তিকমল বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'মনুষ্যজন্মের সার্থকতা', 'শান্তিলাভের উপায়', 'গার্হস্থ্য ধর্ম্ম', 'অহিংসা ও প্রেম', 'ভোগ'ত্যাগ ও সেবা' বক্তব্য বিষয়গুলি সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয়।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে কাউন্সিলার শ্রীগণপতি সুর সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"স্বামীজীগণ 'মনুষ্যজন্মের সার্থকতা' সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব বিচার বিশ্লেষণপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর সমাজসেবার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি সেবার দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা, ঈশ্বরোপাসনা দ্বারাই মনুষ্যজন্মসার্থকতামণ্ডিত হইতে পারে—জাতীয় জীবনে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি—নতুবা আমাদের বাঁচিবার অন্য কোনও উপায় নাই।"

দ্বিতীয় দিবসের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন মহাশয়ের অভিভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের সহজবোধ্য ও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। তাঁহার অভিভাষণের সারাংশ—

"এই বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে পাঁচটী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়েছে তার আজকের দিনের উদ্বোধন উপলক্ষে আমাকে যে সম্মানের পদ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হ'তে পেরে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌ছি, যদিও আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জানি যে এ পদমর্য্যাদার যোগ্যতা আমার নাই। এ আমার বিনয়বাণী নয়, প্রকৃত বৃত্তান্ত। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার আমন্ত্রণ নিয়ে যখন আমার কাছে মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ যান তখন সভাপতি ভাবে এই সভায় যোগদান কর্‌তে আমি সাতিশয় কুণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃস্থানীয় গোস্বামী মহারাজদের স্নেহ, প্রেম, প্রীতিভরা আমন্ত্রণ উপেক্ষা কর্‌বার মত ধৃষ্টতা আমার হয় নাই, যদিও জানি যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত

করবার জন্য যে তত্ত্বানুসন্ধিনী নিষ্ঠা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা আমার নেই এবং গোড়াতেই সে-কথা আপনাদের বলে রাখ্‌ছি।

তবে সভাপতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর মুখ্য অংশই হ'ল নিয়ম বা আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সভার কাজ পরিচালনা করা। দীর্ঘদিন আইনের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এসেছি, তাই ভাব্‌লাম যে এই কাজটা অর্থাৎ নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না যদি আপনাদের সবাকার কাছ থেকে সহযোগীতার সম্ভাবনা থাকে।

গৌণতঃ একটা ভাষণ সভাপতির কাছ থেকে উপস্থিত সবাই আশা করেন—সে ভাষণ শ্রুতিমধুর অথবা শ্রুতিপীড়ক যাই হোক্ না কেন। এখানেই আমার ব্যক্তিগত দীনতা ও তদ্ধেতু এক স্বাভাবিক আশঙ্কা। তাই সে বিষয়ে আপনাদের নৈরাশ্য যেন মার্জ্জনীয় হয়।

"ধর্ম্ম" অর্থে যে সমাজ-হিতকর বিধি প্রত্যেকের জীবনে কর্ত্তব্য, সৎকর্ম্ম, সদাচার ও পুণ্য কর্ম্মের নির্দ্দেশানুযায়ী যুগ যুগ ধরে নানা দেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে সেটা আপামর সাধারণের কাছে, এমনকি আরণ্য আদিবাসীদের নিকটও অজানা নাই। তবে "সাধন মার্গে" ক্রমোন্নতির উদ্দেশে যে সব উপায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গোস্বামী মহারাজরা বিগত কয়েক বছর ধরে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করে যাচ্ছেন তা' যে আলোচনার মাধ্যমে বিবেচনীয় এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আমাদের মত গৃহী ও পুরাদস্তর সাংসারিক লোকের পক্ষে বর্ত্তমান যুগে কি করা উচিত বা যেতে পারে এটাই বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য।

ভারতভূমি নানা ধর্ম্মের ও ধর্ম্মগুরুর জন্ম ও পীঠস্থান। যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানির সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যুত্থান ঘটেছে অবতার বা ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষদের—যাঁদের পবিত্র স্পর্শে পুত হয়েছে আমাদের জন্মভূমি, এবং যাঁরা ধর্ম্মের প্লাবনে মুগ্ধ ও বিস্মিত দেশ-বাসীর মধ্যে এক নবচেতনার সঞ্চার করে গেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী ওতপ্রোত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের দিকে দিকে। শ্রীচৈতন্যের তিরোধান হয় ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে। অর্থাৎ চার'শ বছর আগে। মাত্র ৪৮ বৎসরের জীবনে তিনি বাংলা তথা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনে নামকীর্ত্তনের মাধ্যমে যে বন্যাস্রোত বহিয়ে দিয়েছিলেন সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে, ভক্তিমার্গে এতবড় অবদান কেহ দিয়ে গেছেন বলে জানি না। বেদ, উপনিষদ্ ও ভাগবতের ধর্ম্মই আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য এর বহির্ভূত কোনও নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেন নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয়নম্র চিত্তে অসীম ধৈর্য্য ও সহগুণের ভিতর দিয়ে যে ভক্তির প্রকাশ, তা' নাম-কীর্ত্তনের মাধ্যমে গৃহবাসীর অন্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল, সেই ও পরবর্ত্তী যুগে, তা আজও আমাদের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সাড়া দেয়। তিনি ভগবৎপ্রেমকে জনগণের মধ্যে একান্তভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, আমার মতে শুধু এই জন্যই যে তাঁর বাণী অতি নিরক্ষর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়ে প্রবেশ করত—কবির ভাষায় যা—"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ"। তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে না ছিল অতি শিক্ষার অভিমান, না দুরূঢ় বা দুর্ব্বোধ্য শব্দের কাঠিন্য। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপ্ত। শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন-পূজনেই সচ্চিদানন্দের প্রকাশ ও জীবনের শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। সাধনার জন্য যে আত্মসংযমের প্রয়োজন তা শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গেছেন, আর জানিয়ে গেছেন যে সাধন-মার্গে অগ্রসর হতে হলে চাই শ্রদ্ধা, সাধুজন সঙ্গ, ধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠানে উৎসাহ—সর্ব্বোপরি শুদ্ধ বা নিষ্পাপ মন ও চিন্তা। বৈষ্ণবের জীবন যাত্রার পাথেয় নির্দ্দেশ করে গেছেন লাভ সম্মান ও যশের প্রতি নির্লোভতা, অন্যের সম্বন্ধে নীচতার প্রশ্রয়হীনত্ব,

আর স্বার্থসিদ্ধি, দ্বেষ, হিংসা ও আসক্তি বর্জ্জন, অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে চিত্ত শুদ্ধি। পক্ষান্তরে, সততা, সরলতা, অকপট চিত্ততা, তৃপ্তি এবং ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতাই বৈষ্ণবের আদর্শ। শান্ত হলেই যে শান্তি পাওয়া যায় এটা সবাই স্বীকার করেন। তবে ভক্তিতেই প্রকৃত শান্তি। প্রেম থেকেই প্রণয়, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব সমস্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভক্তির প্রকৃতি ভেদে রতিভেদ পাঁচ প্রকার, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

পৃথিবীর যে কোনও ধর্ম্মের মূল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে চিত্তশুদ্ধি, অহিংসা, প্রেম, ভক্তি ও সেবার উপর তা প্রতিষ্ঠিত। প্রেম থেকেই স্নেহের উৎপত্তি। আর "ধর্ম্ম" বাক্যটীর বুৎপত্তিগত অর্থই হচ্ছে এ সবের বিকাশ —যা মনুষ্য সমাজকে বেঁধে বা ধরে রেখেছে। এর জন্য দার্শনিকের গুরুগম্ভীর বচন-বিন্যাসের প্রয়োজন নাই।
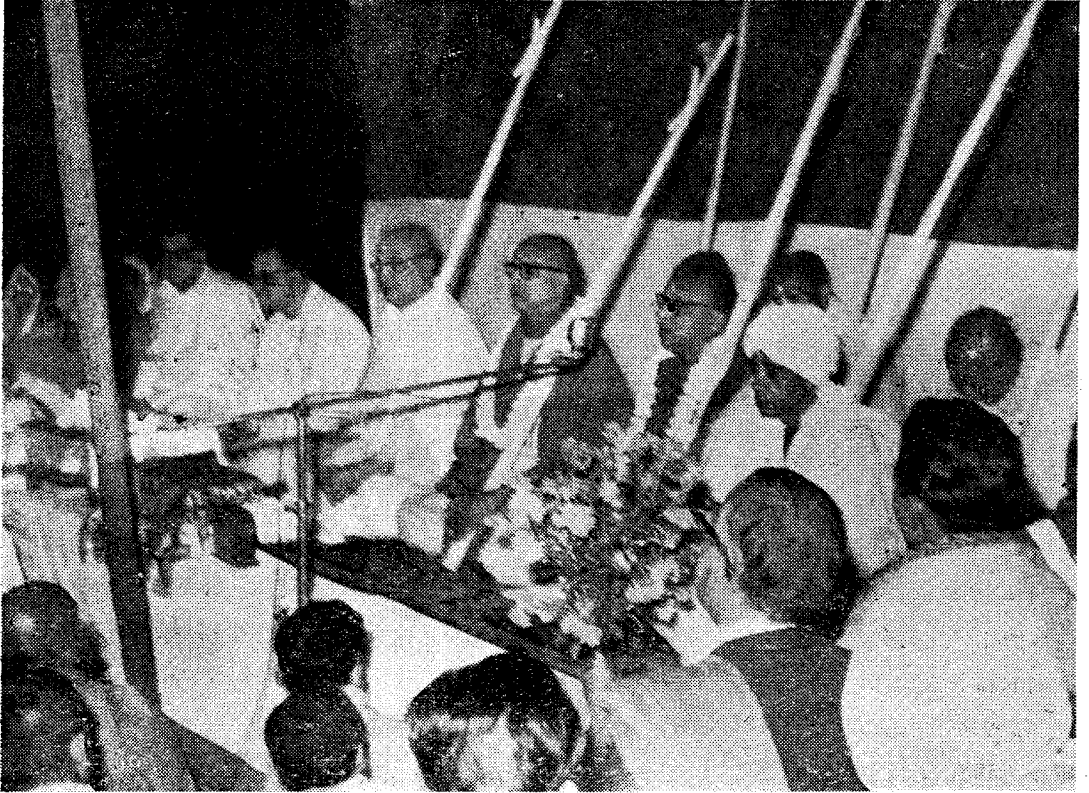
দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথি ও সভাপতির পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ।

আমাদের পারস্পরিক ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মের প্রতি যে-টুকু আসক্তি বর্ত্তমান যুগেও ছিল তা যে ক্রমশঃ লোপ পেতে বসেছে সে কথা সবাই আশা করি স্বীকার করবেন।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দুটী বিশ্বযুদ্ধের ঝড় সবাইকে অল্প বিস্তর পর্য্যুদস্ত করে দিয়েছে। আমরা ধর্ম্ম ও আনুষঙ্গিক রীতি-নীতি সব বিসর্জ্জন দিয়ে চলেছি। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের এক রকম অপমৃত্যুই ঘটেছে—শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই। এখন বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের যুগ—ধর্ম্মযাজকের প্রবর্ত্তিত জনসেবার পরিবর্ত্তে কতিপয় বৈজ্ঞানিক গবেষক সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসের চেষ্টায় রেষারেষি করে চলেছেন। তাই ধর্ম্মের এ গ্লানি বা দৈন্যের সময় কোনও অবতারের আবির্ভাবের আশায় না থেকে জগতের জীবকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে চাই প্রেম ও সেবা-ধর্ম্মের পুনরুত্থান।

আজকের অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল শান্তিলাভের উপায়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক উন্নতিসাধনকল্পে নিখিল ভারত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান। "প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের আচরিত ও প্রচারিত বেদ, উপনিষদ, গীতা, পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রে বর্ণিত এবং সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রেম-ধর্ম্মের অনুশীলন ও বিশ্বব্যাপী প্রচার।" এই মঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) নাম-প্রেম প্রচার (২) শুদ্ধ ভক্তি-শাস্ত্র প্রচার, (৩) লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার (৪), শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই চারিটি আজ্ঞা প্রতিপালনের মাধ্যমে জন-কল্যাণ বিধান। মঠের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচারিত পুস্তিকায় গোস্বামী মহারাজদের সাধু উদ্দেশ্য ও কার্য্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। জনকল্যাণের সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য—তাঁদের সৎকাজ যাতে সাধিত হয় সেজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় অবস্থানুযায়ী সক্রিয় সাহায্য দানের প্রয়োজন। আর সভাপতি হিসাবে আমি আপনাদের কাছে সেই অনুরোধই করছি। সমবেত চেষ্টায় এঁদের ধর্ম্মমূলক পরিকল্পনা যাতে সমগ্র দেশের হিতসাধনে সফলতা লাভ করে, বিক্ষুব্ধ জনগণের অশান্ত হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে, আমাদের সে চেষ্টাই করা উচিত। বৈষ্ণবের পদাবলী ও কীর্ত্তন মাহাত্ম্য জনগণের চিত্তে যে সাড়া জাগায় তার তুলনা নাই। বৈষ্ণবসাহিত্য বাঙ্গলা দেশের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। উভয়ের সমন্বয়ে প্রেমের মাধুর্য্য পরিব্যাপ্ত হউক এটা সবাই কামনা করেন। এই সাধু ও কল্যাণব্রতে দেবতারা আমাদের সহায় হোন এবং তাঁরা প্রসন্ন হোন, পুণ্য-কর্ম্ম শাশ্বত মহিমা প্রাপ্ত হোক, এই সর্ব্বান্তঃকরণে আমি কামনা করি।

আজকের এই উৎসবের প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় অনাবশ্যক। আপনারা অনেকেই তাঁকে জানেন এবং কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে প্রধান অতিথি নির্ব্বাচন ক'রে বাস্তবিকই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সারগর্ভ ভাষণ আপনারা শুনেছেন, গোস্বামী মহারাজদের ভাষণও শুনেছেন এবং নিঃসন্দেহে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করেছেন। আশা করি শান্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে আপনারা যা তাঁদের কাছ থেকে শুনেছেন সেগুলি চিন্তা করবেন এবং আমার মনে হয় আপনারা প্রকৃত শান্তি পাবেন। আমি শুধু এই কথাই বল্‌ব যে ঈশ্বরের যত নিকটে আমরা এগিয়ে যাব ততই শান্তি।"

প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে আমি কয়েক বৎসর যাবৎ আস্‌ছি। এই ধর্ম্ম সভার প্রয়োজনীয়তা আমার মুখ দিয়া বলা উচিত হবে না। কিন্তু আপনারা যে ধর্ম্মোপদেশ গতকল্য ও অদ্য শুনেছেন তাহাতে আপনাদের মঙ্গল হবে কি না হবে বিচার করুন। আজকালকার দিনে ধর্ম্মসভার আয়োজন করাও শক্ত, ধর্ম্মকথা শুন্‌বার লোকও কম। কতক লোকের ধারণা ধর্ম্ম আমাদের পতনের কারণ। এ রকম যারা চিন্তা করেন তাঁরা ভুলে যান যে—আমাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা না থাকার দরুণই আমরা পরাধীন হয়েছিলাম। দিল্লীতে খৃষ্টানদের বিরাট ধর্ম্মসভা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নিজেদের ধর্ম্মকে আমরা সব সময় মনে করি গর্হিত কার্য্য। ইহার কারণ আর কিছুই নয় আমাদের নিজেদের উপর আমাদের কোন বিশ্বাস নাই। আমরা ধর্ম্মকে ভুলতে বসেছি। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন মহোদয় আজকের ধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে উপস্থিত হওয়ায় আমি বিশেষ উল্লসিত হয়েছি। আপনারা জানেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ বিরাট প্রতিষ্ঠান; ইহার বহু শাখা আছে। আমি শ্রীবৃন্দাবনে এঁদের মঠে ছিলাম। এঁদের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমি কৃতজ্ঞ আছি।"

তৃতীয় দিবস সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ সেনগুপ্ত বলেন,—"প্রত্যেক বক্তা এক এক দিক দিয়ে অতি সুন্দর কথা বলেছেন। আমরা এসেছি জগতে ঠাকুরকে পেতে। আমরা ঠাকুরকে ভুলে গেলেও, তিনি আমাদের ছাড়েন নি। গার্হস্থ্যধর্ম্মে বাহ্যতঃ দেখলে মনে হয় অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু ভগবান্ তার ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহ হ'লে স্ত্রীর প্রতি মমতা, অর্থ উপার্জ্জনের দ্বারা অর্থে মমতা হয়, এইভাবে বন্ধন হয়। বন্ধন হ'তে মুক্তিই মোক্ষ। আমাকে যদি বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, আর যদি আমি বল্‌তে না পারি

তা' হ'লে আমাকে পাগল ব'লবে। আমরা সকলেই পাগল, বাপকে জানি না। সাধুগণ আমাদের পাগলামী সারাবার ব্যবস্থা করেছেন। বিপদে পড়্লে ভগবান্‌কে আমরা ডাকি, তাঁকে ডাকার দ্বারাই মায়ার কবল হ'তে মুক্তি হয়। ভাগ্যে ভগবান্ ভয় দিয়েছিলেন, তাই দেখুন কতকব্যক্তি যজ্ঞ কর্‌ছেন অষ্টগ্রহের হাত হ'তে মুক্তির জন্য। অদিতি কশ্যপ ঋষির উপদেশে পুত্রকামনায় দ্বাদশদিন পয়ঃ-ব্রত ধারণ ক'রে ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। গৃহস্থাশ্রম ভাল, যদি উহা শ্রীভগবৎকেন্দ্রিক হয়। আমাদের ভগবানের অর্চ্চন করতে হবে।"
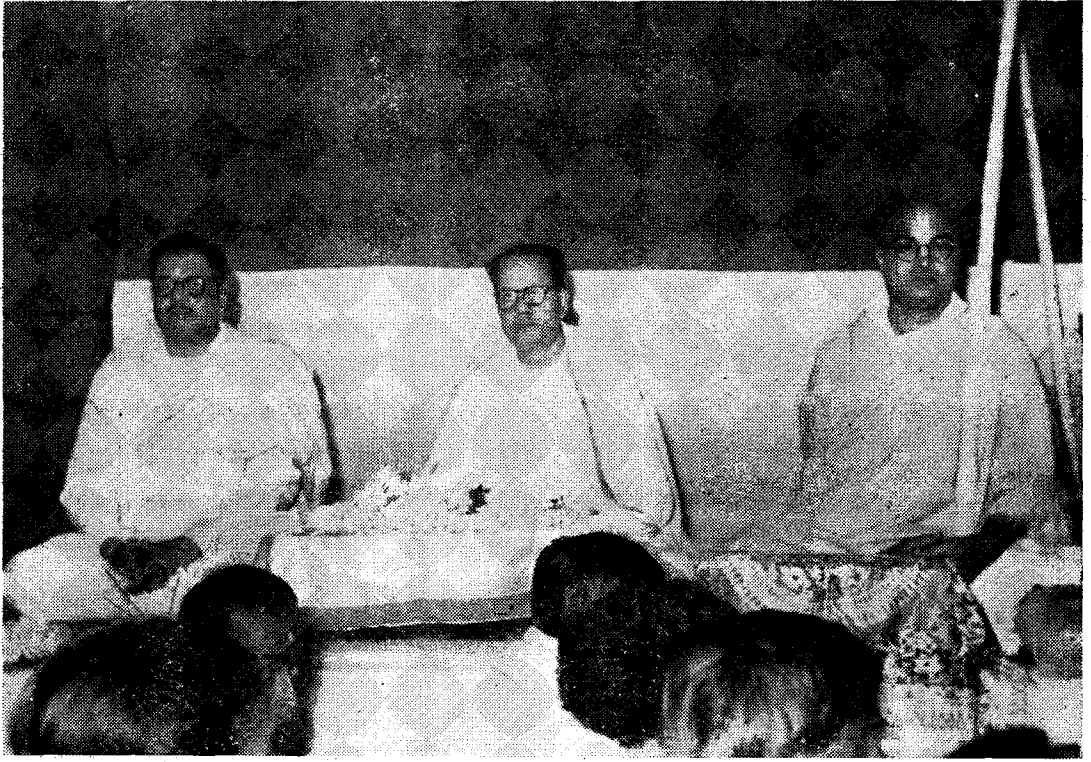
মধ্যে উপবিষ্ট বিচারপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও বামপার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

চতুর্থ দিবসের সভাপতি শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী তাঁহার তত্ত্বযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ অভিভাষণে বলেন—"অহিংসা একটী তপঃ। গীতাতে যে ১৬টী জ্ঞানের সাধন বলেছেন তন্মধ্যে অহিংসা স্থান পেয়েছে। গীতাতে বর্ণিত দৈবসম্পদের মধ্যেও অহিংসা একটী। যখন সর্ব্বভূতে নিজেকে এবং নিজেতে সকলের সত্তা দেখ্‌তে পান তখন হিংসা সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রেমতত্ত্ব। তিনি শ্রুতির 'রসো বৈ সঃ'। আনন্দের মধ্যে সৎ ও চিৎ অনুস্যূত আছে। স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তি সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও আহ্লাদিনী। হ্লাদিনীশক্তির সার শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় ও বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা প্রেমের আশ্রয়। প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর ও গাঢ়তম হইয়া রাগ, অনুরাগ ও ক্রমশঃ মহাভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমতী মহাভাবস্বরূপিণী।"

প্রধান অতিথি শ্রীচাটার্জ্জি তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন অহিংসা ছাড়া আমাদের গতি নাই। সভ্যতা যত বাড়্‌ছে, তত অভাব বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ততই অশান্তি হচ্ছে। আজকাল মানুষের কোন অবস্থাতেই শান্তি নাই। পূর্ব্বে মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট হতো, এজন্য তাদের

অশান্তি কম ছিল। শক্তির দ্বারা যেমন একদিকে সভ্যতা বৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে শক্তির মদোন্মত্ততার দ্বারা শান্তি ব্যাহত হচ্ছে।"

পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"ভোগ ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগ বিচার আস্‌লে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। শরণাগতি হ'লে ভোগ কিংবা ত্যাগের বিচার আসে না। ভোগ ও ত্যাগ জীবস্বরূপের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়, উহারা পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবাত্মার স্বাভাবিক নিত্য ধর্ম্ম। বিষয়সুখে নির্ব্বেদ আস্‌লে জ্ঞানযোগের অধিকারী হওয়া যায়। যা'দের নির্ব্বেদ আসে নাই তা'রা কর্ম্মযোগী। ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা হ'লে ভক্তিযোগে অধিকার হয়। কেবলা ভক্তি ব্যতীত আমরা প্রকৃত সুখ লাভ কর্‌তে পারি না। স্বাভাবিক ভক্তি না আসা পর্য্যন্ত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে সাধন কর্‌তে হ'বে।"

প্রধান অতিথি শ্রীগাঙ্গুলী তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে আমি দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হয়েছি। আমার যোগ্যতা আছে কি না আছে সে বিচারে আমার প্রয়োজন নাই। আমার প্রতি আদেশ হয়েছে—আমি তাহা প্রতিপালন ক'র্‌বো। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট বস্তু বিষয় ভোগাদি যিনি ত্যাগ কর্‌তে পেরেছেন তাঁকে ত্যাগী বলা হয়। কিন্তু যারা পরমানন্দস্বরূপ মঙ্গলময় শ্রীভগবান্‌কে ত্যাগ করেছে—তারাই ত' প্রকৃত প্রস্তাবে বড় ত্যাগী! সুতরাং এই বিচারে জগতের ভোগীকুল মস্ত বড় ত্যাগী নয় কি! কিন্তু ভোগে কখনও প্রকৃত সুখ শান্তি পাওয়া যায় না, পরিণামে উহা দুঃখপ্রদ। খুব খেতে ইচ্ছা হ'লো খেলাম কিন্তু পরিণামে ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট হ'তে হ'লো। ক্ষুদ্র বস্তুকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে ভূমা বস্তুকে পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ সত্য, তাঁকে পাওয়া গেলে সব পাওয়া হলো, তাঁকে পাওয়া না গেলে কিছুই পাওয়া হলো না।"

শ্রীরথযাত্রার একটী আংশিক দৃশ্য
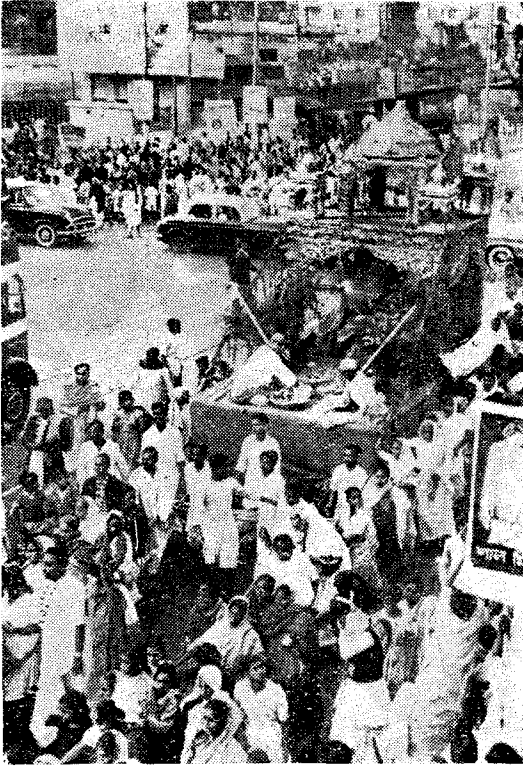
প্রত্যহ ভাষণের আদি অন্তে মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুমধুর ভজনকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য-রথারোহণে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া সতীশ মুখার্জ্জি রোড, মনোহরপুকুর রোড, শরৎবোস রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, লাইব্রেরী রোড পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সহস্র সহস্র পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ রথাকর্ষণের ও শ্রীবিগ্রহগণের দর্শনের সুযোগ পাইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের সুমধুর মৃদঙ্গ বাদন ও সঙ্কীর্ত্তন সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করে।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪·৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২·২৫ (ভি, পি যোগে ২·৭৫), প্রতি সংখ্যা ·৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ,সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

চৈত্র—১৩৬৮

২য় বর্ষ]   বিষ্ণু, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ   [২য় সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

রাজলক্ষ্মী, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৬৮। ৮ বিষ্ণু, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬২। | ২য় সংখ্যা

গৌর ও কৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" কবিরাজ গোস্বামীর রস-শব্দ-ব্যবহার কিছু আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্ম্মীর বিশ্বাসানুকূল নহে। কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস। গৌররূপ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক। গৌররূপ বা রাধিকারূপ অভিন্ন। গৌরসুন্দর কৃষ্ণরূপ নহেন। তিনি কৃষ্ণরূপ-রসোৎকর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক। এইজন্য সেই কৃষ্ণ ঔদার্য্যরস-বিগ্রহ নামে পরিচিত। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ—মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্য-গৌররূপ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণের গৌররূপ কৃষ্ণরূপ-আস্বাদ্য গ্রহণের লীলাময়। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। জীব কোন দিনই আস্বাদক অভিমান করিতে গেলেই কৃষ্ণকে ভোগ্যস্থানীয় জ্ঞান করিবে। যে-সকল ভাগ্যহীন কৃষ্ণবিমুখ জীব গৌরসুন্দরের ন্যায় বাস্তব কৃষ্ণ সাজিতে চাহে, তাহাদেরই ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিহীন এই অভক্তির সংসার। গৌরভোগী অপসম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তি গৌরভক্তগণের চিরবিরোধিনী বৃত্তি। গৌরভক্তগণ রস বলিতে জড় রস বুঝেন না। পুরীর বাৎসল্য-রস, রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরস, গোবিন্দের শুদ্ধদাস্যরস, গদাধর-জগদানন্দ-স্বরূপের মধুররস-প্রতীতি বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণানন্দজ্ঞাপক। ইঁহারা সকলে কেহই স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ নহেন, পরন্ত আশ্রয়-বিগ্রহ-রসে রসিত। কৃষ্ণ গৌররূপে আশ্রয়-বিগ্রহ রসবিভাবিত। তাঁহার ভৃত্য পুরী, রামানন্দ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ আশ্রয়ের বিষয়-রসানন্দ ভোগের সহায়। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত আর সব তাঁহার ভোগ্য। কৃষ্ণভোগ্যগণ অর্থাৎ গৌরভক্তগণ সিদ্ধরূপে সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগ। শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র কৃষ্ণভোক্তা, আপনাকে আশ্রয়-বিচারে পূর্ণাবস্থিত ভোক্তা। ভোগ্য গৌরভক্তকুল আশ্রয়-রসাভিষিক্ত ভোক্তা গৌর-কৃষ্ণের সহচরী-বিশেষ। সুতরাং বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা কৃষ্ণ এবং বিষয়-বিগ্রহ ও ভোগ্য আশ্রয়রূপ ভাবযুক্ত কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের মধ্যে রসবিপর্য্যয় করিতে হইবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

সাধনরহস্য ও রাগানুগাভক্তি

"সাধনপর্ব্বের একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য—ইহারা তিন জনেই সমমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেস্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথপতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। প্রভু বলিয়াছেন যে,—'এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥'

একাঙ্গ সাধকদিগের মধ্যে প্রভু, পরীক্ষিৎ (শ্রবণ), শুক (কীর্ত্তন), প্রহ্লাদ (স্মরণ), লক্ষ্মী (পাদসেবন), পৃথু (অর্চ্চন), অক্রূর (বন্দন), হনুমান্ (দাস্য), অর্জ্জুন (সখ্য), বলি (আত্মনিবেদন) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়াছেন। বহু অঙ্গ সাধনে অম্বরীষ রাজার উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

সাধনকালে যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাম আছে, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা থাকে। কাম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধিমতে যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন। "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী।"

নিষ্কাম সাধন উপস্থিত হইলে বিধিধর্ম্ম ছাড়িয়া যায়। তথাপি নিষিদ্ধাচারে মতি হয় না। শুদ্ধসাধনভক্তের পাপাচরণ সম্ভব নয়। যদি অকস্মাৎ অজ্ঞানে পাপ কৃত হয়, তথাপি কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন, প্রথমে জ্ঞান ও বৈরাগ্য করিয়া ভক্তির উন্নতিসাধন করা উচিত। একথা ভ্রম। প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন যথা ;—"জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।" ভক্তি একটী স্বতন্ত্র-বৃত্তি। জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির প্রায়ই ভক্তিদেবীর দাসরূপে দূরে দূরে ক্রিয়া। অহিংসা, যম, নিয়মাদি ধর্ম্ম ভক্তির স্বাভাবিক সঙ্গী। তাহাদের জন্য পৃথক্ শিক্ষাপ্রয়াসের প্রয়োজন নাই। তবে প্রভু কহিলেন—

বৈধী ভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥
ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥
দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি ॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥
এই ত কহিল অভিধেয়-বিবরণ।"

বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তির পার্থক্য দেখাইয়া প্রভু অভিধেয় সাধনতত্ত্ব শেষ করিয়াছেন। অপক্কসিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তির বিবেচনায় ভক্তিসাধনের আবশ্যকতা নাই। হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মজীবন বা একেবারে প্রেম-ভক্তির কৃত্রিম লক্ষণই তাঁহাদের ভাল লাগে। আমরা ভক্তির উপদেশে দেখিতেছি, ক্রমসোপানই ভাল ও নিশ্চয় অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্মজীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে

উন্নতিক্রমে বৈধ ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে। অধিকার উন্নতির স্থলে কিছু কিছু আকারের অবশ্য পরিবর্ত্তন হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, এই ক্রম অবলম্বন করিলে মনুষ্যজীবনে অবনতিই হয়। কৃষক, সদাগর, রাজকর্ম্মচারী কায়স্থ, এবং ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ—ইহারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া শেষে ব্রাহ্মণত্ব ও চরমে সন্ন্যাসের সহিত ব্রহ্মত্ব পাইয়া থাকেন, এটা কেবল আত্মবঞ্চনামাত্র। ঐ সকল ধর্ম্মজীবন কেবল পার্থিব উন্নতির কল্পনা করে, প্রতিজ্ঞা করিয়াও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারে না। ঐ সমস্ত পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক জীবন সহজে লাভ করার ব্যবস্থা শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে দেহযাত্রানির্ব্বাহ। যোগাদিতে মনের উন্নতিসাধনপন্থা। কিন্তু সাধনভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানবজীবনের কৌশলে পরিপক্ব। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধগণের মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

[শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী, এম্‌-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২৪৯ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ—

পরোক্ষপ্রিয় শ্রীভগবান্‌কে শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ না করিয়া অধিকাংশস্থলে পরোক্ষতার আবরণে প্রচ্ছন্নলক্ষণে যেমন ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তভাবে প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীগৌরহরিকেও বেদাদিশাস্ত্র অধিকাংশস্থলে ছন্নলক্ষণেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করার কারণ সম্বন্ধে আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। **শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি—** গৌরসুন্দর যে বর্ত্তমান কলিতে 'ছন্ন অবতার'—শৃঙ্গার-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহরূপে বিশেষ কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন উহা শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধ ৯ম অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর বধান্তে শ্রীনৃসিংহদেবের ভয়ঙ্কর কোপাবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীপ্রহ্লাদ যখন ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহার কোপশান্তির জন্য নৃসিংহদেবের পাদপদ্মে পতিত হইলেন, তখন নৃসিংহদেবের বরাভয়প্রদ করকমল প্রহ্লাদের শিরোদেশে অর্পিত হইলেই প্রহ্লাদের নৈসর্গিক ভগবজ্‌জ্ঞান প্রকাশিত হইল এবং তিনি যে স্তব করিতে লাগিলেন উহার একটী অংশ "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্‌" অর্থাৎ যেহেতু কলিযুগে আপনি প্রচ্ছন্নরূপে থাকিবেন সেজন্য আপনি 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ। এই উক্তিতে ছন্নাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেই প্রচ্ছন্নাবতার গৌরসুন্দরকে শ্রুতিও প্রচ্ছন্নভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন আমরা শ্রুতির উক্তি, শ্রীমদ্‌ভাগবতে গর্গমুনির উক্তি, শ্রীকরভাজনের উক্তিসমূহ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রুতির উক্তি—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"
(মুণ্ডক

উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের একটী রুক্মবর্ণ (স্বর্ণকান্তি) স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া তটস্থ লক্ষণে (অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা পরিচয়ে) তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ হইতে পারে—বিদ্বান্ (ভক্তিমান্) সাধক যেসময় সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি সেই রুক্মবর্ণ (হেমকান্তি) পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার পুণ্যপাপজনিত সমস্ত মলিনতা বিধৌত হইয়া যায়। তখন তিনি নিরঞ্জন (মায়ালেপশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বমায়িক উপাধি বর্জ্জিত) হইয়া (স্বরূপভূত চিদ্রূপে) বিভুচিৎ পরব্রহ্মের পরম সাম্য (চিদ্রূপে সমতা) লাভ করেন।

এখানে 'বিদ্বান্' শব্দের অর্থ 'ভক্তিমান্'। প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার? রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যানাহি আর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৪)। সুতরাং যিনি কৃষ্ণভক্তিমান্ একমাত্র তিনিই রুক্মবর্ণ পরমপুরুষকে দর্শন করিতে পারেন। অথবা রুক্মবর্ণপুরুষকে দর্শনের মুখ্যফলরূপে দ্রষ্টা 'বিদ্বান্' বা প্রেমভক্তিমান্ হইতে পারেন।

ঐ শ্রুতিউক্ত প্রত্যেক শব্দটীর মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপই নির্দ্দিষ্ট হয় এবং উহাতে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দরই নির্দ্দেশ্যবস্তু বুঝা যায়—

'ব্রহ্মযোনি'—ব্রহ্মের উৎপত্তিস্থল, কারণ বা আশ্রয়। 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ, ব্রহ্মা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণই ঐ সকলের একমাত্র কারণ—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (গীতা)। সুতরাং উহা দ্বারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবর্ণ 'নব নীরদ শ্যাম'—নবমেঘেরন্যায় শ্যামবর্ণ, কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে 'রুক্মবর্ণ' (স্বর্ণবর্ণ) বলা হইয়াছে। উহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, যে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিদ্বারা আবৃত হইয়া ছন্নরূপে হেমকান্তি গৌরহরিরূপে প্রকটিত হন সেই শ্রীগৌরস্বরূপকেই 'রুক্মবর্ণ' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতির ঐ শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'কর্ত্তারমীশম্'—অর্থাৎ সর্ব্বকর্ত্তা প্রভু। উহা স্বয়ংভগবান্‌কেই নির্দ্দেশ করে। 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্' (শ্বেতা)।

'পুণ্যপাপবিধূয় নিরঞ্জনঃ'—অর্থাৎ সেই রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করিলে কৃষ্ণভক্তিমান্ দ্রষ্টার পুণ্যপাপজনিত সমস্ত মলিনতা বিধৌত হইয়া যায় এবং তিনি নিরঞ্জন (মায়ালেপশূন্য—সর্ব্বমায়িক উপাধি বর্জ্জিত) হইয়া যান। মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্তি রহিয়াছে, 'শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥' (চৈ, চ, আদি ৩।৬৩)। সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখ দর্শনের ফলে আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফলরূপে দ্রষ্টা পাপশূন্য ও মায়ালেপমুক্ত হন এবং মুখ্যফলরূপে প্রেমমহাধন প্রাপ্ত (বিদ্বান্) হন।

"পরমং সাম্যং উপৈতি"—অর্থাৎ অণুচিৎ জীব যখন দেহাত্মাভিমান (মায়ালেপ) বর্জ্জিত হয় তখন চিদনুশীলনবৃত্তিতে বিভুচিৎ পরব্রহ্মের সহিত সমতা (সজাতীয়তা) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় নিত্যদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অথবা পরমপুরুষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার নিজ আস্বাদিত ও প্রচারিত নাম-প্রেম আস্বাদনের অধিকারী হয়, সেই অর্থে তাঁহার সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত অন্যের অদেয় (অনর্পিতচরীং চিরাৎ) নামপ্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া অপরকেও আস্বাদনের অধিকারী করিয়াছিলেন 'আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন॥ সেইদ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪।৩৯-৪০)।

গর্গাচার্য্যের উক্তি—এখন আমরা গর্গোক্তির তাৎপর্য্য আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে গর্গমুনি নন্দমহারাজের নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

—অর্থাৎ হে ব্রজরাজ, যুগানুরূপ মূর্ত্তিধারণকারী

তোমার এই পুত্রের শুক্ল রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। এখন ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে গর্গমুনি 'কৃষ্ণ' নামটী সঙ্কেতে নন্দমহারাজের নিকট প্রকাশ করিলেন। তাহার কারণ স্পষ্টভাবে বলিলে উহা কংসের কর্ণগোচর হইবে এবং তাহাতে তাহার উৎপাত বৃদ্ধি হইবে। তদ্ভিন্ন গুঢ়তত্ত্বটী প্রকাশ করিলে উহা নন্দমহারাজের ভাবের অনুকূল হয় না। নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রবল—শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান এরূপ অনুভূতি তাঁহার নাই। সেজন্য গর্গাচার্য্য কৌশলপূর্ব্বক দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকটী বলিলেন।

শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের সত্য ও ত্রেতাযুগে যে যুগাবতারের শুক্ল ও রক্তবর্ণ উহা স্পষ্টভাবে বলা হইল, উহাতে কোন প্রচ্ছন্নরহস্য নাই। দ্বাপরে ও কলিযুগের বর্ণ সম্বন্ধে রহস্য রহিয়াছে। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনজন্য বিভিন্ন যুগের যুগাবতারগণের বর্ণ ও নাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে—"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু"। (ভা ১১।৫।২১)। অর্থাৎ সত্যযুগে যুগাবতার শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হন। 'ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥' ভাঃ ১১।৫।২৪ অর্থাৎ ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণমেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, শরীর বেদময়, এবং স্রুক্-স্রুবাদিদ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি। এখন দ্বাপর ও কলিযুগের বর্ণরহস্য সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

লঘুভাগবতামৃত বলেন—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তশ্যাম ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ"॥—ইহাতে বলা হইতেছে যে দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ 'শ্যাম' এবং কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ 'কৃষ্ণ'। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"—অর্থাৎ দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ 'শুকপত্রাভ' এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ 'শ্যাম' উহাতে আমরা পাইলাম—দ্বাপরের যুগাবতারের নাম 'শ্যাম' এবং বর্ণ 'শ্যাম' (লঘুভাগবত মতে) অথবা 'শুকপত্রাভ' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে)—একার্থবাচক বলিতে পারা যায়। কলির যুগাবতারের নাম 'কৃষ্ণ' বা 'শ্যাম" এবং বর্ণও 'কৃষ্ণ' (লঘুভাগবতমতে) অথবা 'শ্যাম' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরমতে)—একার্থবাচক বলা যাইতে পারে।

সাধারণ দ্বাপরযুগে যুগাবতারের বর্ণ শ্যাম কিংবা শুকপত্রাভ। গর্গোক্ত শ্লোকে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে বর্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'অধুনা কৃষ্ণতাং গতঃ'—উহাতে নন্দ মহারাজ বুঝিলেন তাঁহার পুত্র এই জন্মে কৃষ্ণবর্ণ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু গর্গমুনির ঐ উক্তির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব রহিয়াছে তাহাতে বুঝিতে হইবে পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার 'কৃষ্ণতা' অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণাদি লইয়া পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবর্ণ নীরদশ্যামকান্তিই ('মেঘাভং') বুঝাইতেছে। আবার স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন তখন যুগাবতারাদি সকলেই তাঁহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকেন—"পূর্ণভগবান্ অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪।১০)। সেজন্য সাধারণ দ্বাপরের যে বর্ণ 'শুকপত্রাভ শ্যাম' তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। দ্বাপরের বর্ণ রহস্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হইল।

এখন গর্গোক্ত শ্লোকের পীতবর্ণের কথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের বর্ণসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে বাকী থাকে শুধু কলিযুগের বর্ণের কথা। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং"—শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সাধারণ কলিযুগাবতারের 'কৃষ্ণ'নাম ও 'কৃষ্ণ'বর্ণ। উহাতে পীতবর্ণের কোন কথা নাই কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রপ্রমাণও পাওয়া যায় না। সুতরাং উহার প্রচ্ছন্ন তত্ত্বটী এই—সাধারণ কলিযুগাবতারের বর্ণ 'শ্যাম' ইহা সত্য, কিন্তু গর্গাচার্য্য যে সময়ে তাঁহার উক্তি করিয়াছেন উহা অসাধারণ দ্বাপর যুগ অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপর—যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে (ব্রহ্মার এক কল্পে একবার-

মাত্র) অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ঐ অসাধারণ দ্বাপরের ঠিক পরবর্ত্তী কলিযুগে সেই স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার স্বমাধুর্য্য পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিবার জন্য অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহরূপে এবং উহার আনুষঙ্গিকভাবে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবার জন্য রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত হেমকান্তি শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ং ভগবানের যে আবির্ভাব উহারই বর্ণ পীত। গর্গোক্তশ্লোকে যে পীতবর্ণের উল্লেখ আছে উহা ঐ অসাধারণ কলিযুগে তাঁহার আবির্ভাবের অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভাবেরই বর্ণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বয়ং ভগবান্ যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁহার মধ্যে যুগাবতারাদি অন্তর্ভুক্ত থাকেন। সুতরাং যিনি সাধারণ কলিযুগের যুগাবতার তিনি গৌরসুন্দররূপে স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, এজন্য সাধারণ কলিযুগের যে বর্ণ ও নাম—শ্যামবর্ণ ও শ্যামনাম সেই তত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেসময় গর্গাচার্য্য তাঁহার ঐ শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন তখন তো কলিযুগ আসে নাই অথচ তখন পীতবর্ণ বলা হয় কিরূপে ? বিশেষতঃ ঐ শ্লোকে 'হইবেন' ইহা না বলিয়া 'আসন্' অর্থাৎ হইয়াছিলেন এই অতীত কালের কথা বলা হইয়াছে। উহার উত্তর এই যে বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ অবতার 'ছন্ন' বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে অতীতকাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অতীতকাল ব্যবহার করায় আরও একটী রহস্য উহাতে রহিয়াছে যে—ব্রহ্মার পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ কোটি কোটি যুগ পূর্ব্বেও স্বয়ং ভগবান্ যখন এক অসাধারণ দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তৎপরবর্ত্তী অসাধারণ কলিযুগে বর্ত্তমান কলিযুগের ন্যায় তিনিই স্বর্ণকান্তি গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই অর্থেও অতীতকাল 'আসন্' ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়। শ্রীজীবপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন—"পীত-স্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া"। একই কল্পমধ্যে একটীমাত্র বিশেষ কলিযুগে, তাহাও আবার ছন্ন লক্ষণে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব, এজন্য প্রহ্লাদোক্ত "ছন্নকলৌ" শ্লোকাংশে স্বয়ং ভগবান্ 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। অন্যত্র 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্' এই অন্য একটী বিশেষণদ্বারাও বুঝাইতেছে যে সাধারণ কলিযুগের কৃষ্ণাদি যুগাবতারের কেহই 'প্রত্যক্ষরূপধৃক' অর্থাৎ স্বয়ংরূপ নহেন। শুধু এই অসাধারণ কলিযুগেই তিনি 'ছন্ন' এবং 'প্রত্যক্ষরূপধৃক'। অন্য সাধারণ কলিযুগের অবতারগণ সাধারণতঃ শ্রীভগ-বানের 'আবেশাবতার'।

উপরি উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল শ্রীভগবান্ যে-কলিতে পীতবর্ণে আবির্ভূত হন, উহা সাধারণ যুগাবতার নহে, উহা গৌরসুন্দরের নিজস্বরূপ। পীতবর্ণ কোন যুগাবতারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নহে।

'শুক্লরক্তস্তথা পীত'—শ্লোকাংশের এই 'তথা' শব্দটী অবলম্বন করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ তাঁহার টীকায় অন্য একপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। সে অর্থেও মহাপ্রভু গৌরসুন্দর যে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিতেছেন—"যত্ত-দোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ······"। উহার মর্ম্ম এইরূপ—'যৎ' এবং 'তৎ' এর নিত্যসম্বন্ধ থাকাহেতু যেখানেই 'যৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানেই উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'তৎ' শব্দ আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেইরূপ যেখানে 'যথা' বা 'তথা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে উহা যথাক্রমে 'তথা' এবং 'যথা' শব্দটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বুঝিতে হয়। একটী উক্ত থাকিলে অপরটী উহ্য আছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং গর্গোক্ত শ্লোকাংশের অন্বয় সম্বন্ধে এইরূপ করা যায় "যথা ইদানীং (দ্বাপরান্তে) কৃষ্ণতাং গতঃ তথা (তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগা-দিভাগে) পীতঃ"। এখানে ইদানীং শব্দটীকে একটু ব্যাপক অর্থে ('কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য') গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল দ্বাপরের শেষ যখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত

হইয়াছিলেন, সেই সময়কে মাত্র না বুঝাইয়া 'ইদানীং' শব্দদ্বারা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথমভাগকেও বুঝিতে হইবে। তখন শ্লোকাংশের অর্থ এইরূপ হইবে—"হে ব্রজরাজ, তোমার এই পুত্র এখন যেমন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তেমনি এখনই (অল্প কিছুকাল পরেই কলির প্রারম্ভেই) তিনি পীততা প্রাপ্ত হইবেন"।

শ্রীকরভাজন ঋষির উক্তি—ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ যুগে **কিরূপ** বর্ণে ও নামে অবতীর্ণ হন এবং কোন্ বিধি **অনুসারে এই পৃথিবীতে** মনুষ্যগণকর্ত্তৃক আরাধিত হয়েন **নিমি মহারাজের** এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের **অন্যতম শ্রীকরভাজন** ঋষি প্রথমতঃ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম" ইত্যাদি বলিবার পর বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিতে শ্রীভগবানের অবতরণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(ভা-১১।৫।৩২)

—অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, কান্তিতে অকৃষ্ণ (অথবা কৃষ্ণ), অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদসহ অবতীর্ণ শ্রীভগবান্‌কে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। এই শ্লোকটীতেও দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বারা একরূপ অর্থে সাধারণ কলিযুগের কৃষ্ণনাম ও বর্ণ-বিশিষ্ট যুগাবতারের ইঙ্গিত করিয়া অপর প্রচ্ছন্ন অর্থে বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ অবতার সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দরকেই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্লোকটী আলোচনার পূর্ব্বে বর্ত্তমান কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন তৎসম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত 'ছন্নকলৌ' (ভাঃ ৭।৯।৩৮) শ্লোকাংশে শ্রীভগবানের আচ্ছাদিত রূপটীর কথা অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহের স্বাভাবিক নিজস্ব রূপটী সাধারণতঃ প্রকাশিত হইবে না—বর্ত্তমান কলির অবতারের ছন্নত্বই একটী বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যাঁহাতে **নাই তাঁহাকে এই কলির** অবতার বলিয়া মনে করা **যাইবে না—শ্রীপ্রহ্লাদের এই সতর্কবাণী** মনে করিয়াই **শ্রীকরভাজনোক্ত** "কৃষ্ণবর্ণং......" শ্লোকটী আলোচনা করিতে হইবে।

গর্গাচার্য্যোক্ত "আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য..." শ্লোকটীর সহিতও সামঞ্জস্য থাকা উচিত। গর্গোক্তিতে বিশেষ চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতার শুক্ল ও রক্তবর্ণ সাধারণ যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীকরভাজনোক্ত শ্লোকসমূহেও সত্য ও ত্রেতার যুগাবতারের কোন বিশেষত্ব বর্ণিত হয় নাই। গর্গোক্ত "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" উক্তিদ্বারা অসাধারণ দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথাই বুঝাইতেছে, ঐরূপ করভাজনোক্ত দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম (ভাঃ ১১।৫।২৭) এবং পরবর্ত্তী 'নমস্তে বাসুদেবায়' (ভাঃ ১১।৫।২৯) শ্লোকদ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। গর্গোক্ত শ্লোকের 'পীত' এই প্রচ্ছন্ন লক্ষণদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ করভাজনোক্ত দ্ব্যর্থবোধক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং..." শ্লোকে 'কৃষ্ণ' নাম ও বর্ণযুক্ত সাধারণ কলিযুগাবতারের ইঙ্গিতমাত্র করিয়া বিশেষভাবে ছন্নলক্ষণে একমাত্র ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরিকেই নির্দ্দেশ করিয়া নিগূঢ়তত্ত্বটী প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকরভাজনোক্ত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং....' দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকটীতে সাধারণ কলিযুগাবতার সম্বন্ধে অর্থ এইরূপ—'কৃষ্ণবর্ণং'—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ (সাধারণ কলিযুগা-বতারের বর্ণ কৃষ্ণ) বর্ণ। বলিতে বর্ণন অর্থাৎ আখ্যা বা নামও বুঝায়—তাহাতে অর্থ হইবে 'কৃষ্ণ' এই নাম যাঁহার।

'ত্বিষাঽকৃষ্ণং'—সন্ধিবিহীন অর্থ ত্বিট্-তয়া ১বচন=ত্বিষা কৃষ্ণং। ত্বিট্ অর্থ কান্তি সুতরাং কান্তিতে (দেহবর্ণে) যিনি কৃষ্ণ - যাঁহার বর্ণ (নাম) কৃষ্ণ, কান্তিও কৃষ্ণ।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং'—হস্তপদাদিকে অঙ্গ এবং অঙ্গুলী আদিকে উপাঙ্গ বলা হয়। অস্ত্র—চক্রাদি—যাহা দ্বারা ভগবান্ অসুর সংহারাদি করেন—সুতরাং অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদসহ যিনি অবতীর্ণ হন।

'সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ'—নামসঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা লোকে আরাধনা করিয়া থাকে। এখানে সঙ্কীর্ত্তন অর্থে—কীর্ত্তন ভগবন্নামের উচ্চকথন মাত্র।

'সুমেধসঃ—সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ [ভাঃ ১২।৩।৪৪ শ্লোকে

শ্রীকরভাজন বলিয়াছেন "যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ"—অর্থাৎ কলির যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রধান হইলেও সর্ব্বদোষ-নিধি সাধারণ কলিযুগের মনুষ্যগণ ভগবদ্বিমুখ ও ভগবন্নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক"কলৌ ন রাজন্" (ভাঃ ১২।৩।৪৩), সুতরাং কলিযুগের মধ্যে অতি অল্প লোক যাঁহারা যুগধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহারাই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন।]

শ্লোকটীর অপর নিগূঢ় অর্থে বর্ত্তমান অসাধারণ কলিযুগের উপাস্য ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রচ্ছন্নলক্ষণে নির্দ্দেশ করিতেছে। তখন শ্লোকোক্ত শব্দগুলির অর্থ এইরূপ হইবে—

'কৃষ্ণবর্ণং'—'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) আছে যাঁহাতে অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামটীর মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ংভগবত্তা) সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান।

অথবা—যিনি কৃষ্ণনাম বর্ণন করেন—যিনি কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিকে এবং উহাদের মাহাত্ম্যকে) খ্যাপন করেন।

অথবা "কৃষ্ণনামে স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস স্মরণজনিত উল্লাসবশতঃ স্বয়ং ঐনাম গান করেন এবং পরম করুণাবশতঃ সমস্ত লোককেই ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি।" —(শ্রীল প্রভুপাদ)

ত্বিষাহকৃষ্ণং'—যিনি কান্তিতে অর্থাৎ অঙ্গ প্রভায় 'অকৃষ্ণ' (পীত)। ['অকৃষ্ণ' অর্থে যাহা কৃষ্ণ বর্ণ নহে তাহাকে বুঝায়। গর্গোক্ত বচনে "তথাপীতঃ" (ভাঃ ১০।৮।১৩) এই শ্লোকাংশের দ্বারা এবং প্রহ্লাদোক্ত "ছন্নকলৌ যদভব" (ভাঃ ৭।৯।৩৮) এই উক্তি দ্বারা জানা যায় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ হন তৎপরবর্ত্তী কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণে ছন্নরূপে অবতীর্ণ হন, সুতরাং 'অকৃষ্ণ' অর্থে পীতবর্ণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "যদা পশ্যঃ পশ্যতে…" শ্রুতিবাক্যেও যাঁহাকে রুক্মবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনিই 'অকৃষ্ণ' বা পীতবর্ণ। রুক্ম অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণকেই পীতবর্ণ বলা হয়] সুতরাং ত্বিষাহকৃষ্ণং বলিতে শ্রীগৌরসুন্দরকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং'—'অঙ্গ' বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুদ্বয়; নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের আশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহার 'উপাঙ্গ'। অবিদ্যাহরণ-কারী শ্রীহরিনাম যাঁহার অস্ত্র, শ্রীগদাধর, দামোদর-স্বরূপ, রায়-রামানন্দ, রূপ-সনাতনাদি যাঁহার পার্ষদ, সেই গৌর-হরিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। [শ্রীভগবান্ সাধারণতঃ চক্রাদি অস্ত্র দ্বারা অসুর সংহারাদি করিয়া থাকেন এবং পার্ষদবর্গও ঐ কার্য্যে আনুকূল্য করেন। কিন্তু বর্ত্তমান কলির অবতার শ্রীহরিনামকীর্ত্তনরূপ অস্ত্র দ্বারা অসুর-দিগের অসুরস্বভাব বিনষ্ট করেন।] এই পদ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা প্রকাশ পাইতেছে।

এমন যে গৌরসুন্দর তাঁহাকে ভক্তগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন তদুত্তরে—

"সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ"—সঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ বহুলোক সম্মিলিত হইয়া যে কৃষ্ণনামগান সেই সঙ্কীর্ত্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্ত্তমান যাহাতে এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণের দ্বারা মহাপ্রভু সর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হয়েন।

"সুমেধসঃ"—সু (উত্তম) মেধা (বুদ্ধি) যাঁহাদের—যাঁহারা উত্তমবুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনকারী গৌর-সুন্দরের যজনই একমাত্র কৃত্য। কলিকালে কীর্ত্তন ব্যতীত অর্চ্চনাদির এমন কি স্মরণেরও সম্ভাবনা নাই। সেজন্য অন্য প্রকার ভগবৎ পূজা সুবুদ্ধি জনগণের অনুষ্ঠেয় নহে। কৃষ্ণ-নাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনমুখে যজনদ্বারা অতি পাষণ্ডীও পরিত্রাণ লাভ করে। এজন্য যাঁহারা এইভাবে মহাপ্রভুর যজন করেন করভাজন ঋষি তাঁহাদিগকে সুমেধা বলিয়াছেন—'সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥ সেই ত'সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥ (চৈঃ চঃ আদি ৩।৭৬-৭৭)। "এই সুমেধাগণই গর্গোক্ত "শুক্লরক্তস্তথাপীত", প্রহ্লাদোক্ত "ছন্ন কলৌ" এবং করভাজানোক্ত "কলাবপি তথা শৃণু…" ইত্যাদি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি-বার উপযুক্ত শোভমানা বুদ্ধিসম্পন্ন।" (বিশ্বনাথ)

উপরি উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং…" শ্লোকটীতে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ কলিযুগ এবং অসাধারণ কলিযুগবিশেষ (যাহাতে পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হন)—উভয় যুগেরই লক্ষণ ও ধর্ম্ম করভাজনঋষি বর্ণন করিয়াছেন। শ্লোকটী দ্ব্যর্থ-বোধক করিলেন কেন তাহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

করভাজন ঋষি শ্রীমদ্ভাগবতে কলিযুগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

"কলৌ ন রাজন্…যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ" (ভাঃ ১২।৩।৪৩-৪৪), উহার মর্ম্মার্থ এই যে কলিযুগের মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় প্রায়শঃ বিরত থাকিবে এবং তাহারা প্রায়শঃ শ্রীনামগ্রহণে বিরত থাকিবে। উক্তপ্রকার দোষবহুল কলিযুগের আবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে—"কলের্দোষনিধে রাজন্………" (ভাঃ ১২।৩।৫১)—অর্থাৎ সর্ব্বদোষযুক্ত কলিযুগের ইহাই একমাত্র মাহাত্ম্য যে মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনহেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

করভাজন ঋষি পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৫।৩৭ শ্লোকে বলিয়াছেন "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্…।", উহার মর্ম্মার্থ এই যে সত্যাদিযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করেন এবং কলিযুগে অনেকেই নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন।

ইহাতে বুঝা যায়, যে কলিযুগে মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন উহা সাধারণ কলিযুগ নহে, উহা বিশেষ কোন যুগ যে সময়ে জনগণ স্বভাবতঃ হরিপরায়ণ। তদ্ভিন্ন শ্লোকান্তর্গত 'ভবিষ্যন্তি' (হইবেন) এই উক্তিদ্বারা পরবর্ত্তী কোন যুগবিশেষকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। সাধারণ কলিযুগ হইলে 'ভবিষ্যন্তি' না বলিয়া 'ভবন্তি' (হয়েন) বলা হইত। সুতরাং পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌর-হরি প্রকটিত বর্ত্তমান অসাধারণ কলিযুগকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

এই অসাধারণ কলিযুগকে আরও বিশেষভাবে চিহ্নিত করিতেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বারা—

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৮-৩৯)

—অর্থাৎ কোন কোন স্থানে এবং দ্রবিড়দেশে যেখানে তাম্রপর্ণী, বহুতোয়া কৃতমালা, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং প্রতীচীনাম্নী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সকল স্থানের বহুব্যক্তিই ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন। এখানে দ্রবিড়াদি কতকগুলি স্থানকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ' উক্তিদ্বারা গৌড়, উৎকল প্রভৃতি কতকগুলি স্থানকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। দ্রবিড়দেশে শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। উক্তপ্রকার বর্ণনাদ্বারা প্রচ্ছন্নাবতার গৌরভগবানের বর্ত্তমান কলিতেই যে আবির্ভাব তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহারই আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রদূতরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব। তাঁহাদের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অন্যযুগের অদেয় উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী প্রেমভক্তিসম্পৎ নামসঙ্কীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত শ্লোকসমূহে শ্রীকরভাজন বর্ত্তমান কলির উপাস্য ছন্নাবতার গৌরসুন্দরের নাম উল্লেখ না করিয়া ছন্নলক্ষণেই সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নোক্ত বন্দনা শ্লোকেও ঐ ছন্নত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াসে কেবলমাত্র বিশেষণ দ্বারাই তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৩)

—অর্থাৎ হে প্রণতপাল (শরণাগতরক্ষক), হে মহাপুরুষ (পরতম পুরুষোত্তম মহাপ্রভো), সদাধ্যেয়,

পরিভবঘ্ন (অন্যাভিলাষাদির পরাভবকারী), অভীষ্টদোহ (কৃষ্ণপ্রেমরূপ অভীষ্টপূরণকারী), তীর্থাস্পদ (সর্ব্বতীর্থের কিংবা সর্ব্বভাগবতগণের আশ্রয়স্বরূপ), শিববিরিঞ্চিনুত (শিবাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্মাবতার নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর দ্বারা স্তুত), শরণ্য (আশ্রিতগণের আশ্রয়), ভৃত্যার্ত্তিহর (নিজভৃত্য কুষ্ঠিবিপ্র বাসুদেবের দুঃখহারী), ভবাব্ধিপোত (মুমুক্ষা ও বুভুক্ষারূপ ভবসাগরের পরপার লাভের পোতস্বরূপ) আপনার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি। [এখানে 'মহাপুরুষ' শব্দের ব্যঞ্জনা এই—শ্রুতি বলিতেছেন "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (শ্বেতা ', এই শ্রুতিবাক্যের আদি ও অন্ত শব্দের সংযোগে মহান্ পুরুষ বা মহাপুরুষ শব্দ—উহাতে মহাপ্রভু গৌরসুন্দরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রুতিবাক্যের আদি ও মধ্যশব্দের সংযোগে মহাপ্রভু শব্দটী।]

'সদাধ্যেয়ং'—'ধীমহি' এই গায়ত্রীপদের প্রতিপাদ্য বস্তু ; সদা —কালদেশনিয়মাদিবিচাররহিত।]

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৪)

—অর্থাৎ হে মহাপুরুষ (মহাপ্রভো শ্রীগৌরহরে), ধর্ম্মিষ্ঠ যে আপনি সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক, আর্য্যবাক্যপালনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং মায়ার অন্বেষণকারী জনগণের প্রতি দয়িতাহেতু অথবা দয়িতা (শ্রীরাধা) কর্ত্তৃক ঈপ্সিত মায়ামৃগের (রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের) অনুধাবন করিয়াছিলেন, সেই আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যানুযায়ী মর্ম্মার্থ—'ধর্ম্মিষ্ঠ'—কৃষ্ণসেবনরূপ পরমধর্ম্ম যাঁহার মধ্যে অতিশয়িতভাবে বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মিশ্রেষ্ঠ। বহির্দৃষ্টিতে সন্ন্যাসগ্রহণছলে কৃষ্ণকীর্ত্তনদ্বারা বৈধভক্তিধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্যের লীলা যিনি অভিনয় করিয়াছেন এবং অন্তর্দৃষ্টিতে রাগাত্মিকভাববতীদিগের শিরোমণি শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ ভাবেরদ্বারা বিভাবিত হওয়ার জন্য ধর্ম্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

'সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা'—প্রাণাপেক্ষা দুষ্পরিহার্য্যা দেবগণ বাঞ্ছিতপদ লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অথবা—রাজ্যলক্ষ্মী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণরূপা ভুক্তি ও জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যমিশ্রা মুক্তিপর্য্যন্ত, যাহা স্বর্গবাসী দেবগণও পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই অতিশয় দুস্ত্যজ বস্তুকেও তিনি পরিত্যাগের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 'আর্য্যবচসা অরণ্যং অগাৎ'—আর্য্যের (বিপ্রের) শাপবাক্য পালন করিবার ছলে যিনি চতুর্থাশ্রম যতিধর্ম্ম স্বীকার করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন।

'মায়ামৃগং দয়িতয়া ঈপ্সিতং অন্বধাবৎ'—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপা বা ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষরূপা মায়ার অন্বেষণকারী কৃষ্ণেতর ভোগ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট জনগণের প্রতি অমন্দোদয়া দয়াপ্রযুক্ত যিনি নিজের অভীষ্ট প্রাণনাথ গোপীজনবল্লভ শ্যামসুন্দরের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। দয়িতয়া—দয়া আছে এই অর্থে দয়ী, তাহার ভাব=দয়িতা—সেই হেতু (হেতুঅর্থে ৩য়া)। মায়ামৃগং মায়াং মৃগ্যতি (অন্বিষ্যতি) যঃ স মায়ামৃগঃ, তং প্রতি—মায়ামৃগদিগের প্রতি দয়িতা (প্রতিযোগে ২য়া) অথবা—অন্যরূপ অন্বয়—"দয়িতয়া (শ্রীরাধয়া) ঈপ্সিতং মায়ামৃগং অন্বধাবৎ"— সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দয়িতা প্রেয়সী শ্রীরাধিকা রাধারমণকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই রাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া যিনি মায়ামৃগ শ্রীরাধারমণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

এখানে দয়িতয়া=দয়িতা (শ্রীরাধিকা) দ্বারা (কর্ত্তরি ৩য়া), মায়ামৃগং=শ্যামসুন্দরং—অন্বধাবৎ ক্রিয়ার কর্ম্ম। [মায়া অর্থাৎ হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্তিরূপা শ্রীরাধিকা যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন, তখন যিনি সেই মায়াকে (শ্রীরাধিকাকে) অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন সেই 'মায়ামৃগ' রাসবিহারী শ্যামসুন্দরকে যিনি

অনুধাবন করিয়াছিলেন।] সেই আপনার চরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি।

[রহস্যপূর্ণ উপরি উক্ত শ্লোকটীতে 'মায়ামৃগ'াদি পদগুলি থাকার জন্য কোন কোন টীকাকার শ্রীরামাবতার পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের টীকায় শ্রীরামাবতারের সঙ্কেত রহিয়াছে]

কিন্তু শ্রীকরভাজন ঋষির "কলাবপি তথা শৃণু···" (ভাঃ ১১।৫।৩১) উক্তিদ্বারা কেবল কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতায় অবতীর্ণ হন এবং শ্রীকরভাজন বর্ণিত কলি-যুগ—অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগ (লঘুভাগবত)। সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত হয় না। শ্রীরামাবতারপক্ষেও বর্ণন সমর্থন করিয়া বলা যায়—হে মহাপুরুষ (মহাপ্রভু গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন) ধর্ম্মিষ্ঠ যে আপনি (শ্রীরামাবতারে) সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া, আর্য্যবাক্যে (পিতা দশরথের সত্য রক্ষার জন্য) বনগমন করিয়াছিলেন ইত্যাদি, সেই আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। 'পরাবস্থ' অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবানের পরিপূর্ণ প্রকাশ অনুসারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিরূপিত—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহারই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, সেজন্য গৌরসুন্দর-কে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সকল অবতারের অবতারী বলা হয়। ছন্নঅবতারী শ্রীগৌরহরি যে শ্রীনৃসিংহদেবেরও অবতারী উহা প্রহ্লাদোক্ত "ছন্নকলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" এই উক্তিতেও পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গোক্ত ও করভাজনোক্ত শ্লোকগুলির আলোচনা করা হইল।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের উক্তি—করভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ষট্সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে ঠিক তদ্রূপ মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন—

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

—অর্থাৎ যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি (শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদিরূপ) অঙ্গাদি দ্বারা স্বীয় বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান [সঙ্কীর্ত্তন আদি (প্রধান) যাহার] পূজাসম্ভারদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া আশ্রয় করিয়াছি।

উপপুরাণের প্রমাণ—[অষ্টাদশপুরাণ ব্যতীত আরও অনেক পুরাণ আছে, তাহাদিগকে উপপুরাণ বলা হয়] শ্লোকটী এই 'অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥'
—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—'হে ব্রাহ্মণ (ব্যাসদেব), কোন কলিযুগে স্বয়ং আমিই (অহম্ এব—তাঁহার কোন স্বরূপ নহেন) সন্ন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাই।'

উহাতে বুঝা যাইতেছে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কোন এক কলিতে অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের যে দ্বাপরে তিনি ব্রজলীলা প্রকট করেন তাহার ঠিক পরবর্ত্তী কলিতে (ব্রহ্মার এককল্পে একবার) নিজেই জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক জীবকে হরিভক্তি প্রদান করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে বর্ত্তমান কলিতে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনিই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতের প্রমাণ—মহাভারতে দানধর্ম্মে বিষ্ণু-সহস্র নামস্তোত্রে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

—অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত এবং যিনি 'নিবৃত্তিপরায়ণ'।

বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন গুণানুযায়ী পৃথক পৃথক নাম উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে যে আটটী নাম শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রযোজ্য সেই আটটী নাম কয়েকটী শ্লোক হইতে সঙ্কলিত হইয়া উক্ত শ্লোকটী বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণ বর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিটী মহাপ্রভুর আদিলীলায় প্রযোজ্য ;

সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাপরায়ণ এই চারিটী নাম তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্ত্তী লীলায় প্রযোজ্য। এই আটটী নাম শ্রীভগবানের অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ নামগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মহাভারতেও শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের কথা লিখিত আছে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হয় যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার না হওয়ায় কলিযুগেই তিনি অবতীর্ণ হন।

'সুবর্ণ বর্ণ'—পদটির অর্থ এখানে স্বর্ণ বর্ণ নহে, কারণ পরবর্ত্তী 'হেমাঙ্গ' (হেমবর্ণ অঙ্গ যাঁহার) শব্দটী থাকায় একইস্থানে একার্থবোধক দুইটী শব্দ প্রয়োগ করা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সেজন্য উহার অর্থ এইরূপ হইবে যে—হরিনাম প্রচার কালে (কৃ + ষ্ণ = কৃষ্ণ) এই দুইটী উত্তমবর্ণ (অক্ষর) সর্ব্বদা বর্ণন অর্থাৎ কীর্ত্তন করেন, সেজন্য তাঁহার নাম 'সুবর্ণ বর্ণ'। "হেমাঙ্গ' মহাপ্রভুর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল—সেজন্য 'হেমাঙ্গ' একটী নাম। 'বরাঙ্গ'—সাধারণ জীব অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গসমূহ বর (শ্রেষ্ঠ)—এজন্য একটী নাম 'বরাঙ্গ'। 'চন্দনাঙ্গদী'—মহাপ্রভু চন্দনের অঙ্গদ (বাহুভূষণ কেয়ূর) পরিধান করিতেন—সেজন্য একটী নাম 'চন্দনাঙ্গদ'। 'সন্ন্যাসকৃৎ'—মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সেজন্য একটী নাম 'সন্ন্যাসকৃৎ'। 'শম'—যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—"শমঃ মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে"—শ্রীভগবানের উক্তি। 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ'— নিবৃত্তিপরায়ণ (চক্রবর্ত্তিপাদ)।

আগমশাস্ত্র প্রমাণ—শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—"ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগমপুরাণ। চৈতন্য-কৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ॥" ভাগবতপ্রমাণ, মহাভারত-প্রমাণ, উপপুরাণের প্রমাণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। 'আগম' (তন্ত্র) শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের "নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু"—এই শ্লোকে জানা যায় যে আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রেও মহাপ্রভুর পূজার বিধান উল্লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রাষ্টকম্

পরমপুরুষ সৃষ্টিআদিহেতু-কীর্ত্তিতং
রুক্মবর্ণ-মহাপ্রভুং বেদাগমবর্ণিতং
সচ্চিদানন্দময়ং সদা বন্দ্যচরিতং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ১

রসময়রসিকেন্দ্ররসরাজললিতং
নিত্যআত্মচিত্তহর-বিশ্বচিত্তদলিতং
রসরাজমহাভাব এক অঙ্গে মিলিতং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ২

রাধিকাহৃদয়ানন্দি-রতিকেলিপণ্ডিতং
নিত্যসিদ্ধশ্যামকান্তি-গৌরতেজোমণ্ডিতং
অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌর ভেদাভেদ খণ্ডিতং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ৩

প্রেমসীধুআস্বাদনে নিরবধিলোলুপং
রাধাসহসদাভাতি মনসিজমোহিতং
অপারমাধুর্য্যপর-সৌন্দর্য্যসুশোভিতং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ৪

নবীন জলদতনু সৌদামিনী জড়িতং
সুবর্ণবর্ণং হেমাঙ্গং বরাঙ্গশোভং
শ্রীশচীনন্দনং সদা ভক্তালিসেবিতং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ৫

পূরববরজলীলা লাবণ্য নিস্যন্দিতং
ভাবনিধি-আবিষ্টং ভাবলাস্য ছন্দিতং
অন্তরঙ্গবহিরঙ্গসাঙ্গোপাঙ্গবন্দিতং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ৬

পঞ্চতত্ত্বাত্মক-কৃষ্ণং কলৌছন্নোদিতং
নিত্যানন্দ-সীতানাথ-শ্রীবাসাদি সহিতং
অনর্পিত নাম প্রেম অবিচারার্পিতারং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ৭

রাধাভাবরসামৃত সুখসিন্ধু মজ্জিতং
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে অধুনাবিলসিতং
গৌরগোবিন্দলীলাঅভিনবাস্বাদকং
বন্দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রং নবদ্বীপানন্দম্॥ ৮

—শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াশী, ভক্তিশাস্ত্রী

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অষ্টাশীতিতম আবির্ভাব-বাসরে তদীয় চরণসরোজে—

প্রণতি-অর্ঘ্য

হে পরমারাধ্য !

প্রণমি তোমার চরণ সরোজে ওগো প্রভুপাদ আজি।
তোমার পুণ্য প্রকট-বাসরে লইয়া কুসুমরাজি ॥
স্মরণ করিয়া তোমার মহিমা অতুলকীর্ত্তি তব।
দীন হীন আমি করুণা তোমার করজোড়ে মাগি ল'ব ॥
তোমার কৃপার একটি বিন্দু জীবনে পেয়েছে যেই।
সুকৃতি তাহার, এ মর জীবনে ধন্য হ'য়েছে সেই ॥
ভগবৎপ্রেম বন্যা বহালে তুমিই জগতী তলে।
প্রচার করিলে দেশে ও বিদেশে আপন শকতি বলে ॥
যেই প্রেম ধারা আনিল জগতে কলিযুগ অবতারী।
কলিহত জন উদ্ধার লভে যাহা আশ্রয় করি ॥
সনাতন আদি গোস্বামিগণ প্রচারিল দেশে দেশে।
মন্দ ভাবেতে হইল দুষ্ট ক্রমে যাহা কালবশে ॥
তাহারেই তুমি সুবিপুল বেগে করেছিলে পরচার।
এমন প্রচার শকতি কাহারও দেখে নাহি কেহ আর ॥
কলিযুগজন-রুচি অনুসারে নানাবিধ কৌশলে।
শুদ্ধ ভকতি করিয়া প্রচার তাদের উদ্ধারিলে ॥
তুমি না আসিলে ভকতির ধারা রুদ্ধ হইত দেশে।
অপধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে ডুবিত ধরণী শেষে ॥
শুনেছি আমরা, তব শিশুকালে জগন্নাথের রথ।
আসিয়া থামিল তব গৃহ পাশে চলিলনা আর পথ ॥
রথের রজ্জু টানিল সবলে সমবেত জনগণ।
তবু রথ নাহি চলিল, সবার উদ্বেগ ভরা মন ॥
জননী তোমার লইয়া ক্রোড়েতে প্রণতি করিল যেই।
প্রসাদী মাল্য পড়িল মাথায় রথও চলিল সেই ॥
তোমার মহিমা যেই সজ্জন স্মরণ করিবে মনে।
সম্ভ্রম ভরে আপনার শির নোয়াইবে সেই ক্ষণে ॥
পুরুষোত্তমে জনম লভিয়া পুরুষোত্তমে রতি।
কেমনে করিতে হয় জনগণে জানাতে করিলে মতি ॥
স্থাপন করিলে অগণিত মঠ প্রচার-কেন্দ্র রূপে।
কত অভাজন শুনি হরিকথা তরিল অন্ধকূপে ॥
মুদ্রাযন্ত্রে নিয়োগ করিলে পত্রিকা পরকাশে।
সহায় হইল জনসমূহের অজ্ঞান তমোনাশে ॥
আলোক চিত্রে হেরিল মানব ভগবল্লীলা কত।
পাইল প্রেরণা শ্রীহরিভজনে ভুলিয়া দুঃখ যত ॥
আদেশে তোমার সাহসী সেবক সমুদ্রে পাড়ি দিয়া।
প্রচার করিল ভকতির কথা পশ্চিম দেশে গিয়া ॥
যে দেশের জন জড়বাদে মাতি সদা ভোগ মুখরত।
তারাও শুনিল আগ্রহ ভরে ভকতির কথা যত ॥
তোমার কৃপায় এই অভাজন পেয়েছে জ্ঞানের আলো।
পেরেছে বুঝিতে এই সংসার কখনই নহে ভালো ॥
তবুও তাহারে কেন যে আঁকড়ি ধরিয়া রাখিতে চায়।
কেন এই মোহ বিচার মূঢ়তা বুঝা কিছু নাহি যায় ॥
মনে হয় কোন অপরাধ ফলে গুরুর আশিস্ হ'তে।
বঞ্চিত হ'য়ে রহিয়াছে তাই বিভ্রম এই মতে ॥
করুণা তোমার দূর করি দিবে যত অপরাধ মোর।
আশা জাগে মনে কাটিবে ভ্রান্তি ছিঁড়িবেই মায়া ডোর ॥
তাই আজ এই পুণ্য বাসরে করি এই প্রার্থনা।
স্থান দিও তব চরণ প্রান্তে বিতরি করুণা কণা ॥

প্রসাদে তোমার বাড়িবে ভকতি
সংসার হ'তে পাইব মুকতি
হৃদয়েতে মোর জাগিবে শকতি
কাটাইতে মোহ ঘোর।
তোমা আজ দিব কিবা উপহার
ভাণ্ডারে মম নাহি উপচার
ভকতি পূরিত প্রণতি আমার
লহগো আজিকে মোর ॥

[illegible] প্রার্থী
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

ভক্ত প্রহ্লাদ

(২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

হিরণ্যকশিপুর উপদেশ

[শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি হিরণ্যকশিপুর উপদেশ]—"উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। এক সময় তাঁহার রাজ্য শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি সৈন্যসামন্তসহ স্বয়ং উহার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তুমুল সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজা নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র উশীনরবাসী নরনারী শোকে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণ শরবিদ্ধ রাজার রক্তাপ্লুত মৃত শরীর রণক্ষেত্রে শায়িত ছিল—কেশ আলুথালু, চক্ষুদ্বয় হীনপ্রভ এবং অধরদংশনাবস্থায় অবয়বে তখনও ক্রোধের ভাব অভিব্যক্ত, তাঁহার রত্নময় বর্ম্ম জীর্ণ, অলঙ্কার ও মাল্য প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, মুখপদ্ম রণক্ষেত্রের ধূলির দ্বারা মলিন এবং হস্তদ্বয় ও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিকীর্য্যমাণ। রাজার জ্ঞাতিবর্গ মৃত শরীরকে বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীগণ পতিকে ঐ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বক্ষে বারংবার করাঘাত করিতে করিতে পতির পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আকুলভাবে—'হা নাথ, তুমি কোথায় গেলে, তোমাকে ছাড়া আমরা কি করিয়া বাঁচিব' প্রভৃতি বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন তাঁহারা শোকাকুলা হইয়া অবিশ্রান্তধারায় অশ্রু বর্ষণ করিয়া রাজার পাদপদ্ম অভিষিক্ত করিতে থাকিলে তাহাদের স্তনকুঙ্কুম অশ্রুধারায় অরুণবর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিল। রাজমহিষীগণের সুবিন্যস্ত কেশকলাপ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল, মূল্যবান্ অলঙ্কারসমূহ পরিত্যক্ত হইল—সুবেশ, অলঙ্কার কোনটাই আর তাঁহাদের সুখকর মনে হয় নাই, পতিবিহনে সকলই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত সুখের আশা ও ভরসার স্থল পতির বিরহে কাতরা হইয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয়বিদারক খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রাণিমাত্রই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা মৃত পতির প্রতি বলিতে লাগিলেন—'হে প্রভো, তোমার এই কি অবস্থা দেখিতেছি? অহো! বিধাতা কি নিষ্ঠুর, আমাদিগকে অনাথা করিয়া প্রাণাধিক প্রিয় তোমাকে আমাদের স্নেহপাশ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। হে স্বামিন্, তুমিই পূর্ব্বে বৃত্তি প্রদান করিয়া উশীনরবাসিগণকে সুখী করিয়াছিলে, কিন্তু আজ তুমিই আবার তাহাদের শোকবর্দ্ধক হইয়াছ। হে মহীপতে, হে বীর, তুমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের পরম বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আমরা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব। হে প্রভো, তুমি যেখানে যাইতেছ আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল। আমরা সেইস্থানে গিয়া তোমারই পদসেবা করিব।'

রাজার দেহ দাহ করিবার জন্য লইতে আসিলে মহিষীগণ পতিকে ক্রোড়ে তুলিয়া বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইভাবে দিবাবসান হইয়া সূর্য্য অস্তমিত হইলেও তাঁহারা স্বামীর দেহ ছাড়িলেন না। রাজমহিষী ও আত্মীয়গণের আকুল ক্রন্দনধ্বনি শেষপর্য্যন্ত যমালয়ে যমরাজার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনিও বিচলিত হইয়া বালকের মূর্ত্তি ধারণ করতঃ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শোকসন্তপ্ত বন্ধুগণকে কহিতে লাগিলেন,—"অহো কি আশ্চর্য্য! ইহারা আমাপেক্ষা এত বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও বৃথা শোক করিতেছে। ইহারা প্রতিনিয়তই জন্ম-মৃত্যু দেখিতেছে, ইহারাও মৃতব্যক্তির সমানধর্ম্ম, ইহাদিগকেও মরিতে হইবে, তথাপি কি দুরন্ত মোহ! যে অজ্ঞাত স্থান হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে আবার সেইস্থানেই তাহাকে যাইতে হইবে। প্রতীকার যে অসম্ভব ইহা জানিয়াও ইহারা বৃথা শোক করে। আমাদের ন্যায় বালকের যেটুকু বুদ্ধি আছে,

ইহাদের তাহাও নাই, সুতরাং ইহাদের অপেক্ষা আমরাই ধন্য। পিতামাতার দ্বারা আমরা এই সংসাররূপ দুঃখসাগরে পরিত্যক্ত হইয়াছি। দুর্ব্বল ও বালক অবস্থায় পরিত্যক্ত হইলেও আমাদিগকে কে রক্ষা করিতেছেন? যিনি রক্ষা করায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ এখনও আমাদিগকে ভক্ষণ করে নাই, যিনি রক্ষা করায় মাতৃগর্ভে আমরা জীবিত ছিলাম, তিনিই আমাদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিতেছেন। হে অবলাগণ, যে অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইতেছে। সেই অব্যয় পরমেশ্বরের নিকট এই চরাচরাত্মক বিশ্ব সামান্য ক্রীড়াদ্রব্যমাত্র। তিনি সৃষ্টি ও সংহার এই উভয় কার্য্যেই সমর্থ। পথে কাহারও কোন দ্রব্য পড়িয়া থাকিলে যদি ঈশ্বর উহা রক্ষা করেন তবে অপর কাহারও দ্বারা উহা অপহৃত বা নষ্ট হয় না, যাহার দ্রব্য তিনিই পুনঃ প্রাপ্ত হন। আবার অন্যদিকে ঈশ্বর রক্ষা না করিলে গৃহমধ্যে অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত বস্তুও বিনষ্ট হয়। তাঁহার কৃপা দৃষ্টি থাকিলে অরণ্যে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা পায়, তিনি উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহ লাভ করে এবং কর্ম্ম শেষ হইলে উহা বিনষ্ট হয়। দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—ষড়্‌বিকার আছে। 'আত্মা' স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে অবস্থিত হইলেও জন্মগ্রহণাদি দেহধর্ম্ম তাহার নাই, কারণ আত্মা দেহ হইতে অত্যন্তভিন্ন। গৃহের মালিক গৃহী যেমন গৃহ হইতে পৃথক, তদ্রূপ দেহের মালিক দেহী জীব দেহ হইতে পৃথক, কেবল মোহগ্রস্ত হইয়া জীব নিজেকে ভৌতিক দেহ-মাত্র মনে করে। জল, পৃথিবী ও তেজের অংশ হইতে মনুষ্য দেহলাভ করে, আবার কালক্রমে পরিণামবশতঃ উহাদের অপক্ষয়ে দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। যদি বল আত্মা ও দেহ একত্রে অবস্থান করায় আত্মার পৃথক অস্তিত্ব কি প্রকারে বোধের বিষয় হইবে? তজ্জন্য বলিতেছি অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হইলেও তাহার দাহন ও প্রকাশ গুণের দ্বারা পৃথক্ প্রতীত হয়, বায়ু দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াও মুখ-নাসিকাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, আকাশ সর্ব্বগত ও সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও অর্থাৎ সকলের আশ্রয়স্থল হইয়াও পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে, কাহারও সঙ্গ লাভ করে না, তদ্রূপ পুরুষও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের আশ্রয় হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। হে মূঢ়গণ, তোমরা যাহার জন্য শোক করিতেছ সেই সুযজ্ঞ তোমাদের নিকটেই শায়িত আছেন, অন্যত্র কোথায়ও গমন করেন নাই, সুতরাং তোমরা কেন শোক করিতেছ? এতদিন এই ব্যক্তি তোমাদের কথা শুনিয়াছে ও তোমাদের কথার উত্তরও দিয়াছে, এখন তাহাকে না পাইয়া শোক করিতেছ—ইহা অনুচিত, যেহেতু যিনি শুনেন ও কথা বলেন তাহাকে কেহ কোন দিনও দেখিতে পায় নাই। যাহা দেখা যায় সেই দেহ ত' এখনও দেখিতেছ, সুতরাং শোক করা বৃথা। এই দেহে অবস্থিত প্রাণ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও তাহাদের পরিচালক হইলেও শ্রোতা বা বক্তা নহেন, কারণ তিনি অচেতন। ইন্দ্রিয়সহ সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মাই সকল বিষয়ে দ্রষ্টা, কিন্তু ঐ আত্মা প্রাণ ও দেহ হইতে ভিন্ন এবং চেতনস্বরূপ। পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় ও মন এই কয়টী অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরকে আত্মা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করাইয়া থাকেন, আবার স্বকীয় তেজদ্বারা অর্থাৎ ভজনবলে তাহা ত্যাগ করেন। ভজনবল বা অনুভবই ইহার প্রমাণ। আত্মা যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মবন্ধন। অবিদ্যাবন্ধন হইতে দেহাত্মবোধরূপ বিপর্য্যয় এবং তাহা হইতেই যাবতীয় ক্লেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণ হইতে যে সুখ দুঃখ আমরা জগতে অনুভব করিয়া থাকি সে সকলকে বাস্তব বলিয়া দেখা বা মনে করা ভুল। জাগ্রত অবস্থায় মনে মনে রাজ্যাদি সুখের কল্পনা যেমন নিষ্ফল, স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগাদি যেমন অবাস্তব, তদ্রূপ জগতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সুখাদির কল্পনাও অলীক। তত্ত্বজ্ঞ

ব্যক্তিগণ আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তাহারা শোকে অভিভূত হন না। যাহাদের স্বরূপজ্ঞান নাই, তাহাদের শোক করাই স্বভাব, উহা ছাড়া তাহাদের আর কি গত্যন্তর আছে? হে মহিষীগণ, এক সময় আপনাদিগের ন্যায় একটী কুলিঙ্গ পক্ষী তাহার স্ত্রীর জন্য এইরূপ বিলাপ করিয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় একটী ব্যাধ কেবলমাত্র পক্ষী বিনাশ-সাধন করিয়া বিচরণ করিত। যেখানে যত পক্ষী দেখিত জালে আবদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিত। মাংসাদির প্রলোভন দেখাইয়া পক্ষিগণকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বহু প্রকার কৌশল অবলম্বন করিত। একদিন ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে এক কুলিঙ্গদম্পতীকে দেখিতে পাইল। পক্ষীদ্বয় কন্দভোজী ছিল। ব্যাধ কুলিঙ্গের রুচিকর খাদ্যাদি সহিত জাল ফেলিয়া গোপনে দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। কুলিঙ্গপত্নী উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহা হইতে মুক্তির জন্য ছটফট ও কাতরোক্তি করিতে থাকিলে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া কুলিঙ্গ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইল, কিন্তু বিপন্না ভার্য্যাকে উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া স্নেহবশতঃ অতি দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল—'অহো! বিধি কি নির্দ্দয়! আমার স্ত্রী অত্যন্ত বিপন্না হইয়া আমার জন্য শোক করিতেছে। ইহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে? নিষ্ঠুর বিধি যদি আমার অর্দ্ধদেহরূপ ভার্য্যাকে গ্রহণ করিল, তবে আমাকেও গ্রহণ করুক। এই পত্নী-বিহীন দুঃখভারাক্রান্ত অবশিষ্ট দেহার্দ্ধ লইয়া জীবিত থাকিয়া আমার কি লাভ হইবে। হায়, হায়, শাবকগুলি কুলায় অনাহারে মাতার প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহাদের এখনও ডানা উঠে নাই, এই মাতৃহীন শাবকগুলিকে আমি কি করিয়া পালন করিব।' কুলিঙ্গপক্ষী পত্নীবিরহে কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে কালপ্রেরিত ব্যাধ ইত্যবসরে শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। হে অজ্ঞ মহিষীগণ! তোমরাও ঐরূপ নির্ব্বোধ; কুলিঙ্গপক্ষীর ন্যায় তোমরা নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না; শতবর্ষ ধরিয়া এইভাবে শোক করিলেও পতিকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবে না।"

যমের এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া হিরণ্যকশিপু বলিতে লাগিলেন—"হে ভ্রাতৃজায়ে, হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, সুযজ্ঞের পত্নী-গণ ও জ্ঞাতিবর্গ বালরূপী যমের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা মনে মনে চিন্তা করিল—সকল পদার্থই অনিত্য, যে রূপ লইয়া বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে সেই রূপ চিরকাল থাকিতে পারে না। যম উপদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে সুযজ্ঞের জ্ঞাতিবর্গ শোক পরিত্যাগ করিয়া রাজার পারলৌকিক কৃত্য যথাবিধ সম্পন্ন করিল। অতএব তোমাদেরও নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু আমিই বা কে? পরই বা কে? নিজের বলিতেই বা কী? পরের বলিতেই বা কী? দেহীদিগের এই প্রকার অভিনিবেশ অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

দৈত্যপতি হিরণকশিপুর জননী দিতি পুত্রবধূর সহিত উপরোক্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

দুই বন্ধু

"দিগম্বর—'কেহ কেহ বলেন যে, জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জ্ঞানের সহিত সভ্যতারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই স্বর্গ উদিত হইবে।'

অদ্বৈতদাস—'গাঁজাখুরী কথা! যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস আরও ধন্য; যিনি এ কথা বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন, তাঁহার সাহস ধন্য। জ্ঞান দুই প্রকার—পারমার্থিক ও লৌকিক। পারমার্থিক জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না; পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেকস্থলে স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং লৌকিক-জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। লৌকিকজ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্য সম্বন্ধ আছে? বরং লৌকিকজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্ত্বে অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে, লৌকিকজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে,—ইহা জীবের পক্ষে দুর্গতি মাত্র।'

বাণী-প্রশস্তি

[শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি]

চিত্তের উদয়াচলে দেহ মনের সংস্থান বাহ্যতঃ একটী প্রয়োজনীয়াংশের প্রয়োজনায় থাকিলেও বস্তুতঃ তাহা আত্মপ্রগতির হ্রাসকারী একটী আগন্তুক সংস্থান মাত্র। তথায় বহুকিছু মূল্যবান দ্রব্যের নিত্য সমাবেশ থাকিলেও দেহমনের প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃই তাহা গোচরীভূত হইতেছে না। এই জাতীয় ক্ষুদ্র অপস্বার্থের উপেক্ষাকে তত্ত্বতঃ মহত্ত্যাগ বলা সমীচীন হইবে কিনা জানি না কিন্তু উহার (দেহ মনের) আওতা হইতে নিজকে বাঁচাইয়া নিত্য প্রগতির মধ্যে স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা অল্পায়াস সাধ্য ব্যাপার বিশেষ যে নহে সে সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই।

নিত্য জগৎ আত্মভূমিকার এবং আত্মজগৎ নিত্যভূমিকার সম্পদ। বৈকুণ্ঠ ভূমিকায় যাহা প্রগতিশীল তাহাই নিত্য এবং স্থাণু শব্দের অভিব্যক্তি মাত্র তাহাতেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ক্রমবর্দ্ধমান্ লীলা-মাধুর্য্য রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যনূতন ভোগেরই ইন্ধন সরবরাহ করিয়া থাকে। এতবড় ভোক্তৃত্বের স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন স্বরূপে নাই। শ্রীকৃষ্ণের একপাদ বিভূতিতেই ব্রহ্মাণ্ডসহ চরাচরগণ যাঁহারা অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের সমাধান জড়ীয় মানব বুদ্ধিতে যদি সম্ভবপর না হয় তবে তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতির সামঞ্জস্য অবাঙ্মনগোচর হইবে না কেন?

জগতের গতানুগতিক জন্ম, জরা, মৃত্যুর সংবাদ কিছু নূতন সংবাদ নহে পরন্তু শ্রীহরির অনন্ত চিদ্বিভূতি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টাটীই জগতের বক্ষে চিরনূতন সংবাদ বহন করিয়া আনে। এই সংবাদটীই মাত্র জৈবজগতের চির সজীবতা সম্পাদনে তাঁহাকে ক্রমবর্দ্ধমান রাখিতে সমর্থ হয়। জীবের মধ্যে নূতন গ্রহণের পিপাসাই তাঁহার সজীবতা। এতাদৃশ পিপাশাকে 'কেন কং বিজানীয়াৎ' স্তোকবাক্যদ্বারা অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করিয়া চিরনূতন ও নিত্যনূতনের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমত্তা হইবে।

জৈব-স্বভাবের প্রেরণা লক্ষ্য করিয়া দুনিয়ার মাসিক-পত্রিকা, সপ্তাহিক-পত্রিকা ও দৈনিক-পত্রিকাগুলি কৌশলে বিবিধ ভাষায় বিবিধরূপে সেই একঘেঁয়ে পুরাতনকেই নূতনের ছাঁচে ঢালাই করতঃ জৈবজগতে পরিবেশনের চেষ্টা পাইয়া বঞ্চিত-বঞ্চক জনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেও সুধীজন কর্ত্তৃক তাঁহারা কি প্রকারে বহুমানিত হইতে পারেন! পিঠুলি-গুলায় দুগ্ধের আস্বাদন যাঁহারা করেন এবং অন্যকেও করান তাঁহারা উভয়েই পরিণামী। মাতৃস্তনে দুগ্ধামৃতের ক্ষরণ আছে, রবার নির্ম্মিত কৃত্রিম চুষিতে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? প্রকাশিত প্রপঞ্চে অমৃতাধারস্বরূপা বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবাহিনী 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকাখানি এতাদৃশ প্রাপঞ্চিক ভাষাভাণ্ডের সহিত কোনক্রমেই সমান নহে। ইঁহার অসমোর্দ্ধ প্রকাশ এই প্রপঞ্চেও আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ও রাখিবেন ইহাই একমাত্র ভরসা। তাই তাঁহার বর্ষপূর্ত্তিতে ও বর্ষারম্ভে আমরা তাঁহাকে আমাদের বারংবার প্রণাম জানাই, আমরা সমবেতকণ্ঠে তাঁহারই জয়গাণ করি এবং তাঁহার নিত্য প্রকাশের শুভ-মুহূর্ত্তটীকেই আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাভরে অপেক্ষা করি!!

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১ম সংখ্যা, ১৮ পৃষ্টার পর)

উজ্জয়িনী

ইং ২।১১।৬১ বৃহস্পতিবার—কাটনী জংসন হইতে অদ্য বেলা ৯-৪০ মিঃ এ আমরা বিলাসপুর গামী ট্রেণে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৬-৫ মিঃ এ বীণা জংসনে পৌঁছাই। সকালে কাটনীতে এবং সন্ধ্যার বীণা ষ্টেসনে ভোগ রন্ধনের ব্যবস্থা

হয়। এখান হইতে রাত্রি ৯-৪০ মিঃ এ ভুপাল রওনা হই। এই ভুপাল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী হইয়াছে।

৩।১১।৬১ শুক্রবার—ভোর ৪ টায় আমরা ভুপালে পেঁছাই। তথা হইতে ৬-২০ মিঃ এ রওনা হইয়া বেলা ১২॥ টায় উজ্জয়িনী ষ্টেসনে উপনীত হই। প্রয়াগে ত্রিবেণী যেমন কুম্ভস্নানের একটি স্থান, উজ্জয়িনীও তদ্রূপ। ইহাকে অবন্তিকা বা অবন্তীক্ষেত্রও বলা হইয়া থাকে। ইহা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম একটি প্রধান তীর্থ। এই স্থানটিকে পৃথিবীর নাভিদেশ বলা হইয়াছে। দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এস্থানে মহর্ষি শ্রীসান্দীপনি মুনির আশ্রমে শুভাগমণ পূর্ব্বক শ্রীমুনিবরের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা গুরু সেবার জন্য জঙ্গল হইতে স্বহস্তে কাঠ ভাঙ্গিয়া দিবাশেষে গৃহাগমনকালে অত্যধিক ঝড় বৃষ্টির জন্য গৃহে আসিতে না পারায় সমস্ত রাত্রি সেই কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া দুই সখা হাত ধরাধরি করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে সমস্ত রাত্রি যাপন পূর্ব্বক শ্রীগুরু সেবার মহদাদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। গুরু সেবার দ্বারা ভগবান্ যেরূপ তুষ্ট হন, এরূপ তুষ্টি আমাদের বর্ণাশ্রমবিহিত কোন ধর্ম্ম কর্ম্মেই পান না, ইহা শ্রীসুদামা-সহ কথোপকথন-প্রসঙ্গে "নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরু শুশ্রূষয়া যথা ॥"—এই ভাগবতীয় শ্লোকে স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং বেদময়ী তনু—বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব স্থান-স্বরূপ শ্রীভগবানের গুরু পাদাশ্রয়ে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন লীলা এবং স্বহস্তে গুরু সেবার আদর্শ জীবশিক্ষার জন্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্থানেই গুরু গৃহে চতুঃষষ্টি অহোরাত্র চতুঃ-ষষ্টি কলা বিদ্যাভ্যাসান্তর গৃহে সমাবর্ত্তন কালে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেব ও তৎপত্নীর প্রার্থনানুসারে প্রভাসক্ষেত্রে মহা-সমুদ্রে নিমগ্ন তাঁহাদের মৃত পুত্রকে শ্রীযমরাজের সংযমনী পুরী হইতে আনয়ন পূর্ব্বক গুরু দক্ষিণা প্রদানের আদর্শ প্রদর্শন করেন (ভাঃ ১০।৪৫ অঃ দ্রষ্টব্য)। এই স্থানেই শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত (ভাঃ ১১।২৩ অঃ) অবন্তীনগরীয় ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর "নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ ॥ এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যুষিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥" ইত্যাদি গীতি কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা প্রকটকালে এই ভিক্ষু গীতিরই প্রশস্তি কীর্ত্তনমুখে পরাত্মনিষ্ঠাকেই বেষধারণের এবং শ্রীমুকুন্দ সেবনকেই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস ব্রতের মুখ্য তাৎপর্য্য বলিয়া জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে নিয়া নিভৃতে কৃষ্ণ নিষেবণ লীলা প্রকট করিবার শিক্ষাদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত সেই ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর কোন নাম গন্ধ—কোন নিদর্শন বা স্মৃতিফলক এই পূর্ণকুম্ভ স্নান-স্থান—নিখিল ভারতীয় সাধু সমাগম তীর্থে পাওয়া গেল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাৎকালিকী প্রথানুযায়ী একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা অভিনয় করিলেও তাঁহার সেই একদণ্ড মধ্যে যে ঐ ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু কীর্ত্তিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস তাৎপর্য্য নিহিত তাহা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত 'এতাং সমাস্থায়' এই ভিক্ষু গীতির প্রশস্তি কীর্ত্তন হইতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। অভিন্ন বলদেব শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহার দণ্ডখানি তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া তাঁহার ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস তাৎপর্য্য আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন।

আমরা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে অদ্যাপি এই প্রাচীন ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বিধি বহুমানিত হইয়া থাকে। পরমারাধ্য প্রভুপাদই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশে এই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই সুপ্রাচীন বৈষ্ণব সন্ন্যাস-বিধি। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার মুখে অচিন্ত্যভেদা-ভেদ দর্শনানুসরণমূলে কায়-মনোবাক্য ভগবৎ সেবায় দণ্ডিত করাই এই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের মুখ্য তাৎপর্য্য। "কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহে" ইত্যাদি বাক্যে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্লোকোদ্দিষ্ট মহদাদর্শ প্রকট করিয়াছেন। আজ সেই শ্রীমদ্ভাগবত প্রসিদ্ধ অবন্তীনগরে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু স্থানে আসিবার

সৌভাগ্য পাইয়া মনে হইতেছে—এই স্থানের পূতধূলি—এই স্থানের আকাশ, বাতাস, কানন, চত্বর, প্রাঙ্গণাদি অদ্যাপি তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত গীতি মুখরিত থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে এই অসার সংসারের অনিত্যতা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠা-মূলক মুকুন্দসেবন ব্রতে দৃঢ়তা জাগাইয়া তুলিতেছে। এই মহাতীর্থে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণসুদামার গুরু সেবাদর্শ এবং ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর এই গীতি মর্ম্মস্থান স্পর্শ না করিলে এই স্থানে আসার যেন কোন সার্থকতাই থাকে না। তাই ভক্ত-ভাগবতবর ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীল মাধব মহারাজ এই স্থানে আসিয়া বক্তৃতামুখে সঙ্গী ত্রিদণ্ডিপাদ ও অন্যান্য ভক্ত বৃন্দের স্মৃতিপথে শ্রীকৃষ্ণ সুদামার গুরু সেবাদর্শ ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু গীতি কথা পুনঃ পুনঃ জাগরূক করাইয়া বঙ্গদেশ হইতে ১১০০ এগার শত মাইল দূরবর্ত্তী এই মহাতীর্থে আসিবার সার্থকতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রকৃতই পরম বন্ধুর কার্য্য করিতেছিলেন।

স্কন্দপুরাণে অবন্তিকামাহাত্ম্যে (২৬।১৭-১৮ অঃ) কথিত আছে—যেখানে মহাকাল, শিপ্রা নদী, সুনির্ম্মলা গতি বিদ্যমান, সেই উজ্জয়িনী নগরে বাস কাহার না রুচিপ্রদ হইবে? যিনি মহানদী শিপ্রায় স্নান করিয়া মহাকালকে প্রণাম করিবেন, তাঁহাকে আর মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হইবে না। এস্থানে মৃত কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত রুদ্রানুচরত্ব লাভ করে।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে 'মহাকাল' লিঙ্গ এই স্থানেই বিদ্যমান। আমরা শিপ্রানদীর রামঘাটে (এই ঘাটে পূর্ণ কুম্ভ স্নান হইয়া থাকে) স্নানান্তে আহ্নিক পূজাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীরাম যাঁহার ঈশ্বর বা আরাধ্য দেবতা, সেই শ্রী-রামেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করি। অতঃপর গোয়ালিয়রের মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন মন্দিরে যাই। তখন শ্রীবিগ্রহ শয়নে ছিলেন বলিয়া আমরা শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশস্থ শ্রীতুলসী দেবীকে প্রণাম করি। তথা হইতে পিশাচেশ্বর শিব মন্দিরকে দক্ষিণে রাখিয়া আমরা শ্রীরাম মন্দিরে গমন করি। এখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও শ্রীহনূমান্ জীর দর্শন লাভ করি। তথা হইতে শ্রীহরসিদ্ধিদেবী মন্দিরে গমন করি। মন্দির প্রবেশ পথে দক্ষিণ পার্শ্বে কর্কটেশ্বর মহাদেবের মন্দির। শ্রীহরসিদ্ধি মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য দীপযুক্ত দুইটি স্তম্ভ। উৎসবাদি সময়ে উহাতে দীপমালা সুসজ্জিত হয়। দেবী
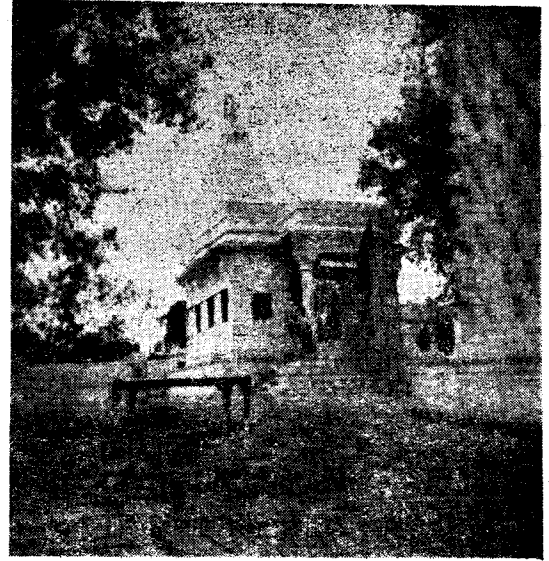
শ্রীহরসিদ্ধি দেবীর মন্দির

মন্দিরাভ্যন্তরে উচ্চ বেদীতে শ্রীঅন্নপূর্ণামূর্ত্তি, মধ্যবেদীতে শ্রীহরসিদ্ধি দেবীমূর্ত্তি এবং নিম্ন বেদীতে শ্রীকালিকা

শ্রীহরসিদ্ধি মন্দিরের সম্মুখস্থ অসংখ্য দীপযুক্ত স্তম্ভদ্বয়

মূর্ত্তি বিরাজমানা। পাণ্ডার নিকট শুনিলাম—এই শ্রীহরসিদ্ধি দেবী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কুলদেবতা। রুদ্র-সরোবরতটস্থা এই শ্রীহরসিদ্ধি দেবী—একান্ন (৫১) শক্তিপীঠের অন্যতম বলিয়া কথিত। এখানে সতীর কুর্পর বা কনুই পড়িয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। এই কনুইয়েরই পূজা হইয়া থাকে।

আমরা এই মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীল স্বামিজীমহারাজের আনুগত্যে মহাকালেশ্বর মন্দিরে যাই। গমনপথে দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের দ্বাত্রিংশৎপুত্তলির স্থান বলিয়া কথিত একটি উচ্চটিলা দর্শন করিলাম। অতঃপর 'বড়গণেশ' দর্শন করি। ইঁহার দক্ষিণে ঋদ্ধি ও বামে সিদ্ধি নাম্নী দুইটি দেবী মূর্ত্তি। সকাম ব্যক্তিগণ শ্রীগণেশকে প্রাকৃত ঋদ্ধি ও সিদ্ধি-দাতা বলিয়া পূজা করেন।

অতঃপর আমরা মহাকালেশ্বর মন্দিরে যাই। মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে কোটিতীর্থ নামক কুণ্ডজলে আচমনান্তে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শ্রীগোপীশ্বর সদাশিব ও যোগমায়া কাত্যায়নীর প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করি। শিব-ভক্তগণকে এই জ্যোতির্লিঙ্গসমীপে বেশ নিষ্ঠার সহিত পূজারত দেখিলাম।

পরে জুনা অর্থাৎ প্রাচীন মহাকালেশ্বর বলিয়া পরিচিত দুইটি শিব মন্দির দর্শন করিয়া আমরা মহাকালেশ্বর মন্দিরের উপর মন্দিরে ওঙ্কারেশ্বর শিব দর্শন করি। ইহাও একটি বড় মন্দির। ওঙ্কারেশ্বর হইতে শ্রীগোপাল মন্দিরে যাইবার পথে একটি ছোট মন্দিরে শ্রীসাক্ষীগোপাল ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শন করি। অতঃপর আমরা শ্রীগোপাল মন্দিরে যাই। ইনি শ্রীদ্বারকাধীশ গোপাল—চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণ অধঃকরে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে গদা, বাম ঊর্দ্ধ করে চক্র এবং বাম অধঃকরে পদ্ম বিরাজিত। শ্রীগোপালের বামে শ্রীরুক্মিণী দেবী, ইঁহার দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে শ্রীশিব-পার্ব্বতী। বেদীর উচ্চ স্তরে একই বেদীতে শ্রীগোপাল ও তদ্দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ শ্রীশিবপার্ব্বতী মূর্ত্তি বিরাজিত। বেদীর নিম্নস্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরুক্মিণী ও দক্ষিণে শ্রীরাধা, তদ্দক্ষিণ পার্শ্বে দুই মূর্ত্তি নাড়ু গোপাল।

শ্রীগোপালের বামে রুক্মিণী ও দক্ষিণে রাধামূর্ত্তি কোন্ সিদ্ধান্তানুসারে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হয় নাই। মহালক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীরাধারই অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ হইলেও রসানুযায়ী লীলাগত বৈশিষ্ট্য বিচারে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যগত বিচার-বৈশিষ্ট্য অবশ্য-সংরক্ষণীয়। নতুবা সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাসদোষ অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিরস রসিক ভক্তের বিচারে কখনই রসবৈপরীত্য সংঘটিত হইতে পারে না। এই জন্য মনে হয়, এই সকল শ্রীমূর্ত্তি সংরক্ষণ ও সেবা পূজা পরিচালন বিশেষ কোন ভক্তিরস রসিক ভজনবিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শানুসারে বিহিত হয় নাই। সিদ্ধান্ত জ্ঞানহীন একাকার নীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারেই বিভিন্ন মূর্ত্তির সমাবেশ হইয়াছে। ভক্তি-রস রসিক ভক্তগণ রসগত বিচার-বৈষম্য দর্শনে আনন্দলাভ করিতে পারেন না।

আমরা শ্রীগোপাল মন্দির হইতে ২০ খানি টাঙ্গা যোগে শ্রীসান্দীপনি মুনির আশ্রমে গমন করি। টাঙ্গাওয়ালা এই আশ্রম দর্শন করাইয়া আমাদিগকে উজ্জৈন অর্থাৎ উজ্জয়িনী ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দেয়। তজ্জন্য প্রতি টাঙ্গা ১।০ টাকা করিয়া লয়।

আমরা এই আশ্রমাভ্যন্তরে প্রথমে গোমতীকুণ্ডোদকে আচমনাদি করি। স্থানীয় পাণ্ডারা বলেন, শ্রীসান্দীপনি মুনিবর পূর্ব্বে প্রত্যহ দূরবর্ত্তী গোমতী নদীতে স্নান করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার দূর গমন জন্য কষ্ট নিবারণার্থ কৃষ্ণেচ্ছায় গোমতী এই কুণ্ডেই আবির্ভূত হন। তদবধি মুনিবর সশিষ্যে এই কুণ্ডোদকে স্নান করিতেন। গোমতী-কুণ্ডতটে দুইটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরে আমরা কুণ্ডেশ্বর শিব, শ্রীকৃষ্ণ সুদামা, শ্রীসান্দীপনি মুনি, শ্রীবলরাম, শ্রীবিষ্ণু ভগবান্, পার্ব্বতী দেবী ইত্যাদি মূর্ত্তি দর্শন করি। এখানে শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের একটি বৈঠক আছে। সেখানেও শ্রীসান্দীপনি মুনির মূর্ত্তি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহাদি আছেন। মন্দির বন্ধ থাকায় দর্শন হয় নাই।

উজ্জয়িনীতে একটি ডিগ্রী কলেজ ও পাঁচটি স্কুল আছে। ছয়টি জলের ট্যাঙ্ক আছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ের

২৪ খাম্বার ভগ্নাবশেষ বলিয়া একটি স্থান দৃষ্ট হয়। বিক্রমাদিত্যের পিতা শ্রীগন্ধর্ব্ব সেন, ভ্রাতা ভর্তৃহরি।

উজ্জয়িনী ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে সন্ধ্যার পর আমাদের পাঠ কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ মাধব মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদপুরী মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। গয়া, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী—এই তিন মহাতীর্থে আমরা কি দেখিলাম এবং কি শিখিলাম, তদ্বিষয়েই আলোচনা হয়। কথারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা উজ্জয়িনী ষ্টেসনে প্রসাদাদি পাইবার পর রাত্রি ১২-৩৪ মিঃ এর ট্রেনে ভূপাল যাত্রা করি।

উজ্জয়িনী ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে যে হরিকথা হইয়াছিল, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

গয়াতে গয় নামক অসুরের মস্তকে শ্রীবিষ্ণুপদ চিহ্ন সম্বন্ধে বলা হয়—বিষ্ণুভক্তই দৈব, অসুর—তদ্বিপরীত। অসুরগণ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্যাদি আসুরভাব বিমূঢ় হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব, ভোক্তৃত্ব বা কর্তৃত্ব এবং তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের পূজ্যত্ব স্বীকার করিতে না পারিয়া দ্বেষ হিংসা ও মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহাকে অজস্রবার নানা অশুভ যোনি ভ্রমণ করিয়া—এমন কি বিষ্ঠার কৃমি কীট পর্য্যন্ত হইয়া অতি ভীষণ ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। বহুজন্ম ধরিয়া এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে করিতে জীবের দম্ভ দর্পাদি আসুরভাব অপগত হইয়া ক্রমশঃ দৈবী সম্পদ্ লাভের সৌভাগ্যোদয়ে জীব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সম্পন্ন হইতে থাকে। তাহাতে সাধু সঙ্গ স্পৃহা জাগিয়া উঠে, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিতে করিতেই জীব পুনরায় স্ব স্বরূপে অবস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণকার্ষ্ণানুশীলনে দিনাতিপাত করিবার বিচার বরণ করেন। ক্রমোন্নতি প্রথাক্রমে নিরীশ্বর নির্নৈতিক অবস্থা হইতে নিরীশ্বর নৈতিকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইলেও সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতেই প্রকৃত সভ্য মানবজীবন আরম্ভ হয়, তাহাতে সদ্গুরু পাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধোদয়ে গুরুপাদাশ্রয়ে বৈধভক্ত্যনুশীলন সৌভাগ্য উদিত হইয়া ক্রমশঃ রাগভক্ত্যনুশীলনযোগ্যতার উদয় হয়। রাগভক্ত্যুদয়েই প্রেমরসবৈচিত্র আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ হয়। আকস্মিকী প্রথাক্রমে অকস্মাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা-ফলে জীব বহুজন্মের সাধনসাধ্য বস্তু নিমেষ মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন। লীলাময় শ্রীহরির অহৈতুকী কৃপায় অসুরও সদ্য সদ্য পরমভক্ত হইয়া পড়েন, ইহা শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্যে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে"—ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিল মাত্রী। পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিকা দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের চরণাশ্রয় বা সদ্গুরু চরণাশ্রয় লাভকেই গয়াধামে আসিবার সাফল্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষালাভ করতঃ গুর্ব্বানুগত্যে সেই বিষ্ণু পাদপদ্ম পূজা পরায়ণতাই যে বৈষ্ণবতার আদর্শ তাহা শিক্ষা প্রদান করিলেন।

এইরূপ বৈষ্ণবতার আবির্ভাবেই কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা ও বসতি ধন্যা হইয়া থাকেন, স্বর্গে পিতৃপুরুষগণ তাদৃশ বৈষ্ণব পুত্রের হস্তার্পিত শ্রীমহাপ্রসাদ ও চরণামৃত পাইবার আশায় নৃত্য করিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ বৈষ্ণব পুত্রই প্রকৃত শ্রাদ্ধাধিকারী—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ॥" —এই শ্লোকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

"গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপুজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরস্মাদবৈষ্ণবঃ॥" এই শ্লোকেও সদ্গুরু পাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ হইয়া বিষ্ণু পূজা পরায়ণতাকেই বৈষ্ণবতা বলা হইয়াছে। এইরূপ বৈষ্ণবতা-সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম পূজার ও তদুপরি পিণ্ড দানের প্রকৃত অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ বৈষ্ণব গয়াধামে না আসিতে পারিলেও তাঁহার সর্ব্বত্রই শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম পূজা ও তাঁহাকে নৈবেদ্যার্পণে নিখিল দেব-পিত্রাদির প্রকৃত তৃপ্তি বিহিত হইয়া থাকে। "প্রিয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" এই শ্লোকের মর্ম্মার্থও তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন। ঋগ্বেদোক্ত নিত্য আচমনীয় মন্ত্রোদ্দিষ্ট শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রদর্শনকারী শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম পূজার বিচার হৃদয়ে

জাগ্রত না হইলে গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপদ দর্শন ও পূজাদির প্রকৃত সাফল্য সম্পাদিত হয় না। শ্রীবিষ্ণু পূজার অভিনয় ও প্রকৃত পূজা এক নহে। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বৈরাচারে প্রবৃত্ত হইলে কখনও সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ হয় না। সচ্ছাস্ত্রজ্ঞ আচারবান্ আচার্য্য-সমীপে শাস্ত্রবিধান জানিয়া লইয়া তদনুযায়ী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণই প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয়। কর্ম্মনাশা নদী পার হইয়া তুচ্ছ ফলাভিলাষ মূলক কর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতা এবং ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া ফল্গুবৈরাগ্যমূলে সূক্ষ্ম ভোগবাসনা মূলক নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গুত্ব উপলব্ধির বিষয় হইয়া চিৎসবিশেষ বিচারে জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন মূলক যুক্তবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবার বিচার জাগিলেই গয়াধামে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদ গোস্বামিবর্গের কৃপায়ই প্রকৃত সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন তত্ত্বাত্মক দিব্য জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

পরম পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই গয়াধামে আনিয়া শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং শুদ্ধ ভক্তির নবনবায়মান রসচমৎকারিত্ব সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে অবধারণের সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক প্রয়াগধামে লইয়া আসিলেন। এখানে গঙ্গাযমুনা সরস্বতী সঙ্গমে স্নান সৌভাগ্য দান করিয়া আমাদিগকে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী দশাশ্বমেধ ঘাটে লইয়াগিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া অভিধেয়তত্ত্ব শিক্ষা-কথা উপদেশ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয়তম শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে যুক্তবৈরাগ্যাদি মহামূল্যবান্ শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাহার কোন উল্লেখই দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রস্তর ফলকাদিতে বা মাহাত্ম্য গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। শ্রীভগবৎ প্রিয় পার্ষদ প্রবর শ্রীগরুড় যে চারিটি স্থানে অমৃত কলস লইয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থান চতুষ্টয়েই পূর্ণ কুম্ভস্নান হইয়া থাকে। অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া যে ভক্তিরসামৃত আহৃত হইয়াছিল কুম্ভস্নানে সেই অমৃতই অন্বেষ্টব্য ও আস্বাদনের বিষয় না হইলে কুম্ভ স্নানের কি সার্থকতা সাধিত হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। শ্রীনারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে ভক্তিকেই 'ওঁ সা অমৃতরূপা চ' বলিয়া যে শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীরূপ প্রভুও তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে সেই অমৃতেরই সন্ধান দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে শিক্ষা তিনি এই দশাশ্বমেধ ঘাটে দশ দিন ধরিয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই সার নির্য্যাস তিনি তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, স্তবমালা, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থদ্বারে প্রকাশ করিয়াছেন। পরম কারুণিক শ্রীল প্রভুপাদ সেই শ্রীরূপশিক্ষামৃত প্রচারার্থ প্রয়াগে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় সেই শিক্ষামৃত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সারগ্রাহী ভক্তিরসাস্বাদলোলুপ সুধী ভক্তবৃন্দই তাহা আস্বাদন করিয়া ত্রিবেণী স্নান বা কুম্ভস্নানের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন ত্রিবেণী স্নান বা কুম্ভস্নানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলে—শ্রীল রূপপাদের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—এই শুদ্ধ ভক্তিমর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই প্রয়াগধামে আসার সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

প্রয়াগ হইতে পরমপূজ্যপাদ মহারাজ আমাদিগকে কুম্ভস্নানের দ্বিতীয় স্থান সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী নগরীতে লইয়া আসিলেন। এস্থানে শিপ্রা নাম্নী পুণ্যা নদীতে রামঘাটে কুম্ভস্নান হয়। আমরাও এই ঘাটে স্নানাদি করিয়াছি। এইস্থানে স্নানেরও মর্ম্মার্থ—শুদ্ধ ভক্তিলাভ। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধোক্ত ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগীতির মর্ম্ম—"পরাত্মনিষ্ঠারূপ 'বেষ' ও মুকুন্দ সেবন রূপ ব্রত" উপলব্ধির বিষয় হইলেই এই অবন্তীনগরের ভিক্ষুস্থানে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। জাগতিক বিষয়ের সহিত অনুরাগ বিরাগে উদাসীন হইয়া যাবতীয় বিষয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করতঃ বিশিষ্ট পরমবস্তু শ্রীভগবানে ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগই শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত যুক্ত বৈরাগ্য এবং বেষ ও ব্রত নির্দ্দেশিকা ভিক্ষুগীতি-প্রশস্তি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইরূপ বৈরাগ্যমূলক সন্ন্যাসই অনুমোদন করিয়াছেন। একদণ্ডী

শাঙ্কর সম্প্রদায়ের জীব ব্রহ্মৈক্যবাদ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীকৃত বাদ নহে, তাহা তাঁহার "প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন" ইত্যাদি উক্তিতেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাৎকালিক প্রথানুযায়ী গৃহীত একদণ্ড মধ্যে কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিদণ্ডকে ভগবৎ সেবায় দণ্ডিত বা নিয়মিত করতঃ ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ বিলাস স্বীকৃতি অন্তর্নিহিত। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানসহ গুরুশুশ্রূষা দ্বারাই যে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, শ্রীসান্দীপনি মুনির আশ্রমে ইহাই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এই ভাগবতোক্ত বিচার মূলক মোক্ষ ভক্তিরই আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে ভক্ত অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভকেই মোক্ষ বলেন, ভক্তের ভক্তির নিকট মুক্তি মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মানা। তাহার জন্য ভক্তের স্বতন্ত্র আরাধনা নাই। মোক্ষদায়িকা পুরীতে আসিয়া ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রেম সেবাকেই চরমলভ্য বিচার করেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত অবন্তী নগরীর ভিক্ষুর কোন স্মৃতি চিহ্ন বা শিক্ষাগার এখানে কুত্রাপি সংরক্ষিত হইতে দেখিলাম না। শ্রীসান্দীপনি মুনির আশ্রমটি দর্শন করিয়া চিত্তে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। স্বয়ং ভগবান্ কিভাবে স্বয়ং গুরুসেবার আদর্শ প্রকট করিয়া গিয়াছেন, সাক্ষাৎ বেদাবপনক্ষেত্র হইয়াও এবং সর্ব্বজগদ্গুরুরও গুরুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কিভাবে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নলীলা করিয়াছেন এবং গুরুসেবাদ্বারা গুরুদেবের প্রসন্নতা উৎপাদনমূলে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদক্রমে কিভাবে সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল কথা এখানে মাদৃশ প্রত্যেক গুরুসেবকাভিমানী শিষ্যেরই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে চতুঃষষ্টি কলাভ্যাস লীলা করিয়া গুরুগৃহ হইতে গৃহে সমাবর্ত্তনকালে গুরুদক্ষিণা দান লীলাও আলোচ্য হইয়াছিল। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা দান লীলায় যমালয় হইতে গুরুদেবের মৃতপুত্র আনয়ন পূর্ব্বক সমর্পণাদর্শানুসরণ সাধারণ জীবের সামর্থ্যাতীত হইলেও "দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ" এই শিক্ষাবলম্বনে সদ্গুরু সকাশে লব্ধ দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব-জ্ঞান অনুসরণে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবাচেষ্টা-দ্বারা গুরুদেবের সন্তোষ উৎপাদনই তাঁহার দক্ষিণাস্বরূপ জানিতে হইবে। কায়েন মনসা বাচা শরণাগতিমূলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা যথাশক্তি শ্রীগুরুদেবের সেবা সচ্ছিষ্যের সদ্গুরুপ্রীতির স্বাভাবিক লক্ষণ। শ্রীগুরুদেবের ঋণ অপরিশোধ্য হইলেও শিষ্য তাঁহার নিষ্কপট সেবা চেষ্টায় কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব।

(বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ঃ—শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবতিথিবাসরে তদীয় প্রিয় পার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, ১০ ফাল্গুন, সরভোগ রেল ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে তত্রস্থ ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ষ্টেশন হইতে শ্রীমঠ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। শ্রীব্যাস পূজাবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের পূজা সম্পন্ন করিলে তাঁহারই কৃপানির্দ্দেশক্রমে আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে মহোৎসবে সমাগত বহু শত নরনারী শ্রীল প্রভুপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব উৎসবের অধিবাসবাসরে অধিবাস ও শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে এবং তৎপরদিবস শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীপাদ ভূতভাবন দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ঃ—কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবোপলক্ষে ১২ ফাল্গুন, শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চন ও আরাত্রিকান্তে কয়েকশত ভক্ত নরনারী শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ প্রদান করতঃ মধ্যাহ্ন মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ১২ ফাল্গুন হইতে ১৪ ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় শ্রীমঠে তিনটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী আলোচনা হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী ঃ—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজের আনুগত্যে বিগত ১২ ফাল্গুন, শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের শুভ প্রকট তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে স্থানীয় ঈশ্বর চন্দ্র মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী, এম্-এ ও পাকুল্যানিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীহরিদাস চৌধুরী মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ সভার উদ্বোধন ভাষণ প্রদানকালে শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ, শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাহা ভক্তিকুসুমাঞ্জলি পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে মহা-প্রসাদ প্রদান করা হয়।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'.

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and Publisher's name : Mangalniloy Brahmachary.
   Nationality : Hindu.
   Address :—Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name :—Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
   Nationality : Hindu.
   Address :—Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Name and address of the Owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary.
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1962.

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষে তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্‌ডার গার্টেন (K G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আদর্শ ধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

বৈশাখ—১৩৬৯

২য় বর্ষ] মধুসূদন, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [৩য় সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত **মাধব গোস্বামী মহারাজ।**

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৬৯। ৮ মধুসূদন ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, শনিবার; ২৮ এপ্রিল, ১৯৬২। | ৩য় সংখ্যা

শ্রীনামভজন ও পবিত্রাপবিত্র-বিচার

"শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণ লীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাস করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রয়োজনতত্ত্ব

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সনাতনকে কহিতেছেন ;—

'এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়িভাব নাম ॥'

প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি প্রথমে সাধনাবস্থায় ভক্তি নামে অভিহিত হন, পরে সাধনের ফলোদয়কালে সেই ভক্তিই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং ভক্তিই চরমে প্রেমরূপে উদিত হন। সাধনভক্তির অবধি ভাব, রতি বা প্রীত্যঙ্কুর। বৈধী ও রাগানুগা সাধনের ধর্ম্মভেদ এই যে, বৈধী কিছু বিলম্বে ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রাগানুগা ভক্তি অতি স্বল্পেই ভাবাবস্থা পাইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা রাগানুগা ভক্তদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠাকে ক্রোড়ীভুত করিয়া রুচিরূপে উদয় হয়। সুতরাং ভাব হইতে তাহাতে বিলম্ব হয় না।

সাধকের হৃদয়ে যে সময়ে ভাবের উদয় হয়, তখনই নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিলেন ;—

'এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥'

প্রেমলক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। অতএব তৎসম্বন্ধে প্রভু বাক্য এই যে,—

'কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণে প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায় ॥'

প্রেম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ। মধুর প্রেম ও মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মধুররসে কৃষ্ণমাধুর্য্য পরম-সীমা লাভ করিয়াছে। মধুর রসস্থিত ভক্তও প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। চতুঃষষ্টি গুণ কৃষ্ণে সম্পূর্ণ ব্রজমধুররসে লক্ষিত হয়। ব্রজভক্তেও তদ্রূপ অনন্ত মাধুর্য্য উদিত হইয়া পড়ে। ভক্তগণচূড়ামণি-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন ;—

'অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥'

যাঁহারা পরম ভাগ্যবলে মধুর রসের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এ রসের আস্বাদন পান। বিচার দ্বারা ইহা কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব প্রভু বলিলেন যে ;—

'এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥'

এই সমস্ত প্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া অবশেষে যে প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্কবৈরাগ্যত্যাগ, তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্ত-বৈরাগ্যের স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন যথা ;—

'যুক্ত-বৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল ॥'

যুক্তি ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যে লক্ষণাদ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? মানবদেহটা ত প্রপঞ্চ, গৃহ প্রপঞ্চ, স্ত্রী-পুত্র প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ, সকলই প্রপঞ্চ। কি করিয়া এই প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই? এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া, কৌপীনাদি দ্বারা আচ্ছাদন করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি খাইয়া

স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করতঃ আপনাকে মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক বনে বিচরণ করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধ দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পাপও গেল, পুণ্যও গেল, আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না। বেদান্তের অধিকরণের সহিত দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু হইল, তাঁহার মতের আর দুই চারিজন আসিয়া তাঁহার মস্তকে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ভূমিতে রাখিলেন। কি হইল? হরি ত মিলিলেন না। তাঁহার ব্রহ্ম হওয়া সেই পর্য্যন্ত। তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শয়নে, কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন করতঃ ক্রমশঃ ভক্তিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরমফল যে প্রেম, তাহা অবশ্য লাভ করিতেন। এইরূপ বৈরাগ্যের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। প্রভু তাহা নিষেধ করিয়া সনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং দাস গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন যথা ;—

'স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥'

(চৈ চ মধ্য ১৬।২৩৭-২৩৯)

স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া অন্তরনিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে। আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎ সম্বন্ধে স্থিত হন। নতুবা মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে। যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর, এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মপ্রসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চ্চনার উপকরণ সমাজ সকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্য নিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহারমাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে।

সরল ভক্তজীবনে কেবল কৃষ্ণনামাশ্রয়ই সর্ব্বোত্তম সাধন। প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন ঃ—

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥'

—(চৈ চ অন্ত্য৪।৭০ ৭১

আবার বলিয়াছেন ঃ—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত-হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥'

(চৈ চ অন্ত্য ৪।৬৫-৬৮)

প্রভুর বাক্যগুলির নির্গলিতার্থ এই যে, যদি ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়, তবে সৎসঙ্গে হরিনাম গ্রহণ কর। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় চিত্তকে চঞ্চল করিবে না। সংখ্যা বিধিক্রমে "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করিবার যত্ন কর। দেহ, গেহ ও সমাজকে নামানুশীলনের অনুকূল করিয়া সেই সেই পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণে যতটা প্রয়াস প্রয়োজন হয়, তাহা নিষ্কপটে কৃষ্ণার্পণ করিয়া করিবে। আর কোন বিষয়ে প্রয়াস এবং এই এই বিষয়েও অতি প্রয়াস করিবে না। ইন্দ্রিয়প্রিয়

বস্তু আহার করিবে না বা অন্য বিষয়ে ব্যবহার করিবে না। জীবের শুদ্ধজ্ঞান এবং অনুকূল রাগাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় যাহাতে নাশ বা বিকৃত না হয়, এরূপ প্রাণবৃত্তি-রূপ পরিমিত সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ-রক্ষা কর। অধিক প্রয়াস কষ্টসাধ্য না হয়, এরূপ নির্জন আবাস স্বীকার কর। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়, এরূপ একটী সমাজে থাকিয়া তদুন্নতির যত্ন কর। এ সমস্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জনে দৃঢ় যত্নের সহিত ভজন করিবে। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন কর। অভক্ত-সঙ্গ না হয়, এরূপ বিশেষ সতর্ক হও। পরচর্চ্চা পরিত্যাগ কর। নিজে আপনাকে নিষ্কপটে অতিশয় দীন বলিয়া জান। তিতিক্ষাপূর্ণ-হৃদয়ে সকল বিষয় সহ্য করিয়া জগতের যথার্থ উপকার কর। নিজের বর্ণ, ধন, জন, রূপ, বল, পার্থিব-বিদ্যা, পদ ইত্যাদির কোন অভিমান রাখিবে না। সকল ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান কর। এইপ্রকার জীবনে নিরন্তর ভাবপূর্ণ হরিনাম কর। ইহাতেই কৃষ্ণকৃপা হইতে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ সমুদায় তোমার কিঙ্করস্বরূপ কার্য করিবে। কিয়ৎপরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকারপূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করতঃ তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্মে দুইটীমাত্র কথা অর্থাৎ "নামে রুচি ও জীবে দয়া।" এই ধর্ম যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব। অন্য সদ্গুণ-লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্তজনের সকল গুণই আপনি উদিত হয়। ভক্তগণ স্বভাবতঃ শ্রেয়ঃ আচরণে সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণদাস হইলে আর জীবের কোন দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না। গুরু ও আত্মীয়বর্গ কোন্ সময়ে সঙ্গযোগ্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। ভাবুক ভক্তের জীবন অতিশয় পবিত্র। তাহাদের রুচি সর্ব্বদা বিশুদ্ধ। এই সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্ত-সার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন (যথা চরিতামৃত অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ):—

'হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে বলিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইহ তত জানে ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥'

এই উপদেশে গূঢ়রূপে প্রভু দাস গোস্বামীকে অষ্টকাল-ভজনপ্রণালী বলিয়াছিলেন। ভক্তগণ তদ্গ্রহণের অধিকারী হইতে যত্ন করুন।

ভাবভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বৈধ-ভক্তির যে উত্তম ও একান্তভাবে অনুশীলনবুদ্ধি, আবার প্রেমভক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবভক্তির নির্ব্বন্ধিত অনুশীলনবুদ্ধিকে নির্ব্বন্ধিনী মতি বলা যায়। সেই নির্ব্বন্ধিনী মতি থাকিলে ভক্তি-সিদ্ধি অতি শীঘ্র ঘটে। ইহার অপর নাম উপযুক্ত যত্নাগ্রহ। সাধকগণ প্রথমেই নির্ব্বন্ধিনী মতির আশ্রয় করিবেন। যত্নাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দুই বন্ধু

দিগম্বর—ভাই অদ্বৈতদাস, আমি শুনিয়াছি বৈষ্ণবেরা শক্তি স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি 'তোমরা কোন শক্তির অধীন কি না?'

অদ্বৈতদাস—'হাঁ, আমরা জীবশক্তি—মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীন আছি।'

দিগম্বর—'তবে তোমরাও শাক্ত?'

[শেষাংশ ৫৭ পৃষ্ঠার নিম্নে দ্রষ্টব্য

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

(২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

এখন বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ কি ভাবে লীলা করেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মীসহ নারায়ণরূপে বিলাস করেন। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি। তিনি কোন দিনই শ্রীবলদেবের প্রকাশ মূর্ত্তি নহেন। মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯২ পয়ারের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন—"গোলোকের নিম্নভাগে পরব্যোমে কৃষ্ণই চতুর্ভুজবিশিষ্ট হইয়া নারায়ণরূপে অবস্থিত।" জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা ভয় বিলাসো নিগদ্যতে।
পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ॥

(লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ১৫)

অর্থাৎ যে রূপ লীলাবিশেষ সম্পাদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়া প্রায়ই মূল রূপের তুল্য শক্তিবিশিষ্ট, তাঁহাকেই বিলাস বলা হয়। যেমন—গোবিন্দের বিলাস পরব্যোম-বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও স্বকৃত ভাগবতামৃত-কণা গ্রন্থে (২য় সংখ্যা) বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণস্য প্রায়স্তুল্যশক্তিধারী যঃ স তস্য বিলাসঃ; যথা বৈকুণ্ঠনাথঃ।"

অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রায় তুল্যশক্তিধারী, তিনি তাঁহার (কৃষ্ণের) বিলাস, যেমন পরব্যোমনাথ নারায়ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম॥
যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব, প্রদ্যুম্নাদি, সঙ্কর্ষণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৭৬, ৭৮)

পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয়॥

(ঐ আদি ৫।২৫-২৮)

কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী আদ্যের হরে তে'হ মন॥
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৪২-১৪৪, ১৪৭

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের চতুষ্পার্শ্বে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ কৃষ্ণের 'বৈভব-বিলাস'। দ্বারকা-মথুরায় যে আদি চতুর্ব্যূহ, তাঁহারা সকলেই দ্বিভুজ এবং 'প্রাভব-বিলাস' নামে অভিহিত। কিন্তু বৈকুণ্ঠে যে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, ইঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং বৈভববিলাস নামে কথিত। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের মধ্যে শ্রীবলদেব প্রভু মহাসঙ্কর্ষণ রূপে বিরাজিত। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ আদি চতুর্ব্যূহেরই প্রকাশ। শাস্ত্র বলেন—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯১)

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকার চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয়প্রকাশে॥
বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয় বিশুদ্ধ॥

তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ ।।
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিহোঁ কারণের কারণ ।।
(যথা শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-কড়চায়)—
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠ-লোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ।।
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৪০-৪২, ৫।১৩)

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত (দ্বিতীয়) চতুর্ব্ব্যূহমধ্যে শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান।

শ্রীবলদেব প্রভু বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের অন্যতম মহাসঙ্কর্ষণরূপে প্রকাশিত। মহাসঙ্কর্ষণের অংশ—প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, আর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা কর্ত্তারূপে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু আছেন। আর ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত।

শ্রীবলদেব প্রভু এই তিন পুরুষাবতাররূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। আর তিনি শেষরূপে ১০ দেহে অর্থাৎ শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, সিংহাসন, ছত্র, পাদুকা আরাম, আবাস ও যজ্ঞসূত্ররূপে কৃষ্ণ সেবা করেন এবং সহস্র বদন অনন্তদেবরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন—

বৈকুণ্ঠবাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম।
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার তার নাহিক অবধি ।।
চিন্ময়-জল সেই পরম-কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥
সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫১-৫২,৫৪-৫৫)

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥
সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎকারণ ॥
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যের আধান ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব' রূপ বীজ তাতে কৈলা সমর্পণ ॥
ইহোঁ মহৎস্রষ্টা পুরুষ 'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব মায়াপার ॥
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী,সব জগতের স্বামী ॥
এই ত কহিলুঁ প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক-মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিলা বিচার ॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥
(ঐ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ)

জলে ভরি অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজ-বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষশয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥
(ঐ আদি ৫।৯৮-৯৯)

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই॥
এই দ্বিতীয়-পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার॥
তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু— গুণ-অবতার।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার॥
বিরাট-ব্যষ্টি জীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥
(ঐ মধ্য ২০।২৯২-৯৫)

সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥
সেই ত 'অনন্ত' 'শেষ'— ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তি-ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ'কে জানে তাঁর খেলা॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।১১৭-২৫)

শেষ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উক্তিতে আমরা পাই—

শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ।
শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্॥
(লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ৮৪)

মহীধারী ও শয্যারূপ ভেদে শেষ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মহীধারী শেষ সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার হেতু সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হন এবং যিনি শয্যারূপ তিনি নিজকে দাস ও সখা বলিয়া অভিমান করেন।

কচিজ্জীব বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।
তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ॥ (ঐ ৩৯)

শাস্ত্রে কোথাও যেমন ব্রহ্মাকে জীব-বিশেষ বলিয়াছেন, তদ্রূপ শাস্ত্রে কোথাও রুদ্রকেও জীববিশেষ বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে রুদ্রকে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় অনন্তদেব শেষ যেমন ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ, তদ্রূপ রুদ্রও।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন—

'শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ।'

অর্থাৎ বিষ্ণুর শয্যারূপ আধারশক্তি শেষ ঈশ্বর-কোটি এবং ভূধরী শেষ শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটির অন্তর্গত।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

অংশের অংশ যেই 'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ, বিষ্ণু, বিশ্বধাম॥
যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥
সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা॥
আদ্য অবতার 'মহাপুরুষ' ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়ধাম॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৭৩-৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২)

উপরি-উক্ত চৈঃ চঃ আদি ৫।৮০, ৮২ পয়ারের স্বকৃত টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"স এব মহাবিষ্ণুঃ সৃষ্ট্যাদিকং তথা জগৎপালনার্থং লীলাবতার-গুণাবতার-যুগমন্বন্তরাবতারাদিকং সর্ব্বং করোতীতি স সর্ব্বকর্ত্তা।

নন্নু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তৃত্বং, তথা দ্বিতীয়পুরুষাদীনাং নানাবতারকর্ত্তৃত্বং তথা ব্রহ্মাদীনং প্রপঞ্চাবতারত্বং প্রসিদ্ধং ন তু মহাবিষ্ণোঃ, তদা সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-প্রতিপাদনায় কথং তস্য তৎকর্ত্তৃত্বাদিকমুক্তেমিতি চেৎ, তত্রাহ 'আদ্য' ইতি। আদ্য-অবতার প্রথমাবতার ইত্যনেন মহাবিষ্ণোরবতারবত্ত্বং। সর্ব্বেষামবতারাণাং বীজং কারণমিতি তস্য নানাবতারকর্ত্তৃত্বং। সর্ব্বাশ্রয়ধাম সর্ব্বেষাং জগতাং আশ্রয়া যে দ্বিতীয়পুরুষাদয়স্তেষাং ধাম আশ্রয়ঃ। দ্বিতীয় পুরুষাদীনাং সর্ব্বেষাং কারণত্বেন সর্ব্বং করোতীতি স মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকর্ত্তা।"

সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সৃষ্টি প্রভৃতি এবং জগৎপালনের জন্য লীলাবতার, গুণাবতার ও যুগ-মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত করেন, তাই তিনি সর্ব্বকর্ত্তা।

এখন প্রশ্ন এই যে—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি নানা অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন,—ইহাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধি, তাহা হইলে কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুকে ঐ সকলের কর্ত্তা বলা হইল কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু আদ্য-অবতার অর্থাৎ প্রথম অবতার বলিয়া তাঁহাতে সমস্ত-অবতার বিদ্যমান। তাই তিনি 'সর্ব্ব-অবতার-বীজ' অর্থাৎ সকল অবতারের কারণ। এইজন্যই তাঁহাকে সর্ব্ব-অবতার-কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাশ্রয়ধাম অর্থাৎ সমস্ত জগতের আশ্রয় যে গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি, তাঁহাদের তিনি আশ্রয়। গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি সকল অবতারগণের কারণহেতু তিনিই সমস্ত করেন। তাই সেই কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু সর্ব্বকর্ত্তা।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই পালনকর্ত্তা ক্ষিরোদকশায়ী বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার কর্ত্তা শিব এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন প্রভৃতি অবতারসকল প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা গুণাবতার। তন্মধ্যে বিষ্ণুই ভগবান্ বা ঈশ্বর, আর ব্রহ্মা ও শিব—ইঁহারা ভক্ত। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ-অবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তিনের অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
সহস্র শীর্ষাদি করি' বেদে যারে গাই॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯১-১৯২)

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন।
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়া-গুণে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।১০০-১০৫)

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত শ্রীভাগবতামৃতকণাগ্রন্থে (১৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন—

"গোলোকনাথস্য দ্বিতীয় ব্যূহো যো বলদেবস্তস্য বিলাসো বৈকুণ্ঠে মহা-সঙ্কর্ষণঃ, তস্যাংশঃ কারণার্ণবশায়ী, তস্য বিলাসো গর্ভোদশায়ী, তস্য বিলাসো ক্ষীরোদশায়ী। মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যেবতারঃ গর্ভোদশায়ি-বিলাসঃ।"

গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ যে শ্রীবলরাম, তাঁহার বিলাস হইলেন বৈকুণ্ঠের মহাসঙ্কর্ষণ।

সেই মহাসঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ীর বিলাস গর্ভোদকশায়ী। আর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর বিলাস ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারগণ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলেন—

"তত্র ভগবন্তং সুষ্ঠু স্পষ্টীকর্ত্তুং গর্ভোদকস্থস্য দ্বিতীয়স্য পুরুষস্য নানাবতারিত্বং বিবৃণোতি।"

অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে অবতারসকল প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারগণ প্রকাশিত। শাস্ত্র বলেন—

তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম॥
সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগৎপালক তিঁহো জগতের স্বামী॥
যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন॥
তবে অবতরি' করে জগৎপালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু 'শেষ' রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫।১১২-১১৫, ১১৭)

শ্রীকৃষ্ণই রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ এবং শ্রীবলদেবই লক্ষ্মণরূপে আবির্ভূত। তাই লঘুভাগবতামৃত (৮২ সংখ্যা) বলেন—ভগবান্ বাসুদেব সুরকার্য্যসাধনার্থ শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনাদি অচিন্ত্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৩।২২)। বৈবস্বতমন্বন্তরীয় চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় যখন শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় আবির্ভূত হন, তখন তৎসঙ্গে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণীয় রামগীতাতে শ্রীরামচন্দ্রকে আদিব্যূহ বাসুদেবরূপে এবং লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভগ্রন্থে (২২ অনুচ্ছেদ) শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলেন—স্কন্দপুরাণের শ্রীরামগীতায় শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ আবির্ভাবকারী শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রকৃত স্তব শুনা যায় বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র পুরুষের অবতার নহেন—সাক্ষাৎ পুরুষ।

লঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে (১৪৩ সংখ্যা) শ্রীল শ্রীরূপ প্রভু আরও বলেন—'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর'-নামক গ্রন্থে শ্রীরামলক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন॥
রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৯-১৫৩)

অদ্বৈতদাস—'হাঁ, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত—আমরা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন; তাঁহার আশ্রয়েই আমাদের কৃষ্ণভজন, সুতরাং আমাদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে? শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়াশক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন—'তব বক্ষসি রাধাহহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।' দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি দুই ন'ন—একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি।'"

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

৪।১১।৬১ (১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮ শনিবার)—উজ্জয়িনী হইতে (রাত্রি ১২-৩৪ মিঃ রওনা হইয়া) সকালে আমরা ভূপাল ষ্টেসনে (মধ্যপ্রদেশের বর্ত্তমান রাজধানী) পঁহুছি। এখানে মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগাদির ব্যবস্থা হইলে প্রসাদ পাইয়া আমরা অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নাসিকাভিমুখে যাত্রা করি এবং সন্ধ্যা প্রায় ৭॥ ঘটিকায় ইটার্সী (Itarsi) পঁহুছি। তথায় সন্ধ্যারাত্রিক ও ভোগরাগাদি হইলে প্রসাদ পাইয়া রাত্রি ১২-৫০ মিঃ তথা হইতে ভুসাবল (Bhusaval) যাত্রা করি।

৫।১১।৬১ (১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার)—বেলা ১১টায় আমরা ভুসাবল ষ্টেসনে পঁহুছি। এখানে ভোগরাগাদির ব্যবস্থা হইলে প্রসাদাদি পাইবার পর পুনরায় বেলা ২ ঘটিকায় আমরা নাসিক যাত্রা করি এবং রাত্রি প্রায় ১০॥ ঘটিকায় নাসিক রোড ষ্টেসনে পঁহুছি। রাত্রিতে প্রত্যহ উৎকৃষ্ট ঘৃতে প্রস্তুত পুরী ভোগ হয়, যাঁহারা অন্ন পান, তাঁহাদের জন্য অন্নও প্রস্তুত হয়। প্রসাদ সম্মানান্তে আমরা বিশ্রাম লাভ করি, কিন্তু এখানে মশার উপদ্রবে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

৬।১১।৬১ (২০শে কার্ত্তিক, সোমবার)—প্রাতঃকৃত্যাদি বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন পূর্ব্বক আমরা পঞ্চবটী যাত্রা করি। নাসিকরোড ষ্টেসন হইতে পঞ্চবটী ৫ মাইল দূরে অবস্থিত, এখানেই সহর। বাস, টাঙ্গা, ট্যাক্সি প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাস ভাড়া জন প্রতি ।০ করিয়া লাগিল। আমরা ৮৯ মূর্ত্তির মধ্যে ৮৩ মূর্ত্তি বেলা ৮ টায় বাসে পঞ্চবটী যাত্রা করি। রাস্তায় একস্থানে পুলিশ পিলগ্রিম ট্যাক্স আদায়ের জন্য আমাদের বাস থামায়। স্বামীজী মাহারাজকে তাহাদের সহিত অনেক বাগ্‌যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, অবশেষে ছাড় পাওয়া গেল। অতঃপর পঞ্চবটী বাস ষ্ট্যাণ্ডে পঁহুছিয়া তথা হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে আমরা শ্রীগোদাবরী ঘাটে গমন করি। এখানে শ্রীবিষ্ণু অনন্ত রাম শিঙ্গারিয়া নামক পাণ্ডা আমাদের সহায়তায় ব্রতী হন। অরুণা ও গোদাবরী নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া কথিত রামঘাট তাহার বামপার্শ্বে সীতাঘাট, দক্ষিণে ধনুষঘাট ও তদ্দক্ষিণে

রামঘাট

লক্ষ্মণঘাট অবস্থিত। আমরা রামঘাটে স্নানাদি সম্পাদন করি। এই তিনটি ঘাটই নাকি মুখ্য, এখানেই কুম্ভ স্নান হয়। স্নানান্তে তিলকসেবা ও আহ্নিকাদির পর আমরা শ্রীগঙ্গা-গোদাবরী মন্দিরে শ্রীগোদাবরী দেবী মূর্ত্তি দর্শন করি। পাণ্ডার নিকট শুনিলাম—পঞ্চবটীতে শ্রীগোদাবরী তটে ১০৮টি কুণ্ড আছে। রামঘাটের সমীপেই শ্রীগান্ধীজীর একটি স্মারক স্তম্ভ আছে, তাহাকে গান্ধীজ্যোত বলে।

আমরা পূজ্যপাদ স্বামীজীর আনুগত্যে শ্রীগঙ্গাগোদাবরী মন্দির দর্শনান্তে মহান্ত শ্রীদীনবন্ধু দাসজীর সাদর আহ্বানে নিকটবর্ত্তী 'চতুঃসম্প্রদায়ের আখড়া' ভবনে গমন করি। এখানে শ্রীবিঠ্‌ঠল দেব, শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি

পূজিত হইতেছেন। নাটমন্দিরে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, সপার্ষদ সংকীর্ত্তনলীলা শ্রীমহাপ্রভু, ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু প্রভৃতি শ্রীগৌরলীলার আলেখ্য পরমাদরে কীর্ত্তনমুখে পূজিত হইতে দেখিয়া স্বামীজী পরমানন্দে ভক্তবৃন্দসঙ্গে উদ্দণ্ড নর্ত্তন-সহকারে ভাবভরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীদীনবন্ধু দাসজীও মহারাজের সহিত নৃত্যকীর্ত্তনে যোগদান করেন। শুনিলাম, ইনি শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত পরিবারে লব্ধ দীক্ষ। শ্রীল স্বামীজী মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া মহান্তজী সন্ধ্যায় মহারাজ্‌জীকে পুনরায় তাঁহাদের মন্দিরে পাঠ কীর্ত্তনার্থ আহ্বান করেন। মহারাজ তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে সময়াভাবসত্ত্বেও তাঁহার আমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

অতঃপর আমরা শ্রীকপালেশ্বর মহাদেব দর্শন করি, এখানেও কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হয়। ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাকে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানই অপরাধব্যঞ্জক, কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ বিচারে তৎসমক্ষে তদারাধ্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন ঐকান্তিকতার হানিকারক বা শুদ্ধভক্তিপ্রতি-কূল বিচার নহে। এস্থান হইতে আমরা শ্রীরামমন্দিরে গমন করি। তথায়ও শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ ভাবাবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব নৃত্যকীর্ত্তন করেন। পূজারীজী প্রসাদী নির্ম্মাল্যাদি দ্বারা পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে সিংহাসনোপরি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। সভামণ্ডপে বা নাট্যমন্দিরে চতুর্দ্দিকে শ্রীরামলীলার সুন্দর সুন্দর ভাবোদ্দী-পক আলেখ্য সুসজ্জিত আছে। তন্মধ্যে একটি আলেখ্য শ্রীহনুমান্‌জী বুক চিরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে সদা বিরাজমান শ্রীসীতারাম জিউকে দেখাইতেছেন। এই দৃশ্যটি বড়ই মর্ম্ম-স্পর্শী, ইহা দেখিয়া আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই, ধন্য ভক্ত, আর ধন্য সেই ভক্তবৎসল ভগবান্!

অনন্তর শ্রীরামমন্দির হইতে আমরা সংকীর্ত্তন-সহযোগে পঞ্চবটী দর্শনে গমন করি। এখানে পাঁচটি বট বৃক্ষ নিকট নিকট অবস্থিত। পাণ্ডারা তাহা দেখাইয়া বলেন—ইহাই প্রাচীন পঞ্চবটী। পঞ্চবটী এক্ষণে বেশ সুন্দর একটি সহরে পরিণত হইয়াছে। এই পঞ্চবটী মূলে একটী গুহা আছে, তাহাকে 'সীতা গুফা' বলে। গুফাটি বড় সুন্দর। অতি সংকীর্ণ পথ দিয়া গুফা মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। গুফার প্রবেশ পথে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা থাকায় ভয়ের কোন কারণ হয় না। গুফা-মধ্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতামূর্ত্তি বিরাজিত। নির্গ-মনের আর একটি রাস্তা আছে, তাহাতেও আলোকের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা একে একে গুফা মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

বনবাসকালে শ্রীরামলক্ষ্মণসীতাদেবী পঞ্চবটী বনে এখানে অবস্থান করিতেন, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। 'সীতাকুটী—পর্ণশালা' বলিয়া একটি গৃহ গুফার সম্মুখভাগে অবস্থিত। অবশ্য এইগুলি পরবর্ত্তি সময়ে নির্ম্মিত হইলেও লীলাস্মারক ও উদ্দীপক ত' বটেই। পঞ্চবট বৃক্ষতলে সীতার সংসার, সীতাহরণ, মারীচবধাদি কএকটি দৃশ্য দেখান হয়। এস্থান হইতে এক মাইল দূরে গোদাবরীতটে তপো-বন। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে পদব্রজে তদভিমুখে অগ্রসর হন। শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সহিত আমরা কএকজন টাঙ্গাযোগে উপস্থিত হইবার ৫ মিনিট পরেই ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনসহ আসিয়া উপস্থিত হন। তপোবনকে তপোভূমিও বলে। চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটি বড়ই নয়ন-মনঃপ্রাণা-ভিরাম। পরস্পর সংলগ্ন তিনটি মন্দিরে যথাক্রমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ও শ্রীদ্বারকাধীশ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভ হইল। এই শ্রীমন্দির ও মূর্ত্তিসমূহ অতি অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছেন জানা গেল। আমরা এই স্থান হইতে শ্রীলক্ষ্মণমন্দিরে যাইবার পথে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি কুণ্ড দেখিলাম, ইহাকে 'সীতাকুণ্ড' বলে। শ্রীসীতা-দেবী নাকি এখানে স্নান করিতেন। অতঃপর কীর্ত্তনসহ আমরা শ্রীলক্ষ্মণমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মাধ্যাহ্নিক ভোগারা-ত্রিক দর্শনের সৌভাগ্য পাইলাম। শুনা গেল, ইন্দ্রজিৎ-বধের নিমিত্ত শ্রীলক্ষ্মণজিউ নাকি এখানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীস্বামীজী তচ্ছ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—যাঁহার ভ্রূভঙ্গমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাঁহার আবার

এক সামান্য ইন্দ্রজিৎ বধের নিমিত্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণপূর্ব্বক তপস্যা, ইহা লীলাময় শ্রীভগবানের এক অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য মাত্র—'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্'।

শ্রীলক্ষ্মণমন্দির দর্শনান্তে আমরা একটি বটবৃক্ষতলে শ্রীলক্ষ্মণজিউর আর একটি মূর্ত্তি দর্শন করি। ইনি নাকি জুনা অর্থাৎ পুরাতন লক্ষ্মণলাল মূর্ত্তি, তাই তাঁহাকে জুনা লক্ষ্মণলাল বলে। শ্রীলক্ষ্মণমন্দিরের পার্শ্বস্থ একটি গৃহে শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র ভয়ঙ্করী রাক্ষসী শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিতেছেন, এইরূপ একটি দৃশ্য রহিয়াছে। আমরা এস্থান হইতে নিকটেই প্রবহমানা শ্রীগোদাবরীতটে গমন করি। পাহাড়ের মধ্য দিয়া গোদাবরী কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন, দৃশ্যটি বড়ই মনোমুগ্ধকর। কবি মাইকেল মধুসূদন—'ছিনু মোরা গোদাবরীতীরে' প্রভৃতি বর্ণনা দ্বারা এস্থানের যে মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে কেবল কবির কল্পনা মাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতই একটি বাস্তব স্বরূপ আছে, তাহা এস্থান দর্শনমাত্রই প্রতীতির বিষয় হয়।

পাণ্ডারা উক্ত গোদাবরীতটে ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু যোনিকুণ্ড বলিয়া তিনটি পাশাপাশি কুণ্ড দেখাইলেন। তৎপর অগ্নিকুণ্ড বলিয়া আর একটি কুণ্ড দেখাইলেন। শ্রীসীতাদেবী নাকি এইস্থানে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। উহার পার্শ্বেই সৌভাগ্যতীর্থ বলিয়া একটি কুণ্ড প্রদর্শিত হয়। তৎসমীপে কপিলকুণ্ড বলিয়া অন্য একটি কুণ্ড, তাহার তটে কপিলদেবের মূর্ত্তি ও সম্মুখে কপিলা গাভীর মূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মণের শূর্পণখার নাসিকাছেদন দৃশ্য (প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি), তৎসমীপে সীতাকুণ্ড বলিয়া প্রদর্শিত একটি কুণ্ডতটে সীতা দেবীর দুই পার্শ্বে লব ও কুশ মূর্ত্তি বিদ্যমান, ইহাও প্রস্তরময়ী।

আমরা শুনিলাম, এখান হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে ত্র্যম্বকেশ্বর হইতে শ্রীগোদাবরী উদ্ভূতা হইয়াছেন। ত্র্যম্বকেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ।

অতঃপর শ্রীরামপর্ণকুটী বলিয়া একটি গৃহে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী ও অগস্ত্য মুনির মূর্ত্তি দর্শন করি। এই সকল দর্শনান্তে আমরা তপোবন হইতে টাঙ্গাযোগে বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসি, তথা হইতে ট্যাক্সিযোগে ষ্টেসনে আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে পঁহুছাই এবং প্রসাদ পাই। ট্যাক্সিওয়ালা মাথা পিছু ৮০ করিয়া চাহে। ৫ জনের ভাড়া ৩৷৷০ দেওয়া হয়। অন্যান্য ভক্ত ক্রমে আসিয়া পঁহুছান। আমরা পঁহুছিলে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, পাচক ব্রাহ্মণ শ্রীজগবন্ধু, শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রাণেশ ব্রহ্মচারী দর্শনার্থ গমন করেন।

সন্ধ্যার পর ভক্ত শ্রীদীনবন্ধু দাসজী পাণ্ডা শ্রীবিষ্ণু অনন্তরামজীকে আমাদিগকে তাঁহার চতুঃসম্প্রদায়ের আখড়ায় লইয়া যাইবার জন্য ট্যাক্সিসহ পাঠান। পূজ্যপাদ মহারাজজী শ্রীল তীর্থ মহারাজ, আশ্রম মহারাজ, গিরি মহারাজ, কানাইলাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ সাত জন ভক্তের সহিত আমাদিগকে তথায় যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করেন। আমাদিগের পঁহুছিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা এক ঘণ্টার অধিককাল শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীগুণ-গাথা কীর্ত্তনান্তে পুনরায় ট্যাক্সিযোগে ষ্টেসনে ফিরিয়া আসি। এই যাতায়াত ট্যাক্সি ভাড়া ভক্ত শ্রীদীনবন্ধু দাসজীই দিয়াছিলেন। আমরা রাত্রি ১০টার পর নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করি।

৭।১১।৬১ মঙ্গলবার—ভোর প্রায় ৫টায় (নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে) আমরা বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ষ্টেসনে পঁহুছাই। বেলা প্রায় ৯৷৷ টায় আমরা বাসযোগে বোম্বাই সহর দর্শনার্থ বাহির হই। প্রথমে সমুদ্রতটে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে নির্ম্মিত সুবৃহৎ তোরণ দর্শন করি। এই তোরণটি "Gate way of India" বলিয়া কথিত। ইহার শীর্ষ দেশে লিখিত আছে—Erected to commemorate the landing in India of their Imperial Majesties King George V & Queen Merry—2nd. Dec. MCMXI.

এই তোরণে তিনটি খিলান আছে। এখানে সমুদ্রতটের দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। আমরা এই স্থানে সমুদ্রের জল স্পর্শ করিয়া বাসে উঠিলাম। পথে তাজমহল হোটেল—৬।৭ তালা হইবে, মিউজিয়াম, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অফিস,

য়্যাসেমব্লী হল (সেক্রেটেরিয়েট) দেখিতে দেখিতে Marine Drive দিয়া Tarapore Vala Acquarium নামক গৃহে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য দর্শন করিবার জন্য সঙ্গের অনেক যাত্রী নামিলেন, আমরা বাসে বসিয়া সমুদ্র তীরের মনোরম দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। শুনিলাম ঐ মৎস্য দর্শনের জন্য প্রত্যেককে ৵০ করিয়া দর্শনী দিতে হয়। এখান হইতে আমরা শ্রীবাবুলনাথ মহাদেব দর্শনে যাই। শ্রীবাবুলনাথ শিবলিঙ্গ শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তৎসমীপস্থ উচ্চ বেদীর উপর শ্রীপার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীশঙ্কর মূর্ত্তি, তাঁহার বামক্রোড়ে শ্রীপার্ব্বতী দেবী, দক্ষিণক্রোড়ে শ্রীগণেশজী এবং মস্তকে শ্রীগঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি, ঐ উচ্চ বেদীর উপরিস্থিত শ্রীপার্ব্বতী দেবীর বামভাগে শ্রীগঙ্গা দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। পূজারীর নাম—শ্রীমতিরাম ব্যাস। শ্রীবাবুলনাথের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি মন্দিরে প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীকাশীশ্বর বিশ্বনাথ ও চতুর্ভুজা পার্ব্বতী দেবী, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ স্বরূপ, ইঁহার দক্ষিণে অর্জ্জুন বিরাজিত। শ্রীবাবুলনাথ মন্দিরটি উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীবাবুলনাথের বৃষ নাটমন্দিরে অবস্থিত। সেবা-পূজার পারিপাট্য দৃষ্ট হইল। এস্থান হইতে আমরা শ্রীমুম্বা দেবীর মন্দিরে যাই। এই মুম্বা নামানুসারেই সহরের নাম মুম্বাই বা বোম্বাই হইয়াছে। শ্রীমুম্বা মাতা বোম্বাইএর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁহার ঊর্দ্ধস্তরে শ্রীগায়ত্রীদেবী মূর্ত্তি, অন্য প্রকোষ্ঠে অষ্টভুজা শ্রীজগদম্বা দেবী—সিংহবাহিনী। তাঁহার বামভাগে শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী। শ্রীমুম্বাদেবীর সম্মুখস্থ আর একটি গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীললিতা দেবী, তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও পার্ব্বতী দেবী এবং তৎপার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। শুনা যায় এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীমুম্বা দেবীই প্রাচীন, অন্যান্য মূর্ত্তি পরবর্ত্তী সময়ে স্থাপিত। এইস্থান হইতে আমরা ষ্টেসনে রিজার্ভ বগিতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদাদি গ্রহণ করি এবং বিশ্রামান্তে পুনরায় অপরাহ্ণে ঐ বাসযোগে সহর-ভ্রমণে বহির্গত হই। প্রথমে সমুদ্রতটবর্ত্তী মালাবার পাহাড়ের উপরিস্থিত স্যর ফিরোজ সাহা গার্ডেন ও কমলা নেহেরু গার্ডেন বলিয়া দুইটি উদ্যান দর্শন করিলাম। সমুদ্রতটে পাহাড়ের উপর এই দুইটি উদ্যান বড়ই নয়নমনোরঞ্জক বটে, কিন্তু ভগবৎ-সম্বন্ধগন্ধশূন্যরূপে ভক্তের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক হয় না।

অতঃপর আমরা শ্রীধাকলেশ্বর মহাদেব, পার্ব্বতী, শ্রীরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী, ঋদ্ধিসিদ্ধিসহ শ্রীময়ূরেশ্বর গণেশজী, শ্রীহরিনারায়ণ, শ্রীবিনায়কাদিত্য এবং শ্রীমহালক্ষ্মী মন্দির দর্শন করি। শ্রীমহালক্ষ্মী মধ্যস্থলে, তাঁহার দক্ষিণভাগে শ্রীমহাকালী ও বামভাগে শ্রীমহাসরস্বতী বিরাজিতা। সমুদ্রতটে এই শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরও মহৈশ্বর্য্য সমন্বিত। সময়াভাবে আমরা এই মন্দির দর্শন করিতে পারি নাই।

বহু মন্দির সমন্বিত সমুদ্রতটবর্ত্তী বোম্বাই সহরটি বড়ই সুদৃশ্য, বিশেষতঃ সমুদ্রতটের দৃশ্যটি অতীব মনোরম। প্রায় বাড়ীই প্রস্তর নির্ম্মিত পাঁচ ছয় তালা করিয়া দেখা গেল। রাস্তা ঘাটও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ট্রাম এক তালা, দুই তালা থাকিলেও বাস ও ট্রামগুলি দেখিতে তেমন ভাল নয়। রাস্তার পুলিশের যাত্রীনিয়ন্ত্রণরীতিও তাদৃশ সন্তোষজনক মনে হইল না। এ বিষয়ে কলিকাতা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। কলিকাতার ট্রাম-বাসগুলিও বেশ দেখিতে সুন্দর। বোম্বাইএ জিনিষপত্র প্রায় সবই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মূল্য অত্যধিক।

'শ্রীসাধুবেলা উদাসীন আশ্রম' নামক উদাসীন সম্প্রদায়ের একটি মঠ দর্শন করিলাম। স্বামী শ্রীগণেশদাসজী এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। সময়াভাবে মঠাধ্যক্ষের সহিত অধিকক্ষণ আলোচনা সম্ভব না হইলেও অধিমিশ্রা বা কেবলাভক্তির বিশেষ কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যায় আমরা শ্রীপাদ হরিকৃপা দাস (বা শ্রীহরিদাস) ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমি ও আর কএকজন ভক্ত পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে যাই। মঠটি গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্করোডে অবস্থিত। সমস্ত দিন ভ্রমণের পর আমাদের পরম সেব্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দের উদয় হইল। আচার্য্য

শ্রীশঙ্করের অভ্যুদয়কাল হইতে পঞ্চোপাসনা অধিক প্রচলিত হওয়ায় শ্রীশিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও তদন্যতমরূপে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রায় সকল তীর্থস্থানেই অধিকভাবে পুজিত হইতে দেখা যায়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব বা পরতমত্ববিচার ঐকান্তিক কৃষ্ণ বা বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও কর্ত্তৃক বহুমানিত হইতে দেখা যায় না। দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যমনন যে একটি প্রবল নামাপরাধ তাহা প্রায়শঃই স্বীকৃত ও বহুমানিত হইতে দেখা যায় না। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত যেন প্রায় তীর্থস্থান হইতেই নির্ব্বাসিত বা অন্তর্হিত হইয়াছেন। ভক্তি যেন মানুষের মনের এক একটি খেয়ালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহাতে যেন সদ্গুরুপারম্পর্য্যে সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসরণের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। ভক্তি-সদাচার পালন, ভক্তিশাস্ত্রের বিচারানুসরণ ব্যতীত যে ভক্তি-দেবীর মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘিতই হইয়া থাকে, তাহা কখনও প্রকৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধিপ্রাপিকা হয় না, এই সকল বিচার যেন ক্রমশঃ উঠিয়াই যাইতেছে। "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥" এই সকল শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিশেষ কোন আদর পরিলক্ষিত হইতেছে না, সর্ব্বত্র একাকার নীতিরই প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, ইহাই নাকি সমদর্শন! ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥" এই শাস্ত্রবাক্য স্থিরচিত্তে বিচার করিলে দেবতান্তরে অনাদর নিষিদ্ধই হইয়াছে বলিয়া বিচারিত হয়। দেবতারা সকলেই অন্বয়-ব্যাতিরেকভাবে কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা-জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তিবর প্রার্থনা করিয়া লইতে হইবে। কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহাতে ভক্তি করিলেই সর্ব্ব দেবদেবীকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করা হয়, এই বিচারটি মুখ্যভাবে হৃদয়ে সংরক্ষণপূর্ব্বক দেবতান্তরসমীপে কৃষ্ণভক্তিলাভের আনুকূল্য প্রার্থনা করিলে কেহই অসন্তুষ্ট হন না, পরন্তু যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শিত হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্ট হন। বিভিন্ন কামনা-বাসনা-পরিচালিত হইয়া দেবতান্তরে প্রপত্তি স্বীকার পুর্ব্বক স্বতন্ত্র পূজায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ তত্তদ্দেবতারূপে আমাদিগকে ক্ষয়িষ্ণু জাগতিক সুখভোগাদি প্রদান করিয়া তাঁহার অতি নিগূঢ় ভক্তিরসামৃতধন হইতে বঞ্চিত করিবেন—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তিধন না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

তীর্থফল 'সাধুসঙ্গ' এবং সেই সাধুসঙ্গে 'অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর' যদি লভ্য না হয়, তাহা হইলে তীর্থযাত্রা কেবল পরিশ্রম মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া এবং তাঁহার প্রকটকালীন শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্মরণ করিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম এবং আমাদিগের সকল দিনের পরিশ্রম সার্থকতা-মণ্ডিত হইল ভাবিয়া অন্তরে শান্তি অনুভব করিলাম। ভগবজ্জনসঙ্গে ভগবৎকথারঙ্গে বিচরণ করিতে না পারিলে 'তীর্থযাত্রা পরিশ্রম' মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। প্রত্যহ পরম পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণই আমরা পরম লাভজনক বলিয়া বিচার করিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত আর কিছুতেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না। সাধু যেভাবে তাঁহার চিন্ময় নেত্রে তীর্থের চিন্ময়স্বরূপ দর্শন ও অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই দর্শনের বা অনুভূতির অনুসরণ প্রয়াসই তীর্থযাত্রার সাফল্য সম্পাদন করে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পদ্ম-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা বোম্বাই সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেসনে আগমন পূর্ব্বক রাত্রি ৯॥ ঘটিকায় রওনা হই।

[ক্রমশঃ]

ভক্ত প্রহ্লাদ

(২য় বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

হিরণ্যকশিপুর তপস্যা

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু অজর, অমর ও ত্রিভুবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবার বাসনায় মন্দর-পর্ব্বতের গুহায় বাহুদ্বয় উর্দ্ধমুখী ও আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এবং দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালে সূর্য্যের যে প্রকার কিরণজাল বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ তপো-প্রভাবে হিরণ্যকশিপুর শরীর হইতে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। দেবতাগণ হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অলক্ষিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে তপস্যারত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন।

অনন্তর অত্যুগ্র ভীষণ তপস্যার ফলে হিরণ্যকশিপুর মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। উক্ত তপাগ্নির দ্বারা প্রাণিসমূহ, উর্দ্ধ ও অধোলোকসমূহ সন্তপ্ত, নদী ও সমুদ্র ক্ষুব্ধ, পর্ব্বত, দ্বীপ ও পৃথিবী বিচলিত, গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিক্ষিপ্ত এবং দশদিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তপাগ্নির ভীষণ উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দেবতাগণ স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া সকাতরে প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে ভূমন্, হে সর্ব্বাধিপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর উগ্র তপোপ্রভাবে আমরা স্বর্গরাজ্যে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। আপনার পূজাকারী সেবকগণকে আপনি রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলে তাহারা বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই আপনি সর্ব্বলোকক্ষয়কর এই উপদ্রব নিবারণ করুন। হিরণ্যকশিপু কোন্ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুষ্কর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই। তথাপি তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত আছি, তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রবন করুন—'হিরণ্যকশিপু মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন—'ব্রহ্মা যেরূপ তপোপ্রভাবে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া সকলের পূজ্য হইয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের স্থানসমূহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, আমিও তদ্রূপ বহু জন্ম তপস্যাদ্বারা উক্ত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিব। কাল নিত্য এবং আত্মাও যখন নিত্য তখন কোন না কোন দিন আমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবেই। আমি অত্যুগ্র তেজের দ্বারা এই জগতের সমস্ত নিয়ম উল্টাইয়া দিব। কল্প-শেষে কালবশে বৈষ্ণবাদি পদও বিনষ্ট হইবে, সুতরাং আমার তাহাতে আবশ্যক নাই, আমি ব্রহ্মলোক লাভের জন্য সাধন করিব।' অতএব হে ভগবন্ আপনার পদ অধিকারের জন্য হিরণ্যকশিপু এইরূপ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি ত্রিভুবনপতি, ইহার সমুচিত প্রতীকার আপনিই করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। হে জগৎপতে, গাভী ও ব্রাহ্মণগণের উদ্ভব, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কল্যাণ ও উৎকর্ষের জন্যই আপনার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। হিরণ্যকশিপু আপনার ধাম অধিকার করিলে এ সমস্তই বিনষ্ট হইবে।" দেবতাগণ এই ভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইলে ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু নিশ্চল দণ্ডায়মান অবস্থায় দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যারত থাকায় উইয়ের ঢিপি, তৃণ ও বাঁশ ঝাড় উঠিয়া তাহার শরীর আবৃত করিয়া ফেলে। পিপীলিকা-সমূহ ভক্ষণ করায় তাঁহার শরীরে মাংস, চামড়া, রক্ত কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র অস্থি অবশেষ ছিল। হংসবাহন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, পরে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে মেঘের দ্বারা আবৃত সূর্য্যের ন্যায় হিরণ্যকশিপুকে তপস্যারত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ওহে কাশ্যপ!

তুমি উঠ, উঠ। তোমার কুশল হউক। তপস্যায় তুমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছ। আমি তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তীব্র দংশসমূহ তোমার সর্ব্বশরীর ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কেবলমাত্র অস্থিসমূহকে আশ্রয় করিয়া তুমি জীবিত আছ। ভৃগু প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋষিগণ পূর্ব্বে কেহই এই প্রকার কঠোর তপস্যা করিতে পারেন নাই, ভবিষ্যতেও আর কেহই পারিবেন না। তোমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি জল পান না করিয়া দিব্য শত বৎসরকাল জীবিত থাকিতে পারেন? হে দিতিনন্দন, ঋষিগণের পক্ষেও দুষ্কর তোমার এই কার্য্যদ্বারা ও তপোনিষ্ঠাদ্বারা আমি তোমার বশীভূত হইয়াছি। হে অসুরশ্রেষ্ঠ এই কারণে আমি তোমাকে তোমার প্রার্থনীয় বরসমূহ প্রদান করিতেছি। আমি অমরদেব। তুমি মরণশীল হইলেও আমার দর্শন তোমার বৃথা হইবে না, অতএব বর প্রার্থনা কর।'

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া পিপীলিকাদ্বারা ভক্ষিত হিরণ্যকশিপুর কঙ্কালসার দেহকে দিব্য কমণ্ডলুর জল দ্বারা সিক্ত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই দেহ বজ্রতুল্য, নবযৌবনসম্পন্ন, সুগঠিত, তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি শোভাযুক্ত দিব্যকলেবরে রূপান্তরিত হইল। কাষ্ঠরাশি হইতে অগ্নি নিষ্ক্রমণের ন্যায় বল্মীক ও বংশমধ্য হইতে হিরণ্যকশিপু বহির্গত হইলেন। তিনি অন্তরীক্ষে হংসবাহন ব্রহ্মার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দাতিশয্যে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ রোমাঞ্চ কলেবরে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন—

(ক্রমশঃ)

আচার্য্যের স্বরূপ

[শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ]

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥" গীঃ ৭।২৫

'আমি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এই জন্য মূঢ় লোকগণ শ্যামসুন্দরাকার বসুদেবাত্মজ আমাকে মায়িক জন্মাদিশূন্য অব্যয়স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে না।'

শুদ্ধ সত্ত্বের আকর বাসুদেব অজ হইয়াও যেরূপ বসুদেবাত্মজ এবং যোগমায়া প্রভাবে নরদারকরূপে প্রকটিত, তদ্রূপ তাঁহার পারিষদ ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় শুদ্ধসত্ত্বে জগতে আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া সম্বিতের সার কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান জগতে স্বীয় আচারের দ্বারা প্রচার করিয়া জগতের হিতসাধন করেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের জন্ম, কর্ম্ম দিব্য। তাঁহাদিগের আবির্ভাবে মায়ার কোন কার্য্য নাই। তাঁহাদিগের পদস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয়, দৃষ্টিতে দিক্সকল নির্ম্মল হয় এবং বাহু তুলিয়া নৃত্যে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকসমূহের অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

'পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসাদ্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥'

মায়াবদ্ধ জীব নিসর্গবশতঃ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানরূপ মাপকাঠি দ্বারা বস্তুর যথার্থতা নিরূপণে সচেষ্ট হয়। দেহেতে আত্মবুদ্ধি হইতে সে পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি লাভকেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা বলিয়া মনে করে। তজ্জন্য কাহারও সমৃদ্ধি দর্শনে বদ্ধজীবের মাৎসর্য্য হয়। অপরের উৎকর্ষ-সহনে অসমর্থ বদ্ধজীবনিচয় যখন নিজেদের মাপকাঠি দিয়া জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং কার্ষ্ণের স্বরূপগণকে পরিমাপ করিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা স্ব স্ব চেষ্টা দ্বারাই খিন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয়গণের স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত হয়। উরুকৃপাশীল ভগবদ্ভক্তগণ ক্ষুদ্রজীবকৃত অসূয়ারূপ অপরাধ

স্বীকার না করিলেও ভক্তের চরণে অপরাধ ফলে জীব ভগবদ্ভক্তিলাভ হইতে বঞ্চিত হয়। 'ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা'। শ্রীভগবানের কৃপা সর্ব্বদাই ভক্তের কৃপার অনুগমন করেন। ভক্ত ক্ষমা করিলেও ভগবান্ অপরাধীকে কখনও ক্ষমা করেন না। ভক্তের চরণে নির্ব্যলীকভাবে শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদনের দ্বারাই তচ্চরণে অপরাধের ক্ষালন হয়, অন্য উপায়ে হয় না। 'কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে ভক্ত রাখিবারে পারে। 'ভক্ত রুষ্ট হ'লে, কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥' কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত হইলেই মাত্র ভক্ত অপ্রসন্ন হন, তাঁহার অসন্তোষের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে সর্ব্বাবস্থায় তিনি জীবের বাস্তব কল্যাণই কামনা করিয়া থাকেন। মধ্যমভাগবতলীলায় ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী এবং অজ্ঞে উপদেশ ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষারূপ কৃপা—এই চারি প্রকার ব্যবহার ভক্তে লক্ষিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অপ্রাকৃত অনুভূতি দ্বারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আমাদিগের প্রাকৃত বোধ নিরাকৃত করিয়া নিজাভীষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করেন। শ্রীমতী রাধিকার সহচরী শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাবলেই ব্রজে আহিরীগোপের গৃহে তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করতঃ মঞ্জুরীর আনুগত্যে দাসীরূপে সেবার অধিকার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধুয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি॥'
—(ছাঃ ৮।১৩।১)

জীবের স্বরূপ

[শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়]

"জীবের স্বরূপ"—এই বাক্যে আমরা দুইটী শব্দ পাই, জীব ও তাহার স্বরূপ—নিজরূপ—প্রকৃতরূপ। জীবন বা চেতনাশক্তি আছে যাহার তাহা জীব, আর যাহাতে চেতনাশক্তি নাই তাহা নির্জ্জীব বা জড়। এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যাহা কিছু বাহেন্দ্রিয়ে দর্শন করি সবই চেতন অথবা জড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক পাঞ্চভৌতিক দেহটা জড়, কিন্তু চৈতন্যবস্তু অন্তরে আছে বলিয়াই আমি জীবন্ত, ক্রিয়াশীল, আমি চিন্তা করিতে, ইচ্ছা করিতে, অনুভব করিতে সক্ষম। চেতনকে অনুভব করিয়াও আমরা তাহাকে দর্শন করিতে পারি না। এই চৈতন্যবস্তুই জীব বা আত্মা। অনন্ত অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবনিচয়ের কারণরূপে বিভুচৈতন্যই পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর।

আমি কে জানিতে হইলে পরতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এইজন্যই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য দিগ্‌দর্শন করিয়া জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। আমরা ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মার স্তবে পাই,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সচ্চিদানন্দঘনীভূত গোবিন্দই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অনাদি, সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ।

ঈশিতা, প্রভুত্ব বা বশীভূত করিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তিনিই ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বজ্ঞ। এই নিত্য বশী বা ঈশ বস্তুই ঈশ্বর বা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দময় তনু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, সম্বন্ধ স্থির হইলে, উহা বজায় রাখার উপায় কি এবং সম্বন্ধরক্ষা করিয়া কার্য্য করিলে চরমে কি ফল লাভ হয়—এই বিষয়গুলিকেই

দার্শনিকগণ বৈদিক পরিভাষায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব বলেন।

আমি জীব আমার স্থূল দেহটা জীব নয়। এমন কি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহ, যাহাকে প্রেতদেহ বা লিঙ্গদেহ বলে তাহাও জীব নহে। সুসূক্ষ্ম যে চেতন-শক্তি, বোধশক্তি বা প্রজ্ঞাশক্তি, উহাই জীবপদবাচ্য। যেমন গৃহের মধ্যে একটী খাঁচা আছে, খাঁচার মধ্যে একটী পাখী আছে। এখন গৃহটী কি পাখী? না খাঁচাটা পাখী? প্রকৃত পাখী গৃহও নয়, খাঁচাও নয়। এখানে গৃহ স্থূলদেহ, খাঁচা সূক্ষ্মদেহ আর চেতনপাখীটী জীবের সঙ্গে তুলনীয়। তদ্রূপ আমি দেহ নহি, আমি দেহী। আমরা সাধারণ কথায়ও ইহাই বলি—আমার দেহ, আমার ধন, আমার জন, আমার বাড়ীঘর ইত্যাদি। আমি কিন্তু ঐসব বস্তু নহি। এখানে আমি একটী ব্যক্তি, দেহাদি আমার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। কিন্তু এই দিব্যজ্ঞান আমি প্রতিমুহূর্ত্তে বিস্মৃত হই।

জীব দুই প্রকার—নিত্যবদ্ধ ও নিত্য মুক্ত। চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেব, নর, তির্য্যকাদি প্রাণিমাত্রই বদ্ধ। বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎপার্ষদ ভক্তবৃন্দ নিত্যমুক্ত।

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্য-সংসার॥
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ।
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদিদুঃখ॥"

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০-১২।)

ভক্তগণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়াও মায়াবদ্ধ হন না—যেমন কারাগারে কয়েদীগণ বদ্ধ, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ কারাগারে থাকিয়াও বদ্ধ নহে। বৈকুণ্ঠে জন্ম, মৃত্যু, শোক, ভয়, ক্ষয়বৃদ্ধিরূপা মায়ার কার্য্য বা কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই, সেখানে সবই নিত্য বাস্তব আনন্দময়। কিন্তু এখানে পৃথিবীতে সবই অনিত্য, বাস্তব আনন্দের প্রতিষ্ঠা নাই। কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে জীব অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় সংসারাদি দুঃখ ভোগ করে। সুকৃতিপুঞ্জীভূত হইলে জীব সাধুসঙ্গ লাভ করে এবং সাধুসঙ্গে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭)

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

—(ঐ।১২০)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীভগবানের এক অলৌকিকী, অঘটন ঘটন-পটিয়সী, ত্রিগুণময়ী, দুস্তরা মায়া আছে। তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া জীবের চেষ্টায় অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু আশার বাণী এই যে, যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত হন, তিনিই কেবল শ্রীভগবৎকৃপায় এই মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধানা—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তদুভয়ের মধ্যে অবস্থিতা তটস্থধর্ম্মবিশিষ্টা জীবশক্তি। জল ও স্থলের সূক্ষ্ম মিলন রেখাকে তট বলে। বায়ুপ্রবাহে জল ঊর্দ্ধে স্থলের সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে, আবার তটরেখা ছাড়িয়া নিম্নে গমন করিতে পারে। জীবের স্বরূপে এই তটস্থগুণ থাকায় ঊর্দ্ধে চিজ্জগতে ও নিম্নে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে উভয়দিকে যাওয়ার যোগ্যতা তাহাতে আছে। জীব শ্রীভগবানের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত। শ্রীভগবান্ বিভু ও মায়াধীশ, জীব অণু ও মায়াবশযোগ্য—এই বিচারে শ্রীভগবানের সহিত জীবের নিত্য ভেদ। 'শক্তিশক্তিমতোরভেদ'—শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভেদ এই বিচারে শ্রীভগবান্ হইতে জীব নিত্য অভেদ। এই যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রকৃতির অতীত হওয়ায় অচিন্ত্য।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮।

জীব কখনও তৎ বস্তু ভগবান্ নহে, জীব তদীয়, শ্রীভগবানের নিত্য দাস। শ্রীভগবান্ এক অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধতত্ত্ব, তাঁহার সমান বা বড় কিছুই নাই, যাবতীয় বস্তু তদন্তর্গত, তৎক্রোড়ীভূত বা তদধীন।

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥
—(শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥''
—(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬-১১৭)

উপনিষদে জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ তুল্য অতি সূক্ষ্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ অণু হইলেও অগ্নি যেমন একদেশে অবস্থিত হইয়াও তাহার জ্যোৎস্নার দ্বারা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা একস্থানে থাকিয়াও স্বীয় চেতনাশক্তিদ্বারা দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকেন।

জীব শ্রীভগবানের স্বাংশ নহে, বিভিন্নাংশ। পূর্ণের অংশও পূর্ণ, এজন্য স্বাংশগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অবতার-সমূহ। জীব কখনও অবতার নহে। কোন জীবে শ্রীভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলেও তাঁহারা অবতার প্রায় কার্য্যকরেন।

'স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
স্বাংশ বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥'
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯)

আচার্য্য শঙ্করাদি মায়াবাদী জ্ঞানী সম্প্রদায় জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ কল্পনা করেন। শ্রীমন্মধ্বমুনি জীবে ও ব্রহ্মে কেবল ভেদ বিচার করেন। কিন্তু দার্শনিক মতবাদের চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান আমরা পাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' সিদ্ধান্তে। আমরা শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের দাসানুদাসসূত্রে তাঁহাদের পাদত্রাণবাহীরূপে এই চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতে যেন যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, ইহাই বাঞ্ছাকল্পতরু [illegible] কৃপাসিন্ধু, পতিত পাবন শ্রীবৈষ্ণবচরণে সকাতর প্রার্থনা।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রামাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥''

ঈশোদ্যানে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের হেড্ অফিস শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে বিগত ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ নব-নির্ম্মিত সুরম্য কারুকার্য্যখচিত বিশাল শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভক্তপ্রাণাকর্ষী শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকট করিয়া সজ্জনগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় পার্ষদবর্গ কর্ত্তৃক তাঁহার আরব্ধকার্য্য শ্রীগৌরধামের লুপ্ত-তীর্থ সমূহের ক্রমশঃ প্রকাশ এবং শ্রীমায়াপুরের সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করতঃ মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের অসন্তোষের কারণ হইলেও সজ্জনগণ মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের সীমা নাই।

এই মহোৎসবে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল

মধুসূদন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং শ্রীপাদ মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস মুখার্জী প্রভৃতি' শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বিশিষ্ট বৈষ্ণববৃন্দ এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে বিগত ২৩ গোবিন্দ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১ বিষ্ণু, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ, ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীধাম দর্শন, পরিক্রমণ ও মহোৎসবে যোগদানের জন্য আগমন করেন।

৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বুধবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস তিথি বাসরে শ্রীমঠের সভামণ্ডপে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভায় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ্ করিয়া বলেন,—"দেহ, গেহ, কলত্র, পুত্র, বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তৎবিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তৎ বৈকুণ্ঠবস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তদিতর বিষয়ে বিরক্তি হয় বা মুক্তিলাভ হয় এবং শুদ্ধপ্রেমের অধিকারী হওয়া যায়। যাঁহারা গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্তত: এই নয় দিনের জন্য অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধু ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলনমুখে শ্রীধাম পরিক্রমার জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে শ্রীমঠের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহারা কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত, তাঁহাদের অবশ্যই মঙ্গল হইবে।"

১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে তত্রস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদন-মোহন জীউর নবচূড়া বিশিষ্ট অত্যুচ্চ বিশাল শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও দর্শনান্তে নববিধা-ভক্তির পীঠ স্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ, তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব ও বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং তৎপশ্চাৎ নৃত্য-কীর্ত্তনরত সাধুগণের অনুগমনে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ প্রথম দিবস আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমায় বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ ঈশোদ্যানস্থ শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ, তৎপর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, ক্ষেত্রপাল শিব, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনাদি দর্শন ও পরিক্রমা করেন। ২ চৈত্র শুক্রবার শ্রবণ ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ এবং তৎপর দিবস

কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্তিরক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা হয়। ৪ চৈত্র রবিবার পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ পূর্ব্বাহ্ণে ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ব্রতোপবাসের পারণান্তে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যান হইতে মধ্যাহ্ণে যাত্রা করিয়া নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া অপরাধভঞ্জনের পাট ও পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় পার্টি বিদ্যানগরে পৌঁছিয়া সুবৃহৎ শ্রীগয়ারামদাস বিদ্যামন্দিরে দুই দিন অবস্থান করেন। ৫ চৈত্র অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা হয়। উক্ত দিবস মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্তা নবনীবালা বাগ মধ্যাহ্ন-মহোৎসবের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব বিদ্যানগরনিবাসী সজ্জনবর শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়কে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে হার্দ্দী সেবাচেষ্টা ও যত্নের জন্ম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম দর্শনার্থী বিদেশাগত অতিথিগণের বাসস্থানের সুবিধার্থ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ ও সভ্যগণের সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্ম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিদ্যামন্দিরের দ্রুত ক্রমোন্নতি দর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। ৬ চৈত্র মঙ্গলবার প্রাতে বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া পরিক্রমা-পার্টি বন্দন,দাস্য ও সখ্য ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণান্তে অপরাহ্ণে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যহ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থান সমূহ দর্শন করা হয় এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থানসমূহের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেন।

৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পালিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সভার কার্য্য পরিচালিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে বিদ্যাপীঠের সম্পাদক ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। ডাঃ ঘোষের আহ্বানে নূতন কয়েক জন বিদ্যাপীঠের সভ্য তালিকাভুক্ত হন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ডাঃ বি, এন্ ঘোষাল, এম্-ডি (জার্মান) বিদ্যাপীঠের কার্য্যকরী সমিতির নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার কার্য্যে তাঁহাদের বিবিধ সেবার প্রশংসা করতঃ গৌরাশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন :—

১। পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ—'উপদেশক'। ২। শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি—'বিদ্যারত্ন'। ৩। শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী—'উপদেশক'। ৪। শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (তেজপুর) —'ভক্তিকুশল'। ৫। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী—'উপদেশক'। ৬। শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী—'সেবাসুন্দর'। ৭। শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী—'সেবাব্রত'। ৮। শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিসুন্দর'। ৯। শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর)—'কৃতিকোবিদ'। ১০। শ্রীমথুরানাথদাস বনচারী —'ভক্তিপ্রাণ'। ১১। শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী—'ভক্তিসুহৃদ্'। ১২। শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী—'ভক্তিরত্ন'। ১৩। শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—'ভক্তিভূষণ'। ১৪। শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভক্তিবান্ধব'। ১৫। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ—'বিদ্যানিধি'। [শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রসমূহ পৃথকভাবে মুদ্রিত হইল]

শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার, আরতি, ভোগরাগাদির পর ভক্তগণের মহাসঙ্কীর্ত্তন ও স্ত্রীগণের

জয়কার ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূপ করিয়া তোলে এবং এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়।

৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীকে সমস্ত দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

১ লা চৈত্র হইতে ৮ই চৈত্র পর্য্যন্ত প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৭৫ গৌরাব্দ)

১। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
কাব্য-পুরাণ-তীর্থশ্চ তীর্থো ব্যাকরণেঽপি চ।
ভক্তিমান্ ভক্তিশাস্ত্রানামধ্যাপকঃ সুপণ্ডিতঃ॥
ব্রহ্মচারিব্রতঃ শ্রীমান্ লোকনাথ ইতি শ্রুতঃ।
বিনীতো বৈষ্ণবশ্রদ্ধো গুরু-সেবা-ব্রতশ্চ যঃ॥
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈ-।
র্দীয়তে সার্থকস্তস্মৈ উপাধিরুপদেশকঃ॥
দৃগদ্রি-গজ-চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

২। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্
বিপুল-সেবনোৎসাহ-সম্পন্নোদারবুদ্ধয়ে।
সাত্বত-শাস্ত্রযুক্তিভি র্দুষ্টবাদ-বিনাশিনে॥
বি. এস্, সি ভক্তিশাস্ত্র্য পনামিনে ব্রহ্মচারিণে।
মঙ্গলনিলয়াখ্যায় শ্রীমতেভক্তসেবিনে॥
'বিদ্যারত্ন' ইতি প্রাজ্ঞৈরুপাধি র্দীয়তেঽধুনা।
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসৎসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা॥
নেত্রপর্ব্বতনাগেন্দু ইত্যব্দে শক সংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৩। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
শ্রীমদচিন্ত্যগোবিন্দো ব্রহ্মচারিবরঃ সুধীঃ।
নিত্যং সমুৎসুকঃ শ্রীমদ্গৌরবাণী-প্রচারণে॥
স্নিগ্ধো ভক্তবরঃ সর্ব্বৈঃ প্রীত্যা সম্যগ্ বিভূষিতঃ।
'উপদেশক' ইত্যেতদুপাধি-ভূষণেন সঃ॥
নেত্র-পর্ব্বত-নাগেন্দু ইত্যব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৪। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
শ্রীনারায়ণদাসাখ্যো ব্রহ্মচারী সদা শুচিঃ।
নিষ্কপট মতি র্যঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পূজনে॥
তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণানাং সেবকপ্রবরায় বৈ।
'ভক্তিকুশল' ইতি প্রাজ্ঞৈ রুপাধি র্দীয়তেঽধুনা।
নেত্র-পর্ব্বত-নাগেন্দু ইত্যব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৫। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্য বাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
নরোত্তম ইতি প্রোক্তঃ ব্রহ্মচারী সদা শুচিঃ।
বৈরাগ্যমণ্ডিতঃ স্নিগ্ধো দক্ষ আর্জ্জবসংযুতঃ॥
তস্মৈ প্রদীয়তে সর্ব্বৈ**রুপদেশক** ইত্যয়ম্।
মায়াপুরস্থিতে ধাম্নি উপাধি র্গৌরসেবকৈঃ॥
নেত্র-পর্ব্বত-নাগেন্দু ইত্যব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৬। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
কলিকাতানিবাসী শ্রীগোবিন্দ দাসসংজ্ঞকঃ।
শুদ্ধভক্তিপরঃ শ্রীমান্ গুরু-গৌর-সেবাব্রতঃ॥
কারুশিল্প-সুদক্ষশ্চ সম্প্রদায় সুপোষকঃ।
যস্তস্মৈ দীয়তে **'সেবাসুন্দর'** ইত্যুপাধিকঃ॥
দৃগদ্রি-গজ-চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৭। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্য বাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
শ্রীগুরু-ভক্তিনিষ্ঠায় সেবাদর্শপ্রকাশিনে।
অচ্যুতানন্দদাসায়াসামদেশ-নিবাসিনে॥
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসৎসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা।
'সেবাব্রত' ইতিখ্যাতির্দীয়তে চাদ্য সাগ্রহম্॥
নেত্র-নাগাদ্রি-চন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৮। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
নির্ব্যলীকায় শান্তায় সেবা-মোদ-পরায় চ।
শ্রীমূর্ত্তি-সজ্জ-সেবাদি-কুশলায় প্রিয়াত্মনে॥
শ্রীমথুরাপ্রসাদায় ব্রহ্মচারিবরায় চ।
উপাধি র্দীয়তে তস্মৈ সজ্জনৈ **র্ভক্তিসুন্দরঃ**॥
নেত্র-নাগাদ্রিচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৯। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
শ্রীনারায়ণদাসায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনে।
পাঞ্জাবাদি প্রদেশেষু শুদ্ধভক্তিপ্রচারিণে॥
ভক্তসেবানুরক্তায় ধীরায় শুভবুদ্ধয়ে।
"কৃতি-কোবিদ" ইত্যেষ উপাধিরর্প্যতে মুদা॥
শকাব্দেক্ষি গজাদ্রীন্দৌ শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১০। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
ভক্তসেবানুরক্তায় স্নিগ্ধভক্তায় ধীমতে।
মথুরানাথদাসায় বানপ্রস্থাবলম্বিনে॥
গুরু-বৈষ্ণবসেবায়াং সদৈব মতিদায়িনে।
"ভক্তিপ্রাণ" ইতি খ্যাতির্দীয়তে সদ্ভিঃ সাদরম্॥
শকাব্দেক্ষি গজাদ্রীন্দৌ শুভদে গৌরধামনি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১১। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
দাসাধিকারিবর্য্যঃ শ্রীযাদবেন্দ্রাভিধায়কঃ।
সাধুজনপ্রিয়ো বি-এ, বি-এল্ ইত্যুপনামকঃ॥
শ্রীগুরু-গৌর-সেবি যস্তস্মৈ প্রদীয়তে মুদা।
'ভক্তিসুহৃত্তু'পাধিস্তু' সভায়াং সাধু মণ্ডলৈঃ॥
গো-গোত্র-গজ-চন্দ্রাব্দে ঈশোদ্যানে শকে শিবে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১২। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ শ্রীমায়াপুরাখ্য ধামনি।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোর্যত্র মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থলঃ॥
ঈশোদ্যানাভিধানে তু বিশালো হরিমন্দিরঃ।
নির্ম্মিতঃ কৃতিনা যেন তস্মৈ সৌভাগ্যশালিনে॥
চৈতন্য চরণায়াদ্য **'ভক্তিরত্নঃ'** প্রদীয়তে।
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসৎসভ্যমণ্ডলৈ মূর্দ্দা॥
গো-গোত্র-গজ-চন্দ্রাব্দে ঈশোদ্যানে শকে শিবে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১৩। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
কলিকাতানিবাসী শ্রীমণিকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ।
ধার্ম্মিকঃ সত্যবান্ বিপ্রো মুখোপাধ্যায়বংশজঃ॥
সরলঃ সজ্জন-শ্রদ্ধো দৃঢ়চিত্তো হিতব্রতঃ।
যস্তস্মৈ দীয়তে **'ভক্তিভূষণ'** ইত্যুপাধিকঃ॥
নেত্র-পর্ব্বত-নাগেন্দু ইত্যব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১৪। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
বিপ্রসদ্গুণসংযুক্তো বন্দ্যোপাধ্যায়বংশজঃ।
রাধানয়ননাথানাং সেবকো ভক্তিমান্ সুধীঃ॥
জানকীনাথ নাম্না যো বিদিতো ভক্তমণ্ডলে।
সাদরং দীয়তে তস্মৈ উপাধি **ভক্তিবান্ধবঃ**॥
নেত্র-পর্ব্বত-নাগেন্দু ইত্যব্দে শক সংজ্ঞকে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১৫। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
বাণী-সংসেবনাসক্তঃ শ্রীবিভুপদসংজ্ঞকঃ।
কাব্য-পুরাণ তীর্থশ্চ বি-এ, বি-টী তি ভূষিতঃ॥
ভূসুর-কুল-জাতো যো নানা সদ্গুণ-সংযুতঃ।
স্নিগ্ধৈকনিষ্ঠো ভক্তোহংসো শ্রীগুরুদেবতাত্মকঃ॥
সত্যানুরাগিনে তস্মৈ দীয়তে সভ্যমণ্ডলৈ।-
বিদ্যানিধিরিতি খ্যাত উপাধিপ্রবরো মুদা॥
দৃগদ্রি গজ চন্দ্রাব্দে শ্রীশোদ্যানে শুভে ভুবি।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥
স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

নিয়মাবলী

১। **"শ্রীচৈতন্য-বাণী"** প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকানুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্‌ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রী চৈতন্য বাণী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৯

২য় বর্ষ] ত্রিবিক্রম, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [৪র্থ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯। ১০ ত্রিবিক্রম, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার; ২৯ মে, ১৯৬২। | ৪র্থ সংখ্যা

অনুকরণ ও অনুসরণ

"প্রেয়ঃপথ বাদ দিয়ে শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ ক'রবার যোগ্যতা আমাদের সব সময় হয় না। যে পর্য্যন্ত তা' না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রবৃত্তিও হয় না। উপনিষদ্ বলেন (কঠ ২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

শ্রেয়ঃপন্থিদের একটী কথা—শ্রৌতপন্থা। সত্যবস্তু যদি কীর্ত্তিত হয় আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবেই আমরা শ্রৌত-পন্থা গ্রহণ করতে পারি। শ্রবণ-বিষয়ে যদি অন্যমনস্ক থাকি, তা' হ'লে আমাদিগের সত্যবস্তুর অভিজ্ঞান হয় না।

শ্রৌতপথ-গ্রহণের কালেও আমাদের দুই প্রকারে প্রতারিত হ'বার সম্ভাবনা আছে। অনুগমন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে 'অনুকরণ' কার্য্যকে 'অনুসরণ' ব'লে ভ্রম করেন। দু'টী কথা—"অনুকরণ" ও "অনুসরণ"। যাত্রাদলের 'নারদ' সাজা—'অনুকরণ', আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—'অনুসরণ'। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম 'অনুকরণ', আর সত্য-সত্য মহাজনের পথে গমন—'অনুসরণ'।

আমরা মনে করি—আমি অনুসরণ করছি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি অনুকরণই ক'রে বসছি। 'অনুসরণ'—নিজের আচরণ। কেবল 'অনুকরণ' কার্য্যের দ্বারা 'অনুসরণ' কার্য্যটা হ'বে না। 'অনুকরণ' (imitation)—বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার। 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। মেকি সোনা (chemical gold) ও খাঁটিসোনা (pure gold) বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা একপ্রকার। 'অনুকরণ'কে অপর ভাষায় 'ঢং' বলে। আমাদের হৃদয়ে "বিপ্রলিপ্সা" নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তা'র দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের জন্য ঐরূপ ঢং বা 'অনুকরণ' ক'রে থাকি। শ্রৌতপথের 'অনুকরণ' মাত্র হ'লে 'অনুসরণ' হয় না। অনুকরণ-কার্য্য-দ্বারা যদি অনুসরণ না হয়, তা' হ'লে সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুসরণই কর্‌তে হ'বে, 'অনুকরণ' হউক্ বা না-ই হউক্।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা ও সমাজবিধি

"ভক্তিই শাস্ত্রের অভিধেয় অর্থাৎ জীবের উপেয়রূপ প্রেম পাইবার একমাত্র শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাক্ষাৎ অর্থাৎ মুখ্য অভিধেয় নয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান গৌণ উপায় বলিয়া অভিহিত হয় এবং মুখ্য উপায় শ্রবণাদি মুখ্য বিধি। গৌণ হইলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানকে জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে অভিধেয়-শব্দে অভিহিত করিতে হয়।

জ্ঞানকর্ম্ম গৌণ অভিধেয় এবং ভক্তি মুখ্য অভিধেয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উপায়স্বরূপে ভক্তিকে সাধন করে এবং ভক্তি প্রেমকে সাধন করে। এই সম্বন্ধটী ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে। শরীর, মন ও সমাজকে ভক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থাপিত করিতে পারিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অভিধেয়ত্ব, নতুবা ঐ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞানের বহির্ম্মুখতাদোষের শাস্ত্রে বিশেষ নিন্দা শ্রবণ করা যায়। প্রথমেই আমরা গৌণ-বিধির বিস্তার দেখাইয়া মূল সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিব।

গৌণবিধি তিন প্রকার—(১) জন-নিষ্ঠ-বিধি, (২) সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও (৩) পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি।

জন-নিষ্ঠ-বিধি দুই প্রকার অর্থাৎ শরীর-নিষ্ঠ-বিধি ও মনোনিষ্ঠ-বিধি। মানবের শরীর পুষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে,এরূপ অভিপ্রায়ে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে,সে সকল ব্যবস্থার নাম শরীর-নিষ্ঠ-বিধি। মিতপান, মিতভোজন, মিতনিদ্রা, ব্যায়াম ইত্যাদি যতপ্রকার বিধি আছে এবং পীড়া হইলে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সমস্তই শরীর-নিষ্ঠ-বিধি। শরীর-নিষ্ঠ-বিধি প্রতিপালন না করিলে মানবগণ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। মনোনিষ্ঠ-বিধি অবলম্বন না করিলে মনের উপলব্ধিশক্তি, ধারণাশক্তি, কল্পনা ও বিভাবনাশক্তি ও বিচারশক্তি সম্যক পুষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদিরও উন্নতি হয় না। মনের কুসংস্কাররূপ তমঃ নষ্ট হয় না। বিষয়-সম্বন্ধে শুদ্ধজ্ঞানও লভ্য হয় না। জড়চিন্তা হইতে বুদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া পরমেশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত করা যায় না। অবশেষে পাপ-চিন্তা ও নিরীশ্বরভাব সর্ব্বদাই মনকে বশীভূত করিয়া মানবকে পশুর ন্যায় করিয়া রাখে। অতএব জন-নিষ্ঠ-বিধি মানবজীবনকে সফল করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমাজকে উন্নত ও পাপশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সমাজনিষ্ঠ-বিধির মধ্যে বিবাহ-বিধি একটী উৎকৃষ্ট বিধি। যদি বিবাহ-বিধি না হইত, তাহা হইলে মানবসমাজ এত উন্নত হইতে পারিত না। পশুদিগের ন্যায় মানবগণও যথারুচি ভ্রমণ করিত। কোন কোন দেশে প্রথমে বিবাহ-বিধি ছিল না। সেই সকল দেশে অনেক সামাজিক উৎপাত হওয়ায়, পরে বিবাহ-বিধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যথেচ্ছাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন পুরুষ একটী স্ত্রীকে পরমেশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া সর্ব্বজনের সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া সংসার-যাত্রার ভিত্তি পত্তন করেন। ইহার নাম বিবাহ। পুত্র-কন্যা হইলে তাহাদিগকে পালন করতঃ শিক্ষাদানপূর্ব্বক জীবন-যাত্রার উপায় করিয়া দেন। সংসারে বর্ত্তমান মানববৃন্দ পরস্পর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, পরের কষ্ট নিবারণ, ন্যায়মতে অর্থসংগ্রহ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, সর্ব্বদা সত্যের পালন, মিথ্যার দমন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা সংসারের উন্নতিবিধি সংস্থাপন করেন। সমাজ-নিষ্ঠ-প্রবৃত্তি মানবজাতির প্রধান ধর্ম্ম। সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্বকালেই মানবজাতির মধ্যে ঐ ধর্ম্মের কার্য্য দেখা যায়। যে দেশে মানবগণের যতদূর সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার সমৃদ্ধি, সে দেশে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ততদূর পরিপক্ক ও বদ্ধমূল। সর্ব্বজাতির মধ্যে আর্য্য জাতির সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতা অধিক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আর্য্য জাতির যত শাখা প্রশাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবাসী আর্য্যশাখার যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি অধিকতর

হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই আর্য্য-শাখা আজকাল বৃদ্ধাবস্থাবশতঃ বলহীন হইয়া অন্য জাতির অধীন হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের ক্রটী হইবে না। যদি কোন অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের উন্নতি ও সভ্যতার বিষয় প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই যে, ভারতীয় আর্য্য-শাখা বাস্তবিক লঘু হইবে, এমত নয়। সামাজ-নিষ্ঠ-বিধি ভারতীয় আর্য্য-শাখার হস্তে যে কত উন্নতি-সাধন করিয়াছে, তাহা বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। যথার্থ বলিতে গেলে, ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচারক্রমে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা (১) বর্ণবিধি ও (২) আশ্রম বিধি। সমাজ-নিষ্ঠ মানবের দুই প্রকার অবস্থা অর্থাৎ (১) স্বভাব ও (২) অবস্থান। জননিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে স্বভাব ও সমাজ-নিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে অবস্থান। সামাজিক হইলেই মানবের জননিষ্ঠ ধর্ম্ম লোপ পায় না, বরং সমাজসম্বন্ধক্রমে তাহা পুষ্ট হয়। মানবের স্বভাবক্রমে বর্ণবিধি ও অবস্থান ক্রমে আশ্রমবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ অনুশীলনক্রমে উন্নত হইয়া একটী স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভুতা স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তিই সেই মানবের স্বভাব। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিক্রমেই উক্ত চারিটী স্বভাব উদিত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিক্রমে অন্ত্যজ স্বভাব হইয়া উঠে। অন্ত্যজ স্বভাবের স্বভাব-ত্যাগ ব্যতীত অন্য বিধি নাই। জন্ম হইতে প্রবলপ্রবৃত্তির উদয়কাল পর্য্যন্ত সংসর্গ ও অনুশীলন অনুসারেই প্রবলপ্রবৃত্তির বীজ, অঙ্কুর ও তরু উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে স্বভাবের উৎপত্তি বলিয়া শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন। যে বংশে যাহার জন্ম হয়, সেই বংশীয় স্বভাব শৈশবকাল হইতে তাহার সংসর্গজ গুণস্বরূপ হইয়া উঠিবে, পরে বিদ্যাচর্চ্চা ও অপর সংসর্গ-ক্রমে তাহার কিছু উন্নতি বা অবনতি হইবে, ইহাই নৈসর্গিক। শূদ্রস্বভাব নরের শূদ্রস্বভাব সন্তান, ব্রহ্মস্বভাব মানবের ব্রহ্মস্বভাব সন্তান উৎপন্ন হওয়াই আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বত্র হইবে, এরূপ বিধি নয়। অতএব শাস্ত্রকারেরা স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক বর্ণবিধান করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কারবিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংস্কারবিধি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই বর্ণ-নির্ণায়ক সংস্কারবিধি আপা[illegible] লুপ্ত হওয়ায়, দেশের অবনতি হইয়াছে। বর্ণবি[illegible] যথার্থ সামাজিক ধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞা[illegible] অবস্থান চারি প্রকার—১) ব্রহ্মচর্য্য, ২) গার্হস্থ্য, [illegible] বানপ্রস্থ ও ৪) সন্ন্যাস। (১) যাঁহারা বিবাহের পূ[illegible] বিদ্যোপার্জ্জন ও দেশ ভ্রমণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী। (২) যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারে অবস্থিত, তাঁহারা গৃহস্থ। (৩) যাঁহারা অধিক বয়ঃক্রম হইলে কার্য্য হইতে বিরত হন এবং নির্জ্জনে বাস করেন, তাঁহারা বানপ্রস্থ। (৪) যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী। বর্ণসকলের এবং আশ্রম-সকলের সম্বন্ধ বিচার করিয়া যে ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই ভারতীয় আর্য্য-শাখার সামাজিক বিধি। যে দেশে এই বিধির অভাব, সে দেশ যে উন্নত দেশ, তাহা বলা যাইতে পারে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভাগবত জীবন

[শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

ভাগবত জীবনের অর্থ শ্রীভগবদ্ভক্তের বা শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবকের জীবন। দৈন্যই সেবকের প্রকৃষ্ট পরিচয়। সেবকাভিমানে স্বতন্ত্র অহঙ্কার থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু 'আমি বড় সেবক' অভিমান দৈন্যের পরিবর্ত্তে কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্বভাব আনয়ন করে। দৈন্যের তারতম্যেই সেবকের (ভাগবতের) কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারের নির্ণয় হইয়াছে। দৈন্যাধিক্যই শ্রেষ্ঠতম সেবকের সুষ্ঠু পরিচয়।

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।২০৫-৭)

মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ইহা স্বাভাবিক দৈন্যোক্তি। ইহাই নিজস্বরূপের অণুত্ববোধের পরিপূর্ণতম নিদর্শন। ইহা রজস্তমগুণতাড়িতজনগণের বঞ্চনার কারণ হইলেও তৃতীয় পক্ষ সুবিচারকগণ তাঁহাকে পুরীষের কীট বা তদপেক্ষা লঘিষ্ঠ বিচার করেন না, জগাই মাধাই বা তদপেক্ষা পাপিষ্ঠ বলেন না, পরন্তু এতাদৃশ দৈন্যোক্তি হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ-সান্নিধ্যের গাঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অধিকতর প্রীতিযুক্ত হইয়া স্বাভীষ্টলাভে সফল মনোরথ হন। শ্রীল গোস্বামিপাদ মহোত্তম বৈষ্ণবগণের এক উজ্জ্বলতম আদর্শরূপেই শ্রেয়স্কাঙ্ক্ষিগণকে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় নিত্যকাল উত্তমশ্রেয়ের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। অপরপক্ষে বিপ্রলিপ্সাময় দৈন্যের মধ্যে নিজের অণুত্ববোধ না থাকায় দৈন্যের 'আকুপাকুতা' থাকিলেও শ্রেষ্ঠ দর্শন বা শ্রেষ্ঠ সান্নিধ্য নাই। নিজ অণুত্ববোধই শ্রেষ্ঠ সান্নিধ্যের একমাত্র নিদর্শন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দীনতম সেবকাভিমান হইতেই উপরি উক্ত পয়ারটী জাত হইয়াছে। সেব্যের মহত্ত্বের দিক সেবকের হৃদয়ে কতটা প্রতিফলিত হইলে এই প্রকার ভাবময় রচনা সম্ভব হয়! পুনঃ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামই শ্রীমন্নিত্যানন্দ। তিনি শ্রীগৌর-কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেও পরিপূর্ণ সেবকাভিমানী। শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় সেবকাভিমান আর কাহার আছে? শ্রীভগবানের চিন্ময় দণ্ড, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, এমনকি শ্রীভগবৎ কলেবরটী পর্য্যন্ত যেখানে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ; এ হেন নিত্যানন্দ সম্বন্ধেও এই প্রকারে উক্তি,—"নিতাই যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥" অর্থাৎ শ্রীগৌরহরির যিনি ভজনা করিবেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার 'কেনা গোলাম' হইয়া যাইবেন, ইহাই ভাবার্থ। এখানেও সেব্যনিষ্ঠা কি পরিমাণ হইলে এই প্রকার উক্তি সম্ভব! অধিক কি, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরাচরের একমাত্র সেব্য হইলেও সেবকের দৈন্যভাবের মাধুর্য্য এতই চিত্তাকর্ষক যে তাঁহাকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিল এবং তিনিও ঐকান্তিক সেবক সেবিকার অভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া সেবারস বা দৈন্যভাবের চরমতায় উন্নত উজ্জ্বলরস আস্বাদন করিলেন। এই প্রকার স্বয়ং বসুদেব মহাত্মার, শ্রীনন্দ মহারাজাদি বিবিধ রসের শ্রীভগবৎসেবকগণের মধ্যেও প্রচুর দৈন্যোক্তি সাত্বত শাস্ত্রবচনের মধ্যে পাওয়া যায়। "পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয়॥"—চৈঃ চঃ আদি ৬।৮০

এতাদৃশ শাস্ত্র বা মহাজনবাক্য মনুষ্যজন্মে ভক্তসঙ্গের দুর্লভতা প্রমাণ করিলেও জন্মজন্মান্তরের কোন অজ্ঞাত সুকৃতি

ফলেই মাদৃশ নরাকৃতি পশুরও এই জাতীয় এক দুর্ল্লভ সঙ্গ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম এতই প্রবল যে এখানে পর্য্যন্ত জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ত্তৃত্বাভিমানের জের দ্বিতীয়-রূপ ধারণ করতঃ 'আমি বড় সেবক' অভিমানকে বর্দ্ধিত করিয়া ভবকূপের গভীরতাকে আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিল! 'করি নীরে বাস, গেল না পিয়াস, আপন করম ফেরে'। অধিক আপ্‌শোষের কারণ ইহাই যে, আমি জানিয়া শুনিয়াই বিষ ভক্ষণ করিলাম! অপরাধ ফলে বিন্দুমাত্র দৈন্যও হৃদয়ে স্থান পাইল না, তদুপরি দেহও পতনোন্মুখ!

"এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি॥"

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ২৭০ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ]

শ্রীচৈতন্য-বাণীর ১ম বর্ষ ৯ম ও ১১শ সংখ্যায় ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ……" শ্লোক অবলম্বনে বলা হইয়াছে পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে সকল তত্ত্ব উক্ত আছে তৎসমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের পরিচায়ক। সেজন্য শ্রুতির নির্দ্দিষ্ট পরব্রহ্ম কি বস্তু, শ্রুতিতে তাঁহার কি কি তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে, এই সকল কথা সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। ৯ম সংখ্যায় পরব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ এবং ১১শ সংখ্যায় এই পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্মের অন্যান্য তত্ত্ব—তিনি যে সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, তাহার ও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রুতিতে বর্ণিত তাঁহার অন্যান্য আরও কয়েকটী তত্ত্ব বর্ত্তমান সংখ্যায় আলোচনা করিয়া সেই শ্রুতি যে উক্ত পরব্রহ্মকেই স্বয়ং ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শিত হইবে।

পরব্রহ্ম 'ভূমা'ঃ—(বহু + ইমন্) শব্দে 'প্রাচুর্য্যময়' 'সর্ব্বব্যাপক', 'অনন্ত', 'সর্ব্বথা পরিপূর্ণ'– এইরূপ অর্থ বুঝায়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'সৎ' (সত্তা), 'চিৎ' (চেতন বা জ্ঞান) এবং 'আনন্দ' (সুখ) এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইহা বুঝিতে হইবে। একমাত্র তিনিই ভূমা—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বে অন্য যাহা কিছু দেখা যায় সবই পরিমিত বস্তু এবং পরব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এই সকল পরিমিত বস্তুর আদি ও অন্ত আছে, একমাত্র পরব্রহ্ম আদ্যন্তহীন—অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক। শ্রুতিতে 'ভূমা'র লক্ষণ বলিতেছেন—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।" (ছান্দোগ্য) —অর্থাৎ যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিতে বাকী থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না, তাহাই 'ভূমা'; আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে, তাহাই 'অল্প'। যাহা 'ভূমা' তাহাই অমৃত এবং যাহা 'অল্প' তাহাই মর্ত্ত্য (ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখ)

'ব্রহ্ম' শব্দ হইতেই ঐ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বৃংহ' ধাতু হইতে ব্রহ্মশব্দ নিষ্পন্ন– যিনি বৃহৎ বা বড় হয়েন (বৃংহতি) এবং যিনি বড় করেন (বৃংহয়তি) তিনিই ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়—'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে' (শ্বেত)—তাঁহার সমান কেহ নাই। তাঁহা অপেক্ষা

অধিকও কেহ নাই, অর্থাৎ তিনি স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। 'অনন্তং ব্রহ্ম'—তিনি সকল বিষয়ে অনন্ত। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" (ঈশ)—এই নিখিল বিশ্বে যাহা কিছু আছে—যত ব্রহ্মাণ্ড, স্থাবর, জঙ্গম, তাহা সমস্তই ঈশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। তৎসমুদয়কে সমগ্রভাবে তাঁহার চতুষ্পাদ বিভূতি বা মহিমা বলা হয়। উহার মধ্যে এই বিশাল বিশ্ব একপাদ বিভূতিমাত্র। 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (গী ১০।৪২) —আমি এই সমগ্র বিশ্বকে একাংশদ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি। পরব্যোম তাঁহার ত্রিপাদ-বিভূতি। আবার যাহাকে তাঁহার চতুষ্পাদ বিভূতি বলা হয় তাহাও তাঁহার একাংশ মাত্র—তাঁহার সমগ্র বিভূতি নহে। তাঁহার মহিমা-ব্যঞ্জক তাঁহার ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীকে চতুষ্পাদ বলিয়া সেই গায়ত্রীর মহিমা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
(ছান্দোগ্য)

—অর্থাৎ এই গায়ত্রীর মহিমা এরূপ যে সর্ব্বভূতাত্মক এই প্রাকৃত বিশ্ব ইহার 'পাদ'—অর্থাৎ একপাদ বিভূতিমাত্র এবং অপ্রাকৃত পরব্যোমে অমৃতময় (পরমানন্দময়) গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ ইহার ত্রিপাদ বিভূতি, পরব্রহ্ম এই গায়ত্রী অপেক্ষাও মহত্তর (ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ)।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'সৎ' (সত্তা) 'ভূমা' বলিতে এই বুঝায় যে অতীতে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু বিদ্যমান্ ছিল, আছে বা থাকিবে সবই পরমেশ্বর মধ্যে নিত্যবিরাজমান। ইহলোক, পরলোক সবই তাঁহার মধ্যে নিত্যকাল বিদ্যমান। স্বল্পবুদ্ধি মানব আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে দুঃখিত হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে তাহাকে কিছুই হারাইতে হয় নাই। ভূমাবস্তু পরমেশ্বরকে পাইলে যাহা হারাইয়াছে মনে হয় তৎসমুদায়ই তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রুতির নিম্নলিখিত বাক্যে ঐ ভাবটী পরিস্ফুট রহিয়াছে—

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ॥
(ছান্দোগ্য ৭।২৬।২)

—অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মৃত্যু দর্শন করেন না—তিনি পরমেশ্বর-মধ্যেই মৃত বলিয়া যাহাকে মনে হয় তাহাকে দেখিতে পান। তিনি রোগ বা দুঃখ দর্শন করেন না কারণ পরমেশ্বরে রোগ বা দুঃখ নাই। তিনি সমস্তই দর্শন করেন, কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত বস্তুই পরমেশ্বরে নিত্য বিদ্যমান। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'সৎ' অংশ একটী মূলবস্তু। উহা অবশ্য শুদ্ধ সত্তা অর্থাৎ উহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে—মায়ার পরিণাম নহে। সেজন্য উহা অপ্রাকৃত, নিত্য চিন্ময় বস্তু। মূল বস্তু বলিতে বুঝিতে হইবে যে উহা কোন কারণের কার্য্যাবস্থা নহে—উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই—"নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (গী ২।১৬)। এই 'সৎ' বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ৬।২।১)।

যেখানেই 'চিৎ' ও 'আনন্দ' সেখানেই এই 'সৎ' তাহাদের আধার—'সত্যমায়তনম্' (কেন ৪।৮)। সৎ,চিৎ ও আনন্দের একত্র অবস্থিত পূর্ণতমরূপই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর।

অপ্রাকৃত পরব্যোম ও তন্মধ্যস্থিত গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ 'সৎ' এ অবস্থিত—সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। ঐ সকল ধাম 'সৎ' এরই বিস্তার।

প্রাকৃত বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম সকলের জড় ত্রিগুণময় দেহ এই অপ্রাকৃত 'সৎ' এরই প্রাকৃত আধার। উহা সচ্চিদানন্দের বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিরই পরিণাম। ঐ সকল জড়দেহে চিদানন্দাত্মক 'সৎ'ই জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত এবং এই অধিষ্ঠানহেতুই জীবাত্মার প্রাকৃত আধার জীবিত ও চেতনাময় থাকিতে পারে।

সুতরাং দেখা গেল যে অপ্রাকৃত বা প্রাকৃত সমস্ত বস্তুরই মূল হইতেছেন 'সৎ'—সমস্ত বস্তুই 'সৎ' এর বিস্তার। জঙ্গমদেহে চিদানন্দাত্মক 'সৎ' এর বিদ্যমানতার উপলব্ধি হইতে পারে, স্থাবর দেহে উহা হয় না। এজন্য জঙ্গমদেহকে

ব্যক্তচৈতন্য এবং স্থাবরদেহকে অব্যক্তচৈতন্য বলা হয়। শাস্ত্র বাক্যে জানা যায় যে স্থাবর দেহেরও উপাদানরূপ পরমাণুতে চিদানন্দাত্মক 'সৎ' এরই কার্য্য হয়।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'চিৎ' (চেতন বা জ্ঞান) ভূমা বলিতে এই বুঝায় যে তাঁহার জ্ঞান অনন্ত—সাধারণ জীবের জ্ঞান অল্প, উহা দেশে কালে সীমাবদ্ধ। পরমেশ্বরের জ্ঞান সেরূপ নহে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমস্ত বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। গীতাতে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ গী-৭।২৬

—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিবর্গকে জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না। [বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জীবের জ্ঞান আবৃত করিতে সমর্থ হইলেও তাহার আশ্রয়তত্ত্ব পরমেশ্বরকে মোহিত করিতে পারে না। পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে কেহই জানিতে পারে না। বহিরঙ্গা মায়ার বশযোগ্য সাধারণ জীব তো পারেই না—এমন কি মহারুদ্রাদিও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার অন্তরঙ্গা যোগমায়ার প্রভাবে জ্ঞান হারাইয়া থাকেন।]

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'সৎ' যেমন একটী মূলবস্তু, তাঁহার 'চিৎ' ও তদ্রূপ একটী মূল বস্তু। উহার গুণ চেতনা। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে 'সৎ' ছিলেন তাঁহাতে 'চিৎ' ও 'আনন্দ' ও বিদ্যমান ছিল। 'সৎ' এর মধ্যে 'চিৎ' না থাকিলে চিন্তা করা যায় না। শ্রুতি বলিতেছেন 'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি'। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এই 'চিৎ' ই মূল চৈতন্য।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত যে কোন চেতনবস্তু আছে তাহারা সকলেই পরব্রহ্মের 'চিৎ' হইতে চেতনলাভ করিয়াছেন—'চেতনশ্চেতনানাম্' (কঠ)। পরব্রহ্মের এই 'চিৎ' অংশে জ্ঞানশক্তি (সম্বিৎ শক্তি) অধিষ্ঠিত। কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, মনন, স্মরণ, বিচার, ধ্যান, ধারণার দরকার হয়। ঐ সমস্ত জ্ঞানশক্তিরই কার্য্যকরীরূপ। জীবের দেহে যে প্রাণশক্তি দেখা যায় উহাও 'চিৎ' এর কার্য্য। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন— শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ (কেন)

—পরব্রহ্মই (তাঁহার 'চিৎ' এর জ্ঞানশক্তি) কর্ণের শ্রবণ-শক্তি, মনের মনন-শক্তি, বাক্ ইন্দ্রিয়ের বাক্‌শক্তি, প্রাণের প্রাণশক্তি, এবং চক্ষুর দর্শনশক্তি। যিনি ধীর অর্থাৎ ঐরূপে তাঁহাকে জানিয়া মায়ামুক্ত হইয়াছেন, তিনি ইহ-লোক ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত 'চিৎ' ই মূলচৈতন্য বলিয়া ইহা সম্ভবপর। এই 'চিৎ' তাঁহার মধ্যে অবস্থিত, সেজন্য তিনি সব কিছুই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, জানিতেছেন—'স বেত্তি বেদ্যম্'—সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে তিনি জানেন। ''এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"

পরমেশ্বরের এই চিৎ 'ভূমা'—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বস্তুই তাঁহার প্রকাশ বা পরিণাম। সেজন্য তাঁহারই 'চিৎ' সর্ব্ব বস্তুতে বিস্তৃত। অপ্রাকৃত পরব্যোমে তাঁহার যে স্বরূপগণ আছেন, তাঁহাদের 'চিৎ' সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের 'চিৎ' এর বিস্তার। প্রাকৃত সমগ্র বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম মধ্যে ঐ পরব্রহ্মের 'চিৎ' এর অংশ বিদ্যমান। মানুষের জীবাত্মার মধ্যেও তাঁহার 'চিৎ' এর বিস্তার—সেজন্য মনুষ্যের দর্শন, শ্রবণ, মননাদি সম্ভবপর হয়।

প্রাকৃত জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি যে সকল বস্তুর জ্যোতিঃ আছে উহাও তাহাদের নিজস্ব জ্যোতিঃ নহে। উহাতেও 'চিৎ' এরই বিস্তার—'চিৎ' এর জ্ঞানশক্তি জ্যোতিতে পরিণত হইয়া উহাদিগকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" "জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্" (মুণ্ডক)। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন-'যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১৫।১২

[সচ্চিদানন্দের নিজের জ্যোতিঃ অপ্রাকৃত, পরিণামভূত নহে। সেজন্য প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা উহা দেখা যায় না। মায়ামুক্ত সাধক উহা দেখিতে পান। সূর্য্য-চন্দ্রাদির

জ্যোতিঃ পরিণামভূত জড় জ্যোতিঃ—সেজন্য প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা উহা দেখা যায়। পরব্রহ্মের জ্যোতিতে উত্তাপও নাই—স্নিগ্ধ, উত্তাপ প্রাকৃত জ্যোতির গুণ।]

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরব্রহ্মের 'আনন্দ' অংশও 'ভূমা'। পরব্রহ্মকে 'রসো বৈ সঃ' বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যে 'রস' আনন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরব্রহ্মের 'সৎ' ও 'চিৎ' যেমন একটী মূল বস্তু, ঐরূপ তাঁহার আনন্দও একটী মূলবস্তু। উহা শুদ্ধ—প্রাকৃত জড় আনন্দ নহে—উহা নিত্য শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ। উহার গুণ হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনীই পরব্রহ্ম (**শ্রীকৃষ্ণ**) কে আনন্দ দান করেন—ইহারই প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্ধিনী শক্তি প্রকাশিত বৃন্দাবনাদি নিত্য চিন্ময় লীলাধামে মাতা, পিতা, দাস, সখা প্রভৃতি পরিকরদিগের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি রস আস্বাদন ও কান্তাগণের সহিত মধুররসাত্মক রাসাদি লীলারূপ নিত্য নিত্যানন্দে নিমজ্জিত থাকেন এবং পরিকরগণও রসস্বরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ আস্বাদন করেন। সাধনসিদ্ধ জীবগণও ব্রহ্মানন্দ ও সেবানন্দ লাভের অধিকারী হন। 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—অয়ং (জীব) রসং (রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে) লাভ করিয়া আনন্দের অধিকারী (আনন্দী) হন।

এই আনন্দ প্রাকৃত জড়ানন্দ নহে। প্রাকৃত জড়ানন্দ অনিত্য, দুঃখমিশ্রিত ও ক্ষণভঙ্গুর। সাধারণ জীব অনাদি অবিদ্যার কুহকে নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দের শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া নিত্যসেবকত্ব) বিস্মৃত হইয়া জড়দেহকে ও তৎস্বজাতীয় গেহাদি বিষয়কে আত্মীয় বোধ করায় জড় বিষয়বস্তু সংগ্রহদ্বারা আনন্দ বা সুখ লাভ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। একমাত্র স্বজাতীয় 'চিদ্' বস্তুর সেবন দ্বারা চিন্ময় আত্মার পূর্ণতা বা প্রসন্নতা সাধিত হইতে পারে। বিজাতীয় জড়দেহেন্দ্রিয়াদি ও অনাত্ম বা জড়বস্তু পরিচ্ছিন্নতাবশঃ অপূর্ণ ও ক্ষণভঙ্গুর। জড়সঙ্গে ও জড়বস্তুর সেবনে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদির আকাঙ্ক্ষার কিছুটা পূরণ হইতে না হইতে পরক্ষণেই তাহাতে অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার উপলব্ধি হয়। এইভাবে অনাদি কর্ম্মফলবশতঃ অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিলেও কখনও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং চিন্ময় জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্মগত যে সুখ বাসনা, উহা ভূমা চিদানন্দ ব্যতীত অল্পক্ষণ স্থায়ী বিষয় সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তাই শ্রুতি অল্পেতে আসক্ত না হইয়া ভূমার সন্ধানে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্।"

—অর্থাৎ যাহা 'ভূমা' তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ভূমানন্দই মূলবস্তু। অপ্রাকৃত বা প্রাকৃত বস্তুতে যেখানেই যে আনন্দ দেখা যায়, উহা এই নিত্য-শুদ্ধ-চিন্ময় মূল আনন্দেরই বিস্তার। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরব্রহ্মের স্বরূপে স্থিত এই মূল আনন্দের প্রেরণাতেই তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে নিজে বহু মূর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করিলেন * —স্বীয় আনন্দাংশকে বাহিরে ভিন্নমূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকারূপে প্রকাশ করিয়া যুগলমূর্ত্তি হইলেন †। শ্রীরাধিকার প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যের সমাহার হইলেও

---

* "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" (তৈত্তিরীয়)—পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। প্রজাসৃষ্টির অর্থ এই যে তিনি নিজেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বে পরিণত হইলেন 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'....।

† 'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ।' —(বৃহদারণ্যক) —পরব্রহ্ম একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না; এজন্য কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন; তিনি এই পরিমাণ হইলেন যেন পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষ হয়; তিনি এই আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই দ্বিতীয় মূর্ত্তিই মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শ্রীরাধিকা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর কড়চাতেও ঐ একই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে—

রাধা—কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি র্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-

শ্রীকৃষ্ণকে মধুর-রস অশেষবিধ ভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য শ্রীরাধিকা আপনাকে অসংখ্য গোপীরূপে বিস্তার করিলেন। শ্রীরাধা ও গোপীগণের সহিত লীলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতে সখাগণের বিস্তার করিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মধুররস সম্ভোগ করাইবার জন্য শ্রীরাধিকা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে আপনা হইতে প্রকটিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণের সহিত লীলা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যময় অপ্রাকৃতলীলা রাধাকৃষ্ণ লীলারই বিস্তার।

প্রাকৃত বিশ্বে জীবদেহে যে জীবাত্মা বিরাজমান, তাহাতে যে আনন্দ, উহা পরব্রহ্মের এই মূল আনন্দেরই বিস্তার। উহা মূল আনন্দের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা নহে।

প্রাকৃত বিশ্বে সুন্দর বস্তুসমূহের সৌন্দর্য্য, সুস্বাদু বস্তুর সুস্বাদ, সুগন্ধ বস্তুর সৌরভ, স্নিগ্ধ বস্তুর স্নিগ্ধতা, শব্দের মাধুর্য্য—এইগুলিও সচ্চিদানন্দের মূল আনন্দাংশের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা।

মায়াবদ্ধ জীবের যে জড়ীয় বস্তু সম্পর্কে আনন্দ, উহা অপ্রাকৃত চিন্ময় মূল আনন্দের বিকৃত স্বরূপ—উহাতে মূল আনন্দের বাস্তবতা নাই—উহার ছায়া স্বরূপ।

বৎসাসুর বধ

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, বিদ্যানিধি]

গোকুলে দেখিয়া মহা উৎপাত
　　ব্রজবাসিগণ মিলি।
করে মন্ত্রণা কেমন করিয়া
　　উৎপাত যাবে চলি॥
জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধ একটী
　　নাম তার উপনন্দ।
ব্রজবাসিগণ-হিতকামী সদা
　　নাহিক তাহার মন্দ॥
রামকৃষ্ণের হিতকামনায়
　　বলিতে লাগিল ধীরে।
মহা উৎপাত এই ব্রজবনে
　　সদা রহিয়াছে ঘিরে॥
গোকুলের হিত যদি মোরা চাই
　　হেথায় মোদের থাকা।
ঠিক নহে কভু, রাম ও কৃষ্ণে
　　এই স্থানে সদা রাখা॥
বিবিধ বিপদ আসে ইহাদের
　　জীবন বিনাশ তরে।
দৈবের বলে বাঁচিয়া গিয়াছে
　　বালঘাতিনীর করে॥
এই ত সেদিন একটী দৈত্য
　　শকট উপরে চাপি।
মারিতে চাহিল বালক কৃষ্ণ
　　মনে অতিশয় কোপি॥
চক্রবাতের রূপটী ধরিয়া
　　উঠাইল মহাকাশে।
আছাড়ি দৈত্য ফেলিল শিলায়
　　প্রাণে মারিবার আশে॥
যমলার্জ্জুন-মাঝখানে পড়ি
　　শিশুটী যে মরিলনা।
এই সব হয় ভগবৎ কৃপা
　　তাহাকি না আছে জানা॥

দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ···ইত্যাদি—অর্থাৎ শ্রীরাধিকা হইতেছেন কৃষ্ণ-প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণস্বরূপের সহিত একীভূত থাকিলেও পুরাকালে প্রকট-লীলায় পৃথক মূর্ত্তি (শ্রীরাধা-মূর্ত্তি) হইয়াছিলেন।

পুনরায় কোন বিপদ আসিয়া
পড়িবার আগে মোরা।
ছাড়িয়া যাইব এই ব্রজবন
অন্য স্থানে ত্বরা॥
চল যাই মোরা বৃন্দাবিপিনে
সাজায়ে শকটগুলি।
প্রয়োজন মত দ্রব্যসমূহ
লইয়া তাহাতে তুলি॥
সেই'স্থান হয় অতি মনোরম
তৃণ ও লতায় ভরা।
ধেনুগণ সেথা সুখেই চরিবে
বনরাজি আছে ঘেরা॥
থাকিলে সেথায় মনে করি আমি
আমাদের সুখ হবে।
বিলম্ব না করি চল সেথা যাই,
দুঃখ নাহিক রবে॥
ব্রজবাসিগণ একমত হ'ল
সেই হিত কথা শুনি।
বাহির হইল শকট সাজায়ে
করিয়া ভেরীর ধ্বনি॥
ধেনুগণে করি একসাথে মিলি
ধরিয়া মধুর বেশ।
পুরোহিতগণে সঙ্গে লইয়া
ছাড়িল আপন দেশ॥
রামকৃষ্ণের গুণ-গান গাহি
চলিতে লাগিল ধীরে।
ক্রমে উপনীত বৃন্দারণ্যে
যমুনা নদীর তীরে॥
সকল ঋতুতে সমশোভমান
দেখি মনোহর স্থান।
পাইল মানসে বিপুল, শান্তি
জুড়াইল মনপ্রাণ॥
বালকের মত আচরি কৃষ্ণ
মধুর বচন সহ।
ব্রজবাসিগণে মহা আনন্দ
দান করে অহরহঃ॥

বৎসসমূহে চারণ করিতে
রাম ও কৃষ্ণ ক্রমে।
গমন করিত সখাগণ সহ
দোঁহে সেই ব্রজভূমে॥
চারণ সময়ে খেলিত সকলে
গোঠে নানাবিধ খেলা।
বাজাইয়া বাঁশী চরাইয়া ধেনু
ফিরিত সন্ধ্যাবেলা॥
একদা বৎস চারণ করিতে
রাম ও কৃষ্ণ ধীরে।
উপনীত হ'ল বয়স্যসনে
ক্রমে যমুনার তীরে॥
একটী অসুর বধিতে তাঁদের
গোবৎসরূপ ধরি'।
চরিতে লাগিল গোষ্ঠের মাঝে
নিজেরে আবৃত করি'॥
কৃষ্ণ তাহারে বুঝিতে পারিয়া
দেখাইল বলরামে।
তাহার নিকটে পৌঁছিল গিয়া
বধ করিবার কামে॥
ধরিয়া তাহার চরণ দু'খানি
লাঙ্গুল সহ বাঁধি।
ঘুরাইয়া বেগে ছুড়িয়া ফেলিল
নিধন কার্য্য সাধি॥
পড়িল তাহার প্রাণহীন দেহ
কপিত্থবৃক্ষোপরে।
তাহাও পড়িল তার দেহ ভারে
নিকটেই ভূমি পরে॥
দেখি অদ্ভুত সেইত ঘটনা
গোপ-বালকের দল।
'সাধু, সাধু' বলি করে প্রশংসা
পাইল হৃদয়ে বল॥
দেবগণ থাকি স্বরগ উপরে
বরষে কুসুমরাশি।
কৃষ্ণ সবারে দিল আনন্দ
বৎস অসুরে নাশি॥

মহৎ-কৃপাই শ্রীভগবৎ কৃপা

[পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বনচারী]

'সমগ্র জীব জগতের মূলব্যাধি হরিবিমুখতা। এই হরিবিমুখতা হইতেই জগতের যাবতীয় ক্লেশ, অশান্তি, তাপ, অভাব, অভিযোগ উপস্থিত হয়। মূলরোগ বিনষ্ট না হইলে অশেষ প্রকার আনুষঙ্গিক উপসর্গরূপ ক্লেশের হাত হইতে কেহই মুক্তি পায় না। কোন কোন উপসর্গের (তাপ ও ক্লেশের) সাময়িক নিবৃত্তির চেষ্টা নিত্যা পরা শান্তি প্রদান করিতে পারে না। এই মূল রোগের নিদান বিচারে বিপরীত চিকিৎসার মত হরিবৈমুখ্যের বিপরীত ভগবৎ-সাম্মুখ্যই সদ্‌বৈদ্য এবং সৎ-শাস্ত্রসমূহ উপদেশ করিয়াছেন। এই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বা উন্মুখতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি। বিধি বাধ্য হইয়া যে ভগবৎ উপাসনা সে স্বাভাবিক উপাসনা নয়। শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ আত্মার যে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা প্রীতি, তাহাই প্রকৃত উন্মুখতা।' এই পরম দুর্লভ সাক্ষাদ্ভক্তিরূপ ভগবৎ সাম্মুখ্য কি প্রকারে লাভ হইতে পারে সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

শ্রীমুচুকুন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে অচ্যুত! সংসার পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভগবৎকৃপায় সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই সাধু সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে এবং তখনই স্থাবর জঙ্গমের অধিষ্ঠাতা ও একমাত্র সদ্‌গতিস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মে রতি হইয়া থাকে।

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
(ভাঃ ৩।৫।৩)

শ্রীবিদুর বলিলেন—দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল কৃষ্ণবিমুখ অত্যন্ত দুঃখী জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য জনার্দ্দনের প্রিয় মঙ্গলালয় সাধুগণ এই জগতে নিশ্চয়ই বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২।৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১)

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(ভাঃ ৫।১২।১২)

হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা তপস্যা দ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম দ্বারা, বেদ পাঠ দ্বারা এবং জলাগ্নিসূর্য্য উপসনা দ্বারা কখনও ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভ হয় না।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহব্রত ব্যক্তিগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অনর্থনাশক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২।৫৪)

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সৎসঙ্গদ্বারাই বশীভূত হন। তিনি এই বাক্য নিজমুখে উদ্ধবকে বলিয়াছেন ঃ—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োহন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথি বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক-পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
—(ভাঃ ১১।১২।৩-৬)

'সৎসঙ্গদ্বারা অসুর, দানব, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজাদি ইতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ, বৃত্রাসুর, অসুরকুলজাত প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষ (জাম্বুবান), গজেন্দ্র, গৃধ্র (জটায়ু), বণিকপথ (তুলাধার), ব্যাধ (ধর্ম্মব্যাধ), কুব্জা, সাধারণ গোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ এবং এইরূপ অনেকেই প্রতিযুগে আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

বৃত্রাসুর পূর্ব্ব জন্মে নারদ, অঙ্গিরাঋষি ও শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। কয়াধু-পুত্র প্রহ্লাদ গর্ভাবস্থায় নারদের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। বৃষপর্ব্বা জন্মগ্রহণ মাত্রই মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক ভগবদ্ভক্ত মুনিদ্বারা পালিত হওয়ায় বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ ও বামনদেবের সঙ্গ বলি মহারাজ লাভ করিয়াছিলেন। বাণ মহাদেবের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ময় নামক দানব পাণ্ডবগণের সভাগৃহ নির্ম্মাণকার্য্যে পাণ্ডব ও কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া শেষে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। বিভীষণের হনুমানের সঙ্গ এবং সুগ্রীব, হনুমান ও জাম্বুবানের লক্ষ্মণের সঙ্গ লাভ হইয়াছিল। পশুকুলে আবির্ভূত হইলেও গজেন্দ্র পূর্ব্ব জন্মে নারদাদির সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। জটায়ু পক্ষী হইয়াও গরুড়, দশরথ প্রভৃতির সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। বণিক-পথ অর্থাৎ তুলাধার নামক বৈশ্যের সৎসঙ্গ লাভের কথা মহাভারতে জাজলিমুনি ও গন্ধর্ব্ব প্রস্তাব প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। ধর্ম্মব্যাধের সৎসঙ্গের কথা বরাহপুরাণে বর্ণিত আছে। কুব্জার পূর্ব্বজন্মে নারদের সঙ্গ প্রাপ্তির কথা শ্রীমাথুর হরিবংশে বিবৃত আছে। উপরোক্ত শ্লোকে গোপীগণ বলিতে ব্রজে বিবাহাদি উপলক্ষে সমাগত সাধারণ গোপীগণ বুঝিতে হইবে—তাঁহাদের কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের সঙ্গলাভ হইয়াছিল। যজ্ঞপত্নীগণের কৃষ্ণগুণমহিমা কীর্ত্তনকারী মালিনী ও তাম্বুলিস্ত্রীগণের সঙ্গ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—
'তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥'
(ভাঃ ১১।১২।৭)

হে উদ্ধব, শ্রুতিশাস্ত্রসমূহ তাহারা অধ্যয়ন করে নাই, মহত্তমগণের উপাসনা করে নাই, কোন ব্রত পালন করে নাই বা কোন তপস্যা করে নাই, তথাপি সাধুসংসর্গরূপ আমার সঙ্গ লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃত্রাসুরাদির যে পূর্ব্বজন্মে সাধনের কথা শুনা যায়, তাহাও সৎসঙ্গেরই ফলস্বরূপ। সৎসঙ্গ বলিতে শ্রীভগবান্ এবং ভগবানের নিজজনগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে যে, যখন সৎসঙ্গই ভগবান্‌কে মুখ্যভাবে বশীভূত করে, এবং ভগবানের উক্তিতেও দেখা যায়, 'সৎসঙ্গ যেরূপভাবে আমাকে আবদ্ধ করে সেরূপভাবে যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাসী, চাতুর্ম্মাস্য, যাগাদি, ইষ্ট, দেবালয়, উদ্যান, কূপ, বাপী, তড়াগ, পানীয় সত্র আদি, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থভ্রমণ, নিয়ম, যম সমূহে আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না,' তখন একাদশী আদি বৈষ্ণবব্রত সকল ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সাধুসঙ্গই করিতে হইবে? এই পূর্ব্বপক্ষের জবাব এই—সৎসঙ্গ একাদশী আদি বৈষ্ণব-ব্রতসমূহের বাধক নহে। শ্রবণ করিয়াও যেরূপ ভক্তির অধিকারিসকল দীক্ষা লাভের পর নিত্য কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত শ্রীভগবদর্চ্চন ত্যাগ করেন না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শুনিলেও অন্যান্য নিত্যব্রতগুলির প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হন না। একমাত্র সাধুসঙ্গের দ্বারা যদি শ্রীভগবানেতে প্রেমলাভ হয়, এবং বাহ্যত সাধুদর্শনকেই যদি সাধুসঙ্গ মনে করি, তাহা হইলে

শ্রীনারদাদি মহাভাগবতগণের নিত্য দর্শন ঘটিলেও দেবতাগণের ভোগবুদ্ধি দূর হয় নাই কেন? শ্রীকৃষ্ণ নলকুবর ও মণিগ্রীবকে শ্রীনারদের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—সূর্য্য দর্শনে যেমন লোকের নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, তেমনি সমচিত্ত বিশেষতঃ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীনারদ-দর্শনে সমস্ত দেবতাগণেরই ঐরূপ হইয়াছিল কি? তার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"যদ্যপ্যপরাধসদ্ভাবো বর্ত্ততে পুরুষে তদা তদ্দোষেণ সৎসু নিরাদরাণাং সাধারণ-পুণ্যাদিদৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষশান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য ভগবৎসাম্মুখ্যকারণত্বে তৎকৃপা-সাহায্যমপেক্ষ্যতে, নিরপরাধত্বে সতি তৎসঙ্গেনৈব জাতপরমোত্তমদৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তম্ অজানজ-দেবৈঃ।।"—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯ অনুচ্ছেদ।

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥
(ভাঃ ৩।৫।৪৫)

'বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত, হে বিপুলকীর্ত্তে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলাকথাবিলাস স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সম্পত্তি-দ্বারা পরমকৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না।' যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধবশতঃ পুরুষ সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত এবং সাধারণ পুণ্যাদি দৃষ্টিশীল হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবরূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। "এ স্থলে তাদৃশ অপরাধের শান্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎসাম্মুখ্যজনন বিষয়ে ভগবানের কৃপা-সাহায্য অপেক্ষণীয়। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কারণ, তথাপি অপরাধ সেস্থলে প্রতিবন্ধক। *এস্থলে ভগবৎকৃপাসাহায্যেই প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।* যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহাদের সৎসঙ্গদ্বারাই পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হইলে, অনন্তর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রই ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। অতএব সাপরাধ পুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই অজানজ দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন—'যাহাদের অসদ্বৃত্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্ম্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে, হে পরেশ! হে উরুগায়! আপনার পদবিন্যাসলক্ষ্মীসম্বন্ধীয় পুরুষগণ নিশ্চিতই তাহাদিগকে দর্শন করেন না।" দেবতাগণ দেবর্ষি নারদকে পুণ্যবান্ সাধারণ ব্যক্তিরূপে চাহিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাদের সংসার নাশ হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যদি ভক্তকৃপাতেই সংসারবন্ধন নাশ হয় ও শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি হয়, তাহা হইলে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্কল্প সত্ত্বেও সমস্ত সংসারী জীবের মুক্তি হয় নাই কেন? প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে বলিয়াছিলেন—'হে দেব! সংসারে ভ্রমণশীল জীবের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই। সংসারবদ্ধ এই দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।' জীব অনন্ত বলিয়া প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনাকালে সমস্ত জীবের কথা স্মরণ করেন নাই, কেবলমাত্র যাহাদিগকে দর্শন বা যাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কথাই সেই সময়ে স্মরণ হওয়ায় সেই সকল জীবের মাত্র মুক্তি হইয়াছিল জানিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অপরাধ থাকিলে ভক্তের প্রতি অনাদরযুক্ত হয় এবং তাঁহাদিগকে সাধারণ জীবসাম্য জ্ঞান হয়। এমতাবস্থায় শ্রীভগবানের কৃপা-সাহায্যে বাধা দূর হয়। মহতের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয়, সে সম্বন্ধে যে সকল বাধা, তৎসমুদয় বিদূরিত করিতে হইলে ভগবৎ-কৃপাই মূল। এই জন্য সাধুকৃপার অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের কৃপার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের কৃপা শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য লাভের প্রাথমিক *কারণ হইলেও, তাহা গৌণ। কেননা শ্রীভগবানের প্রতি* বিমুখ জনগণ অনন্ত দুরন্ত সংসার সন্তাপে তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ সেভাবে প্রবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। পরদুঃখে

চিত্ত বিগলিত হইলেই তাহাতে কৃপারূপ চিত্ত-বিকার জন্মিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ নিত্য পরমানন্দরসযুক্ত এবং নিষ্পাপ বলিয়া জীবের মত তাঁহার চিত্ত-বিকার নাই। ইহা দ্বারা জীব হইতে শ্রীভগবানের বৈশিষ্ট্য খ্যাপিত হইতেছে। তেজোরাশিবিশিষ্ট সূর্য্যে যেমন অন্ধকারসংযোগ সম্ভব হয় না, তদ্রূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার চিত্তে কৃপার উদ্ভব হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীভগবদ্ভক্ত বা সাধুর কৃপাই—শ্রীভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে মূল কারণ। এরূপ সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, তবে কি সাধারণ জীবের মত সাধুদেরও চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়, সাধুগণ কি সাংসারিক সুখ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হন? তদুত্তরে বলিতেছি, সাধুদিগকে সংসার-দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। জাগ্রত মানুষ যেরূপ স্বপ্নে অনুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধুগণ তাহাদের পূর্ব্বকালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়া সংসারী জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন, যথা—কুবের পুত্রদ্বয় নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ শ্রীভগবৎকৃপালাভের কারণ নয়, কিন্তু যে স্থলে 'তিনিই ইহ-সংসারে আমার একমাত্র আশ্রয়'।—এরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই স্থলেই শ্রীভগবৎকৃপা হইয়া থাকে। আবার গজেন্দ্রাদির মোচনে অন্বয়ভাবে শ্রীভগবৎকৃপা লক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ ভক্তজনে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে যে আর্দ্রভাব সম্পাদন করে, তাহাই ভক্তি। এই শক্তি দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দেখা যায়। সুতরাং শ্রীভগবানের যে কৃপা সাধুতে আছে, তাহাই সৎসঙ্গের আশ্রয়ে হউক বা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক অন্যজীবে সংক্রামিত হয়, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩১) আছে 'হে স্বপ্রকাশ ভগবন্, সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার শ্রীপাদ-পদ্মতরণী আশ্রয় পূর্ব্বক অন্যের পক্ষে দুস্তর ভয়ানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভবার্ণব তরণের উপযোগী সেই নৌকা (অর্থাৎ গুরুপরম্পরা বা শ্রৌতপন্থা) ভবসমুদ্রের পারে রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন।' এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবান্ শ্রীচরণতরণী নিজে প্রকাশ করিলেন না কেন? তিনি কি জন্য ভক্তগণকে অপেক্ষা করিলেন? ইহার কারণ এই, শ্রীভগবান্ 'সদনুগ্রহশীল' অর্থাৎ সজ্জনগণের দ্বারাই তিনি জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধুগণই শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহস্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অনুগ্রহ সাধুর আকার ধারণ করিয়াই জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে।

শ্রীরুদ্রগীতেও (ভাঃ ৪।২৪।৫৮) এইরূপ কথিত আছে—"হে ভগবন্, আপনার শ্রীচরণযুগল জীবগণের পাপনাশক। যাঁহারা আপনার কীর্ত্তি-সলিলে এবং আপনার পাদপদ্মো-ভূতা গঙ্গা-তীর্থে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণিগণের প্রতি দয়াশীল রাগাদিরহিত এবং সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এইপ্রকার সাধুগণের সঙ্গ লাভ হউক। এরূপ সঙ্গলাভই আপনার অনুগ্রহ।"

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর]

[ব্রহ্মার নিকট হিরণ্যকশিপুর বর প্রার্থনা]—

"কল্পান্তে প্রলয়কালে নিবিড় অন্ধতমে জগৎ আচ্ছন্ন হইলে যে স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু সেই জগৎকে পুনঃ প্রকাশিত করেন, যিনি ত্রিগুণদ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিতেছেন, সেই রজঃসত্ত্বতমোগুণের আশ্রয় পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। যিনি জগতের আদি

কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানময় মূর্ত্তি এবং প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিরূপ বিকার-দ্বারা কার্য্যরূপে প্রকাশিত, তাঁহাকে নমস্কার। আপনি মুখ্য প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের নিয়ন্তা, সুতরাং আপনি প্রজাপতি ও তাহাদের চিত্তের চেতন-স্বরূপ। আপনি মনের ও তদ্দ্বারা নিয়মিত ইন্দ্রিয়গণের পালক। আপনি মহান্। আপনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চ মহাভূতের গুণসমূহ ও বাসনা-সমূহের ঈশ্বর। আপনি ঋক্, যজু, সাম এই বেদত্রয়ের মূর্ত্তস্বরূপ। আপনি হোতা (ঋক্‌বেদজ্ঞ ঋত্বিক্), উদ্গাতা (সামবেদ পাঠক ঋত্বিক্), অধ্বর্য্যু (যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্) ও ব্রহ্মা (অথর্ব্ববেত্তা ঋত্বিক্), এই চারি প্রকার ঋত্বিক্‌গণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও তদ্বিষয়ক বিদ্যাদ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিস্তারকর্ত্তা। আপনি আত্মবিদ্, জীবের আত্মা, আপনি অনাদি, দেশকাল-পাত্রাতীত অখণ্ড, সর্ব্বজ্ঞ ও অখিল জীবের অন্তর্য্যামী। আপনি নিত্য জাগ্রত স্বভাব হইয়া সর্ব্বদ্রষ্টা। আপনি লবাদি সূক্ষ্মকালবিভাগের দ্বারা প্রাণিগণের আয়ু হরণ করেন; অথচ আপনি নির্ব্বিকার, অজ, পরমেশ্বর, জীব-সমূহের জীবন ও নিয়ন্তা। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তুই আপনা হইতে পৃথক্ নহে। বেদ, উপনিষদ্ ও বেদাঙ্গশাস্ত্র আপনার শরীর। আপনি হিরণ্যগর্ভ ও ত্রিগুণাত্মক প্রধানেরও অতীত পরবস্তু। হে বিভো, আপনি স্বয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধামে অবস্থিত হইয়া স্থূল বিরাট্-রূপ দ্বারা (বৈরাজ ব্রহ্মারূপে) ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের রূপরসাদি বিষয়সকল ভোগের বাহ্যলীলা প্রদর্শন করিলেও তত্ত্বতঃ আপনি অতীন্দ্রিয়, অন্তর্য্যামী পুরাণপুরুষ। যিনি অনন্ত অব্যক্তরূপে জগতে পরিব্যাপ্ত, যিনি অন্তরঙ্গা (চিচ্ছক্তি), বহিরঙ্গা (অচিচ্ছক্তি) ও তটস্থা (জীব-শক্তি) ত্রিশক্তিযুক্ত, সেই ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। হে বরদোত্তম, হে প্রভো, যদি আপনি আমার অভীষ্ট বরই প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, যাহাতে আপনার সৃষ্ট প্রাণিসমূহ হইতে আমার মৃত্যু না হয়। ভিতরে বাহিরে, দিবসে রাত্রিতে, রুদ্র-ব্রহ্মাদি অন্য সৃষ্টবস্তু হইতে, অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা, ভূমিতে কিংবা আকাশে, মনুষ্য কিংবা মৃগাদি পশু হইতে আমার যেন মৃত্যু না হয়। প্রাণী, অপ্রাণী, দেবতা, দৈত্য, মহাসর্প প্রভৃতি হইতে আমার যেন মৃত্যু না হয়। হে প্রভো, আপনি যে প্রকার প্রতিপক্ষহীন এবং সকল দেহিগণের ও লোকপালগণের একচ্ছত্র অধীশ্বর, আমাকেও তদ্রূপ করুন। তপস্যা ও যোগ-প্রভাবে যে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই সকল ঐশ্বর্য্যও আমাকে প্রদান করুন"।

হিরণ্যকশিপু উপর্য্যুক্ত প্রকারে স্তবাদির দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা কহিলেন,—'হে বৎস, তুমি যে সকল বর আমার নিকট প্রার্থনা করিলে তাহা পুরুষের পক্ষে দুর্ল্লভ হইলেও আমি তোমাকে তাহা দিতেছি।' এই বলিয়া ব্রহ্মা অসুরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক পূজিত ও ঋষিগণের দ্বারা স্তুত হইয়া নিজধামে গমন করিলেন।

ব্রহ্মার প্রসাদ অব্যর্থ হওয়ায় হিরণ্যকশিপু স্বর্ণ শরীর লাভ করিয়া দুর্জ্জয় শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বধ স্মরণ করিয়া তিনি পুনঃ বিষ্ণুর বিদ্বেষ আচরণ করিতে লাগিলেন। এই মহাসুর দেবতা, অসুর, নরপতি, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, সর্প, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষিগণ, যমাদি পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচেশ্বর, প্রেতপতি, ভূতপতি এবং অন্যান্য সকল প্রাণী ও তাহাদের অধিপতিগণকে পরাভূত করিয়া নিজ বশে আনয়ন করিলেন এবং লোকপালগণের সহিত তাঁহাদের তেজ ও স্থানসমূহ হরণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইলেন। নন্দনকাননাদির দ্বারা অতিশয় শোভাবিশিষ্ট স্বর্গে হিরণ্যকশিপু বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মহেন্দ্রভবনে বিপুল ঐশ্বর্য্যের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র মহা-মূল্য মণিদ্বারা খচিত হইয়া ইন্দ্রপুরী দীপ্তিমান্—সোপানা-বলী পদ্মরাগমণি (তাম্রবর্ণ মণি) খচিত, ভূমিতল মহা-মূল্য মরকতমণি (সিংহলদেশীয় মহেন্দ্রনীলমণি—সবুজ রংএর মণি) খচিত, ভিত্তিসমূহ স্ফটিকের দ্বারা সুশোভিত, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি (নীলকান্ত মণি—কৃষ্ণপীতবর্ণ মণি) ভূষিত, চন্দ্রাতপসকল চিত্রিত, আসনসমূহ পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত, শয্যাসকল দুগ্ধফেননিভ ও মুক্তা দ্বারা বিমণ্ডিত। তথায় সুন্দরী দেবস্ত্রীগণের নূপুরের ধ্বনিতে সর্ব্ব দিক্

মুখরিত হইতেছে এবং তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রত্নস্থলীতে আগমন করিয়া নিজেদের প্রতিবিম্বিত সুন্দর শোভা দর্শন করিতে দেখা যাইতেছে। এই প্রকার অত্যদ্ভুত সমৃদ্ধিশালী মহেন্দ্রভবনে নির্যাতিত দেবগণ কর্তৃক বন্দিত হইয়া লোকবিজয়ী অতি কঠোর শাসনপর মহাবলী অসুর হিরণ্যকশিপু একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু উগ্রগন্ধ সুরা-পানে বিঘূর্ণিত তাম্রলোচন হইলেও তপস্যা ও যোগবলসম্পন্ন হওয়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ব্যতীত অন্য সকল লোক-পালগণই নিজ নিজ উপহার হস্তে আসিয়া তাহার উপাসনা করিতেন। হিরণ্যকশিপু নিজ বাহুবলে ইন্দ্রাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, নারদাদি ঋষিগণ পর্য্যন্ত, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরাবৃন্দ সর্ব্বদা তাঁহাকে তাঁহার গুণমহিমা গান শ্রবণ করাইয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী ও সন্ন্যাসী সকল বর্ণাশ্রমীই তাঁহাকে প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু স্বীয় তেজে সেইসকল যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভয়ে সপ্তদ্বীপান্বিতা পৃথিবী কামধেনুর ন্যায় বিনা কর্ষণেই শস্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং আকাশমণ্ডলও অতিশয় শোভা বিশিষ্ট হইয়াছিল। লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র, দধিসমুদ্র ও অমৃত সমুদ্র এই সপ্ত সমুদ্র ও তাঁহাদের পত্নী নদীসমূহ তরঙ্গের দ্বারা বিবিধ রত্ন দৈত্যের সমীপে পৌঁছাইয়া দিতেন। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমি ও শৈলসমূহ তাঁহার ক্রীড়াস্থলী ছিল। তাঁহার ভয়ে বৃক্ষগণ ছয় ঋতুতেই সমভাবে ফল-পুষ্প প্রদান করিতেন। হিরণ্যকশিপু স্বীয় ক্ষমতাবলে একাকীই অগ্নির দহনশক্তি, ইন্দ্রের বর্ষণ-শক্তি, বায়ুর সঞ্চালন-শক্তি প্রভৃতি সকল লোকপালগণের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি ধারণ করিয়া তাহাদের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিলেন।

অজিতেন্দ্রিয়, দিগ্বিজয়ী একেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রিয় বিষয়-সমূহ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি এইভাবে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া শাস্ত্র-বিগর্হিত উপায়ে ভোগ-বিলাসে বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। সনকাদি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঐপ্রকার যদৃচ্ছা ভোগবিলাসে প্রমত্ত দেখিয়া একদা অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

হিরণ্যকশিপুর কঠোর শাসনে অত্যন্ত ভীত হইয়া লোকপালগণসহ সকল লোক অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন।

লোকপালগণ বিনিদ্র থাকিয়া ও সংযত হইয়া বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভগবান্ হৃষীকেশের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমাত্মা শ্রীহরি যে স্থানে নিত্য বিরাজমান থাকেন এবং যেস্থানে গমন করিলে নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণ পুনরাগমন করেন না, সেই দিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময় 'মা ভৈঃ' 'মা ভৈঃ' শব্দে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় আকাশে এক অতি গম্ভীর অলৌকিক দৈববাণী শ্রুত হইল—'হে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণ, তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমাদের মঙ্গল হউক। প্রাণিগণের পক্ষে আমার দর্শন সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। আমি দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার জানিতে পারিয়াছি। আমি তাহার শাস্তি বিধান করিব, তোমরা ধৈর্য্যের সহিত তৎকালাবধি অপেক্ষা কর। যখন কেহ দেবগণ, বেদ-সমূহ, গাভীগণ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ধর্ম্ম ও আমার বিদ্বেষ আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার শীঘ্র বিনষ্ট হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে সময় এই দৈত্য নিজ পুত্র নির্ব্বৈর প্রশান্ত ও মহাত্মা প্রহ্লাদের দ্রোহাচরণ করিবে, তখন ব্রহ্মার বরে বর্দ্ধিত হইলেও আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব। আমি সহিষ্ণু হইলেও ভক্তবিদ্বেষ সহ্য করি না।'

লোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকারে দৈববাণীর দ্বারা অভয় প্রদান করিলে স্বর্গবাসী দেবগণ বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন এবং অসুর নিহত হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

'কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥
মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ' সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥'

—(চৈ চঃ আদি ১।৩২,৩৩,৩৫-৩৭)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে কৃষ্ণের বিলাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে গুরুদ্বয় বলিতে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুগণকে বুঝিতে হইবে। মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ইঁহারা এক তত্ত্ব, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'তাঁহাদের' না বলিয়া 'তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন' এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীদাস রঘুনাথ এই ষড়্‌গোস্বামী তাঁহার শিক্ষাগুরুবর্গ। তিনি তাঁহাদের পাদপদ্মে কোটি প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুর লীলা ভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য।' অতএব শ্রীগৌরাভিন্ন সেবকবিগ্রহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদের সকলের গুরু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম দক্ষিণবঙ্গের একটী সমৃদ্ধ নগর এবং সমুদ্রগামী বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বন্দরে পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ বাণিজ্যের জন্য অর্ণব পোতযোগে গমনাগমন করিতেন। এই নগরের নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদার নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। [শ্রীকৃষ্ণপুর আদি সপ্তগ্রাম ষ্টেশন হইতে মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত] মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় উত্তর রাঢ়ীয় সৎকুলীন কায়স্থ ছিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ১২ লক্ষ টাকা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্য মজুমদার অপুত্রক ছিলেন। আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি বাসরে (শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতৃদ্বয় হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার প্রসিদ্ধ দাতা এবং ব্রাহ্মণগণের বিশেষ মর্য্যাদাপ্রদানকারী ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা সমাজে সদাচারী ও ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণকে তাঁহারা অর্থ, ভূমি ও প্রয়োজনমত গ্রামাদি প্রদান করিয়া পালন করিতেন। শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যেরও প্রচুর সেবা তাঁহারা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এই দুইজনকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরেরও তাঁহারা সেবা করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তাঁহারা পরিচিত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীহিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের গুরু-পুরোহিত ছিলেন। আচার্য্য শ্রীযদুনন্দন শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরও কৃপাপাত্র ছিলেন। বালক শ্রীল রঘুনাথ দাস তাঁহাদের কুলপুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। বিষ্ণুবৈষ্ণব-দ্বেষী পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া ঠাকুর হরিদাস বেনাপোলের আশ্রম হইতে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন ও তথায় ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সেই সময় বালক রঘুনাথের বলরাম আচার্য্য গৃহে ঠাকুর হরিদাসের দর্শন ও

কৃপা লাভের সুযোগ হইয়াছিল। হরিদাসের কৃপার ফলেই রঘুনাথের চিত্ত শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইল।

রঘুনাথ-দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন॥
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৬৮-৯)

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের (অন্ত্য ১ম অধ্যায়) বর্ণনানুসারে আমরা জানিতে পারি—শ্রীগৌরহরি কাটোয়ায় কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া কৃষ্ণবিরহে অরণ্যে প্রবেশের জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি পশ্চিমাভিমুখে নীলাচলের পথে যাত্রাকালে রাঢ় দেশে আসিয়া তথাকার প্রাকৃতিক শোভা ও গাভীগণকে দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ গতি পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি পূর্ব্বদিকে গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গঙ্গা-স্নান ও তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ফুলিয়া হইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিলেন। তথায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য-ভবনে মহানৃত্য-কীর্ত্তন উৎসব এবং বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনে (চৈঃ চঃ মধ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ) আমরা পাই—'শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রেমাবেশে বৃন্দাবনাভিমুখে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হইলেন, পথে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দ প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পথে বালকগণকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পরামর্শ ক্রমে গঙ্গাতীর পথ দেখাইয়া দিলেন। গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গাকে যমুনা মনে করিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন। ইতোমধ্যে তথায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে নৌকাযোগে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাক্যে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং আচার্য্যের অনুরোধ-ক্রমে নৌকাযোগে শান্তিপুরে তাঁহার গৃহে আসিয়া দশ দিন ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, আচার্য্য ও হরিদাসাদি ভক্তবৃন্দসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। শচীমাতা ও নদীয়ার স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ সকলেই তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দের আজ্ঞা লইয়া নীলাদ্রি যাত্রা করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ ব্যাকুলান্তঃ-করণে আচার্য্যভবনে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলেন। রঘুনাথের পিতা আচার্য্যের বহু সেবা করিতেন, তজ্জন্য পিতৃসম্বন্ধে রঘুনাথের প্রতি আচার্য্যের স্বাভাবিক স্নেহ ছিল। আচার্য্যের কৃপায় রঘুনাথ সাত দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন এবং তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণের সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীচৈতন্য-বিরহে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পাগলের ন্যায় হইলেন। রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের পর উহা আরও প্রবল হইল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন উৎকণ্ঠায় যতবার গৃহ হইতে নীলাচল যাইবার জন্য পলায়ন করিলেন, ততবারই তাঁহার পিতা তাঁহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনিলেন। পুত্রের উন্মত্ততা দেখিয়া পিতা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। পাঁচ জন প্রহরী দিবারাত্র তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত চারিজন সেবক ও দুইজন ব্রাহ্মণ নিত্য তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। নীলাচল যাইতে না পারায় রঘুনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশ হইয়া পুনঃ বৃন্দাবন যাইবার জন্য অভিলাষ করিলেন। রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুনঃ পুনঃ বাধা প্রদান করিলেও মহা-

প্রভুর দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া অবশেষে নিবৃত্ত হইলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মহাপ্রভুর যাওয়ার সর্ব্ব প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিজয়া-দশমী দিবসে নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন। চিত্রোৎপলা নদী পার হইয়া রামানন্দ, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্র-সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলে কটক হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শপথ দিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। তিনি উড়িষ্যার সীমানায় পৌঁছিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে পানি-হাটি (গঙ্গাতীরে খড়দহের নিকট) পর্য্যন্ত গেলেন, ক্রমশঃ রাঘব পণ্ডিতের বাটী, কুমারহট্ট (হালিসহর) হইয়া কুলিয়া গ্রামে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) পৌঁছিলেন। তথায় বহু অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন করিয়া রামকেলিতে রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। রামকেলি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা (তিন পাহাড় ষ্টেসন হইতে কতিপয় মাইল দূরে অবস্থিত) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া 'বহু লোক-সংঘট্টে বৃন্দাবনে গেলে সুখ হয় কি না হয়'—সনাতনের এই বাক্য চিন্তা করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং পুনরায় নীলাচলের পথে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শান্তিপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুনরাগমনের সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ দর্শন উৎকণ্ঠায় পিতৃ আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন এবং যাওয়ার সম্মতি না পাইলে তাঁহার জীবন থাকিবে না ইহাও বলিলেন। পুত্রের বাক্যে পিতা ভীত হইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন, সঙ্গে বহু লোক দ্রব্য পাঠাইয়া সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য বলিয়া দিলেন। শান্তিপুরে আসিয়া রঘুনাথ সাতদিন মহাপ্রভুর পদতলে অবস্থান করিলেন এবং রাত্রিদিন 'কি উপায়ে রক্ষকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন' এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রঘুনাথের মনোবাসনা বুঝিতে পারিয়া শিক্ষাচ্ছলে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৭-২৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে উপর্য্যুক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ মত বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে গৃহ-কার্য্য করিতে লাগিলেন। পুত্রের সংসার পরিত্যাগের চেষ্টা আর লক্ষিত না হওয়ায়, অধিকন্তু ব্যবহারিক-বিষয়ে তাহার অভিনিবেশ দেখিয়া পিতা মাতা সুখী হইলেন এবং তাঁহার উপর প্রহরীর বেষ্টনও কিছু শিথিল হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে নিজপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিমাত্রকেই ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'মর্কট বৈরাগ্য' সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য—"বাহ্য দর্শনে ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইয়া, বিরাগবিশিষ্ট পুরুষের সহিত 'সমান' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ 'লোক দেখান' বৈরাগ্যকেই 'মর্কটবৈরাগ্য' বলে। যে-বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহ-জাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু,' তাহাই 'শ্মশান-বৈরাগ্য' বা 'মর্কটবৈরাগ্য'। কৃষ্ণ-সেবা-কল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকার-

মাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না। "যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥"—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ ধৃত নারদীয় বচন। এই শ্লোকের 'স্ব নির্ব্বাহঃ' শব্দে শ্রীজীবপ্রভু স্বীয় 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় 'স্ব স্ব-ভক্তি-নির্ব্বাহঃ' বলিয়াছেন। পুনরায় (ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ পূর্ব বিঃ ১২৫ ও ১২৬ সংখ্যায়) 'ফল্গু-বৈরাগ্য'—'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥' অর্থাৎ 'শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥' 'যুক্তবৈরাগ্য'—'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥' অর্থাৎ 'আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ, সকলি মাধব॥"

নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রা দর্শনান্তে পুনঃ একাকী বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ নিশ্চয় করিলেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী ভৃত্য একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ভক্তগণের অজ্ঞাতসারে কটককে দক্ষিণে রাখিয়া নির্জ্জন ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে ব্যাঘ্র, হস্তী আদি হিংস্র প্রাণি-সমূহকে কৃষ্ণপ্রেম দানে উদ্ধার করিয়া বারাণসী-ধামে পৌঁছিলেন। ক্রমশঃ বারাণসী হইতে প্রয়াগপথে মথুরায় উপস্থিত হইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন। অতঃপর অক্রুর ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনমুখে সোরোঁ তে গঙ্গা স্নান করিলেন। তথা হইতে প্রয়াগে পৌঁছিয়া দশ দিন শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিরসতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। প্রয়াগ হইতে মহাপ্রভু কাশীতে আসিয়া চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে সনাতন গোস্বামীকে তত্ত্ব-কথা উপদেশ করেন। সনাতনকেও বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া তিনি পুনঃ ঝারিখণ্ড পথে বলভদ্রের সহিত পুরুষোত্তমধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মথুরা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

দেরাদুন নিবাসী ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র চৌবে জির পত্নী রচিত ভজনগীতি

(১)

জীবন সার

রাধে গোবিন্দ বোল মন, রাধে গোবিন্দ বোল।
জীবন কা য়্যাহী সার হ্যায়, রাধে গোবিন্দ বোল॥ ১॥
পুরাণোঁ মেঁ কথন য়্যাহী, বেদোঁ কা ইহ নিচোড়।
শ্রুতি শাস্ত্র য়্যাহী কহ্ রহে, রাধে গোবিন্দ বোল॥ ২॥
গীতা য়্যাহী শিখা রহী, সব জ্ঞান কর্ম্ম ছোড়।
লেকর শরণ শ্রীকৃষ্ণকী, রাধে গোবিন্দ বোল॥ ৩॥
কৈলাস পর জব নাচ্তে, দেবাধি মহাদেব।
ডমরু ভী য়্যাহী কহ্ রহা, রাধে গোবিন্দ বোল॥ ৪॥
নারদ মুনি ঝঙ্কারতে, বীণা কে তার তার।
স্বর মেঁ য়্যাহী নিনাদ হ্যায়, রাধে গোবিন্দ বোল॥ ৫॥
চারোঁ যুগোঁ মেঁ ঘির গয়া, দ্বন্দ্ব প্রতি দ্বন্দ্ব।
মেরে হী ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ সে, কাট্তে হ্যাঁয় ভব ফন্দ॥ ৬॥
আখির মে জীত হো গই, যুগো মেঁ কলিযুগ কী॥
স্মৃতি জিস্‌মে হো গই চৈতন্য দেব কী॥ ৭॥
সবকো য়্যাহী শিখা রহে, চৈতন্য গুণ-ধাম।
কলযুগ কা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হ্যায়, লে লো হরি কা নাম॥ ৮॥
কাট্ জায়েঁগে ভব ফন্দ সব, রাধে গোবিন্দ বোল।
জীবন কা য়্যাহী সার হ্যায়, রাধে গোবিন্দ বোল॥ ৯॥
কৃপা করি 'মাধব' নে, জীবন তার জুড় গয়ে।
হৃদয় তন্ত্রীয়োঁ কে দেখ সব, রাগ খুল গয়ে॥ ১০॥

(২)

নামকীর্ত্তন

হরি নাম জপো কৃষ্ণ নাম জপো
হরি নাম জপো মনুয়া সুখ সে।
সুখ্ মে ভী জপো, দুঃখ্ মে ভী জপো,
ঘর মে ভী জপো, বন্ মে ভী জপো,
তন্ সে ভী জপো, মন্ সে ভী জপো,
হরি নাম জপো মনুয়া সুখ সে ॥

কাজ কর্‌তে রহো, নাম জপ্‌তে রহো,
রাহ্ চল্‌তে চলো, নাম রট্‌তে রহো।
পূর্ণ কাম য়্যাহী, সুখ ধাম য়্যাহী,
হরি নাম জপো মনুয়া সুখ সে ॥
হরি নাম জপো, কৃষ্ণ নাম জপো
হরি নাম জপো, মনুয়া সুখ সে ॥

হরিদ্বারে শ্রীল আচার্য্যদেব

হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভযোগোপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ১৪ চৈত্র, ১৩৬৮, ২৮ মার্চ্চ, ১৯৬২ কলিকাতা হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করিয়া ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে হরিদ্বারে শুভ পদার্পণ করেন। ষ্টেসনে বহু সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি তিন সপ্তাহাধিককাল তথাকার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শিবিরে অবস্থান করিয়া বিপুলভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ প্রেমভক্তিবাণী প্রচার করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বহু মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ও পুণ্যার্থী ব্যক্তিগণ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া মঠ শিবিরে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রত্যহ প্রভাতে শ্রীমঠশিবির হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ব্রহ্মকুণ্ড ও হরিদ্বারের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। নৃত্য কীর্ত্তনরত শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অনুগমনে বহিরাগত যাত্রিবৃন্দও বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন।

বিগত ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল শ্রীসনাতনধর্ম্ম প্রতিনিধি সভার উদ্যোগে হরিদ্বারে এক বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীকরপাত্রীজী মহারাজ উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ উক্ত সভায় আহূত হইয়া দেড় শতাধিক এক দণ্ডী সন্ন্যাসী ও অগণিত নরনারীর উদ্দেশ্যে অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন—'দেহ ও মনোধর্ম্মাতীত আত্মধর্ম্মেরই অপর নাম 'সনাতন ধর্ম্ম'। বদ্ধ জীবকুলের সনাতন ধর্ম্ম পালনে শিথিলতার আশঙ্কায় করুণাময় শ্রীভগবান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতঃ শ্রেয়ার্থী জীবগণকে নিয়মিত করিয়াছেন মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জীবের গুণ ও কর্ম্মানুসারে ক্রমমার্গে আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় সাধারণতঃ উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু বর্ণ বা আশ্রম ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় স্বরূপতঃ উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বা জীবের নিত্য ধর্ম্ম বলা যায় না। সনাতন ধর্ম্ম বলিতে কেবল হিন্দু ধর্ম্মকে বুঝায় না, উহার ব্যপক আয়তনের মধ্যে চরাচর যাবতীয় জীব-নিচয, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, প্রস্তরাদিরও আশ্রয় আছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন, ইসাইধর্ম্ম ও ইসলাম্ ধর্ম্মের ভারত ভূমিতে সাময়িক প্রচার বা প্রসার নিজ নিজ বিচারবৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমূলে নহে, পরন্তু বদ্ধজীবের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সৌখ্য—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা প্রদানমূলে, যদ্দ্বারা তাহারা নিজ নিজ কলেবর কিছু বর্দ্ধন করিয়াছেন বা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু শ্রীসনাতন ধর্ম্ম বা বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম নিজ বিচারের উৎকর্ষতা বলেই

আবহমান কাল হইতে ভারতভূমিতে তথা সারা বিশ্বে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।'

২৫ চৈত্র, ৮ এপ্রিল রবিবার ধর্ম্ম-সঙ্ঘের আয়োজিত বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীজ্যোতির্পীঠাধীশ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ উক্ত সভায় আহূত হইয়া বলেন—'পরমত-সহিষ্ণুতাই সনাতন ধর্ম্মের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পরমত সহিষ্ণু না হইলে স্ব স্ব অধিকার ও নিষ্ঠানুযায়ী বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ীগণের একত্র মিলন সম্ভব হয় না। কি বদ্ধাবস্থায় কি মুক্তাবস্থায়, কি সিদ্ধাবস্থায় বিচার তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা যদি মিলনপ্রয়াসী হই, তবে তাহারই মধ্যে যে যোগসূত্র পরস্পরের বিচারের মূলে অন্তর্নিহিতরূপে সতত বিরাজিত আছে, তাহাই দর্শনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আত্মভূমিকায় যে মিলন, যে দৃষ্টি সম্ভব তাহা যদিও ভৌতিক পরিসীমায় একান্ত অসম্ভব, তথাপি আত্মদর্শীগণ পরমতসহিষ্ণু হইয়া যদি অপরাপর সকলকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করেন, তবে সময়ান্তরে জৈবজগৎ ভৌতিক বাদের সীমা অতিক্রম করতঃ আত্ম-প্রগতি লাভ করিতে পারেন। অদ্বয়জ্ঞানের ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি ও শ্রীভগবদনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সকলেই সনাতন ধর্ম্মেরই অনুশীলনকারী। শ্রীসনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণে তাঁহাদের একত্র মিলন একান্ত কাম্য।'

২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভারত সাধু সমাজের পক্ষ হইতে আর একটী উল্লেখযোগ্য ধর্ম্মসভা হয়। ভারত সাধু সমাজ কর্ত্তৃক উক্ত সভায় আহূত হইয়া পরম পূজ্য শ্রীল আচার্য্যদেব কেন্দ্রীয় সংযোজক মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, বিহারের গভর্ণর এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আমরা যাঁহারা ভারত সাধুসমাজের নামে ঐক্যবদ্ধ হইতে প্রয়াসী, তাঁহাদের প্রারম্ভিক দুই একটী কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধু কাহাকে বলে, সাধু সমাজ বলিতে কি বুঝায় এবং সাধু সমাজ ও ত্যাগী সমাজের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি না? একমাত্র অনাবৃত স্বরূপ, নিত্য প্রকাশমান্ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীহরির আরাধনায় রত ব্যক্তিগণই সাধু। যাঁহারা শ্রীহরির অস্তিত্বের আস্থা রাখেন না এবং বেদের অসমোর্দ্ধত্বে বিশ্বাসী নহেন, পরন্তু ভৌতিকবাদে আচ্ছন্ন, তাহাদের সমাজকে আমি সাধুসমাজ বলিতে পারি না। ত্যাগীর সমাজ কখনও সাধুসমাজ নহে। ত্যাগী হইলেই সাধু হয় না। সাধু গৃহস্থও নহেন, ত্যাগীও নহেন। সৎবস্তু বিষ্ণুতে প্রীতি না থাকিলে গৃহস্থ, ত্যাগী কেহই সাধু পদবাচ্য নন। অবশ্য সাধু যে কোন আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। কাজেই সাধুসমাজের নামে কেবল মামুলী কিছু ত্যাগের আদর্শই যেন প্রচার না হয়, পরন্তু চরাচরের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আরাধ্য সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরির অসমোর্দ্ধ মহিমা যাহাতে জগতে প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সাধুসমাজের কর্ত্তব্য হইবে। ইন্দ্রিয়দমন ও বৈরাগ্যাদির দ্বারা সাময়িক চিত্ত শুদ্ধি হইলেও শ্রীভগবদ্ গুণগান শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত চিত্ত-মালিন্য সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় না। শুদ্ধিতার ইহাই মৌলিক দিক।'

বিরহ-সংবাদ

বিগত ৩ চৈত্র, ১৩৬৮, ১৭ মার্চ্চ, ১৯৬২ শনিবার শ্রীব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী শুভবাসরে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীশিবহরি সরকার মহোদয় তাঁহার নিউ আলিপুরস্থিত বাসভবনে (৪৮, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড) শ্রীহরিনাম গ্রহণমুখে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। নির্য্যাণকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। শিবহরিবাবুর দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতির সেবায় যে ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। স্বধামগত পতির প্রীতিকামনায় তিনি কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

দেরাদুনে শ্রীল আচার্য্যদেব—বিগত ৯ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল রবিবার দেরাদুনবাসী নাগরিকগণের সাদর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে হরিদ্বার হইতে দেরাদুনে শুভবিজয় করেন। দেরাদুন ষ্টেশনে নাগরিকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ষ্টেশন হইতে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহযোগে তাঁহারা গন্তব্যস্থান গীতাভবনে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ৬ই মে পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন এবং ব্রহ্মচারিগণ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন। দেরাদুন টাউনহলে ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৮শে এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় তিনটী জনসভা হয়। দেরাদুন পৌরপ্রধান শ্রীরামস্বরূপজী, শ্রী কে, এস্, পাঠক, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিশিষ্ট নাগরিক স্বামী সন্তোষ-নন্দজী যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব 'জীবের ক্লেশ নিবারণের উপায়,' 'ভারতীয় সংস্কৃতি,' ও 'বিশ্ব শান্তির উপায়' সম্বন্ধে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত দেরাদুন বার-এসোসিয়েসন, বাঙ্গালী দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র হইতে আহূত হইয়া তিনি বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করেন। প্রত্যহ বহু ব্যক্তি গীতাভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসেন এবং তাঁহার শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের অমৃতস্রাবী বাণী শ্রবণে প্রভাবান্বিত হইয়া তৎদেশ-বাসী বহু ব্যক্তি শ্রীগৌরভজনে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত গৌড়ীয় মঠ, রিষড়াঃ—বিগত ২৭ বৈশাখ, ১০ মে বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার অন্তর্গত রিষড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজের পৌরোহিত্যে ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজের সহায়তায় হোম্, প্রস্থানত্রয়-পারায়ণ, মহাভিষেক ও সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে প্রকাশিত হন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহোৎসবে সমবেত কয়েক শত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজের সাদর আহ্বানে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারজ, শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঘনশ্যামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজগজ্জীবনদাস ব্রহ্মচারী উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে ২৫ শে বৈশাখ হইতে ২৭ শে বৈশাখ পর্য্যন্ত তিনটী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিপাদগণ বক্তৃতা করেন এবং শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। রিষড়া-নিবাসী খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীনিতাইগোপাল ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ২৬ শে বৈশাখ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগরঃ—নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগর সহরের পার্শ্ববর্ত্তী শক্তিনগরস্থ শ্রীনামযজ্ঞ সমিতির সভাপতি শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই মে মঙ্গলবার হইতে ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শক্তিমন্দিরে তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ পাঠে বহু শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হয়। শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে নরনারী নির্ব্বিশেষে শক্তিনগরস্থ অধিবাসি-গণের আগ্রহ প্রশংসনীয়।

সুদর্শন ও কুদর্শন

সত্যবস্তু নিত্য ও স্বপ্রকাশ। নিত্য সত্য বাস্তব বস্তু মানুষের মনের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধির কসরৎ হইতে জাত কোন পদার্থ নহে। যদি বাস্তব বস্তু সত্যই বাস্তব বস্তু হন, তাহা হইলে তিনি নিত্য বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে মন ও বুদ্ধির কারখানায় তৈরী করিতে হইবে না। এজন্য বাস্তব বস্তুর উপলব্ধি বা দর্শন লাভের জন্য ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের পরিভাষা 'philosophy' ও 'দর্শনশাস্ত্র' সম্পূর্ণ এক-তাৎপর্য্যপর নয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া প্রধানতঃ আরোহবাদ অবলম্বনে পরতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ অবরোহবাদ অবলম্বনে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তির দ্বারা শ্রীভগবদনুভবের রাস্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।' (কঠ ২।২৩)। পরতত্ত্ব নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন, তাঁহার কোন কারণ না থাকায় অন্য কোন বস্তু তাঁহার প্রকাশক নহে। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।'—(ঋগ্বেদ ১।২২।২০) সূরিগণ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ বিষ্ণুর কৃপালোকেই অধোক্ষজ বিষ্ণুপাদপদ্ম নিত্য দর্শন করিতেছেন।

বস্তব বাস্তু অদ্বয়জ্ঞান এবং তাঁহার তিন প্রকার প্রতীতি—ব্রহ্ম-প্রতীতি, পরমাত্ম-প্রতীতি ও শ্রীভগবৎ-প্রতীতি। 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'—(ভাঃ ১।২।১১)। শ্রীভগবৎ-প্রতীতির মধ্যে ব্রহ্ম-প্রতীতি ও পরমাত্ম-প্রতীতি ক্রোড়ীভূত। জীব-হৃদয়ে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইলেই সুদর্শন বা বস্তুর যথাযথরূপ দর্শন সম্ভব হয়। তত্ত্ব-বস্তুতে বেসর্ত্ত শরণাপত্তিই একমাত্র (যদ্দ্বারা স্ব-প্রকাশ বস্তুর অবাধ আবির্ভাব হয়) সুদর্শন লাভের উপায়। স্বপ্রকাশ বস্তুর অবাধ আবির্ভাবের বাধাসমূহই সুদর্শন লাভের অন্তরায়। শ্রীভগবানে বেসর্ত্ত আত্মসমর্পণ-রহিত কোণজ দর্শনসমূহ কুদর্শন অর্থাৎ বস্তুর সুষ্ঠু দর্শন নয়।

জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উপর তাহার সুদর্শন ও কুদর্শন বিচার নির্ভর করে। বৈষ্ণবদর্শনে জীবকে শ্রীভগবানের শক্ত্যংশ নিত্যদাস বলা হইয়াছে। জীব তৎবস্তু নয়, জীব তদীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি বলিয়াছেন। তটেতে যেমন জল ও স্থলের সংযোগ রহিয়াছে, তদ্রূপ জীবে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তির সংযোগ আছে। এজন্য জীবের অন্তরঙ্গাশক্তি আশ্রয়ে চিজ্জগতে প্রবেশের এবং বহিরঙ্গাশক্তি আশ্রয়ে জড়জগতে আগমনের—উভয়দিকে যাওয়ার যোগ্যতা আছে। জীব তটস্থ হইলেও চেতনরূপ হওয়ায় তত্ত্বতঃ বহিরঙ্গা প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জড়া প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ হইতেই জীবের ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত অভিমান ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অভিমান হইতেই পার্থিব গুণাবলীর প্রকাশ হয়, জাগতিক ধর্ম্ম ও নীতিপর ও জনকল্যাণকর কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাও মায়িক বা অজ্ঞানরাজ্যেরই ব্যাপারবিশেষ। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ধাম জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় সর্ব্বতোভাবে জীবের সেব্য। নিষ্কপট প্রপত্তি ও সেবকাভিমান ব্যতীত কখনও বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। কর্ত্তৃত্ববোধে শ্রীভগবদ্ধাম, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ বিগ্রহাদির দর্শন ও তাঁহাদের সহিত ব্যবহার বৈকুণ্ঠ দর্শন বা বৈকুণ্ঠানুভূতি নহে, উহা জড় দর্শন বা জড়সঙ্গ। আমি যাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি বা যাহাকে ভোগ করিতে পারি, তিনি নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা হীন। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব বা ভোগবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট সঙ্গ বা জড়সঙ্গই লাভ হইয়া থাকে। গুরু, বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে গেলে গুরুর মায়া, বৈষ্ণবের মায়া বা ভগবানের মায়ার সঙ্গ হইয়া থাকে, কারণ বৈকুণ্ঠ বস্তু কখনও আমাদের ভোক্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্বের অধীন হন না। হার্দ্দী দৈন্যভাবযুক্ত সেবাবৃত্তির দ্বারা বৈকুণ্ঠের কৃপায় বৈকুণ্ঠ বস্তুর সান্নিধ্য লাভ হইতে পারে অর্থাৎ সুদর্শন লাভ সম্ভব, নতুবা বাহ্যতঃ শ্রীভগবদ্ধাম, ভগবদ্ভক্ত ও গুরুর নিকটে অবস্থান করিয়াও কুদর্শন লাভ করতঃ সবই mal-adjusted দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হইবে।

—সম্পাদক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি. পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকানুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্., ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রী চৈতন্য বাণী

আষাঢ়—১৩৬৯

২য় বর্ষ] বামন, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [৫ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ-দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৬৯। ১২ বামন, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শনিবার; ৩০ জুন, ১৯৬২। | ৫ম সংখ্যা

ভাগবতব্যাখ্যাতা কে?

"অনাচারী বাক্যসার বক্তা (platform speaker) অথবা পেশাদার পুরোহিত (professional priest) গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবতপাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা

পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত-পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ-ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত-পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ! ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তিকারক কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পেশাদার গুরুব্রুবের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবত ব্যাখ্যাতা তাঁহার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা নিষ্কপট ভাগবত সেবায় নিয়োগ করেন, অথবা অন্য কার্য্য করেন।

পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্ত-রঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূর। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

পুণ্যকর্ম্ম ও পরোপকার

"পরলোক-নিষ্ঠ-বিধিক্রমে মানবের কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক ফলের বিচার করা যায়। এই সমাজে অবস্থিত হইয়া যিনি সৎকর্ম্ম করেন, তিনি মরণান্তে স্বর্গলাভ করিবেন, যিনি অসৎকর্ম্ম করেন, তিনি নরকভোগ করিবেন। সৎকর্ম্মের নাম পুণ্য, অসৎকর্ম্মের নাম পাপ। পুণ্যসঞ্চয়ের বিধিসকল এবং পাপনিবারণের নিয়মসকল একত্রিত হইলেই পরলোকনিষ্ঠ-বিধি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। যতপ্রকার সৎকর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমগত ধর্ম্ম কথিত হইতেছে, ইহাতে অনুষ্ঠাতাদিগের অধিকারভেদে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। ঐ শ্রদ্ধা প্রবৃত্তিপরা ও নিবৃত্তিপরা। কনিষ্ঠাধিকারিগণ প্রবৃত্তিপরা শ্রদ্ধা অবলম্বন করেন। মধ্যমাধিকারিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়পরা শ্রদ্ধা অবলম্বন করেন। উত্তমাধিকারিগণ কেবল নিবৃত্তিপরা শ্রদ্ধার দ্বারা কার্য্য করেন। যেখানে যেখানে বহুদেবতা পূজার বিধি আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মে কেবল ভগবৎপূজা সাত্ত্বিক জৈনদিগের জন্য বিধি। বৈষ্ণববর্ণীদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ ভোগের উদ্দেশ নাই। কেবল যাহাতে অপ্রাকৃতগতি লাভ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন। কর্ম্মের নাম জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম-সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে কর্ম্ম ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে। যে কর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে।

আমরা যথাগত পুণ্য ও পাপ সকলের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও বিচার করিব। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকরূপে বিভাগ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। কোন কোন ঋষি পাপপুণ্যকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকরূপে বিভাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহাদিগকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন। কেহ বা কায়িক, ঐন্দ্রিয়িক ও আন্তঃকরণিকরূপে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সকল বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। আমরা পুণ্য সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করি, যথা, স্বরূপগত-পুণ্য ও সম্বন্ধগত-পুণ্য। ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, মৈত্রী, আর্জ্জব ও প্রীতি ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে এইজন্য স্বরূপগত পুণ্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কার স্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া পুণ্য নাম প্রাপ্ত হয়, এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধ-গত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই। পাপ কখনই জীবের স্বরূপ-গত তত্ত্ব নয়, —বদ্ধাবস্থায় জীবকে আশ্রয় করে। স্বরূপগত-পুণ্যবিরোধিরূপ যে সকল পাপ, তাহাদিগকে স্বরূপ-বিরোধী পাপ বলা যায়। দ্বেষ, অন্যায়, মিথ্যা, চিত্তবিভ্রম, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, লাম্পট্য এই কয়েকটী স্বরূপ-বিরোধী পাপ। আর সমস্ত পাপ জীবের সাম্বন্ধিক পুণ্য-বিরোধী। আমরা নিতান্ত সংক্ষেপে পাপপুণ্যের বিচার করিব বলিয়া তাহাদিগকে স্বরূপ-সম্বন্ধ বিভাগপূর্ব্বক দেখাইলাম না। কেবল তাহাদের সংখ্যা করিয়া অল্প বিচার লিখিলাম। যে সঙ্কেত দেওয়া গেল, যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া পাঠক মহাশয় অনায়াসে উপযুক্ত বিভাগ করিয়া লইবেন।

প্রধান প্রধান পুণ্যকর্ম্ম দশবিধ যথা :—

১। পরোপকার। ২। গুরুজনসেবা। ৩। দান। ৪। আতিথ্য। ৫। পাবিত্র্য। ৬। মহোৎসব। ৭। ব্রত। ৮। পশুপালন। ৯। জগদ্বৃদ্ধি। ১০। ন্যায়াচরণ।

পরোপকার দুই প্রকার যথা :—

১। পরের কষ্টনিবারণ। ২। পরের উন্নতিসাধন।

আত্মীয় ও পর বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বলোকের উপকার করিতে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইবে। জগতে যতপ্রকার কষ্ট আছে, সেই সমুদয় কষ্ট যেমত নিজের

হয়, তদ্রূপ অপরেরও হইয়া থাকে। নিজের যখন কষ্ট হয়, তখন মনে হয় যে, পরে যত্ন করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করুক। অতএব নিজের ন্যায় পরের কষ্ট নিবৃত্তির যত্ন পাওয়া উচিত। স্বার্থপরতা যদিও তৎকার্য্যে ব্যাঘাত করে, তথাপি তাহাকে যতদূর পারা যায়, স্থগিত করিয়া পরের কষ্ট নিবারণে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। পরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার কষ্ট নিবৃত্তি করিতে যত্ন করিবে। (১) পীড়া, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরিক কষ্ট। (২) দুশ্চিন্তা, হিংসা, শোক ও ভয় প্রভৃতি মানসিক কষ্ট। (৩) সংসার পালনে অক্ষমতা, কন্যাপুত্রের বিদ্যাভ্যাস ও বিবাহ দিতে না পারা। মৃত ব্যক্তির সৎকার জন্য অর্থ ও লোকাভাব এই সকল সামাজিক কষ্ট। (৪) সংশয়, নাস্তিকতা ও পাপস্পৃহা এই সকল আধ্যাত্মিক কষ্ট। যেমত পরের কষ্টনিবারণের যত্ন করা উচিত, তদ্রূপ পরের উন্নতি সাধনেও যত্ন করিবে। যথাসাধ্য অর্থ দ্বারা, দৈহিক সাহায্য দ্বারা, উপদেশ দ্বারা এবং অপর আত্মীয়ের সাহায্য দ্বারা অপরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য।

গুরুজনসেবা তিনপ্রকার যথা :—

১। মাতা-পিতার পালন ও সেবা।

২। উপদেষ্টাদিগের পালন ও সেবা।

৩। সর্ব্ব গুরুজনসম্মাননা ও সেবা।

মাতা পিতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা করা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। নিরাশ্রিত, অক্ষম ও শৈশবকালে যাঁহারা প্রাণপণে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা করিতে নিজে সমর্থ হইলে সর্ব্বতোভাবে তাহা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বালককাল হইতে যাঁহারা বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে পালন ও সেবা করা উচিত। যাঁহারা পরমার্থ, মন্ত্র ও জ্ঞান উপদেশ করেন, তাঁহারা সমস্ত উপদেষ্টা অপেক্ষা অধিক বরণীয় ও সেব্য। সম্পর্কে যাঁহারা বড় এবং বয়সে ও জ্ঞানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও গুরুজন, তাঁহাদিগকে সম্মাননা ও আবশ্যকমতে সেবা করিবে। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে এরূপ নয়, কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারদ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।

অর্থ ও দ্রব্য যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান। যাহা অপাত্রে দেওয়া যায়, তাহা নিরর্থক অপব্যয়িত হয়। তাহা পাপমধ্যে পরিগণিত।

দান দ্বাদশ প্রকার যথা :—

১। কূপ-তড়াগাদি দ্বারা জলদান। ২। উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণদ্বারা ছায়া ও বায়ুদান। ৩। উপযুক্ত-স্থলে প্রদীপদান। ৪। ঔষধদান। ৫। বিদ্যাদান। ৬। অন্নদান। ৭। পন্থাদান। ৮। ঘাটদান। ৯। গৃহদান। ১০। দ্রব্যদান। ১১। সুখাদ্যের অগ্রভাগ দান। ১২। কন্যাদান।

পিপাসু ব্যক্তিকে জলদান উচিত। পিপাসু ব্যক্তি গৃহাগত হইলে, সুশীতল জল দান করিবে। সাধারণের জলপান জন্য কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দেওয়া পুণ্যকার্য্য। উপযুক্ত স্থান দেখিয়া ঐসকল ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া করিবে। যে স্থানে জল বিশেষ আবশ্যক, সেই স্থলে কূপাদি খনন করাইবে। তীর্থাদিস্থলে অনেক লোকের জলের প্রয়োজন, সেখানে উপযুক্ত নদ্যাদি না থাকিলে, কূপাদি খনন করা কর্ত্তব্য। পন্থার উভয় ভাগে, নদীতীরে, বিশ্রামস্থলে অশ্বত্থাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিবে। স্বগৃহে ও পবিত্রস্থানে তুলস্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিবে। তাহাতে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকার আছে। ঘাটে, পথে ও সঙ্কটস্থলে পথিকগণের উপকারার্থে প্রদীপ দান করিবে। বায়ুদ্বারা নির্ব্বাপিত না হয়, এরূপ কাচাবরণ মধ্যে উক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। যে সময় চন্দ্র না থাকে বা মেঘ হয়, সেই সময় রাত্রিতে আলোক দেওয়ার বিধি। যিনি যত আলোক দিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত পুণ্যসঞ্চয়

করিবেন। আকাশ-প্রদীপ দেওয়া কেবল কার্ত্তিক মাসেই বিধি এরূপ নয়। কার্ত্তিক হইতে দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। আকাশ-প্রদীপ অধিক উচ্চ হইলে, শোভা বই অন্য উপকার হয় না। ঔষধ দান দুই প্রকার, অর্থাৎ রোগীদিগকে তাহাদের বাটীতে গিয়া বা তাহাদিগকে বাটীতে আনিয়া ঔষধ দান এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় ঔষধ দান। যাঁহার যাহা অকৃত্রিমরূপে সাধ্য, তিনি তাহাই করিবেন। কোন ছাত্রকে বাটীতে নিজের ব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা সাধারণের বিদ্যালয়ে তাহাকে ব্যয় দিয়া রাখা যাইতে পারে। বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যা দান করা একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্নদান দুই প্রকার—নিজ বাটীতে অন্নদান এবং সত্রে সাধারণকে অন্নদান। অগম্য স্থলে বা কষ্টগম্য স্থলে পন্থা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে পন্থাদান বলে। প্রস্তরময় বা ইষ্টকময় পন্থা যেরূপ স্থায়ী, তদ্রূপ অধিক পুণ্যজনক। নদীতে বা পুষ্করিণীতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে ঘাটদান বলে। ঘাটের উপর বিশ্রাম স্থান, উদ্যান, চাঁদনি ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে অধিক পুণ্য হয়। যাহারা অর্থাভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গৃহ দান করা পুণ্যজনক কর্ম্ম। আবশ্যকমত কোন দ্রব্য বা অর্থ যোগ্যপাত্রকে দিলে দ্রব্যদান হয়। সুখাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে দান করিয়া নিজে গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত স্ববর্ণ পাত্রকে সালঙ্কারা কন্যা দান করার নাম কন্যাদান।"

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতাংশের পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মাহারাজ]

৮।১১।৬১—আমরা বোম্বাই হইতে সকাল প্রায় ৯টায় ব্রোচ ষ্টেসনে পৌঁছাই। ইংরাজী অক্ষরে Broach কিন্তু দেবনাগরী ভাষায় ভরোচ লিখিত। ইহাকে 'ভৃগু কচ্ছ' বা ভৃগুক্ষেত্র বলে। মহর্ষি শ্রীভৃগুর এখানে আশ্রম ছিল। মহারাজ বলি এখানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভরোচ সহরটি তিন মাইলের অধিক দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত। এখানে পরম পবিত্র নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা হইতেছেন। ইঁহার তীরে তীরে ৫৫টি তীর্থ আছেন। আমরা পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সকাল প্রায় ৯॥ ঘটিকায় প্রথমে শ্রীভৃগু-ঋষির আশ্রমে যাই। তথায় শ্রীঅনন্তনাগসহ শ্রীজ্বালেশ্বর (জলেশ্বর?) মহাদেব ও শ্রীভৃগ্বীশ্বর মহাদেব দর্শন করি। এতদ্ব্যতীত শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি, গণপতি, পার্ব্বতী, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীলক্ষ্মীজী (উভয়েই চতুর্ভুজ), শ্রীহনুমানজী, শ্রীভৃগুপিতা ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখ ও চতুর্ভুজ), দশাবতার, দত্তাত্রেয় (ষড়্ভুজ), শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, ঋদ্ধিসিদ্ধিসহ
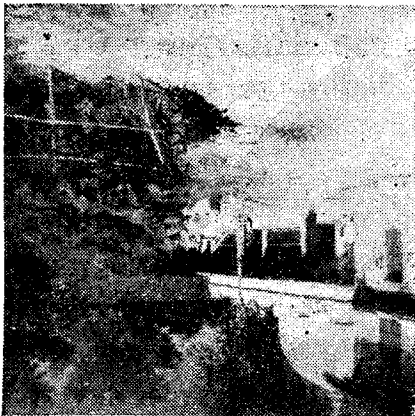
শ্রীভৃগুমুনির আশ্রম

শ্রীগণেশ, মহর্ষি ভৃগু এবং চারি শিবলিঙ্গরূপী চারিবেদ প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন করি। একটি মন্দিরের দেওয়ালে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ও অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই বেদবাক্যচতুষ্টয় লিখিত আছে। আমরা এস্থান হইতে বলিযজ্ঞস্থল দশাশ্বমেধ ঘাটে যাই।

দশাশ্বমেধ ঘাট বলিয়া যে স্থানটি বর্ত্তমানে প্রদর্শিত হয়, বর্ষাকালে এস্থানে নদীর জল উঠিলেও এক্ষণে স্নানের ঘাট অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। যাহা হউক জলটি বেশ স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ। স্নানে সকলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তিলকাহ্নিক পূজাপাঠাদি সমাপন করিয়া আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটোপরিস্থ শ্রীনর্ম্মদা দেবীর মন্দিরে যাই এবং শ্রীনর্ম্মদাদেবীমূর্ত্তি দর্শন করি। মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজা। তন্নিম্নে গুহামধ্যে শ্রীদত্তাত্রেয় মূর্ত্তি (ত্রিমুখ, ষড়্ভুজ) দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তি ও মন্দিরগুলি পরবর্ত্তি সময়ের হইলেও শ্রীল স্বামীজী মহারাজ আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত শ্রীবলিবামন-সংবাদ সংক্ষেপে বর্ণনপূর্ব্বক ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ বামনদেবের শ্রীবলি মহারাজ সমীপে ত্রিপাদভূমিদানগ্রহণচ্ছলে ভক্তরাজ বলি প্রতি পরমানুগ্রহ স্মরণ করাইয়া যাত্রিগণের হৃদয়ে এই ভৃগুকচ্ছের অপূর্ব্ব মহিমা জাগাইয়া দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে শ্রীল মহারাজ উক্ত বলিবামনসংবাদ বিবিধ শিক্ষাসার সম্বলিত করিয়া বিস্তারিতভাবে কীর্ত্তন করেন। বহির্জ্জগতের বিচারে শ্রীভগবান্ উপেন্দ্র বলিকে ছলনা করতঃ তাঁহার স্বর্গের রাজ্যৈশ্বর্য্য—সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া—পথের ফকির করিয়া অবশেষে অবরলোক সুতলে পর্য্যন্ত স্থান দিয়া নিষ্ঠুরতার চরম আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রকে যাবতীয় স্বর্গসম্পৎসমৃদ্ধ করিয়া কৃপালুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন অথবা পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থপরত্বের জলন্ত আদর্শ স্থাপন করিলেন বলিয়া প্রতীত হইলেও সর্ব্বস্বার্থসমর্পিতাত্মা ভক্তরাজ বলির প্রতিই শ্রীভগবানের প্রকৃত অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশ হইতে এতদূরে এত অর্থব্যয় ও এত পথকষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থে আসিবার প্রকৃত সার্থকতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করত পরম আনন্দ লাভ করিলেন—আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সাধুমুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণীর মাধ্যম ব্যতীত শ্রীধাম বা শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব অনুভূতিমূলে তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধির বিষয় হয় না, ভগবদ্ভজনের স্পৃহা হৃদয়ে জাগরূক হয় না, কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলে দেশ ভ্রমণ হয়—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া নয়ন মনের তাৎকালিক তৃপ্তি মাত্র বিহিত হয়, শুদ্ধ ভক্ত্যুদয় ব্যতীত আত্মার প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ হয় না। হরি কথার পূর্ব্বে ও পরে ভক্তবৃন্দ সুললিত স্বরে ভক্ত্যুদ্দীপক গীতাদি কীর্ত্তন করেন।

ভরোচ ষ্টেসনেই দুই বেলা ভোগরাগ ও প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়। রাত্রি ১০টায় আমরা ডাকোর যাত্রা করি।

ভরোচে ভৃগুক্ষেত্র দর্শনে যাইবার সময় শ্রীমুকুন্দ লাল শেলেট (Shelet) নামক জনৈক ভদ্রলোক আমাদিগকে রাস্তাঘাট দর্শন করাইয়া প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

৯।১১।৬১—ভরোচ হইতে অদ্য ভোরে আমরা ডাকোর ষ্টেসনে পৌঁছাই। এই স্থানে সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ও তাঁহার পার্টির সহিত আমাদের মিলন হয়। ইঁহারাও Tourist Coach লইয়া ভারত ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ ও তদানুগত্যে আমরা সকলে তাঁহাদের গাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ কেশব মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে বন্দনা করিয়া আসি। শ্রীপাদ কেশব মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দও আমাদের গাড়ীতে আসিয়া ভক্তগোষ্ঠী সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া যান। অদ্য শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব। ডাকোর ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে উভয় পার্টিরই পৃথক পৃথক ভাবে পূজা ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ কেশব মহারাজের পার্টি সকাল সকাল কার্য্য সমাধা করিয়া আমাদের পূর্ব্বেই রওনা হইয়া যান।

আমরা পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ প্রথমে গোমতী গঙ্গায় স্নান করি। ইহা একটি বৃহৎ সরোবর। এখানে স্নানাহ্নিকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক আমরা সরসী তটস্থ শ্রীডংক মহাদেব, শ্রীরণছোড়

রায়জীর পাদপীঠ, তৌলদণ্ড ইত্যাদি দর্শন করিয়া শ্রীরণছোড় রায়জীর মন্দিরে গমন করি। শ্রীরণছোড় রায়জিউ

শ্রীরণছোড়রায়জীর মন্দির

অপূর্ব্ব দর্শন, তাঁহার শৃঙ্গারও অতীব চিত্তাকর্ষক। শ্রীল স্বামীজী শ্রীরণছোড় রায়জীর সমক্ষে অনেকক্ষণ যাবৎ প্রেমভরে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ষ্টেসন হইতে সংকীর্ত্তন করিয়া আসিবার সময় আমরা কিছুক্ষণ ক্ষীণকণ্ঠে পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করি, পরে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী মহোদয় 'প্রাণ মাতান' উদাত্ত স্বরে মহামন্ত্র ও 'শ্রীরাধে গোবিন্দ' পদ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তাঁহার কীর্ত্তনটি তৎকালে বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর ভক্তবৎসল শ্রীরণছোড় রায়জীর সম্মুখে শ্রীল স্বামীজী অপূর্ব্ব ভাবাবেশে যে নৃত্য কীর্ত্তন করেন, তাহা দর্শনে ও শ্রবণে ভক্তবৃন্দ কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বহু দর্শনার্থী বিদেশী (গুর্জ্জর দেশীয়) যাত্রী স্বামীজীর সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। এক সম্ভ্রান্তা বৃদ্ধা মহিলা (গুজরাটী) এমন সুন্দর তালে তালে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন যে, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়িলাম। বহু গুজরাটী যাত্রী মহারাজকে পুষ্প মাল্য বিভূষিত করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রণামী দিতে লাগিলেন। শ্রীরণছোড় রায় জী দ্বারকাধীশ, দ্বারকায় থাকিতেন। পরে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্ত-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই ডাকোরে আসিয়াছিলেন। তাই ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ মাধব মহারাজের হৃদয় আজ ভগবদ্দর্শনে আপনা হইতেই প্রেমোদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর স্বামীজী মহারাজের সহিত ভাবাবেশে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার সেবা দর্শনান্তে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন করিতে থাকেন। আমি শ্রীরণছোড় রায়জীর সভামণ্ডপে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক (মানস) পূজা ও পাঠাদি সম্পাদন করিয়া আসি।

ডাকোর ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে আমাদের পূজার স্থানটি বেশ মনোরম হইয়াছিল। গোময়ের স্তূপ করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে ষোড়শোপচারে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা করা হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীগিরিধারী জিউ ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা পূর্ব্বাহ্নেই করা হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাদিগকে ভোগমণ্ডপে আনিয়া তৎসমক্ষে ভোগ সজ্জিত করা হয়। শ্রীভগবদিচ্ছায় ভক্তবৃন্দের প্রাণময়ী সেবাচেষ্টায় শতাধিক উপকরণ হইয়াছিল। দধিদুগ্ধমিষ্টান্নাদিও প্রচুর সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ শ্রীরূপ-রঘুনাথপ্রোক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-স্তোত্রাদি স্তবমালা ও স্তবাবলী হইতে পাঠ করেন। আমাকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক একটি স্তব পাঠ করিতে দেন। স্তব পাঠান্তে আমাকে শ্রীভাগবত ১০।২৪ অঃ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা প্রসঙ্গ পাঠ করিতে বলেন। পাঠান্তে পুনরায় কীর্ত্তন হইতে থাকে। ইত্যবসরে আমি শ্রীল স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীগিরিধারী জিউকে ভোগ নিবেদন ও ভোগারতি সম্পাদন করি। অতঃপর ভক্তবৃন্দ মহা জয় জয় ধ্বনি সহকারে পরমানন্দে প্রসাদ সম্মান করেন। আমিও প্রসাদ পাইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবার পথে রেল লাইনের তার বাধিয়া পড়িয়া গিয়া পায়ের হাঁটুতে খুবই ব্যথা পাই, কিন্তু শ্রীভগবানের অশেষ অনুগ্রহে হাড় ভাঙ্গে নাই। এই দিবস সকালে শ্রীপ্রাণেশ ব্রহ্মচারীও পড়িয়া গিয়া একটু ব্যথা পাইয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা ডাকোর হইতে সন্ধ্যা ৭-৫০ মিঃ এ আনন্দ ষ্টেসন হইয়া আমেদাবাদ যাত্রা করি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাঁহার পার্টি সহ বেলা ২

টায় ডাকোর হইতে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করেন। শুনিলাম, তাঁহারা গত ৩রা অক্টোবর ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

১০-১১-৬১—ডাকোর ষ্টেসন হইতে রওনা হইয়া আমরা অদ্য ভোর পৌণে ৫টায় আমেদাবাদ ষ্টেসনে পৌঁছাই। এখানে ব্রডগজের গাড়ী বদল করিয়া আমাদিগকে মিটার গজের গাড়ীতে উঠিতে হয়। রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ এ আমরা ভেরাবল বা প্রভাস তীর্থে যাত্রা করি।

১১-১১-৬১—অদ্য বেলা ১২ টায় আমরা ভেরাবল পৌঁছাই এবং ষ্টেসনেই অবস্থান করি। ষ্টেসনটী সমুদ্রের খুব নিকটেই অবস্থিত। অদ্য আর কোথাও দর্শনে যাওয়া হয় নাই।

১২-১১-৬১—অদ্য ভেরাবল ষ্টেসন হইতে সকাল প্রায় ৭॥ টায় আমরা সংকীর্ত্তনমুখে প্রভাস তীর্থে যাত্রা করি। প্রভাস ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী। কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ বা টাঙ্গা যোগে গমন করেন। এখানকার টাঙ্গাওয়ালারা মুসলমান, ব্যবহার ভাল নহে। আমরা প্রভাসে উপস্থিত হইয়া শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে প্রথমে একটি শ্রীকৃষ্ণমন্দির সমক্ষে উপবেশন করি। শ্রীল স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ কএকটিবিপ্রলম্ভরসোদ্দীপিকা গীতি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল স্বামীজী বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান লীলা কথা বর্ণন করেন। এস্থানে আসিলে অতি পাষাণ প্রাণও দ্রবীভূত না হইয়া পারে না। ইহা শ্রীভাগবত-ভারত প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বহু ঐতিহ্য এই স্থানের সহিত বিজড়িত। স্বামীজীর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে করিতে সকলেই অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। স্বামীজী কহিতে লাগিলেন—যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ। চিত্ত যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ত সাধন ভজন সবই বৃথা হইয়া যায়। চিত্তটি কৃষ্ণপাদপদ্মে লগ্ন করাইবার জন্যই আমাদের এই তীর্থাদি ভ্রমণ, তাহা না হইলে ভ্রমণ কেবল পরিশ্রম ও অর্থাদি ব্যয়মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ যে মুহূর্ত্তে এই ধরাধাম ত্যাগ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই কলির প্রবেশ হইল, তাহার অর্থ এই যে, যে মুহূর্ত্তে জীব কৃষ্ণ-চিন্তা বিরহিত হন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয় কামাদি কলিকলুষে কলুষিত হইয়া পড়ে। নতুবা কৃষ্ণই পরমাত্মস্বরূপে সকল জীবের প্রাণের প্রাণ, তিনি ব্যতীত কাহারও প্রাণ ধারণ সম্ভব হইতে পারে না। ভৌমলীলা-সঙ্গোপনই তাঁহার অন্তর্দ্ধানলীলা। তথাপি "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর (বা কৃষ্ণ) রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ (কিন্তু) অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" ভক্তই বস্তুতঃ নিত্য ভাগ্যবান্, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম, সেখানে কৃষ্ণলীলার ক্ষণমাত্রও বিরাম নাই। নিত্যনবনবায়মানভাবে তথায় কৃষ্ণের অনন্তলীলাবৈচিত্র্য স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। মাদৃশ ভাগ্যহীন ভক্তিহীন জনই আজ কৃষ্ণহারা হইয়া অনন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন। শ্রীল স্বামীজী কৃষ্ণবিরহবিহ্বল হইয়া দৈন্যভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাবাবেশে এই সকল কথা বলিতে থাকিলে ভক্তগণ তৎকালে প্রায় সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুনরায় কীর্ত্তন হইল। অতঃপর শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে আমরা হিরণ্য, কপিলা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণীর সমুদ্রসঙ্গমস্থান মহাতীর্থ শ্রীপ্রভাসে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর জয়গান পুরঃসর স্নান সম্পাদন করি। স্নানান্তে তিলকাহ্নিকাদি সমাপন পূর্ব্বক আমরা শ্রীকৃষ্ণের দেহোৎসর্গস্থান দর্শনে গমন করি। এখানে একটি নবনির্ম্মিত স্তম্ভে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে—"ইহাঁ শ্রীকৃষ্ণনে ভৌতিক শরীরকা ত্যাগ কিয়া।" এই কথা কএকটি পড়িয়া স্বামীজী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। আমাদেরও হৃদয় অত্যন্ত বেদনাবিহ্বল হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের কোন 'ভৌতিক শরীর' থাকিতে পারে না। যে অপ্রাকৃত কলেবর প্রকট করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—সর্ব্বকারণকারণ—সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার জন্মাদি ভৌমলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, আবার সেই অপ্রাকৃত

কলেবর লইয়াই তিনি তাঁহার ভৌমলীলা সঙ্গোপন পূর্ব্বক নিত্য ব্রজধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য আত্মবঞ্চিত মায়ামোহমুগ্ধ অজ্ঞ জীবই তাঁহার প্রাকৃত জীববৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং,' "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইত্যাদি গীতি কীর্ত্তনমুখে তাঁহার যে তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, মায়ামোহমুগ্ধ 'মূঢ়' জীব তাহা ধারণা করিতে না পারায় তাঁহাকে জরা-বাণ-বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিতে দেখে। বস্তুতঃ জরাব্যাধের বাণ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কলেবর স্পর্শ করিতে পারে নাই। বহির্ম্মুখ লোক বঞ্চনার্থ ই কৃষ্ণের ঐরূপ একটী মায়াময়ী লীলা প্রকটিতা।

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য" (ভাঃ ১১।৩১।১১) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"হে রাজন্! ঐন্দ্রজালিক নটপুরুষ যেরূপ স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে বিবিধ জন্ম-মরণাদি লীলার অভিনয় করে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদিকুলে জীববৎ জনন মরণ চেষ্টাও তাদৃশ মায়ানুকরণ মাত্র জানিবে।" জীবগণের শুক্রশোণিত-বিকৃত দেহের জন্ম-মরণ দুঃখময়, পরন্তু শ্রীভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব তিরোভাব চিৎসুখময়। 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং' উক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্ম এবং কর্ম্ম বা লীলাবিলাসের অপ্রাকৃতত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আবার "কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে" (ভাঃ ৩।২।৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিতেছেন—"অত্র জ্যোতিশ্চক্রে স্থিতস্যৈব দ্যুমণেরশ্বরথসারথ্যাদি-পরিকরবিশিষ্টস্য যস্মিন্ বর্ষে অস্তময়ো দৃশ্যতে তদন্যেষু বর্ষেষু তদৈবোদয়-পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুরা-দ্বারকাস্থস্য সপরিকরস্য তত্তল্লীলামৃতমজ্জিত-জগজ্জনস্যৈব কৃষ্ণস্য যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডেঽন্তর্দ্ধানং দৃশ্যতে তদৈবান্যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়োৎসবাদ্যালীলা দৃশ্যন্তে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যস্যোদয়পূর্ব্বাহ্নাদ্যাঃ প্রতীয় মানত্বাদ-বাস্তবাঃ। কৃষ্ণস্য তু জন্মাদ্যাস্তত্র তত্র নিত্যত্বাদ্বা-স্তবা এবেতি বিশেষঃ সর্ব্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বং প্রথম-স্কন্ধে দর্শিতং, দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণকং দর্শয়িষ্যতে চ। যথা সূর্য্যাস্তময়সম্বন্ধিনি বর্ষে অন্ধকারেণ গ্রস্যমানে কমলানি ম্লায়ন্তি চক্রবাকা বিলপন্তি চৌরদস্যু-রাক্ষস-প্রেতাদ্যা হৃষ্যন্তি তথৈব শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানসম্বন্ধিনি ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখাজগর-গ্রস্তে সাধবো ম্লায়ন্তি কৃষ্ণানুরাগিণো বিলপন্তি ধর্ম্মসেতবো ভিদ্যন্তে অধার্ম্মিকা ভগবদ্বহির্ম্মুখা হৃষ্যন্তীত্যুদ্ধবেন গীর্ণৈদ্ধি-ত্যাদিনা সূচিতম্।"

অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রস্থিত অশ্ব-রথ-সারথ্যাদি পরিকর-বিশিষ্ট সূর্য্যকে এক বর্ষে যৎকালে অস্তমিত দেখা যায়, তদ্‌ভিন্ন অন্য বর্ষে তৎকালে যেমন তাহার উদয়-পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদি অবস্থা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গোকুল-মথুরা দ্বারকাস্থ সপরিকর কৃষ্ণের তত্তল্লীলামৃতমজ্জিত জগজ্জনগণ যে ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধানলীলা দর্শন করেন, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তৎকালে তাঁহার জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদিপরিণয়োৎ-সবাদিলীলা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈশিষ্ট্য এই যে, জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যের উদয় পূর্ব্বাহ্নাদি অবস্থা প্রতীত হইলেও তাহা অবাস্তব, কেননা সূর্য্যের উদয়াদি অবস্থা ত চক্রবালের স্থানবিশেষে অবস্থিত লোক-প্রতীতি মাত্র, সূর্য্য যেমন তেমনই আছেন। কিন্তু কৃষ্ণের জন্মাদিলীলা তাদৃশ নহে, নিত্যত্ব হেতু তাহা বাস্তব। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের সমস্ত লীলার নিত্যত্ব প্রথমস্কন্ধে দর্শিত হইয়াছে, দশমস্কন্ধেও তাহা পুনরায় প্রমাণসহ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যা-স্তময়সম্বন্ধি অন্ধকারগ্রস্ত বর্ষে কমলিনীনায়ক সূর্য্যের অদর্শনে কমলসকল ম্লান হইয়া যায়, চক্রবাকগণ বিলাপ করে, পরন্তু চৌরদস্যু-রাক্ষস-প্রেতাত্মাদির হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানসম্বন্ধি দুঃখরূপ অজগর-গ্রস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সাধুসকল দুঃখে ম্লান হইয়া পড়েন, কৃষ্ণানু-রাগিগণ বিলাপ করিতে থাকেন, ধর্ম্মসেতুসকল ভিন্ন হয়, কিন্তু অধার্ম্মিক ভগবদ্‌বহির্ম্মুখগণ আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ইহাই 'কৃষ্ণ সূর্য্য অস্তমিত হওয়ায় আমাদের গৃহসকল কালরূপ মহাসর্পদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে' এই শ্রীউদ্ধবোক্তি-দ্বারা সূচিত হইয়াছে।"

"যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ। তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত॥" (ভাঃ ১।১৫।৩৬) এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, —"যাঁহার পবিত্র যশোগীতি শ্রবণ করা বিধেয়, সেই ভগবান্ মুকুন্দদেব যেদিন এই পৃথিবীকে স্বশরীরে পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিনেই অবিবেকি-জনসমূহের অমঙ্গলকারণ কলি প্রবেশ করিল।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—"তনু-ত্যাগস্যাবাস্তবত্বং স্পষ্টয়ন্নাহ যদা স্বতন্বা জহৌ স্বতনোরেব বৈকুণ্ঠারোহাদিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। ত্যাগোঽত্র স্বতনু-করণক এব নতু স্বতন্বা সহ মহীং জহাবিতি কুব্যাখ্যায়া অবকাশঃ, উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সীতি ন্যায়াৎ 'প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়া-ন্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্॥' (ভাঃ ৩।২।১১) ইত্যত্রাপি লোকলোচনরূপং স্ববিম্বং নিজ মূর্ত্তিং প্রদর্শ্য পুনরাদায়ৈব চ অন্তরধাৎ ন তু ত্যক্তে্তি সন্দর্ভশ্চ।" অর্থাৎ তনুত্যাগের অবাস্তবত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—যৎকালে নিজকলেবরদ্বারা এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। স্বতনুরই বৈকুণ্ঠারোহণ, ইহাই শ্রীস্বামি-পাদোক্তি। ত্যাগটি স্বতনুকরণক অর্থাৎ স্বতনুদ্বারা, স্বতনুর সহিত এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ কুব্যাখ্যার কোন অবকাশ নাই। উপপদবিভক্তি হইতে কারক বিভক্তিই বলীয়সী—এই ন্যায়ানুসারে "সেই ভগবান্ তপস্যাহীনতাবশতঃ অপরিতৃপ্তলোচন মনুষ্যগণকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ (অর্থাৎ পরম সুন্দর) সেই মূর্ত্তি তাঁহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া—লোকলোচন আচ্ছাদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন" এই শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—লোক-লোচনস্বরূপ স্ববিম্ব অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় লোকচক্ষু আচ্ছাদন করত সেই মূর্ত্তি আদায় অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া বা লইয়াই অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইবার কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, ইহাই সন্দর্ভ।

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং", 'যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত' (ভাঃ ৩।২। ১২-১৩) ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত শ্রীভগবানের স্বীয় স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি যোগমায়া বলে গৃহীত অর্থাৎ আবিষ্কৃত পরম মনোহর শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" প্রকৃতির গুণাতীত শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠের নিত্য অপ্রাকৃত রূপই জগতে প্রকট করিয়া যথেচ্ছ লীলা-বিলাসান্তে আবার তাহা লোক-লোচনের অন্তরালে গোলোক বৈকুণ্ঠে লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধান লীলার পরও তিনি দ্বারকা-মথুরা-গোকু-লাত্মক কৃষ্ণলোকে "সম্প্রত্যপি যথা পূর্ব্বমেব তদ্বর্ত্তত এব, তদিচ্ছাভাবাদত্রত্যা লোকাস্তন্ন পশ্যন্তীতি মাত্রং বিশেষ ইতি ভাবঃ" অধুনাও পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান আছেন, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত অত্রত্য লোকসকল তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। ভক্ত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-নেত্রে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ সেই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চি-দানন্দস্বরূপ, অপ্রাকৃত লীলাবিলাস তাঁহার ভক্তিপূত অন্তর্হৃদয়ে, কখনও বা বাহিরেও সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ভক্তবৎসল—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিনিমিত্ত এখনও এখানে তাঁহার ভক্তনেত্রের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে এবং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ব্রহ্মের যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় স্বরূপের কথা আছে, তাহা কখনও প্রাকৃত নহে। অমূর্ত্ত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতে সবিশেষ স্বরূপেরই মহিমা গুণ অধিক—"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বি-শেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥" (হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র) আবার "নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥" অর্থাৎ প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষ স্থাপন করিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞান মাত্র সম্বল করিয়া প্রাকৃতবিশেষসমূহের নশ্বরতা দর্শনে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতবিশেষেরও নশ্বরতা

আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। মায়াধীশ ভগবান্ মায়িক গুণ-ত্রয় স্বীকার না করিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত জন্মাদিলীলাবিলাস প্রকট করিতে পারেন। সুতরাং কৃষ্ণের 'ভৌতিক শরীর উৎসর্গ' কথাটি বড়ই মর্ম্মন্তুদ। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ॥ ··· যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ২১ শ পঃ।

যাদবগণের ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইবার অভিনয়, মৌষল-লীলা, কৃষ্ণেচ্ছায় যাদববংশে অবতীর্ণ দেবতাবৃন্দকে মৈরেয় পানচ্ছলে স্বধাম প্রেরণ, বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ হইতে সমাগত অবতারী শ্রীভগবান্ তাঁহাতে মিলিত বৈকুণ্ঠনাথ-গণকে স্ব স্ব লক্ষ্মীসহ স্ব স্ব বৈকুণ্ঠে প্রেরণ, শ্রীবলরাম-স্বরূপের মহাবৈকুণ্ঠ বিজয় ও স্বাংশরূপে পাতাল-তল-গমনাদি লীলা সংঘটনান্তে শ্রীভগবান্ নিজ লীলা সম্বরণেচ্ছায় দ্বারকায় সমুদ্রতটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে চতুর্ভুজরূপে দক্ষিণ উরুদেশে (ভাঃ ১১।৩০।৩২) পঙ্কজারুণ স্বপদ সংস্থাপিত করিয়া (ভাঃ ৩।৪।৮ শ্লোকে বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম সংস্থাপিত করার কথা আছে) উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহারই ইচ্ছায় মুষলাবশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা জরা নামক ব্যাধ যে বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তদ্দ্বারা সে মৃগভ্রমে মৃগ-বদনের ন্যায় আকারবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণে বাণাঘাত করিল (মৃগস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া—ভাঃ ১১।৩০।৩৩)। কিন্তু "অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩১) অর্থাৎ "নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন"—এই ব্রহ্মোক্তি অনুসারে নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবচ্চরণ কি কখনও প্রাকৃত ব্যাধবাণবিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারে? এজন্য মৌষললীলাকে সম্পূর্ণ মায়াময়ী বলা হইয়াছে। অন্যথা বাণবিদ্ধ হইলে ব্যাধের শ্রীপাদপদ্ম হইতে শর-নিষ্ক্রামণাদি ব্যাপার উল্লিখিত হইত। ব্যাধ সাপরাধী হইয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইলে এবং শ্রীভগবান্ হইতে তাহার মৃত্যুদণ্ড আকাঙ্ক্ষা করিলে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—"মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে। যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্॥" অর্থাৎ হে জরে তুমি উঠ, ভীত হইও না। তুমি ইহা আমার অভীষ্ট কার্য্যই করিয়াছ। সম্প্রতি আমার অনুমতিক্রমে তুমি সুকৃতিগণের স্থান স্বর্গে গমন কর। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—ব্রহ্মশাপ আমারই ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে, সুতরাং অঙ্গীকার করাও আমারই ইচ্ছা। তুমি "স্বর্গম-প্রাকৃতং সুকৃতিনাং প্রশস্তসুকৃতবতাং মদ্ভক্তানাং পদং বৈকুণ্ঠং যাহি" অর্থাৎ প্রশস্তসুকৃতিশালী আমার ভক্তগণের স্থান অপ্রাকৃত স্বর্গ (স্বঃ স্বর্গে গীয়তে ইতি স্বর্গায়ো হরিঃ তস্য লোকো বৈকুণ্ঠঃ) বৈকুণ্ঠে গমন কর। "কৃষ্ণেনেচ্ছা-শরীরিণা ভগবতা আদিষ্টঃ" ইচ্ছাময় বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জরা ব্যাধ তাঁহাকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বিমানারোহণে স্বর্গে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

"নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দ্দনম্। ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ। সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূল উপাবিশৎ॥" (ভাঃ ৩।৪।২-৩) অর্থাৎ "বেণুসঙ্ঘ যে প্রকার পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলে সুরাপানে বিকৃতচিত্ত বৃষ্ণি ও ভোজগণের পরস্পর মর্দ্দন সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়ার তাদৃশী গতি দর্শন করিয়া সরস্বতীজলে আচমন পূর্ব্বক একটী বাল অশ্বত্থবৃক্ষমূলে (অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থম্—ভাঃ ৩।৪।৮) উপবিষ্ট হইলেন।" এই তৃতীয়োক্তি অনুসারে শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর দেখাই-তেছেন—"সূর্য্যাস্তময়সময়ে যদৈব যদূনাং পারস্পরিক-সাংগ্রামিকবধোঽভূত্তদৈব ইত্যাদি (ভাঃ ১১।৩০।৩৭)—সূর্য্যাস্ত-ময়সময়ে যখনই যদুগণের পরস্পরে সাংগ্রামিক বধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই ভগবান্ তথায় সরস্বতীতটে

উপবেশন করিয়াছিলেন। আর সেই সময়েই জরা নামক ব্যাধ মৃগবধার্থ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেননা ছাপ্পান্ন কোটিরও অধিক যদুগণের সঙ্গ সঙ্গ মহাসাংগ্রামিক বধ সমুপস্থিত হইলে তৎপ্রদেশ রুধিরনদীপ্লাবিত হইয়া মহা কোলাহল পূর্ণ হইত। এহেনসময়ে লুব্ধকের মৃগমারণার্থ তৎপ্রদেশে আগমন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে। আর ভীরুপ্রকৃতি মৃগগণেরই বা তত্রাবস্থিতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হয়? সুতরাং যদুগণের তাৎকালিক বধ মিথ্যাভূত হইলেও অর্জ্জুনাদির প্রতি প্রত্যয়িত অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত যুধিষ্ঠিরাদি স্বভক্তের করুণারসময় প্রেমবিবর্দ্ধন ও বৈরাগ্যার্থ (ঐরূপ যুদ্ধাদি ব্যাপার ও ব্যাধের আগমনাদি ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবৎ সংঘটিত।) আবার অন্তলোকের প্রতি ধর্ম্মসঙ্কোচক-কুমত উত্থাপনার্থও ঐ সকল সংঘটিত হইতে পারে। বস্তুতঃ মধুপানচ্ছলে দেবতাবৃন্দ অন্তর্হিত হইলে সেই নিঃশব্দ নির্জ্জনপ্রদেশে লুব্ধকের আগমন সম্ভাবিত হইয়াছিল, ইহাই তত্ত্ব।"

শ্রীভগবানের নিত্যলীলাপরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদব দ্বারকাধামে শ্রীভগবানের সহিত নিত্য বিরাজমান আছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট দেবতাগণ তত্তদঙ্গমধ্য হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া তত্তদ্‌যাদবাকৃতিরূপে প্রভাসে আনীত হন এবং তাঁহারাই ভগবদাদেশে সুখে স্বর্গ গমন করেন। রামপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদির ভগবদ্‌ব্যূহত্বহেতু ইঁহারা সকলেই ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের মদিরাপানাদি ও পরস্পর উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করিয়া ধ্বংস হওয়া কখনই সিদ্ধান্তসম্মত হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রীজীবপাদ ও তদানুগত্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ মহাজনগণ মৌষললীলাকে ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজীরই মত একটা ব্যাপার বলিয়াছেন। ভক্তিবহির্ম্মুখ ভগবৎকৃপাবঞ্চিত লোকসকলই শ্রীভগবানের দেহোৎসর্গাদি ব্যাপারে মর্ত্ত্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিয়া থাকে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
> কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান।
> মহিষীহরণ আদি—সব মায়াময়॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ)

'হরিবংশ'স্থিত অক্রূরোক্তি হইতেও জানা যায়—যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা পরিকর। তাঁহাদের মধ্যে সাম্বাদিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিকাদি দেবগণের তাঁহাদের (দেবগণের) অধিকার মধ্যেই নাশ কখনও যোগ্য হইতে পারে না, এই জন্য এই মৌষললীলা মায়িকী। কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় বুঝিতে হইবে না। ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলার অন্তর্ব্বর্ত্তি কার্য্য এবং তাঁহার অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত ব্যাপার হওয়ায় ইহাকে নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে।

"অর্থাৎ প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকট লীলায় এই ব্যাপারটি অসুর মোহনার্থ সাধিত হয়। গোলোকে অপ্রকট লীলার মধ্যে এইরূপ কোনও হিংসা বা বধজনিত রক্তপাত ব্যাপার নাই। বাসুদেবের প্রপঞ্চে প্রতি প্রকট-লীলায়ই এই লীলার প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা নিত্য এবং ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলা মায়িকী বা ইন্দ্রজালবৎ।" (—ভাঃ ৩।৪।৩ তথ্য দ্রষ্টব্য)

আমাদের এই সকল আলোচনা উক্ত দেহোৎসর্গ স্থানে দণ্ডায়মান একটী মূঢ় পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বহুমানন করিতে পারিলেন না। বড় বড় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে মায়িক ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানে সগুণ বলিয়া থাকেন! শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমাচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া যে তাঁহার মায়াতীত গুণাতীত স্বরূপ প্রকট করত পরমাদ্ভুত অপ্রাকৃত জন্মাদিলীলা আবিষ্কার করিতে পারেন, ইহা শ্রীভগবানের একান্ত অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত মহা মহা পণ্ডিতেরও দুরধিগম্য বিষয়।

দেহোৎসর্গ স্থান হইতে আমরা নিকটস্থ 'নাগস্থান' বলিয়া একটি স্থানে গমন করি। তথায় লিখিত আছে—

"ইঁহা শ্রীকৃষ্ণকে বড়ীল বন্ধু শ্রীবলদেবজীনে শেষনাগকা স্বরূপ লেকর পাতাল মে প্রবেশ কিয়া।"

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—শ্রীবলরামের "স্বরূপেণ মহাবৈকুণ্ঠং প্রতি গমনং স্বাংশরূপেণ পাতাল-তলগমনঞ্চ" (ভাঃ ১১।৩০।২৭) অর্থাৎ স্ব স্বরূপে মহা-বৈকুণ্ঠ গমন ও স্বাংশরূপে পাতাল গমন কথিত আছে। শ্রীরামের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে শ্রীভাগবত লিখিয়াছেন—

"রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্। তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥" (ভাঃ ১১।৩০।২৬) অর্থাৎ শ্রীরাম তখন সমুদ্রবেলায় পরমপুরুষের ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মায় চিত্তসংযোগ করিয়া মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীবলদেবও স্বয়ং ভগবানের অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ ভগবত্তত্ত্ব। তাঁহার যোগিজনানুকরণে অন্তর্দ্ধানও লীলা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাধুর্য্যবিগ্রহ। তাই ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি নাই। শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলা রতি। কিন্তু মথুরায়, দ্বারকায় ও বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল। যেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল, সেখানে প্রেম সঙ্কুচিত। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্যময়ধাম বলিয়া ব্রজবাসী ভক্তগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চান না। ব্রজজনগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর না জানিয়া নন্দসুত বলিয়াই জানেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করেন এবং তদপেক্ষা নিজেকে হীন বলিয়া জানেন, কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হন না। ব্রজের ভক্তগণ কৃষ্ণকে আমার পুত্র, আমার সখা, আমার প্রাণপতি জানিয়াই প্রগাঢ় প্রীতির সহিত আপনজ্ঞানে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেম পছন্দ করেন না। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে 'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য, কেবলার রীতি ॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥
'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম 'ঐশ্বর্য্য' না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ-সম্বন্ধ না মানে ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদ)

শ্রীরঙ্গম্ বাসী শ্রীবেঙ্কট ভট্টকেও ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,- কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ।।
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি, তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৭-১৩০)

শাস্ত্রে আমরা আরও পাই, ভগবান্ বলিতেছেন—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি, —এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, —তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সব সময়েই থাকে। কৃষ্ণ যখন পরমেশ্বর, তখন তাঁহার পরম-ঐশ্বর্য্য না থাকিয়া পারে না। কিন্তু কৃষ্ণলীলা-ক্ষেত্র ব্রজে কৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও তাহা মাধুর্য্য বিমণ্ডিত বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণ তাহাকে ঐশ্বর্য্য বলেন না, পরন্তু মাধুর্য্যই বলিয়া থাকেন। এইজন্য শাস্ত্রে তত্রস্থ ঐশ্বর্য্য মধুর-ঐশ্বর্য্য বা ঐশ্বর্য্য-মাধুরী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা,—সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৩-৩৫)

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥

(ঐ মধ্য ২০।১৫৫)

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর,' 'পূর্ণ' ॥ (ঐ ৩৯৬)
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ (ঐ ১৭৮)

একদিন শ্রীনারদের অবতার শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে বলেন—

প্রভু কহে,—শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভাবে তোমাতে, ঈশ্বর-প্রভাব ॥
ইঁহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধ-ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি ॥
স্বরূপ কহে,—শ্রীবাস, শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু ॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী, তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণ-ভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষ লতার—যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥
অনন্ত কামধেনু তাঁহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥
সহজ লোকের কথা—যাঁহা দিব্য-গীত।
সহজ গমন করে,—যৈছে, নৃত্য প্রতীত ॥
সর্ব্বত্র জল—যাঁহা অমৃত-সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ—স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী-কাজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।২১৬-২২৬)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুকে বলিয়াছেন—

পরম মধুর, গুপ্ত ব্রজেন্দ্র কুমার ।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয় ।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্ব রসময় ।।
সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর ।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক-শেখর ।।
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস ।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ করে যাঁর লীলা-রস ।।
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩৮-১৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

অন্তঃপুর—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ।।
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার ।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ।।

(গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোক)

করুণানিকুরম্ব কোমলে
মধুরৈশ্বর্য্য বিশেষশালিনি ।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৪৩-৪৫)

[প্রচুর করুণার দ্বারা কোমল মধুরৈশ্বর্য্যযুক্ত ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান থাকায় আমাদের লেশমাত্র চিন্তার উদয় হয় না ।]

গৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী প্রভু স্বকৃত পদ্ধতি গ্রন্থে (১৩৫) বলিয়াছেন—

ব্রজে কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যং রাজতে চ চতুর্বিধম্ ।
ঐশ্বর্য্য-ক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ।।

নিত্যসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্রাট্ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে ।
ঐশ্বর্য্য-ক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ।।

তত্রৈব ঐশ্বর্য্যস্য—

কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা ।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ।।
যত্র পদ্মজরুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ ।
দৃগন্ত পাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ ।।

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদবাক্যম্—

যে দৈত্যাঃ দুঃশকা হন্তং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা ।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাললীলয়া ।।
সার্দ্ধং মিত্রৈ র্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি ।
সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা ।।

(লঘুভাগবতামৃত)

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ মাধুর্য্য বিরাজিত । যথা—
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, লীলা-মাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য ও রূপ-মাধুর্য্য ।
তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্য মাধুরী যথা—

অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর-ঐশ্বর্য্য সমূহ দ্বারা সেব্যমান হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে বিহার করিতেছেন। সাধ্বস বশতঃ ব্রহ্মা শিবাদি কর্তৃক সেখানে স্তুত হইয়াও কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেখিতে পাই—শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রভো, যে সমস্ত দৈত্যকে চক্রের দ্বারাও হত্যা করা দুঃসাধ্য, অহো ! আপনি তাহা নব্য বাল্যলীলাচ্ছলে তাহাদিগকে নিধন করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, আপনি সখাগণসহ ক্রীড়া করিতে করিতে যদি ভ্রূভঙ্গ করেন, তখন আকাশস্থিত ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগোবর্দ্ধন বিহারীর লীলা একই তাৎপর্য্যপর। এই উভয়ই নিত্যলীলা। কেহ কেহ মনে করেন—শ্রীগিরিধারীতে ঐশ্বর্য্যভাব বা ঐশ্বর্য্যমিশ্র কোন ভাব আছে; কেননা তিনি বিরাট্ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া এক অমানুষী লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। গিরিধারী-লীলাও পরিপূর্ণ মাধুর্য্যলীলা ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণেরই লীলা। ব্রজজনের সুখোৎপাদনের জন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তাহা সকলই মাধুর্য্যময়ী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত

রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায় (৩য়-৫ম সংখ্যা) যে সিদ্ধান্ত বিচার করিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা গিরিধারী ও গোবর্দ্ধন-বিহারী—উভয়লীলারই মাধুর্য্যমর্য্যাদার কথা শ্রবণ করিয়া থাকি। যথা—

"মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে চাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানতিক্রমো মাধুর্য্যম্। যথা পূতনা প্রাণহারিত্বেঽপি স্তনচূষণলক্ষণঃ নরবাললীলত্বমেব। মহাকঠোরশকটস্ফোটনেঽপি অতিসুকুমার-চরণত্রৈমাসিকোত্তানশায়িবাললীলত্বমেব। মহাদীর্ঘদামাশক্যবন্ধত্বেঽপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্। ব্রহ্মবলদেবাদি মোহনেঽপি সার্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্। তথৈশ্বর্য্যসত্ত্ব এব তস্যাদ্যোতনে দধিপয়শ্চৌর্য্যং গোপস্ত্রীলাম্পট্যাদিকম্। ঐশ্বর্য্যরহিত কেবল নরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যমেব মাধুর্য্যমিত্যুক্তেঃ ক্রীড়াচপল প্রাকৃত নরবালকেষ্বপি মৌগ্ধ্যং মাধুর্য্যমিতি প্রসজ্জেদিতি তথা ন নির্ব্বাচ্যমিতি।"

মহৈশ্বর্য্যের প্রকটাবস্থায় অথবা অপ্রকাশাবস্থায় নরলীলার অনতিক্রমকে মাধুর্য্য বলে। যেমন পূতনার প্রাণ-হরণরূপ মহৈশ্বর্য্য প্রকাশকালে ও স্তন্য চূষণকারিরূপে নর বালক লীলা, মহা কঠোর শকটভঞ্জনরূপ মহৈশ্বর্য্য-প্রকাশকালেও অতি-সুকুমার-চরণ মাসত্রয়বয়স্ক উত্তান-শায়ী বালকলীলা, মহাদীর্ঘরজ্জুর দ্বারা বন্ধনে অশক্যরূপ মহৈশ্বর্য্য প্রকাশকালেও মাতৃভয়বিহ্বলতা এবং ব্রহ্মা-বল-দেবাদি মোহন ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রকাশকালেও বৎসচারণ লীলা। ঐশ্বর্য্য বিদ্যমানে তাহার অপ্রকাশাবস্থায় যথা—কৃষ্ণের দধিদুগ্ধাদিচৌর্য্য ও গোপস্ত্রীলাম্পট্যাদি লীলা। এ-সবই মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্যরহিত কেবল নরলীলারূপে মুগ্ধতাই মাধুর্য্য—এইরূপ লক্ষণ করিলে ক্রীড়াচপল প্রাকৃত নরবালকের মধ্যে যে মুগ্ধতা দেখা যায়, তাহাকেও মাধুর্য্য বলিতে হয়। তাই ঐরূপ লক্ষণ যুক্তিসঙ্গত নহে।

"ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানে সতি হৃৎকম্পজনকসংভ্রমেণ স্বীয় ভাবস্যাতিশৈথিল্যং যৎ প্রতিপাদয়তি, তদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানম্। যত এব 'যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরৌ' (ভাঃ ১০।৮৫।১৮) ইত্যাদি বসুদেবোক্তিঃ। "ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানেঽপি হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রমগন্ধস্যা-নুদ্গমাৎ স্বীয়ভাবস্যাতি স্থৈর্য্যং যৎ প্রতিপাদয়তি, তন্মাধুর্য্যজ্ঞানম্। যথা—'বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে, গীত-বাদ্যবলিভিঃ পরিবব্রুঃ (ভাঃ ১০।৩৫।২১) ইতি, 'বন্দ্যমান-চরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' ইতি (২২) যুগলগীতোক্তিঃ গোষ্ঠং প্রতি গবানয়ন সময়ে ব্রহ্মেন্দ্রনারদাদিকৃতস্য শ্রীকৃষ্ণস্তুতি-গীতবাদ্য পুজোপহার প্রদান পূর্ব্বকচরণবন্দনস্য দৃষ্টত্বেঽপি শ্রীদামসুবলাদীনাং সখ্যভাবস্যাশৈথিল্যং, তস্য তস্য শ্রুতত্বেঽপি ব্রজবালানাং মধুরভাবস্য ন শৈথিল্যম্। তথৈব ব্রজবালাকৃত তত্তদাশ্বাসন বাক্যে ব্রজৈশ্বর্য্যা অপি নাস্তি বাৎসল্যশৈথিল্যগন্ধোঽপি, প্রত্যুত 'ধন্যৈবাহং যস্যা মৎপুত্রঃ পরমেশ্বরঃ' ইতি মনস্যভিনন্দনে পুত্রভাবস্য দার্ঢ্যমেব। যথা প্রকৃত্যাঽপি মাতুঃ পুত্রস্য পৃথিবীশ্বরত্বেসতি তত্র পুত্রভাবঃ স্ফীততরৈব ভবতি। এবং 'ধন্যা এব বয়ং যেষাং সখা চ পরমেশ্বর' ইতি, 'যাসাং প্রেয়ান্ পরমেশ্বরঃ' ইতি সখীনাং প্রেয়সীনাং চ স্ব স্ব ভাবদার্ঢ্যমেব জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ সংযোগে সত্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ন সম্যগবভাসতে, সংযোগস্য শৈত্যাচ্চন্দ্রাতপতুল্যত্বাৎ। বিরহে সত্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্যগেবাবভাসতে, বিরহস্যৌষ্ণ্যাৎ সূর্য্যাতপ-তুল্যত্বাৎ। তদপি হৃৎকম্পসম্ভ্রমানাদরাদ্যভাবান্নৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। যদুক্তং (ভাঃ ১০।৪৭।১৭)—মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রীয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্‌য স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্য-জস্তৎকথার্থঃ।' ইতি

তত্র ব্রজৌকসাং গোবর্দ্ধনধারণাৎ পূর্ব্বং কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি জ্ঞানং নাসীৎ। গোবর্দ্ধনধারণবরুণলোকগমনানন্তরন্তু কৃষ্ণোঽয়মীশ্বর এবেতি জ্ঞানেঽপ্যুক্তপ্রকারেণ শুদ্ধং মাধুর্য্যজ্ঞানমেব পূর্ণম্। বরুণবাক্যেন উদ্ধববাক্যেন চ সাক্ষাদীশ্বরজ্ঞানত্বেঽপি 'যুবাং ন নঃ সুতৌ' ইতি বসুদেব-বাক্যবদ্‌ব্রজেশ্বরস্য 'ন মে পুত্রঃ' ইতি মনস্যপি মনাগপি নোক্তিঃ শ্রূয়তে ইতি। তস্মাদ্ ব্রজস্থানাং সর্ব্বথৈব শুদ্ধমেব মাধুর্য্যজ্ঞানং পূর্ণম্।"

'ইনি ঈশ্বর' —এই ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে যাহা নিজ সম্বন্ধের অতি শৈথিল্য আনয়ন করে, তাহাকে

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলে। যেমন ভাঃ ১০।৮৫।১৮ শ্লোকে শ্রীবসুদেব বলিতেছেন—'হে রামকৃষ্ণ! আপনারা জীব ও প্রকৃতির প্রভু পরমেশ্বর, আমার পুত্র নহেন।'

ঈশ্বররূপে জ্ঞাত হইলেও যাহা হৃৎকম্প ও সম্ভ্রম-গৌরবাদির লেশমাত্র অনুদয় হেতু নিজ সম্বন্ধের অতি দৃঢ়তা সম্পাদন করে, তাহাকে মাধুর্য্যজ্ঞান বলে। যথা ভাঃ ১০।৩৫।২১ শ্লোকে আমরা পাই—শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া ব্রজে ফিরিবার সময় পথে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, নারদাদি স্তুতি, গীত, বাদ্য ও পুজোপহার সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দন করিয়া থাকেন। এই ঐশ্বরিক ব্যাপার দেখিয়াও সুবল শ্রীদামাদি সখাগণের সখ্যভাবের শৈথিল্য হয় না। তাহা শুনিয়া ব্রজগোপীগণের মধুর ভাবের শৈথিল্য আসে না এবং ব্রজগোপীগণের নিকট মা যশোদা পুত্রের এতাদৃশ ঐশ্বরিক মহিমা শুনিয়াও তাঁহার লেশ মাত্র বাৎসল্যভাব শিথিল হয় না। পরন্তু আমি ধন্যা যেহেতু আমার পুত্র পরমেশ্বর—এইরূপ পুত্র-ভাবের দৃঢ়তাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ দেখা যায়—পুত্র রাজা হইলে রাজমাতার পুত্রভাব আরও প্রবলতর ও গৌরবের বস্তু বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সখাগণের 'আমরা ধন্য' যেহেতু আমাদের সখা পরমেশ্বর—এইরূপ সখ্যভাব দৃঢ়ই হইয়া থাকে। ব্রজগোপীগণেরও 'ধন্যা আমরা, যেহেতু আমাদের প্রিয়তম পরমেশ্বর'—এইরূপ অভিমানে মধুরভাবের গাঢ়তাই সম্পাদিত হয়।

ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের সহিত সংযোগ অবস্থায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। কারণ সংযোগ চন্দ্রকিরণ তুল্য স্নিগ্ধ। বিরহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হয়। যেহেতু বিরহ সূর্য্যকিরণ সদৃশ উত্তাপজনক। বিরহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রকাশিত হইলেও হৃৎকম্প, সম্ভ্রম ও অনাদরাদির অভাব হেতু তাহাকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা হয় না। যেমন কৃষ্ণবিরহ-কাতরা ব্রজগোপীগণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"যে নির্দ্দয় কৃষ্ণ রামাবতারে ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বলিকে বধ করিয়াছিলেন, স্ত্রীবশীভূত হইয়া কামপীড়ায় সমাগতা সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন এবং বামনাবতারে বলিরাজপ্রদত্ত পুজোপহার গ্রহণ করিয়া কাকের ন্যায় বলিকে বন্ধন করিয়া ছিলেন, সেই কৃষ্ণের সহিত বন্ধুত্বে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার কথা ত্যাগ করাও আমাদের পক্ষে দুষ্কর।" —এখানে গোপী-গণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রকাশিত হইলেও হৃৎকম্পসম্ভ্রমাদির অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

গোবর্দ্ধন ধারণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রজবাসিগণের 'কৃষ্ণ ঈশ্বর'—এই জ্ঞান ছিল না। গোবর্দ্ধনধারণ ও বরুণলোক গমনানন্তর 'আমাদের কৃষ্ণ ঈশ্বরই'—তাঁহাদের এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহাদের শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞানই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। বরুণের ও উদ্ধবের উক্তিতে তাঁহারা কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিলেও 'আপনারা আমার পুত্র নহেন'—এই বসুদেবের উক্তির ন্যায় নন্দ মহারাজের 'কৃষ্ণ আমার পুত্র নহেন'—এইরূপ উক্তির লেশমাত্র মনেও স্থান পায় নাই দেখা যায়। তাই ব্রজবাসী ভক্তগণের সর্ব্বথা শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত সেবকগণের অন্যতম কৃষ্ণৈকশরণ, সহিষ্ণু, বৈরাগ্যবান, নিষ্কপট, সরল ভূসুরকুল-তিলক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্ম হইতে শ্রীহরিনাম দীক্ষা গ্রহণান্তর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করতঃ শ্রীভগবৎ সেবা করিতে থাকাবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলা প্রবেশের পর তদীয় প্রিয়তম একান্তভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন প্রচার মহাযজ্ঞে দীক্ষিত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণান্তিকে অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভারতের নানাস্থানে শ্রীহরি-নাম প্রচার করিয়া শ্রীভগবৎ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে সকল লৌকিক পরিচয় পরিহার পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট-কাল একান্তভাবে মুকুন্দ সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯; ১২ জুন, ১৯৬২ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপা-প্রসাদ-স্বরূপে বৈদিক-ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ অরণ্য মহারাজ** নামে খ্যাত হইয়াছেন।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

[শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী]

জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এই জড়-উপাধিযুক্ত দেহটাকেই জীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন এবং তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে জড় দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে এই শরীরটাই যেন সব কিছু, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু তাঁহারা দেখিতে পান না। এই প্রকার ব্যক্তিগণ দেহ-সর্ব্বস্ববাদী বা চার্ব্বাক পন্থী। তাঁহারা ঋণ করিয়া ঘি খাওয়ার পক্ষপাতী। ইঁহাদিগকে শাস্ত্রে নিতান্ত জড়ধী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

আর এক প্রকার ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের বিচারে এই দেহটাই সব নয়। ইহা ব্যতীত আর একটী বস্তু আছে যাহাকে বলা হয় মন। তজ্জন্য তাঁহারা মনের সুখ বিধানের জন্য যত্নশীল হন এবং এই মনের কি প্রকারে উন্নতি সম্ভব হয়, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে।

আবার আর একপ্রকার মনুষ্য আছেন, যাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। আরও একটু উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বুদ্ধিকে আশ্রয় করেন এবং বুদ্ধির যাহাতে সম্যক্ বিকাশ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করেন। ইঁহারা বুদ্ধির উন্নতি সাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু জগতে প্রাকৃত দেহ, মন এবং বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা মিটানোর পর্য্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহাতে বাস্তব সুখ বা প্রকৃত কল্যাণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না উপলব্ধি করিয়া নিত্য বাস্তব কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত ব্যক্তি-গণের মতের সহিত একমত হইতে পারেন না, শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে আত্মানুশীলনকারী বা বিদ্বৎপ্রতীতি সম্পন্ন ব্যক্তিনামে অভিহিত করা হয়।

জড় দেহ-মনোবুদ্ধির অনুশীলনকারিগণ অনেক সময় মুখে অশান্তির কথা ব্যক্ত না করিলেও তাহাদের অন্তর অশান্তির তুষানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। তজ্জন্য আমাদের আর্য্যঋষিগণ আত্মানুশীনের প্রয়োজনের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার পথও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগীতাশাস্ত্রে এবং বেদাদিশাস্ত্রে তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে।

এই আত্মানুশীলন করিতে জড় বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্য ইহার কোনটাই প্রয়োজন হয় না। পরন্তু যাঁহারা স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ জানিবার জন্য নিষ্কপট যত্নশীল হন, তাঁহাদেরই নিকট তত্তৎস্বরূপ স্বতঃ প্রতিভাত হইয়া থাকেন। আত্মানুশীলনকারিব্যক্তিগণের সাহচর্য্য, কৃপা, তাঁহাদিগের প্রতি নিষ্কপট সেবা, প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নই সেই আত্মপরমাত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীগীতাশাস্ত্রের ২য় অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আত্মার স্বরূপ এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

"জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হন না।"

"এই আত্মার ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই, ইহা অজ, নিত্য, পুরাতন, অথচ নিত্য নূতন, ইনি কাহারও দ্বারা হত হন না এবং কাহাকে হননও করেন না।" কিন্তু প্রকৃত বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান না পাওয়ার জন্য কেহবা প্রাকৃত শরীরকে, কেহবা প্রাকৃত মনকে এবং কেহ কেহবা প্রাকৃত বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছেন এবং তদনুসারে স্ব স্ব জড় বুদ্ধির বিচার ধারাকেই মাপকাঠি করতঃ তদ্দ্বারা উপলব্ধ বিচারকেই গ্রহণ যোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা আদৌ প্রকৃত বিচারবান ব্যক্তির নিকট গ্রহণ যোগ্য

হইতে পারেনা। যাঁহারা নিজের জড় দেহ-মনোবুদ্ধির বিচারকেই মাপকাঠি করিয়া চলিতে চাহিতেছেন, দেহমনো-বুদ্ধির অতীত প্রকৃত আত্মরাজ্যের সংবাদ তাঁহাদের নিকট হইতে কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে ?

জীবের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি —কেমনে 'হিত' হয় ॥"

তদুত্তরে শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি', 'ভেদাভেদ প্রকাশ' ॥
কৃষ্ণভুলি' সেইজীব—অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্যই হইতেছে জীবের পরম এবং চরম স্বধর্ম্মের নিত্য পরিচয়। এই স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যই আমাদের যত দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা এবং শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তের সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভুও ব্যক্ত করিয়াছেন—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

জীবের স্বরূপের নিত্য পরিচয় লাভ হইলে তাহার সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অনায়াসেই সম্ভব হইতে পারে। তাহার দুঃখেরও চিরতরে পরিসমাপ্তি হয়। স্বরূপের পরিচয় হইলেই তাহার নিত্য স্বধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীভগবানে এবং তাঁহার ভক্তে প্রকৃত মমতা ও সেবা প্রবৃত্তির স্বতঃ স্ফূর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। তখনই সে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদোক্ত গীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ বলিতে পারে যে—

"আত্মনিবেদন, তুয়াপদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরেগেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥
অশোক-অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রামলভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখযাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার, তুমি ত আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥
ভকতি বিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥

অঘাসুর বধ

[শ্রী বিভুপদ পণ্ডা, বি, এ ; বি, টি ; কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী]

একদা উঠিয়া কৃষ্ণ প্রভাত সময়ে
করিল বাসনা মনে, বনের মাঝারে
প্রাতরাশ সমাপিব সখাগণ সনে।
এই ভাবি ছাড়ি শয্যা অতি ত্বরা করি
মনোহর শৃঙ্গধ্বনি করিল সহসা
করিবারে নিদ্রাভঙ্গ গোপ বালকের।

তাহাশুনি সখাগণ আসিয়া মিলিল,
বৎসগণে অগ্রে করি ব্রজপুরী হ'তে
বাহির হইল সবে গোচারণ-বেশে।
শিক্য, বেত্র, শৃঙ্গসহ বালকের দল
সুশোভিত বেশধরি চলে ধীরে ধীরে।
চারণসময়ে বালোচিত ক্রীড়াসহ
করিত বিহার। মাতৃগণ তাহাদের
কাচ, মণি, গুঞ্জা আদি বিবিধ ভূষণে
দিয়াছিল সাজাইয়া। তথাপি পাইয়া
সেথা কুসুমস্তবক, নবীন পল্লব
গৈরিকাদি ধাতু আর ময়ূরের-পাখা,
সাজাইত তাহা দিয়া নিজ নিজ দেহ।
একজন অপরের শিক্য, যষ্টি আদি
দ্রব্য করিয়া হরণ রাখিত লুকায়ে।
খুঁজিয়া যখন তাহা পাইত আবার
দূরদেশে করিয়া নিক্ষেপ পলাইত
বিপরীত দিকে। কাঁদিয়া উঠিত সেই
যাহার জিনিষ হইয়াছে অপহৃত।
হাসিয়া প্রদান করি পুনরায় তাহা
সান্ত্বনা দানিত তারে। যখন যাইত
কৃষ্ণ বনশোভা দরশন লাগি কোন
দূরদেশে, বালকের দল 'আমি আগে
পরশিব তারে' বলি অতি প্রীতমনে
ধাইত পশ্চাতে। কেহ করে বংশীধ্বনি,
কেহ করে শৃঙ্গের আরাব, ভ্রমরের
সহ কেহ করে গুঞ্জরণ, কোকিলের
সহ করে কেহ বা কূজন; উড়িতেছে
যেই পাখী ছায়া তার ধরিবার তরে
করিছে প্রয়াস কেহ; হংসের মতন
ভঙ্গী করিতে করিতে চ'লেছে অপরে।
বকধ্যায়ী হ'য়ে কেহ বসিয়াছে চুপে,
কেহ বা করিছে নৃত্য ময়ূরের সনে।
গোপ বালকেরা করে ক্রীড়া এই মত

সেই দেব সনে, যেই দেব অবতীর্ণ
এই ধরাতলে মনুষ্য বালকরূপে।
জ্ঞানিগণ যারে চিন্তে ব্রহ্মের স্বরূপে
দাস ভাবাপন্ন ভক্ত যারে চিন্তে মনে
নিত্য প্রভুরূপে, সম্ভব নহেত কভু
জ্ঞানী, ভক্ত যোগীদের একত্র বিহার
তাঁহার সহিত। কিরূপ সুকৃতি ফলে
এইসব গোপশিশু করিল বিহার!
অঘনামে মহাসুর সহিতে না পারি
শিশুগণ সুখ ক্রীড়া, হ'ল উপনীত
সেইস্থানে। করিয়া অমৃত পান যেই
দেবগণ হইল অমর, তাঁহারাও
অঘাসুর বধ নিত্য করেন কামনা।
পূতনা ও বকানুজ সেই মহাসুর
কংসের আদেশে আসি দেখি শিশুগণে
লাগিল বলিতে—আমার ভগিনী, ভ্রাতা
এই শিশুহস্তে হইয়াছে বিনিহত।
তাদের তৃপ্তির লাগি আমিও ইহারে
পাঠাইব যমালয়ে সহ অনুচর।
যদি আমি ইহাদের পারি লাগাইতে
তিলোদকরূপে মোর আত্মীয়গণের,
ব্রজবাসিগণ হবে তাহে মৃত সম।
প্রাণনাশ হ'লে যথা শরীর নাশের
ভয় আর থাকেনাক, ব্রজবাসিগণ
সেইমত হবে নাশ কৃষ্ণের বিনাশে।
এতভাবি সেই খল অঘাসুরবলী
যোজন বিস্তৃত এক পর্ব্বত প্রমাণ
অজগর বেশধরি করিল শয়ন
কৃষ্ণের গমন পথে। নিম্ন ওষ্ঠ তার
লগ্ন ধরাতলে, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ নভস্তল
করিছে পরশ, পর্ব্বত কন্দর সম
বদন গহ্বর; বিস্তীর্ণ পথের মত
রসনা তাহার; শ্বাস বায়ু যেন তার

প্রবল পবন। দাবানল সম উষ্ণ
নয়ন যুগল। এতাদৃশ অজগরে
দেখিয়া বালকগণ ভাবে মনে মনে—
বোধহয় ইহা এক ঐশ্বর্য্য বিশেষ
বৃন্দাবন মাঝে। নির্ভয়ে তখন সবে
অজগর মুখ মাঝে করিল প্রবেশ।
নিষেধ করিতে কৃষ্ণ করিল বাসনা।
কিন্তু অসুর বিনাশ আর সখাগণ
ত্রাণ করিয়া স্মরণ প্রবেশ করিল
সেই অসুর-উদরে। মেঘান্তরে থাকি
দেবগণ দেখি তাহা করে হাহাকার ;
অসুর-বান্ধবগণ হ'ল আনন্দিত।
সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ করিয়া বিচার
আপন মানসে আপন কর্ত্তব্য কিবা,
করিতে লাগিল বৃদ্ধি আপন শরীর।
শরীর বর্দ্ধন ফলে অসুর-উদর বায়ু
না পাইয়া পথ আর হইতে বাহির,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি হ'ল বহির্গত।
মূরছিত হ'য়েছিল সখা বৎসগণ,
অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টে্য কৃষ্ণের ইচ্ছায়
পুনঃ বাঁচিয়া তাহারা সেই পথ দিয়া
আসিল বাহিরে। অজগর দেহ হ'তে
একটি বিরাট্ জ্যোতি হইয়া বাহির
ঊর্দ্ধে হ'য়ে অবস্থিত করিল বিরাজ।
সর্পের উদর হ'তে কৃষ্ণচন্দ্র যবে
হইল বাহির, সেই জ্যোতি তাঁর দেহে
হইল বিলীন। দেবগণ স্বর্গে থাকি
পুষ্প বরষণে, নৃত্য আর গীতবাদ্যে
গন্ধর্ব অপ্সরা, মন্ত্রপাঠ সহকারে
ব্রাহ্মণ সকল করিল কৃষ্ণের পূজা।
উচ্চ জয় জয় ধ্বনি উঠে চারিদিকে,
এইসব শব্দে ব্রহ্মা আসিয়া তথায়
কৃষ্ণের মহিমা দেখি মানিল বিস্ময়।

নির্য্যাণ সংবাদ

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর নিবাসী দেশের ও দশের পরম বান্ধব, পরমহিতৈষী শ্রীক্ষুদিরাম চন্দ্র মহোদয়

শ্রীক্ষুদিরাম চন্দ্র

আনুমানিক ৭৪ বৎসর বয়সে গত শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ২৮ ফাল্গুন, ১৩৬৮ ; ১২ই মার্চ্চ, ১৯৬২ সোমবার উত্তরায়ণে নিজ বাস ভবনে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় আত্মীয় বান্ধবগণ-পরিবৃত-পরিসেবিতাবস্থায় সজ্ঞানে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম-স্মরণ-মুখে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বধামগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকল্পে তৎপর দিবস স্থানীয় সমুদয় বিদ্যায়তন, দোকান পাট, বাজার ও অফিসাদি বন্ধ ছিল। আশৈশব গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি আদর্শ দেশ হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সুদীর্ঘকাল তিনি পোষ্ট মাষ্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনের প্রথমভাগে স্থানীয় স্কুলের কৃতী শিক্ষকরূপেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার প্রয়াণে তদীয়

গুণমুগ্ধ বহু কৃতী ছাত্র, দেশবাসী ও পরিজনবর্গ তাঁহার ন্যায় একজন সুপটু অভিভাবকের অপূরণীয় অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন।

জীবনের শেষভাগে তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সুশীতল পাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ কতিপয় দিবসের জন্য নিজালয়ে সপরিকর শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা পরিচর্য্যা-মুখে গ্রামবাসী সকলকে শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন এবং নিজেও পরবর্ত্তিকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় কিছুকাল গঙ্গাতটে শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ নিয়মিতরূপে সাধুগণের শ্রীমুখ বিগলিত শ্রীহরি কথা শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন। বাল সুলভ সারল্যে ও সুরসিকতায় তিনি মঠবাসিগণের বিশেষ স্নেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ দিল্লী নিবাসী নাগরিকগণের বিশেষ আহ্বানে দেরাদুন হইতে ২৩ বৈশাখ, ৬ মে রবিবার যাত্রা করিয়া সদলবলে পর-দিবস প্রাতে নিউ দিল্লী ষ্টেসনে আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন। ষ্টেশনে নাগরিকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রচুর পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীল আচার্য্য-দেবকে ষ্টেশন হইতে নিউ দিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম সভা মন্দিরে লইয়া আসেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সম্বর্দ্ধনাকারী সজ্জনবৃন্দ ও জনতার উদ্দেশ্যে একটী হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া উক্ত ধর্ম্ম মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে এবং কেরোলবাগস্থ মহল্লাস্থিত শ্রীসন্তরাম পুরীজীর ভবন, শ্রীগঙ্গেশ্বরানন্দ ধাম, বাঙ্গালী কালীবাড়ী, নিউ দিল্লী মহিলা সমিতির সভাপতির আলয়, পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীহর-সহায়মল শর্ম্মার গৃহ প্রভৃতি দিল্লীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাস ভবনে ভাষণ প্রদান করেন। পার্লামেন্টের সদস্যগণের বিশেষ আহ্বানে তিনি নর্থ এভিনিউস্থ এম্, পি ক্লাবে ১৪ই মে রাত্রি ৮ ঘটিকায় 'প্রেম-ভক্তি' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। লোকসভার প্রাচীনতম সদস্য ডাঃ শেঠ গোবিন্দ দাসজী উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

দিল্লী নিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে বিগত ৩০ বৈশাখ, ১৩ই মে রবিবার সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নিউ দিল্লীর প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভা যাত্রা বাহির হয়। দিল্লী গৌড়ীয় সঙ্ঘের ভক্তবৃন্দও উক্ত নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্য-দেব ২৮ বৈশাখ, ১১ মে শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে সগোষ্ঠী তাঁহাদের কেরোলবাগস্থ মঠে উপস্থিত হন। তিনি অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া মঠবাসিগণকে সেবোৎসাহ প্রদান করেন। মঠবাসিগণের হার্দ্দী সেবা-প্রযত্নে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে ১৭ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের নব নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণজীকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে শ্রীভগবানের প্রসাদী মাল্য ও চন্দন দ্বারা শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, বিদ্যারত্ন ও উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণজী সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বৈরাগ্য সূচক একটী সুন্দর শ্লোক উচ্চারণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তৎশ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করেন। তিনি বৈরাগ্যের দুই প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—"বৈরাগ্য শব্দের একটী অর্থ বিগত 'রাগ' অর্থাৎ অনাসক্তি এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশিষ্টে পরম পুরুষে 'রাগ' ইতি বিরাগ। বস্তুতঃ পরম পুরুষে রাগ যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, সেই পরিমাণে ভগবদিতর বস্তুতে অনাসক্তি স্বাভাবিকরূপেই হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্রতি ব্যতীত যে অনাসক্তি উহা কষ্ট কল্পনা মাত্র, স্বাভাবিক বৈরাগ্য নহে।" রাষ্ট্রপতির সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের ধর্ম্ম বিষয়ক বহু কথা আলোচনা হয়। শ্রীমঠাদির পূর্ব্ব পরিচিত ধার্ম্মিক, নীতিজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ্ ডাঃ রাধাকৃষ্ণণজীকে ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

দিল্লীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বর্দ্ধনা, অবস্থানাদি ও প্রচার কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে শ্রী-ত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী, শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী এবং তথাকার অন্যান্য আশ্রিত সেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

নিউ দিল্লী শ্রীসনাতন ধর্ম্ম-সভার সভাপতি পণ্ডিত চৌধুরী তীর্থরাম দত্ত ও মন্ত্রী শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদজীর সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহ ও সাধু সেবার জন্য প্রযত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীল আচার্য্যদেব রাষ্ট্রপতিকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন দ্বারা শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীশম্ভুনাথ চতুর্ব্বেদীর সৌজন্য এবং শ্রীমদনমোহন চতুর্ব্বেদী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বিবিধ প্রকারের সেবাচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

দেরাদুনে শ্রীল আচার্য্যদেব :—গত সংখ্যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সপরিকর দেরাদুন গীতাভবনে অবস্থিতি ও প্রচার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাভবনের কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীরামনবমী উপলক্ষে গীতাভবনে দিবস ত্রয়ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবের শেষ দিবস ২২ এপ্রিল রবিবার রাত্রিতে মহতী ধর্ম্ম সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবৈশিষ্ট্য ও পরতত্ত্বের অবতরণাদি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতিশয় সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। সভায় উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত খ্যাতনামা সন্ন্যাসিগণ এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শত শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। একদণ্ডী সন্ন্যাসী এবং মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যেও অনেকেই ভাষণ প্রদান করেন।

গীতাভবনের সভাপতি শ্রীসরদারীলাল ওবরায় ও মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ আগরওয়াল মহোদয়দ্বয়ের ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও প্রচারোৎসাহ, সাধুগণের প্রতি মর্য্যাদা ও সমাদর, শ্রীল

আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্যগণের প্রতি সর্ব্বতোভাবে সেবা-যত্ন বিশেষভাবে প্রসংশনীয়। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা-পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচার কেন্দ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানস্থিত ঢাকা বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩০ মে বুধবার হইতে ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২জুন শনিবার পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন শুক্রবার শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটীকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠে ধর্ম্ম সভার বিশেষ অধিবেশনে বালিয়াটী ঈশ্বরচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী, এম্-এ (ডবল) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর প্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযামিনীমোহন রায়, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী ও শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। মুন্সী শ্রীখগেন্দ্র কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীসুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীনবকুমার মজুমদার, শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, ডাঃ ব্রজগোপাল সাহা, ডাঃ শ্রীরামচন্দ্র সিকদার প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পর দিবস ১৯ জ্যৈষ্ঠ শনিবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ মহোৎসবে প্রায় দেড় সহস্র নর নারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

বিরহ-স্মৃতি-দিবস উদ্‌যাপন

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত কলিকাতা, বালীগঞ্জস্থিত ২০, ফার্ণপ্লেশ নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ সুজনানন্দ দাসাধিকারী (ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম, এ) মহাশয় তদীয় সহধর্মিণী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শ্রীনলিনী বালা ঘোষ মহাশয়ার বাৎসরিক স্মৃতি দিবস উপলক্ষে কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউর যথারীতি অর্চ্চন ও ভোগারতি সমাপনের পর শুদ্ধ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজ কতিপয় মঠসেবক সমভিব্যাহারে গত ২৬ জুন (১৯৬২) মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস যোগে হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সম্পাদনার্থ তথায় শুভযাত্রা করিয়াছেন। ২৭ জুন প্রাতে পৌনে আট ঘটিকায় প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গৌরব বৈখানস মহারাজ বহরমপুর (গঞ্জাম) ষ্টেশন হইতে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ইলোর ষ্টেশনে শ্রীজগন্নাথ পাণ্ডুলু গাড়ু সস্ত্রীক ও শ্রীবীরভদ্র রাও গাড়ু নানা-বিধ ফল মিষ্টান্নাদি উপহারসহ স্বামীজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে তত্রত্য মঠরক্ষক শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি বিপুল সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন। সুসজ্জিত মটরে সুচিত্র ছত্র চামর-ব্যজনাদি সহ ইংলিশ ব্যাণ্ড ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে বহুবিশিষ্ট মাড়োয়ারী ও সজ্জনবৃন্দ তাঁহাদিগকে মঠপর্য্যন্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

পাথরঘাট্টি, হায়দরাবাদ-২

(অন্ধ্র প্রদেশ)

৪ বামন, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ ;

৭ আষাঢ়, ১৩৬৯ ; ২২ জুন, ১৯৬২।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ এবং অধস্তন ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অস্মদীয় গুরুদেব **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ** কর্ত্তৃক হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আগামী ২১ বামন ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ, ২৪ আষাঢ় ১৩৬৯, ৯ জুলাই ১৯৬২ সোমবার **শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ** মহাজনানুমোদিত পঞ্চরাত্র ও ভাগবত বিধানানুসারে সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, হোম, প্রস্থানত্রয়পারায়ণ, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ, আরতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার হইতে ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত **অষ্টদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের** আয়োজন করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী এবং বক্তৃমহোদয়গণ প্রত্যহ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করিবেন।

৮ জুলাই রবিবার শ্রীমঠ হইতে **বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের প্রধান প্রাধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিবে।

মহাশয়, উপরিউক্ত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ও বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠান-সমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে আমরা পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ—সম্পাদক

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী—মঠরক্ষক

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বে সংবাদ দিলে সুদূরাগত সজ্জনগণের বাসস্থান ও শ্রীভগবৎপ্রসাদাদির ব্যবস্থা যথাশক্তি মঠ হইতে করা হইবে। আগন্তুকগণ নিজ নিজ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। সজ্জনগণ ইচ্ছা করিলে উৎসবোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীর নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিবেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রী চৈতন্য বাণী

শ্রাবণ—১৩৬৯

২য় বর্ষ] শ্রীধর, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৬৯। ১৪ শ্রীধর, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার; ৩১ জুলাই, ১৯৬২। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণকারীর যোগ্যতা

"ভোগের কথা নিয়ে জগৎ ব্যস্ত, তা' আমাদের কথা নয়—এ কথা ব'লতে গিয়ে অনেক লোকের অসন্তোষভাজন হ'তে হয়। আবার ভোগী জগৎ যে ত্যাগের প্রশংসা ক'রে থাকেন, সে ত্যাগের কথাও আমাদের ব'লবার বিষয় নয়। বাস্তবিক Centre Absolute person এর পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকে নানাদিকে ছুটাছুটি ক'রে আসল কথা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম সেবা—সেব্য ভগবানের সৌখ্য-বিধানরূপ সেবাকে কেন্দ্র ক'রলে আর পথ ভ্রষ্ট হ'তে হয় না—কুপথে পরিচালিত হ'তে হয় না। মহাপ্রভু তাঁর প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীকে ঘরে রেখে—নিঃসহায়া করে' মনুষ্য-জগৎকে—চেতন জগৎকে কি ব'লতে বসে'ছিলেন,—এ সব কথা বুঝ্‌বার লোক জগতে কোথায়? যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়ে মার্জ্জনা ক'রতে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের যোগ্যতা অর্জ্জিত হ'তে পারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁরা উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন, তাঁরাই হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ক'রতে পারেন। নতুবা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে॥"—এই বাক্য অনুসারে মানুষ হরিকথা শুন্‌বার বিচার ছেড়ে দেয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বিচার একদিকে, আর "তৃণাদপি সুনীচেন" বিচার আর একদিকে; "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" বিচার একদিকে, আর "তরোরপি সহিষ্ণুনা" বিচার আর একদিকে। গরু-গাধা-ঘোড়া এমন কি তৃণ অপেক্ষাও ছোট হ'তে হ'বে, তৃণেরও বরং এ জগতে একটা Position আছে, আমার তা'ও থাক্‌বে না। এ জগতের কোন Position এরই মূল্য নাই। মানুষ কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী সাজে—এ রকম দ্বন্দ্বধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়ে' তা'কে চিরকালই অস্থির থাক্‌তে হয়। মহাপ্রভুর কথা শুন্‌বার বিচার হ'লে ওসকল দ্বন্দ্বময় অবস্থার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হ'বে, নিজে অমানী হ'য়ে ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিচার বরণ ক'রতে হ'বে, তবেই জীবের মঙ্গল হ'বে। চৈতন্যবাণী না শুন্‌লে চৈতন্যোদয় হয় না, নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

পুণ্যকর্ম্ম ও পরোপকার

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর]

"আতিথ্য দুই প্রকার যথা,—১। জনপ্রতি। ২। সমাজপ্রতি।

গৃহস্থব্যক্তি, অতিথি উপস্থিত থাকিলে, তাহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে, গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকিবেন। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবেন। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্ত্তমানকালে তত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি আহার করিবেন, তাহার পূর্ব্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্ত্তব্য-সাধন হয়। অভুক্ত লোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়াযোগে সামাজিক আতিথ্য কর্ত্তব্য।

পাবিত্র্য চারি প্রকার যথা,—১। শৌচ ; ২। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপণি, স্বগৃহ ও দেবমন্দিরাদি মার্জ্জন ; ৩। বন পরিষ্কার ; ৪। তীর্থযাত্রা।

শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। চিত্তশুদ্ধির নাম অন্তঃশৌচ। নিষ্পাপ ক্রিয়া ও পুণ্য ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিষ্পাপ, লঘুপাক ও পরিমিত আহার ও পান, ইহারাও চিত্তশুদ্ধির হেতু। মাদকসেবী ও অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজনে ও পানে চিত্তের অশুদ্ধতা উৎপত্তি করে। চিত্তশুদ্ধির যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে। পাপের মূল যে পাপ বাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপ বাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বর বৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতি দ্বারা দূরীভূত হয়। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের বিচার অনেক, তাহা গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে। তীর্থজলে স্নান ও গঙ্গাস্নানাদি পুণ্যস্নান ও দেবদর্শন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিজের শরীর, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি পরিষ্কার ও মলশূন্য রাখার নাম বহিঃশৌচ। স্বচ্ছজলে স্নান, নির্ম্মল বসন পরিধান ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন ও পান ইত্যাদি দ্বারা শৌচ সম্পাদিত হয়। মল-মূত্র প্রভৃতি কদর্য্য দ্রব্য শরীরে স্পৃষ্ট হইলে জলদ্বারা তদঙ্গ ধৌত রাখা উচিত। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপণি, স্বগৃহ, দেবমন্দিরাদি মার্জ্জনদ্বারা পাবিত্র্য অর্জ্জন করা উচিত। নিজের বাটী, ঘাট, পন্থা, গোগৃহ, মন্দির ও চত্বর পরিষ্কার রাখা সর্ব্বব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদ্ব্যতীত যে সকল সাধারণ পন্থা, ঘাট, বিপণি, দেবমন্দির ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে থাকে, তাহাও পরিষ্কার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গ্রাম বিপুল হইলে গ্রামস্থ লোক সমূহ মিলিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা সম্রাট্ সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করতঃ ঐ সমস্ত সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করা সমস্ত গ্রামবাসীর পক্ষে পুণ্যজনক কার্য্য। নিজ নিজ বাটীতে যে সকল বন থাকে, তাহা নিজে পরিষ্কার রাখা উচিত। সাধারণ ভূমিতে যে বন থাকে, তাহা পূর্ব্ব উপায় দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। তীর্থযাত্রাদ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। সাধুসঙ্গই যদিও তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকেই আপনার চিত্তে আপনাকে পবিত্র মনে করেন, যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।

মহোৎসব তিন প্রকার :—

১। দেবতা-পূজোপলক্ষে উৎসব।

২। সাংসারিক বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা উপলক্ষে যজ্ঞাদি।

৩। সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য উৎসব।

দেবতা পূজোপলক্ষে যে সমস্ত উৎসব আছে, তাহা সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। সেই সমস্ত মহোৎসব পুণ্যজনক,

তাহাতে সন্দেহ কি ? অনেক ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পর মিলন, আহারাদি, গীতবাদ্যের চর্চ্চা, চিত্রপুত্তলিকা ইত্যাদির উন্নতি, দুঃখীদিগকে ভোজন করান, বিদ্বানদিগকে অর্থদান এবং সমাজকে জীবিত করা যে জগন্মঙ্গল সাধক পুণ্যকর্ম্ম, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা ঐ সকল মহোৎসব করিতে সমর্থ, তাঁহারা তাহাতে অমনোযোগী হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটীজন্য অপরাধী হন। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মহোৎসব যখন ঈশ্বরভাব মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহারা কোন প্রকারে ত্যাজ্য নয়। সাংসারিক নানাবিধ ঘটনা আছে। পুত্রকন্যার জন্ম, অন্নপ্রাশন, সংস্কার, বিবাহ, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার সাংসারিক যজ্ঞে মহোৎসব হইয়া থাকে। সাধ্যমত তত্তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গ্রামস্থ লোক মিলিত হইয়া যে সকল বারওয়ারি পূজা ও মেলা সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের আনন্দবর্দ্ধক কর্ম্ম করেন, তাহাও উচিত। সেই সকল কার্য্যে সমস্ত লোক কিছু কিছু সাহায্য দিয়া বৃহৎ কার্য্য করিতে শিক্ষা করেন।

জামাত্রর্চ্চনোৎসব, অরন্ধনোৎসব, ভগিনী কর্ত্তৃক ভ্রাতৃপূজা, নবান্নোৎসব, পিষ্টকোৎসব, শীতলোৎসব এইপ্রকার অনেক সামাজিক উৎসব নির্দ্ধারিত আছে।

ব্রত তিনপ্রকার যথা :—

১। শারীরিক ব্রত। ২। সামাজিক ব্রত। ৩। পারমার্থিক ব্রত।

প্রাতঃস্নান, পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকোপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়। তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন এবং উপবাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট। আবশ্যকস্থলে সেই সেই অবস্থা অবলম্বন করাতে পুণ্য হয়। উপনয়ন, চূড়াকরণ, বিবাহ ইত্যাদি ব্রতসমূহ সামাজিক বর্ণবিচারে অধিকারক্রমে কোন-বর্ণের প্রতি কোন ব্রতের ব্যবস্থা ও সাধারণ মানবগণের পক্ষে কোন কোন ব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহ সর্ব্ববর্ণেই ব্যবস্থা। একজন পুরুষ একটি সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এক পত্নীব্রতই কর্ত্তব্য। একপত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহ কেবল কাম্য। তাহা নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিরই কার্য্য। সন্তান না হইলে, বিশেষ বিশেষ স্থলে একপত্নী-সত্ত্বে অন্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে। মহাভারতে যে মাসব্রতের উল্লেখ আছে, তাহা এবং তদনুরূপ যে সকল পরমার্থ সাধক ব্রত, সেই সমুদয় ব্রতই পারমার্থিক ব্রত। চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী জয়ন্তী ব্রতই মাসব্রত। কেবল পরমার্থচেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। ভক্তি বিচারস্থলে তাহার বিচার হইবে। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" এই সকল ব্রতের বিবরণ আছে।

পশুপালন একটী পুণ্যকার্য্য। তাহা দ্বিবিধ যথা :—

১। পশুদিগের উন্নতিসাধন। ২। পশুপোষণ ও রক্ষা।

সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পশুদিগের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য। পশুদিগের সাহায্য ব্যতীত সংসারের কার্য্য উত্তমরূপে চলে না। অতএব পশুদিগের আকৃতি, বল ও প্রকৃতির উন্নতি করিবার যত্ন পাওয়া উচিত। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিলে এবং তাহাদের উপযুক্ত স্ত্রীপুরুষ সংযোগ দ্বারা জাতি পুষ্ট করিলে, তাহাদের উন্নতি হয়। সকল পশু অপেক্ষা গোজাতির উন্নতি সাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য ও দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণকার্য্য উত্তমরূপ চলিতে পারে। বলবান্ ও সুন্দর ষণ্ড দ্বারা গাভীদিগের সন্তান উৎপত্তি করান উচিত। এই অভিপ্রায়েই মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বালষণ্ডদিগকে কর্ম্ম হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তষণ্ডেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত বৃহদাকার ও বলবান্ হয়, এবং বলবান্ গোজাতির জনক হইবার যোগ্য হইয়া উঠে। পশুরা যেরূপ সংসারের উপকার করে, তদ্রূপ তাহাদিগকে আহার ও গৃহ দিয়া পোষণ ও রক্ষা করা উচিত। গো-পোষণ ও গো-রক্ষা কার্য্যটী ভারতবর্ষে একটী বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে।

জগদ্‌বৃদ্ধিকার্য্য চারিপ্রকার যথা :—

১। বৈধবিবাহ-দ্বারা সন্তানোৎপত্তি-করণ।

২। উৎপন্ন সন্তানদিগকে পালন ও রক্ষা-করণ।

৩। সন্তানদিগকে সংসারযোগ্য-করণ।

৪। সন্তানদিগকে পরমার্থ শিক্ষা-দান।

উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া শরীর ও চিত্তের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুসারে পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত সংসার নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন সন্তানদিগকে যত্নসহকারে পালন ও রক্ষা করিবে। ক্রমশঃ তাহাদিগকে বিদ্যা ও অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা দিবে। তাহাদের বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে অর্থার্জ্জনের উপায় শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত বয়স হইলে তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিবার যত্ন পাইবে। সন্তানদিগকে যথাবয়সে শারীরিক বিধি, ধর্ম্মনীতি ও পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিবে। এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে নিজের বৈরাগ্য শিক্ষা করিবে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

পরম করুণাময় মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপার কৃপায় জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, আমরা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস বা সেবক। সেই শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণচন্দ্রই আমাদের নিত্যপ্রভু, রক্ষক, পালক ও হৃদয়দেবতা। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণই আমাদের নিত্য উপাস্য ইষ্টদেব ও আরাধ্যদেবতা। আমরা একল কৃষ্ণের উপাসক নহি, আমরা যুগল উপাসক। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য বা উপাস্য পরাকাষ্ঠা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-অভিন্ন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই আমাদের নিত্য আরাধ্য বা সেব্য। শাস্ত্র বলেন—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৫)

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমাদের প্রাণনাথ, প্রাণবন্ধু ও জীবন সর্ব্বস্ব। বসুদেবনন্দন বাসুদেব আমাদের নিত্য উপাস্য দেবতা নহেন। নন্দনন্দন কৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আমাদের একমাত্র উপাস্য। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব বলিয়াছেন—

গুণরাজ-খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ!"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৯৯-১০০)

নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—স্বয়ংরূপ ভগবান্, অংশী ভগবান্, মূল ভগবান্, পরমেশ্বর, মহা ভগবান্, মহাহরি, লীলা পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষোত্তম। নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অনাদি এবং বাসুদেব, বলদেব, নারায়ণ এবং রাম নৃসিংহাদি অবতারগণেরও আদি অর্থাৎ মূলকারণ। তাই জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

(ব্রহ্ম সংহিতা ৫।১)

কৃষ্ণ পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণকারণ। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ।

শাস্ত্র বলেন—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা,—সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দতনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৩-১৩৫)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫২-১৫৩, ১৫৫)

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥

(ঐ মধ্য ২১।৩৪)

'স্বয়ং রূপ,' 'স্বয়ং প্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

(ঐ মধ্য ২০।১৬৬, ২৪০)

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী, তাহাঁ বৃন্দাবন-ধাম ॥

(ঐ মধ্য ১৪।২২০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(ভাঃ ১।৩।২৮)

রাম নৃসিংহাদি অবতারগণ কেহ বা কৃষ্ণের অংশ, কেহ বা কলা অর্থাৎ অংশের অংশ। কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অবতারগণ যুগে যুগে দৈত্য নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। বাসুদেব কংসকারাগারে দেবকীর হৃদয় হইতে চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হন, আর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোকুল-মহাবনে নন্দগৃহে যশোদা গর্ভ হইতে দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হন। দেবকীনন্দন কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ ; কিন্তু যশোদানন্দন নিত্যকাল দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। বাসুদেব যখন দ্বিভুজ তখন তাঁহাকে বৈভব প্রকাশ এবং যখন চতুর্ভুজ তখন তাঁহাকে প্রাভববিলাস বলা হয়। নন্দ-নন্দনের গোপবেশ, গোপ-অভিমান, আর বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, নিজকে ক্ষত্রিয়জ্ঞান। নন্দনন্দনে ৬৪ গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥
যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস ॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ. 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৭৫-১৭৮)

বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। ভগবৎ-তত্ত্বে কোন ভেদ নাই, তবে রসের উৎকর্ষ বা মাধুর্য্যের আধিক্যে ভগবৎ-তত্ত্বের মধ্যে মধুর বৈশিষ্ট্য আছে। নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র যান না। তিনি মুখ্যা গোপী শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহ অন্যান্য গোপীগণের সহিত নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিহার করিয়া থাকেন। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো য পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৬৫ সংখ্যাধৃত যামল বচন)

এখন প্রশ্ন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না সত্য, কিন্তু প্রকটলীলায় একই কৃষ্ণকে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন করিতে দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি? তদুত্তরে শ্রীল রূপপ্রভু বলিয়াছেন—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্॥
(লঘু ভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ২৬৮)

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করতঃ মথুরাপুরীতে গমন করেন।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ কেবল-মাধুর্য্যবিগ্রহ। কিন্তু বাসুদেব ঐশ্বর্য্যমিশ্র-মাধুর্য্যবিগ্রহ। বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণের নিজের ঈশ্বরবুদ্ধি আচ্ছাদিত। কিন্তু বাসুদেবের ঈশ্বর-অভিমান আছে। নন্দ-যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণেরও কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, পরন্তু নিজ-পুত্র, নিজ-বন্ধু প্রভৃতি আপনজ্ঞান প্রবল। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে॥
'ব্রজেন্দ্র নন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৭-১৩১)

নন্দনন্দন কৃষ্ণ মুরলীধর বা বংশীবদন, কিন্তু বাসুদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর বা চক্রপাণি। কৃষ্ণ রাধানাথ, গোপীবল্লভ ও রাসরসিক, আর বাসুদেব মহিষীগণের পতি বা রুক্মিণীনাথ। কৃষ্ণ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের দেবতা বা উপাস্য, আর বাসুদেব "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" —এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের ধাম হইল বৃন্দাবন, আর বাসুদেবের ধাম হইল দ্বারকা-মথুরা। নন্দনন্দন গোলোক-বৃন্দাবনবিহারী, আর বাসুদেব মথুরানাথ ও দ্বারকানাথ। কৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ মূর্ত্তি। কৃষ্ণের নাম হইল গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন। এই নন্দনন্দন কৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঠাকুর বা অভীষ্টদেব। বসুদেব-নন্দন বাসুদেব গৌড়ীয়গণের উপাস্য নহেন, ইনি দ্বারকাবাসী যাদব, নারদ ও পাণ্ডবগণের উপাস্য। শাস্ত্র বলেন—

শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীমদনমোহন'।
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীগোবিন্দ-চরণ'॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ'।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়ীয়ার নাথ'॥
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ। তিনে মোর নাথ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য২০।১৪২।১৪৩, আদি ১।১৯)

কৃষ্ণের রাসলীলা আছে, কিন্তু বাসুদেবের রাসলীলা নাই। বসুদেবনন্দন গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না; কিন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণ লক্ষ্মী, মহিষী, গোপী প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বাসুদেবেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭-১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৭)

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥

(ঐ মধ্য ২০।১৭৯-১৮০)

বাসুদেব পুরুষোত্তম, আর কৃষ্ণ হইলেন লীলা-পুরুষোত্তম। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রবল ; তথায় ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্য, কিন্তু ব্রজে কেবল মাধুর্য্য। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কিশোর শেখর—নিত্যকিশোর, আর বাসুদেব যুবক-লীলাকারী। রাধানাথ কৃষ্ণই কামগায়ত্রীর উপাস্য-দেবতা।

দ্বারকায় পরকীয়ভাব নাই, তথায় স্বকীয়রস। কিন্তু ব্রজে পরকীয়ভাবের অত্যাশ্চর্য্য মধুর বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা। শাস্ত্র বলেন—

অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।৪৬-৪৮)

নন্দনন্দন কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি-প্রধান বা হ্লাদিনীশক্তির প্রভু, আর বাসুদেব জ্ঞানশক্তি-প্রধান বা সম্বিৎ-শক্তির প্রভু। শাস্ত্র বলেন—

ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব চিত্ত অধিষ্ঠাতা ॥

(ঐ মধ্য ২০।২৫৩)

নন্দনন্দন কৃষ্ণ ৬৪ গুণ সম্পন্ন। কৃষ্ণের এই ৬৪ গুণের মধ্যে জীবে ৫০টী গুণ বিন্দু পরিমাণে আছে, ৫৫টী গিরীশাদি দেবতায় আছে, ৬০ গুণ পূর্ণরূপে নারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বে আছে এবং ৬৪ গুণ পরিপূর্ণরূপে একমাত্র নন্দনন্দন কৃষ্ণেই বিরাজিত। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দঃ বিঃ বিভাবলহরী ২৫)

লীলামাধুর্য্য, ভক্তমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই ৪টী নন্দনন্দন কৃষ্ণের অসাধারণগুণ। বৃন্দাবন নাথ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী বাৎসল্যরস রসিক নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র। শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিজ-পুত্র, কোনদিনই নন্দের পালিত পুত্র নহেন। 'কৃষ্ণ নন্দের পালিত পুত্র'—এ কথা কোন শাস্ত্রে নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যশোদাগর্ভ-সম্ভূত, নন্দাত্মজ, গোপিকাসুত, নন্দসুত, নন্দতনুজ, নন্দাঙ্গজ, নন্দপুত্র, গোপতনয়, ব্রজেন্দ্রনন্দন, নন্দনন্দন প্রভৃতিরূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবেরই পুত্র, পরন্তু নন্দের নিজ পুত্র নহেন'—এইরূপ মনঃকল্পিত ধারণা অজ্ঞতা প্রসূত, অশাস্ত্রীয় ও ভ্রান্তিপূর্ণ। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—"বাৎসল্য-প্রেম-হেতু শ্রীবসুদেব-দেবকী এবং শ্রীনন্দ-যশোদা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যে বাৎসল্য প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-ভাব সম্ভব হয় না, নন্দ-যশোদাতে সেই বাৎসল্য প্রেম প্রচুর।" বসুদেব-দেবকী অপেক্ষাও নন্দ-যশোদার বাৎসল্য প্রেম আরও মাধুর্য্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু গোপালচম্পূ গ্রন্থেও যশোদা গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেহ্বানকদুন্দুভেঃ ॥
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্ ॥
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়া ব্রজৎ পুরম্ ॥
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্।
কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ ॥

(লঃ ভাঃ পূর্ব্ব খণ্ড ২৬৭)

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম ব্যূহ বাসুদেব বসুদেব গৃহে, আর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত গোকুল মহাবনে নন্দ গৃহে প্রাদুর্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে গমন পূর্ব্বক যশোদার সূতিকা গৃহে প্রবেশ করতঃ কেবলমাত্র একটী কন্যাকেই দর্শন করিয়া তাহাকে লইয়া মথুরাপুরে আগমন করেন। তৎকালে বাসুদেব লীলাপুরুষোত্তম নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া একাকারে প্রতিভাত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই গূঢ়লীলাটী অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি মহাজনগণ স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ না করিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে কোন কোন স্থানে ইহার সূচনা করিয়াছেন মাত্র। যথা—শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৫।১)—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ॥"

[আত্মজ উৎপন্ন হইলে মহামনা নন্দ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই বাক্যে আত্মজ শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দনন্দন তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইল। নন্দনন্দনরূপে উপাসনার কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের ঋষ্যাদি কথন-প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে—সকল লোকমঙ্গল নন্দতনয় অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের দেবতা। কৃষ্ণ সন্দর্ভ] তথাচ (ভাঃ ১০।৯।২১)

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ॥"

[গোপিকাসুত অর্থে যশোদাসুত। এই গোপিকাসুত পদটী ভগবানের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ যশোদারই পুত্র। 'কৃষ্ণ কখনও গোপিকাসুত ছিলেন না, অথবা অন্য কাহারও সুত ছিলেন'—এই আশঙ্কা এই স্থলে নিরস্ত হইয়াছে। (কৃষ্ণসন্দর্ভ)]

তথা চ তত্র শ্রীব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।১) —

"বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥"

[এখানে কৃষ্ণকে 'পশুপাঙ্গজ' বলা হইয়াছে। পশুপ অর্থে নন্দ, তাঁহার অঙ্গজ অর্থাৎ নিজ পুত্র। অতএব 'শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দ মহারাজের নিজ পুত্র, পালিত পুত্র নহেন'—ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইল।]

শ্রীল রূপপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

"পুত্র মুদারমসূত যশোদা।" (স্তবমালা)

অর্থাৎ যশোদা কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন।

সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা॥
(লঘুঃ ভাঃ পূর্ব্ব খণ্ড ২৬৫)

যিনি অপ্রকটলীলায় দেবকী ও যশোদার নিত্যপুত্র-রূপে বিরাজিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় দেবকী হইতে যেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ যশোদার গর্ভ হইতেও প্রকটিত হইয়াছিলেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৪৭ ও ১০।৪।৯ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

"বসুদেবঃ স্বপাদ নিগড়ং স্বয়মেব স্রস্তং বীক্ষ্য যদা গন্তুমৈচ্ছৎ তদা সা নন্দ জায়য়া নিমিত্তভূতয়া অজনি জাতা। কিঞ্চ—'গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥' ইতি হরি-বংশবাক্যে 'সমং' সহ 'সমকালমেব' সুষুবাত ইতি তত্রাবগমাৎ অত্র তু দেবকী প্রসবোত্তরকাল এব যশোদা প্রসবদর্শনাৎ উভয়োরেব শাস্ত্রবাক্যয়োরতিপ্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে—যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে ইতি কালভেদেন তস্যা দ্বিঃ প্রসব এব ইত্যতএব অদৃশ্যতা-নুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা (ভাঃ ১০।৪।৯) ইতি বক্ষ্যতে। কিঞ্চ যশোদাপ্রসূতস্য চতুর্ভূজত্বাদ্যনুক্তে-র্নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যেত।"

"অনুজা বিষ্ণোরিত্যনেন কৃষ্ণস্য যশোদাগর্ভজত্বং সূচয়তি।"

ভগবদিচ্ছায় পাদশৃঙ্খল আপনা হইতে খুলিয়া গেলে বসুদেব কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া কংস কারাগার হইতে যখন নন্দ গোকুলে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন নন্দপত্নী যশোদা একটী কন্যা প্রসব করিলেন। হরিবংশ পাঠে জানা যায় গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা উভয়েই একই সময়ে প্রসব করিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—যখন দেবকী কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, ঠিক সেই সময়ে যশোদাও কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন।

কালভেদে যশোদার দুইটী প্রসবের কথা পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪।৯ শ্লোকে যোগমায়াকে বিষ্ণুর অনুজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যোগমায়ানাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে যশোদা গর্ভ হইতে যদি কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে 'যোগমায়া কৃষ্ণের অনুজা' এই বাক্য ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫।১ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—

"নন্দস্তু ইতি 'তু' কারেণ বসুদেব আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদোঽপি কংসভয়াৎ সঙ্কুচিতমনা জাতকর্ম্মাদিকং কর্ত্তুং ন প্রাভূৎ। নন্দস্তু আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ অতিবিস্মিতমনাঃ স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকং জাতকর্ম্ম কারয়ামাস ইতি 'তু' কারাদেবৈতন্মাত্রে বসুদেবাদ্ভেদে প্রাপ্তে নন্দগৃহেঽপি কৃষ্ণস্যোৎপত্তিঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রাভিপ্রেত অবগম্যতে। গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে ইতি পূর্ব্বোক্তে বৈশম্পায়নসম্মতাপি। ন চ 'তু' করোঽত্র পাদপূরণার্থ ইতি বাচ্যম্; নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা ইতি বিনাপি 'তু' কারেণ পাদপূর্ত্তেঃ। কিঞ্চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব জাতকর্ম্মোপক্রমশ্রবণাৎ নাড়ীচ্ছেদশ্চ গর্ভজত্বং বিনা কথং সম্ভবেৎ। কিঞ্চ কৃষ্ণস্য নন্দপুত্রত্বে খলু নৈকদ্বাঃ প্রয়োগঃ, কিন্তু বহব এব।"

পুত্রের জন্ম হইয়াছে দেখিয়া নন্দ কিন্তু মহানন্দে জাতকর্ম্মাদি করাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যে 'নন্দস্তু' বলাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—বসুদেবের পুত্র হইয়াছিল এবং নন্দেরও পুত্র হইয়াছিল; তথাপি কংস ভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব মাঙ্গলিক কার্য্যাদি করিতে পারেন নাই, কিন্তু নন্দ তাহা করিয়াছিলেন—ইহাই শ্রীশুকদেবের হৃদ্গত ভাব। "যশোদা ও দেবকী সমকালে প্রসব করিলেন"—হরিবংশে এই কথা বলায় শ্রীবৈশম্পায়নেরও ইহাই অভিপ্রায়। শ্লোকে এই 'তু'কার পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহা বলা যায় না। কারণ বিনা 'তু'কারেও পাদপূরণ হইয়া যায়। আর একটী কথা এই যে—জাতকর্ম্ম সংস্কার নাড়ীছেদনের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। নাড়ীছেদনাদি ক্রিয়া জাতকর্ম্মের অন্তর্গত। নন্দ জাতকর্ম্মাদি করিয়াছিলেন বলাতে নন্দগৃহে যে কৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদাদি হইয়াছিল, তাহাও জানা যায়। অতএব গর্ভজ সন্তান ব্যতীত নাড়ীচ্ছেদ কি করিয়া সম্ভব? ইহা হইতেও কৃষ্ণ যে যশোদার নিজ-পুত্র, তাহা প্রমাণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, একথা শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল দুই একস্থানে নহে, বহুস্থানেই বর্ণিত হইয়াছে। সে সমস্ত প্রমাণ-বাক্য আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৌতমীয় তন্ত্রেও দেখিতে পাই—"বল্লবীনন্দনং বন্দে ইতি" বল্লবীনন্দন—গোপিকানন্দন অর্থাৎ যশোদাপুত্র। ক্রমদীপিকাও বলেন—

"দেবতা সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিতঃ" ইতি। মন্ত্রেও আছে—নন্দপুত্রপদং ভেস্তম্।

আদি পুরাণে শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

"নন্দ গোপগৃহে পুত্রোযশোদাগর্ভ সম্ভবঃ।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজকৃত শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫।১ শ্লোকের স্বকৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

"আত্মজ উৎপন্নে ইত্যন্যদীয়পুত্রশঙ্কা নিরস্তা। শ্রীবসুদেব গৃহে শ্রীভগবানেক এব জাতঃ শ্রীনন্দগৃহে তু মায়য়া সহেতি পরমরহস্যত্বাত্তৎ প্রসঙ্গঃ পূর্ব্বং নোদিষ্টঃ, তত্র তু শ্রীবসুদেবেন মায়া পরিবর্ত্তেন বিষ্ণুস্তু পুত্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্ত ইতি মুখ্যয়ৈব বৃত্ত্যা তদাত্মজত্বং ঘটত ইতি অতএব ব্রহ্মণাপি বক্ষ্যতে পশুপাঙ্গজায়েতি অতএব রুদ্রযামলে—"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

আত্মজ উৎপন্ন হইলে নন্দ কিন্তু মহানন্দে জাতকর্ম্মাদি করাইয়াছিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যে নিজপুত্রসূচক 'আত্মজ' শব্দের প্রয়োগ থাকায় কৃষ্ণ যে নন্দমহারাজের

নিজ পুত্র, তিনি অন্য কাহার পুত্র নহেন—একথা ব্যক্ত হইল এবং কৃষ্ণ অন্যের পুত্র—এই আশঙ্কা নিরস্ত হইল। বসুদেবগৃহে ভগবান্ একাকী আবির্ভূত হন। নন্দগৃহে কিন্তু মায়ার সহিত জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব যশোদার শয্যায় পুত্রকে রাখিয়া মায়াকে লইয়া আসিলে বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা অতীব রহস্যপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। বস্তুতঃ কৃষ্ণ নন্দমহারাজের নিজপুত্র। তাই ব্রহ্মা কৃষ্ণকে 'পশুপাঙ্গজ' বলিয়া স্তব করিয়াছেন। রুদ্রযামলও বলেন—যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেব তত্ত্ব, তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক, তিনিই মথুরায় ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি নন্দনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

গৌরপার্ষদ শ্রীল গোপাল গুরু গোস্বামী প্রভুও স্বকীয় পদ্ধতি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ংরূপঃ প্রাদুর্ভূতো ব্রজেঽভবৎ।
নন্দগেহে শুচিরসং ভক্তেভ্যো দাতুমুন্নতম্॥
ভক্তেভ্যঃ শ্রুত্যাদিভ্য ইত্যর্থঃ।
ব্যূহো নন্দাত্মজস্যাদ্যো বসুদেব গৃহেঽভবৎ।
প্রকাশশ্চেতি সিদ্ধান্তঃ পুরাণেষু বিনিশ্চিতঃ॥
আদৌ কৃষ্ণস্ততো মায়া যুগ্মং প্রাদুরভূদব্রজে।
কন্যামাদায় মথুরাং বসুদেবে গতে সতি।
প্রাদুর্ভূতং নন্দসুতং বসুদেবসুতোঽবিশৎ॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতি প্রভৃতি ভক্তগণকে উন্নত-উজ্জ্বল রস প্রদান করিবার জন্য ব্রজে নন্দ গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আদিব্যূহ বাসুদেব বসুদেব গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রজে যশোদার গর্ভ হইতে প্রথমে কৃষ্ণ, তৎপরে যোগমায়া—এই যমজ সন্তান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যখন বসুদেব যশোদা দেবীর শয্যায় নিজ পুত্রকে রাখিয়া কন্যাকে লইয়া মথুরায় প্রস্থান করিলেন, তখন বাসুদেব নন্দনন্দনে প্রবেশ করিলেন।

বৃহদ্‌বিষ্ণু পুরাণও বলেন—

"শ্রীকৃষ্ণে মায়য়া সার্দ্ধং যশোদাপুরতো গতে।
প্রাকাশ্যং মোহিতাঃ সর্ব্বে বভূবুর্ব্রজবাসিনঃ॥
মথুরায়াঃ সুতং গৃহ্নন্নাগত্যানকদুন্দুভিঃ।
নন্দস্য সদনং গত্বাঽপশ্যৎ কন্যাং ন বৈ সুতম্॥
স্বসুতং তত্র সংস্থাপ্য কন্যামাদায় নির্গতে।
বসুদেবে বাসুদেবঃ প্রাবিশন্ নন্দনন্দনম্॥
তদা ব্রজালয়াঃ সর্ব্বে বভূবুঃ প্রাপ্তচেতসঃ।
তদানন্দ পরোনন্দঃ ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
কারয়ামাস বিধিনা জাতকর্ম্মাত্মজস্য চ॥"

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত যশোদা হইতে প্রকটিত হইলেন তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় সকল ব্রজবাসী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বসুদেবও মথুরা হইতে নিজ পুত্রকে লইয়া নন্দ গৃহে প্রবেশ করতঃ যশোদার শয্যায় কেবল কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন, নন্দনন্দনকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি নিজ পুত্রকে তথায় রাখিয়া কন্যাকে লইয়া চলিয়া গেলে বসুদেব নন্দন বাসুদেব নন্দনন্দনে প্রবেশ করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রজবাসিগণ জাগ্রত হইয়া পড়িলেন। তখন নন্দ মহারাজ পরমানন্দে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যথাবিধানে আত্মজের জাতকর্ম্মাদি করাইলেন।

বৃহদ্‌বামন পুরাণেও আমরা পাই—

"গায়ত্রী-মুনি-দেবেভ্যো দাতুং শুচিরসং নিজম্।
নন্দ গেহে স্বয়ং কৃষ্ণো ব্রজে প্রাদুর্বভূব হ॥"

গায়ত্রী, মুনি ও দেবতা গণকে নিজ মধুর রস প্রদান করিবার জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ব্রজে নন্দগৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ন তু বসুদেব নন্দন। শাস্ত্র বলেন—

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥

(চৈঃ চঃ আদি ২।৯)

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্, এ

(২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় ৮১ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

ব্রহ্মসংহিতায় "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ঃ…" শ্লোকে পরমেশ্বরই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে পরব্রহ্মের যে সকল তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে সেই সকল তত্ত্ব যে স্বয়ং ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই জ্ঞাপন করিতেছে তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই **কর্ম্মফল বিধাতা** বলা হইয়াছে।

(১) "একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্" (কঠ)

—এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর অসংখ্য জীবের অভীষ্ট কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন।

(২) "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসার মোক্ষ স্থিতি বন্ধন হেতুঃ" (শ্বেত)

—পরমেশ্বর প্রকৃতি (প্রধান) ও পুরুষের (ক্ষেত্রজ্ঞ) অধীশ্বর, অনন্ত গুণ সমূহের অধীশ্বর এবং সংসারে স্থিতি, বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতির হেতু অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মফল তিনিই বিধান করেন।

বর্ত্তমান সংখ্যায় পরমেশ্বরই যে কর্ম্মফল বিধাতা এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তি সুখে আছে। কেহ বা দুঃখ ভোগ করিতেছে। জাতি, উচ্চ বা নীচবর্ণে জন্ম, কর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা বা আর্থিক অবস্থায় এরূপ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপও দেখা যায় যে কেহ প্রভূত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যা বা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না, আবার কেহ অত্যন্ত দুর্য্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যা বা অর্থাদি উপার্জন করিতে পারিতেছেন। কেহ আজীবন কোনরূপ পাপকর্ম্ম করেন নাই বরং পুণ্যকর্ম্মই করিয়াছেন অথচ নানাবিধ দুঃখভোগ করিতেছেন, আবার কেহ বা পাপকর্ম্ম করিয়াও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। কেন এরূপ হয় এসম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে। শাস্ত্রকারগণ বলেন প্রত্যেক জীবের বর্ত্তমান জন্মে কিংবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলে এরূপ হইয়া থাকে— "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"। এই কর্ম্মফলতত্ত্ব না জানিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারেনা। কর্ম্ম কি, কে কর্ম্ম করে, জীবের তাহাতে কতটুকু দায়িত্ব এবং এই কর্ম্মফলদানে কাহার কর্ত্তৃত্ব—এই সকল সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হয়।

শ্রীভগবান্ আদিম সৃষ্টির সময় জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু নিশ্চয়ই এই প্রথমসৃষ্ট জীবসমূহ কর্ম্মফলসহ সৃষ্ট হয় নাই। গীতার উক্তিতে ইহা পাওয়া যায়—

> ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৩

—অর্থাৎ প্রভু (পরমেশ্বর) লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মসমূহ সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মফল সংযোগও তৎকর্ত্তৃক নহে, জীবের অনাদি 'অবিদ্যা'রূপ স্বভাবই উহার প্রবর্ত্তক।

জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিলে যেন মনে করা না হয় যে পরমেশ্বর জীবের সকল কর্ম্ম-প্রবৃত্তিও সৃষ্টি করিয়াছেন—উহাতে পরমেশ্বরের বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতাই স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্মফলের সংযোগও তিনি সৃষ্টি করেন নাই—উহা জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয় অর্থাৎ অজ্ঞানাত্মিকা ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া বা প্রকৃতি এজন্য দায়ী—অবিদ্যাজাত স্বভাবযুক্ত লোকসকল তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকে।

জীব চেতন বস্তু। চেতন পদার্থ মাত্রেরই ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অনুভবশক্তি থাকিবে। জড়বস্তু হইতে চেতনবস্তুর পার্থক্য এখানে। সুতরাং ইচ্ছাপূরণের জন্য চেতনজীবের ক্রিয়াও থাকিবে এবং তাহার সুখ দুঃখাদির

অনুভূতিও থাকিবে। এখন জানিতে হইবে এই ইচ্ছা ও ক্রিয়া কাহার দ্বারা পরিচালিত হইবে।

জীবের স্বরূপ—জীব পরমেশ্বরের শক্তি হইতে উদ্ভূত। শ্রীভগবানের অনন্তশক্তি মধ্যে ত্রিবিধ প্রধান শক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
(বিষ্ণু পুরাণ)

—অর্থাৎ বিষ্ণু শক্তি তিন প্রকার—
তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা নাম্নী শক্তিকে জীবশক্তি এবং অবিদ্যা যাহার কার্য্য এবম্বিধ শক্তিকে মায়াশক্তি বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি; তাঁহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' (ভিন্না) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা বা জড়াশক্তি।

গীতাতে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
গী ৭।৪-৫

অর্থাৎ ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির পৃথক পৃথক অষ্টপ্রকার পরিচয়। এই আটটী বিষয় জড়মায়ার অধিকারে। এই জড়াপ্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক আমার জীবস্বরূপা আর একটী প্রকৃতি আছে যাহাদ্বারা এই জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে।

১৫।৭ শ্লোকে বলিতেছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব।

শ্রুতিতেও এইরূপ উল্লিখিত আছে—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ (মুণ্ডক)

—অর্থাৎ যেরূপ প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নিসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গকণা বিনির্গত হয়, হে সৌম্য, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

সুতরাং বুঝাগেল জীব সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবান্ হইতে উৎপন্ন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অতি ক্ষুদ্র হইলেও অগ্নির আলোক ও উত্তাপাদি স্বরূপগত ভাবে যেমন সেই স্ফুলিঙ্গে থাকিবে তদ্রূপ শ্রীভগবানের শক্তি হইতে উৎপন্ন জীব অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইলেও তাহাতে শ্রীভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দ ধর্ম্ম নিহিত থাকিবে—উহা শ্রীভগবানে পরিপূর্ণভাবে এবং স্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীবে কণ পরিমানে বর্ত্তমান থাকে। এজন্য জীবস্বরূপ নিত্যবস্তু, বিশুদ্ধ, নিত্যানন্দময়। উহার কোন বন্ধন নাই (স্বরূপতঃ মায়াহীন)। যতসময় পর্য্যন্ত স্বরূপে অবস্থিত থাকে তত সময় জীব সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমজাতীয় সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ-শ্রীভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধানুরূপ শক্তির স্বরূপগত কার্য্য কি হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ কিংবা সূর্য্য ও তাহার কিরণপুঞ্জ অভিন্ন হইয়াও কারণ ও কার্য্য, আশ্রয় ও আশ্রিতভেদে ভিন্ন; সেইরূপ শ্রীভগবান ও তাঁহার শক্তি অপৃথক হইলেও কারণ ও কার্য্য, আশ্রয় ও আশ্রিত, সেব্য ও সেবক ইত্যাদিরূপে নিত্যই পৃথক। সূর্য্যশূন্য কিরণ বা কিরণশূন্য সূর্য্য যেমন কল্পনা করা যায় না সেইরূপ শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া তাঁহার শক্তির কল্পনা করা বা শক্তিকে বাদ দিয়া শ্রীভগবানের কল্পনা করা যায় না—এজন্য একই সময়ে পরস্পর অভিন্ন ও ভিন্ন (অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ)।

জীব পরমেশ্বরের নিত্যদাস—জীব শ্রীভগবানের জীবশক্তি হইতে উদ্ভূত। যতসময় জীব তাহার এই স্বরূপ-বোধ সহকারে অবস্থিত থাকে ততসময় শক্তিমান্ পরম চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া সে কার্য্য করে, তখন তাহার একমাত্র কার্য্য হয় শক্তিমান শ্রীভগবানের

সেবা। শক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই শক্তিমানের সেবা। বৃক্ষের মূলে জলসেচনের দ্বারা তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র, পল্লব সবই সঞ্জীবিত থাকিতে পারে; মূলে জল সেচন না করিয়া পত্র, পল্লব, শাখা, প্রশাখাতে জলসেচন করিলে কোনই ফল হয় না।

প্রিয়ত্বের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও প্রত্যেকের আত্মাই প্রিয় বস্তু—আত্মাকেই সকলে ভালবাসে এবং এই আত্মার সম্বন্ধযুক্ত যাহা—পুত্র কলত্রাদি, বিষয় সম্পত্তি—তাহাতেই লোকের প্রীতি। অতএব আত্মার নিকটতম আশ্রয় পরমাত্মা এবং পরমাত্মার পূর্ণতমস্বরূপ যিনি সেই পূর্ণ ভগবান মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত আত্মভাবের মূলকারণ হওয়ায় তিনিই প্রিয়তম। তাঁহারই সেবা জীবের স্বরূপানুবন্ধি স্বধর্ম্ম—উহাতেই জীবের পূর্ণ সার্থকতা। এজন্য জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস—নিত্যসেবক। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। (চৈঃ চঃ) শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ"—তাঁহাকে(পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে) ধ্যান করিবে. তাঁহার প্রেমরস আস্বাদন করিবে, তাঁহার ভজন করিবে, তাঁহার পূজা করিবে।

পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শুধু আত্মভাবের মূল কারণ নহেন। তিনিই পূর্ণতম আনন্দময় বিগ্রহ। এজন্য সনকাদি আত্মারামগণও আত্মানন্দে পূর্ণ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ **মাধুর্য্যে** আকৃষ্ট হন।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মস্তক লুণ্ঠিত করিলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দেমগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল।

জীবের **স্বভাবের** দিক দিয়া বিচার করিলেও পূর্ণের সেবাই—পূর্ণের আশ্রয়লাভই তাহার স্বভাব তাহা জানা যাইবে। চিদ্‌বস্তু ও জড়বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত, প্রত্যেক বস্তুরই স্বজাতীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি। যে বস্তুতে পূর্ণ স্বজাতীয় ভাব তাহাতে আশ্রয়লাভই খণ্ড অপূর্ণ স্বজাতীয় ভাবসম্পন্ন বস্তুর প্রয়াস। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশের সহিত মিলিত হইতে চায়। ক্ষুদ্র বায়ু মহাবায়ুর দিকে ছুটিতে চাহে, ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে চায়। উহা জড় বস্তুরই স্বভাব। চিদ্‌রাজ্যেও ঐ একই প্রয়াস দেখা যায়—ক্ষুদ্র চিদ্‌বস্তু বিভুচিৎ এর সহিত মিলিত হইতে চায়। চিৎকণ জীবেরও তাই—বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করিতে স্বাভাবিক প্রয়াস। যত সময় এই চিৎকণ জীব অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে ততসময় তাহার বিজাতীয় জড়সঙ্গের আসক্তি থাকিলেও তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে না—জড়াশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেও জড়াশক্তির সহিত একীভূত হয় না। লৌহ যেমন অগ্নির সংযোগে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া অগ্নির ধর্ম্ম প্রকাশ করে কিন্তু লৌহত্ব পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিতে পরিণত হয় না সেইরূপ তটস্থাশক্তিভূত জীবাত্মা মায়াশক্তির সংশ্রবে মায়া বা জড়াশক্তিতে পরিণত হয় না, তাহার অন্তরস্থিত চিদ্ধর্ম্ম আচ্ছাদিত থাকে মাত্র। জড়সঙ্গে থাকা-কালেও তাহার জড় বিষয় সুখে অতৃপ্তি, অস্থিরতা দেখা যায়। কোন সময়ে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইলে চিরবিরহক্লিষ্ট স্বপদচ্যুত জীবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

যে সকল জীব এইভাবে স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিজাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই (নিত্যমুক্ত), তাঁহারা কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির সহিত তাদাত্ম্য ও তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকরগণের আনুগত্যে **কৃষ্ণসেবাই** তাঁহাদের একমাত্র স্বরূপগত ধর্ম্ম মনে করেন। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নিরন্তর সেবানন্দরূপ অনুভূতিতে

নিমগ্ন থাকেন। তাঁহাদের কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণসেবা। কিন্তু জীবকে শ্রীভগবানের জীবশক্তি হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। এই জীবশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির (চিৎশক্তি) অন্তর্ভুক্তা নহে, কিংবা মায়াশক্তিরও অন্তর্ভুক্তা নহে—জীবশক্তি একটী পৃথক শক্তি। উহাকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী বিভাগকারী সূক্ষ্মস্থানটীকে 'তট' বলা হয়। চিৎজগতকে জলের সঙ্গে ও মায়িকজগতকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে উহাদের সন্ধিস্থলে জীবশক্তির অবস্থান বুঝিতে হইবে। এই সন্ধিস্থলে অবস্থিত থাকার জন্য জীবশক্তি হইতে উদ্ভূত জীব একদিকে চিদ্‌জগৎ দেখিতেছেন এবং অন্যদিকে মায়াশক্তির পরিণাম ব্রহ্মাণ্ড সকলকে দেখিতেছেন। তটস্থা শক্তি হইতে উদ্ভূত জীবের স্বভাবও তটস্থ। সেজন্য তাহার মধ্যে দুইটী ভাব বর্ত্তমান। একটী চিদাত্মভাব (চিদানন্দময় শ্রীভগবানের শক্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া চিদানন্দকেই আত্মভাব মনে করেন)—চিদাত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাঁহার স্বরূপ মনে করেন এবং অচিৎ বা জড়ীয় বস্তুতে 'আমি' বোধকে তাঁহার বিরূপ ভাব মনে করেন। এই ভাবটী জীবকে চিদানন্দময় ভগবদ্ভূমিতে আকৃষ্ট করে—তাহার ফলে তিনি অন্তর্মুখী হইয়া কৃষ্ণভূমিতে দৃষ্টি করেন এবং কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন। একবার এই ভূমিতে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে আর অচিৎভূমি অর্থাৎ মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে আকৃষ্ট হন না—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। এই ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবায় নিমগ্ন থাকেন।

তটস্থ স্বভাব সম্পন্ন জীবের অপর ভাবটী জড়াত্মভাব—দেহেন্দ্রিয়াদি জড়বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' বোধ করেন। নিজের স্বরূপ (চিদাত্মভাব) বিস্মৃত হইয়া মায়া বা জড়শক্তির দিকে আকৃষ্ট হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন—জড়শক্তির সহিত তাদাত্ম্য (আত্মবোধ) ও তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া মায়ারই আনুগত্যে মায়িক সংসার পাতাইয়া সংসার দুঃখ ভোগ করেন। ইহারাই নিত্যবদ্ধ জীব।

প্রশ্ন হইতে পারে জীব যখন শ্রীভগবানেরই শক্তি হইতে উৎপন্ন—তাঁহারই বিভিন্নাংশ জীবরূপে প্রকাশিত এবং স্বরূপে নিত্য, শুদ্ধ, বন্ধনহীন, অবিকারী তখন কিরূপে এবং কেন মায়াশক্তির দ্বারা এরূপভাবে অভিভূত হয়? তাহার উত্তর এই যে—জীবের স্বরূপে মায়ার কার্য্য না থাকিলেও তাহার স্বভাবে মায়ার প্রভাব আছে। জীব কৃষ্ণসূর্য্য হইতে উদিত হইলেও কৃষ্ণের জীবশক্তিই জীবকে প্রকট করেন। কৃষ্ণ তাঁহার এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি (চিৎশক্তি) যেমন পূর্ণশক্তি এবং তাহা হইতে প্রকটিত বস্তু সকল যেমন পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি, জীবশক্তি সেরূপ নহে। তাহা হইতে প্রকটিত জীবসকল অনুচৈতন্য স্বরূপে প্রকটিত। জীব যদিও চিদ্‌বস্তু দ্বারা গঠিত, চৈতন্যময় এবং শ্রীভগবানের গুণ সমূহও জীবে অনুমাত্রাতে বর্ত্তমান তথাপি উহার গঠন চিৎকণ স্বরূপ—নিতান্ত অনুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্‌বলের অভাব বশতঃ মায়ার-দ্বারা অভিভূত হওয়ায় যোগ্য। লৌকিক জগতেও আমরা দেখিতে পাই অন্ধকার কখনও সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না কিন্তু ক্ষীণদ্যুতি খদ্যোতকে পরাভব করিয়া থাকে। সেইরূপ মায়াদেবী যিনি বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথেও আসিতে বিলজ্জিতা হন, তিনি অনুচৈতন্য স্বরূপস্থিত নির্ব্বোধ জীবকে সহজেই বিমোহিত করিতে পারেন।

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(ভা ২।৫।১৩)

—অর্থাৎ যে মায়া শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হন, বিপর্য্যয়গ্রস্ত জীব সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ]

১২-১১-৬১ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)—প্রভাসতীর্থে হিরণ্যগঙ্গাতটে নাগস্থানের নিকটবর্ত্তী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির ও একটি শিবমন্দির দর্শন করিয়া আমরা শ্রীসোম-নাথের নূতন ও পুরাতন মন্দির দর্শনার্থ গমন করি। উক্ত চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকের নিম্ন হস্তে পদ্ম ও ঊর্দ্ধ হস্তে গদা এবং বাম দিকের ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে চক্র বিদ্যমান। শ্রীসিদ্ধার্থ সংহিতা মতে এই শ্রীমূর্ত্তি পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রকর শ্রীঅধোক্ষজ নামে বিদিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া) শ্রীযোগপীঠের বৃহৎ মন্দিরের ভিত্তি খননকালে এইরূপ চক্রসম্বলিত একটি শ্রীঅধোক্ষজ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। অদ্যাপি সেই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীযোগপীঠে সেবিত হইতেছেন। চক্র-ভেদানুসারে অত্রত্য শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তির 'অধোক্ষজ' নাম স্মরণে আমাদের বড়ই আনন্দ হইল। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এই 'অধোক্ষজ' শব্দটি উচ্চারণ মাত্রেই আমা-দিগকে, শুনাইয়া বলিতেন—'অধঃকৃতং তিরস্কৃতং জীবানাং অক্ষজং অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ'—'Godhead is he who has reserved the right of not be-ing exposed to human senses' অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশবস্তু, তিনি আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন। ঐকান্তিক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় সমীপেই তিনি তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ করিয়া থাকেন,— "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" শ্রীভগবানের অধো-ক্ষজত্ব—অতীন্দ্রিয়ত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির বিষয় হইলেই তাঁহাকে আর আমাদের প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ী-ভূত করিয়া লইবার দম্ভমূলে তাঁহার অপ্রাকৃত জন্মাদি লীলায় মর্ত্ত্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। অজ্ঞ জীবগণের ভগবৎ স্বরূপভ্রান্তি নিরসনকল্পেই মনে হয় শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাক্রমেই এখানে অধোক্ষজরূপে বিরাজমান হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 'অধোক্ষজ' শব্দটি বহুস্থানে ব্যবহার করিয়া শ্রীশুকদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদির অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন।

আমরা অতঃপর শ্রীসোমনাথ মহাদেবের নূতন ও পুরাতন মন্দির দর্শনার্থ গমন করি। উহা প্রভাসতীর্থের নিকটেই অবস্থিত। সোমনাথ—জ্যোতির্লিঙ্গ সমূহের আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকে নকুলীশ পাশুপত মতা-বলম্বিগণের কেন্দ্র বলা হইয়া থাকে। সোমনাথের প্রাচীন-তম মন্দির নষ্ট হইলে ৬৪৯ খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মিত হয়। উহা আবার সামুদ্রিক আরবীয় দস্যুগণ কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে খৃষ্টীয় অষ্টমশতকে তৃতীয় মন্দির প্রস্তুত হয়, তাহাও আবার স্বার্থান্বেষিগণ কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে দশম শতকের শেষভাগে চালুক্যরাজগণ চতুর্থ-মন্দির নির্ম্মাণ
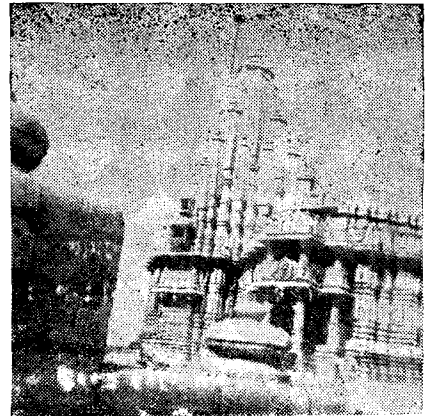
শ্রীসোমনাথজীর মন্দির

করেন। ১১৪৪ খৃঃ জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়, কিন্তু উহাও ১২৯৬ খৃঃ আলাউদ্দিন খিলজি নষ্ট করে। পুনরায় উহা সংস্কৃত হইলে ১৪৬৯ খৃঃ মহম্মদ বেধড়া উহাকে নষ্ট করে, পুনরায় সংস্কৃত হয়, পরে তাহাও বিনষ্ট হয়। পরে অহল্যা বাঈ ঐ মন্দির হইতে কিছু দূরে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে প্রাচীন শ্রীসোমনাথ লিঙ্গ স্থাপন করেন বলিয়া প্রকাশ। অনন্তর স্বাধীন ভারতে সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল পুনরায় উক্ত পুরাতন স্থানের উপর পুরাতন মন্দিরের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ সংরক্ষণ পূর্ব্বক এক সুদৃশ্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণ এবং তাহাতে শ্রীসোমনাথ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।

অহল্যাবাইএর নির্ম্মিত শ্রীসোমনাথ মন্দিরটি দ্বিতল। উপর তলায় একটি শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম, ইনিও সোমনাথ নামে অভিহিত। বোধহয় ইনি মূল লিঙ্গের প্রতিনিধি স্বরূপ। নিম্নতলে ভূগর্ভে পুরাতন শ্রীসোমনাথ লিঙ্গ। উঁহার পার্শ্বে পার্ব্বতীদেবী, লক্ষ্মী গঙ্গা ও সরস্বতী (গঙ্গার দক্ষিণে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী)। সোমনাথের উত্তরে গঙ্গামূর্ত্তি; যোনিপীঠও উত্তরাভিমুখে অবস্থিত। তাঁহার (মহাদেবের) পূর্ব্বদিকে বৃষ পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া অবস্থিত। মহাদেবের পশ্চিমদিকে পার্ব্বতী পূর্ব্বাভিমুখিনী। জুনা মন্দিরে প্রবেশের দক্ষিণে গণেশ মন্দির।

শ্রীসোমনাথের সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল নির্ম্মিত নূতন মন্দিরটি সুপ্রাচীন ভিত্তির উপরই সংস্থাপিত, নিম্নেই সমুদ্র প্রবাহিত। দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। ইহার প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে শ্রীমন্দিরের প্রতিকৃতি বিরাজিত। শ্রীসোমনাথ শিবলিঙ্গটি অতি সুন্দর ও বৃহৎ। সেবার পারিপাট্য আছে। এখানেও শ্রীশিবলিঙ্গের উত্তরাভিমুখে যোনিপীঠ, শ্রীপার্ব্বতী পশ্চিমে পূর্ব্বাভিমুখিনী। এখানকার বর্ত্তমান পূজারী—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—জামদগ্ন্য গোত্রোদ্ভূত, নাম—শ্রীবাসুদেব সদাশিব মণ্ডে (Mondhe)। এই নবমন্দিরের প্রতিষ্ঠার তারিখ—১১ই মে, ১৯৫১ খৃঃ। পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রীজী তর্কতীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করেন। ষাঁড়ের মুখের বামপার্শ্বে ভৃঙ্গী; ষাঁড়ের সম্মুখে কূর্ম্মমূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে শ্রীহনুমান্ জিউ ও বামে শ্রীগণেশ জিউর (চতুর্ভুজ) ছোট মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সংলগ্ন সমুদ্রের ঘাটটির নাম—'বল্লভঘাট', আমরা বল্লভঘাটের জল স্পর্শ করিলাম। সর্দার শ্রীবল্লভ-ভাই এরই সুমহতী প্রাণময়ী সেবাচেষ্টায় আজ ভারতের এই প্রাচীন গৌরবটি পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা আমাদের বড়ই গৌরবের বিষয়।

এখানকার দর্শনীয় উক্ত শ্রীসোমনাথ শিব, অহল্যাবাই এর মন্দির, মহাকালীর মন্দির, প্রাচী ত্রিবেণী অর্থাৎ হিরণ্যা, সরস্বতী ও কপিলানদীর সাগরসঙ্গমস্থল, সূর্য্য মন্দির, যাদবস্থলী, বাণতীর্থ প্রভৃতি।

প্রভাসতীর্থ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৯) অতি মহাপুণ্য প্রাচীন তীর্থ, রাজকোটষ্টেসন হইতে ১৫৩ মাইল। ভেরাবল হইতে ৩ মাইল মাত্র। পূর্ব্ব দিক হইতে কপিলা ও সরস্বতী এবং উত্তর দিক্ হইতে হিরণ্যনদীর সাগর-সঙ্গমস্থলই প্রভাসতীর্থ। এই প্রভাস ক্ষেত্রেই সরস্বতী নদী পশ্চিম বাহিনী হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকে) শ্রীবলদেবের প্রভাসতীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

> স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষি পিতৃমানবান্।
> সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥

অর্থাৎ "শ্রীবলদেব ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভাস তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানবগণের তর্পণ পূর্ব্বক প্রতিলোম গামিনী সরস্বতী নদীতে গমন করিলেন।" শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য তাঁহার 'সুবোধিনী' টীকায় প্রভাসেই পশ্চিমাভিমুখিনী সরস্বতীর কথা বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১শ স্কন্ধে ৩০শ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে—'বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী'। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'প্রত্যক্' শব্দে 'পশ্চিম বাহিনী' এই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বীররাঘবাচার্য্যও তাঁহার ভাগবত চন্দ্রিকা টীকায় লিখিতেছেন—বয়ং তু

প্রভাসং নাম ক্ষেত্রং যাস্যামঃ ; তদ্বিশিনষ্টি যত্র প্রত্যক্ বাহিনী সরস্বতী নদী সমুদ্রং প্রবিশতীতি শেষঃ।

শ্রীসোমনাথ দর্শনান্তে শ্রীল স্বামীজীর আনুগত্যে আমরা শ্রীভালকা তীর্থ দর্শনে যাই। এখানে হিন্দীতে লিখিত আছে—

ইঁহা শ্রীকৃষ্ণকে চরণকমলকা দেখকর মৃগকী আশঙ্কাসে ভীল রাজনে শ্রীকৃষ্ণকে পৈর মে তীর লগায়া থা—Shri Bhalka Tirth. এখানে একটী পিপ্পল বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের একটি চরণ-চিহ্ন আছে। ঐ বৃক্ষতলে গৃহাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের একটি হেলান দেওয়া মূর্ত্তি বিরাজিত। দেওয়ালে লিখিত আছে—

বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্ত্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্ ॥
মুষলাবশেষায়ঃখণ্ড কৃতেষুর্লুব্ধকো জরা।
মৃগস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥

ভাঃ ১১।৩০ ৩২-৩৩

[বনমালা বেষ্টিতাঙ্গ, মূর্ত্তিমান্ স্বীয় আয়ুধরাশিদ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত (দেদীপ্যমান সুমঙ্গল রূপধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণ) দক্ষিণ উরুদেশে পঙ্কজরক্তিমযুক্ত স্বপদ সংস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। মুষলের অবশিষ্ট লৌহ খণ্ড দ্বারা জরা নামক ব্যাধ এক বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে তৎ-কালে মৃগভ্রমে মৃগবদনের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ চরণে বাণাঘাত করিল।]

এই ভালকাতীর্থ প্রভাসের নিকটবর্ত্তী ভালুপুর গ্রামে অবস্থিত। ভালকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি সরোবর। এক পিপ্পল বৃক্ষের নিম্নে ভালেশ্বর শিব আছেন। ঐ বৃক্ষকে মোক্ষ পিপ্পল বলে। এই বৃক্ষতলে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণচরণে জরা ব্যাধ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। চরণবিদ্ধ করিয়া ঐ বাণটি নাকি ভালকুণ্ডে পতিত হইয়াছে। একটি কুণ্ডতটে প্রকটেশ্বর মহাদেব দর্শন করি। তথা হইতে আমরা ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

প্রভাসে শ্রীহরিনারায়ণ সান্যাল ও শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দুইজন সাধুবেশী বাঙ্গালীর সহিত দেখা হইল। ২।১টি বাঙ্গালী মাতৃ মূর্ত্তিও দেখিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের ভগবদ্ ভজনের বিশেষ কোন পরিচয় পাইলাম না। ষ্টেসনে শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের পরিচয় প্রদানকারিণী Mrs B. Sanyal বলিয়া এক বিদুষী ভদ্রমহিলার সহিত আলাপ হয়। আমরা প্রভাস হইতে সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় পোড়বন্দর যাত্রা করি। এই সময়ে আমাদের শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারতি সম্পাদিত হয়। সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের পঞ্জাব প্রদেশের বিরহ-ব্যঞ্জক সুরে "শ্রীরাধা মাধব কুঞ্জবিহারী," "জয় শ্রীরাধে জয় নন্দনন্দন। জয় জয় গোপীজন মনোরঞ্জন ॥," "জয় রাধে জয় রাধে রাধে জয় রাধে জয় শ্রীরাধে। জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ ॥" এবং মহামন্ত্র গান করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে গেয় সুরে মহামন্ত্র গান করেন। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও "একবার ভাব মনে" প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী মহারাজ এবং বৈষ্ণবগণকে সুখ প্রদান করেন।

১৩-১১-৬১ অদ্য (ভেরাবল্ হইতে) বেলা প্রায় ৯॥ ঘটিকায় আমারা পোরবন্দর পৌঁছাই, ইহাকে 'সুদামা পুরী'ও বলে। পশ্চিম রেলওয়ে সুরেন্দ্রনগর হইতে ভাব-নগর পর্য্যন্ত যে লাইন গিয়াছে, তাহাতে ঘোলা ষ্টেশন হইতে পোরবন্দর পর্য্যন্ত আর এক লাইন আছে। সমুদ্রতটে এই নগর। দ্বারকা, বেরাওয়াল (ভেরাবল) এবং ভেতলসর হইতে জাহাজেও এই স্থানে আসা যায়। ইহা শ্রীকৃষ্ণ মিত্র শ্রীসুদামা বিপ্রের জন্মস্থান। আমরা পোরবন্দর ষ্টেসন হইতে সমুদ্রতটে স্নানার্থ গমন করি। কিন্তু মহাতীর্থ সমুদ্রতটে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে বড়ই দুঃখ হইল। সহরের যত ময়লা সমস্তই সমুদ্রতটে নিক্ষিপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বহু লোকে সমুদ্রতটে মলত্যাগ করে, তাহাতে দুর্গন্ধে হুকার আসে, নিতান্ত অসহনীয়। অন্য কোন স্থানে স্নান করা সম্ভব হইল না। কেবল সোমনাথ ঘাটটি কথঞ্চিৎ স্নানযোগ্য দেখিয়া এখানে আমরা স্নান সমাপন পূর্ব্বক তিলকাহ্নিকাদি করি। অতঃপর শ্রীসোমনাথ মন্দির দর্শনে

গমন করি। অবশ্য প্রভাস পত্তনের সোমনাথই জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানে শিবের নাম সোমনাথ মাত্র। সাধু শ্রীজয়রাম দাসজী এখানকার মহান্ত। এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতা ও শ্রীহনুমানজী, অপর প্রকোষ্ঠে শ্রীসোমনাথ, শ্রীপার্ব্বতী. গণেশ ও শ্রীহনুমানজী মূর্ত্তি আছেন। এস্থান হইতে আমরা শ্রীগান্ধীজীর জন্মস্থান হইয়া শ্রীসুদামামন্দিরে যাই, তথা হইতে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীগান্ধী মহাশয়ের জন্মস্থানে প্রকাণ্ড অট্টালিকা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তরাজ শ্রীসুদামা মন্দিরে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দৃষ্ট হইল না। আমরা সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীসুদমা মন্দিরে গমন করি। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীসুদামাবিপ্র ও তাঁহার বামভাগে তৎপত্নী শ্রীকৌশল্যা দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান, তাঁহাদের পটমূর্ত্তিও আছে। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ভক্তবৃন্দ সহ কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে মন্দির সমক্ষে নাট্যমন্দিরে অনেকক্ষণ যাবৎ নৃত্যকীর্ত্তন করেন, অতঃপর সন্ধ্যারতির পরে স্বামীজী অপূর্ব্ব ভাবাবেশে শ্রীসুদামাচরিতকথা কীর্ত্তন করেন।

ভক্তরাজ সুদামা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তিনি অনায়াসলব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। যথোপযুক্ত খাদ্যাভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই জীর্ণশীর্ণ কলেবর হইয়াও, শতছিন্ন বসন পরিয়াও পরস্পর প্রীতমনে ভক্তিময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন দ্বিজপত্নী স্বামীর ভোজ্যসম্পাদনে অসমর্থা হইয়া স্বীয় পতি সমীপে তাঁহার সখা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমনের জন্য অনুরোধ জানাইলে সুদামা বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনকেই পরম লাভজনক বিচারে দ্বারকাগমনে মতিস্থির করিয়া পত্নীসমীপে সখার জন্য কিছু উপায়ন প্রার্থনা করিলেন। সাধ্বীপত্নী স্বামীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া ছুটিয়া প্রতিবেশীগৃহে গেলেন এবং তথা হইতে চারিমুষ্টি তণ্ডুল প্রায় চিপিটক ভিক্ষা করতঃ তাহা একখানি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। ভক্তবর সুদমা তাহা লইয়া দ্বারকাধামে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন কিরূপে ঘটিবে" ইহাই বিপ্রবরের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। দ্বারকায় পৌঁছিয়া এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী মহালক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণীদেবীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে প্রিয়তমার পর্য্যঙ্কস্থিত শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে কিছুই না বলিয়া সহসা উত্থিত হইয়া প্রিয়তম সখার নিকট ছুটিয়া-গিয়া তাঁহাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গসঙ্গে অতীব আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে নিজের সিংহাসনে আনিয়া বসাইলেন ও অত্যন্ত প্রীতিভরে পাদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা বিভিন্নভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। যাঁহার পদধৌত জল ত্রিধারা হইয়া ত্রিলোককে পবিত্র করেন, সেই ত্রিলোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার সখার পদধৌত জল নিজমস্তকে ধারণ করিয়া ভক্তপদজলের মহিমা জগতে ঘোষণা করিলেন। রুক্মিণী দেবীও স্বয়ং চামর দ্বারা তাঁহার ব্যজন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সখার সহিত গুরুদেব শ্রীসান্দীপনি মুনি গৃহে একত্র বাসকালীন যে সকল ঘটনা হইয়া ছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে সখার গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত গার্হস্থ্য জীবন কিভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন তদ্‌বিষয়ে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন এবং জন্মদাতা পিতামাতা, সাবিত্রী সংস্কার দাতা আচার্য্য ও দীক্ষামন্ত্রদাতা গুরু—এই ত্রিবিধ গুরুর মধ্যে দীক্ষাগুরুরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন পূর্ব্বক সেই দীক্ষাগুরুর সেবার দ্বারাই যে শ্রীভগবান্ পরম সন্তুষ্ট হন, তাহা শিক্ষা দিয়া একদিনের গুরুসেবার একটি ঘটনা আদর্শ স্বরূপে কীর্ত্তন করিলেন। একদিন গুরুমাতা দুই সখাকে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক জঙ্গল হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিবার কথা বলিলে কৃষ্ণ ও সুদামা উভয়েই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক যে ভাবে কাঠ ভাঙ্গিয়া বড় বোঝা বাঁধেন এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে তাহা লইয়া বাড়ীতে আসিবার কালে যে ভাবে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি মেঘ গর্জ্জন ও করকাপাত হইয়াছিল, বনভূমি দেখিতে দেখিতে যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জলপ্লাবিত হইয়া গেল, কোন্‌টি উচ্চ ও কোন্‌টি নিম্নস্থান তাহা বুঝাগেল না, তদ্দর্শনে দুই সখা হাত ধরাধরি করিয়া

যে ভাবে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া সমস্ত রাত্রি সেই জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং প্রভাতে শ্রীগুরুদেব অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে তাঁহাদের অনুসন্ধানে আসিয়া তাঁহাদিগকে তদবস্থ দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া সচ্ছিষ্যের ভক্তিসহকারে গুরুসেবার ভূয়সী প্রশংসা করতঃ যেভাবে শিষ্যদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন— "তোমাদের মনোরথ সফল হউক এবং অধীত বেদশাস্ত্র সকল ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদা সারযুক্ত হইয়া বিরাজমান থাকুক"—সেই সকল কথা আলোচনা করিয়া গুরুশুশ্রূষাই যে ভগবৎ প্রীত্যুৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাহা জানাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ, সখার আনীত চিপিটক ভক্ষণে চেষ্টান্বিত হইলে সখা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাহা গোপন করিতে থাকিলেও কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাহা লইয়া ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসামূলে এক মুষ্টি ভক্ষণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ কালে শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সখার অসাক্ষাতে সখাকে অতুল সম্পদের অধিকারী করিলেন। বিপ্রবর সেইরাত্রি শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে সুখে অবস্থান পূর্ব্বক পরদিন প্রাতে নিজালয়ে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে সখা কৃষ্ণের আদর ও প্রীতির কথা স্মরণ করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—সখা শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অর্থ প্রদান করেন নাই, ইহা তাঁহার পরম করুণা, নির্ধন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইয়া সেই ধনের মোহে পাছে তাঁহার কথা বিস্মৃত হয়, এজন্যই কৃষ্ণ তাঁহাকে ধন প্রদান করেন নাই। ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে সুদামা তাঁহার গৃহ সমীপে আসিয়া বহু ঐশ্বর্য্য সমন্বিত বিরাট অট্টালিকা দর্শনে আনমনা হইয়া আছেন এমন সময় তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী স্বামীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে পরমানন্দে ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পাদপদ্মে পতিতা হইলেন, অতঃপর পত্নীর সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের পরোক্ষে করুণা প্রকাশের কথা আলোচনা করিয়া ভক্তদম্পতি শ্রীজনার্দ্দনে পরম ভক্তিযুক্ত চিত্তে অনাশক্তভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী পরম আবেগভরে শ্রীসুদামা বিপ্রকথা বর্ণন প্রসঙ্গে ভক্ত, ভক্তি ও ভক্তবৎসল ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করেন। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"—"আমার ভক্তের পূজা—আমা হইতে বড়। সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়॥" "অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" ইত্যাদি কীর্ত্তনমুখে স্বামীজী আমাদিগকে ভক্তসেবার মাধ্যমেই যে ভক্ত-প্রেমবশ্য ভগবৎকৃপা লভ্য, ইহা বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর ভাষণের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয়। অতঃপর আমরা ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

(ক্রমশঃ)

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব

অষ্ট দিবস ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২০ বামন, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ২৩ আষাঢ়, ১৩৬৯; ৮ জুলাই, ১৯৬২ রবিবার হইতে ২৭ বামন, ৩০ আষাঢ় ১৫ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত অষ্টদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা অধিবাস বাসরে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনামূলে তদীয় আবাহন কৃত্য সম্পন্নের জন্য বহু সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী ও শত শত নরনারী শ্রীমঠে একত্রিত হন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় যাত্রা করিয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই সোমবার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের মুখ্য নেতৃত্বে ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সহায়তায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পঞ্চরাত্র ও শ্রীভাগবত বিধানানুসারে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সমস্ত দিবসব্যাপী নরনারী নির্ব্বিশেষে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। অষ্টোত্তরশত ঘট জলে মহাভিষেক, যজ্ঞ, প্রস্থানত্রয় পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক কৃত্যাদি এবং অপূর্ব্ব বিশাল শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করিয়া তদ্দেশবাসী ব্যক্তিগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। হায়দরাবাদ সহরে তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও এইরূপ বিশাল শ্রীমূর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য দেখেন নাই। শ্রীবিগ্রহগণের বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত দর্শনার্থী নরনারীকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিগত ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার হইতে ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে রাত্রি ৭ ঘটিকায় আটটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। হায়দরাবাদ রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার ও পঞ্চায়েত রাজের কমিশনার শ্রী কে, এন্, অনন্থরমণ, আই-সি-এস্, হায়দরাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি, মুনিকানিয়া ; ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ পি, শ্রীনিবাসাচার, এম্-এ, পি-এইচ্, ডি (লণ্ডন); শ্রীপান্নালাল পিট্টি ; উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রী বি, রামকৃষ্ণ রাও, এম্, পি ; অন্ধ্র প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পি, ভি, জি, রাজু ; নিখিল ভারত মেডিকেল এসোসিয়েসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ কে, রঙ্গচারুলু ; দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বিভাগের ডিরেক্টর ও রেভিনিউ বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারী রাজা ত্রিম্বকলাল যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ বিভিন্ন দিবসে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ ওয়াই জগন্নাথম্ পান্তলু গাড়ু বি-এ, ভক্তিতিলক, শেঠ শ্রীজয়করণ দাসজী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন বক্তৃতা করেন। 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা,' 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা,' 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী', 'নিত্যা শান্তি লাভের উপায়,' 'শুদ্ধাভক্তি', 'সেবা ও দয়া', 'গার্হস্থ্য ধর্ম্ম' ও 'শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন' বিষয়গুলি সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয়।

শ্রী কে, এন্, অনন্থরমণ ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে বলেন, —'আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুতে ও মানুষে সমান। ধর্ম্মানুশীলনের যোগ্যতা থাকায় মানুষ অন্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রীতি কিংবা নিষ্ঠা থাকা ভাল হইলেও ধর্ম্মের নামে গোড়ামীর দ্বারা যেন আমরা অপর কাহারও অনিষ্ট করিতে উৎসাহিত না হই। প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলনকারী ব্যক্তির সর্ব্ব জীবে প্রীতি হইবে। প্রকৃত বৈষ্ণব অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না। বৈষ্ণব বিষ্ণু সম্বন্ধে সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হন, তাঁহার শত্রু দর্শন নাই।'

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বিচারপতি শ্রী ডি, মুনিকানিয়া বলেন,—'শ্রীভগবৎস্বরূপে বিশ্বাস ও তাঁহার আরাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্যকপ্রকারে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সেবা-প্রচেষ্টা ও দান

সমাজে অতুলনীয়। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবৎস্বরূপ অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্তগণের কৃপা হইলেই ভগবত্তত্ত্ব বোধ হয়। শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও পৌত্তলিকতা হইতে শ্রীবিগ্রহ-পূজার কি পার্থক্য তৎসম্বন্ধে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা স্বামীজীগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি।'

ডাঃ পি শ্রীনিবাসাচার ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক পুরাণ কথিত কোন পুরুষ নহেন। তিনি পরমেশ্বর এবং তিনিই এই যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা এই যে অন্ধ্রপ্রদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। আজ পুনঃ আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্য-দেবের ভক্তগণকে পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছি। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপ নব্য ন্যায় শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান পীঠস্থান ছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি পাণ্ডিত্যের তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্প্রীতিরহিত পণ্ডিত ব্যক্তি ভারবাহী গর্দ্দভতুল্য কেবলমাত্র বোঝা বহন করে, সারবস্তু আস্বাদনের সৌভাগ্য হয় না। অপ্রাকৃত-প্রেম তুল্য শক্তিশালী জগতে আর কিছুই নাই, তদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত বশীভূত হন।'

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীপান্নালাল পিট্টি সজ্জন-গণের হৃদয়োল্লাসকর ভাষণ প্রদান করতঃ শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলেন,—'জগতে মনীষিগণ শান্তি লাভের বহুবিধ উপায়ের কথা উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় একমাত্র শ্রীভগবদ্ভক্তিসাধনের দ্বারাই আমরা নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারি। সৌভাগ্যের কথা এই যে জনসাধারণকে ভক্ত ও ভক্তিসাধনের সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ এখানে একটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমি আশাকরি শীঘ্রই হায়দরাবাদ সহরে এই জনকল্যাণকর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে শ্রীমন্দির ও সঙ্কীর্ত্তনভবনাদি নির্ম্মিত হইবে। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট আমার এই প্রার্থনা তাঁহারা যেন উক্ত শুভকার্য্যে তাঁহাদের সাধ্যানুসারে সহায়তা ও যত্ন করিতে কোন প্রকার ত্রুটী না করেন।'

প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীরামকৃষ্ণ রাও পঞ্চম অধিবেশনে বলেন,—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি উপদিষ্ট হইলেও প্রত্যেকটীর মধ্যে চরমে ভক্তিরই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞানাদি সমস্ত উপদেশে আত্মসমর্পণের কথা আছে। 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।' বহু জন্মের পর জ্ঞানী ব্যক্তি আমাতে শরণাগত হয়। অনন্যভক্তিই বাস্তব কল্যাণ লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুগম উপায়। শ্রীভগবান্ অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তিই গীতার চরম উপদেশ। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতি মহোদয় দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানকল্পে সমাজনেতা, দেশ-নেতা, শাসকবর্গ ও প্রজাগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হইতে উপদেশ করিয়াছেন। আমি মনে করি শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সম্ভব নয়। শ্রীভগবানে বিশ্বাস হইলে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। উক্ত বিশ্বাস লাভের জন্য সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে সকলের কল্যাণ হইবে। ব্যক্তির সমষ্টি দেশ হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও স্বামীজীগণের শ্রীমুখ হইতে মূল্যবান্ উপদেশ শ্রবণ করিয়া চিত্ত সংশোধনের সুযোগ লাভ কারায় আমি নিজেকে ধন্য ও ঋণী মনে করিতেছি।'

শিক্ষামন্ত্রী মিঃ পি, ভি, জি রাজু তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'জনকল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সাধুগণের আসন সাধারণ ব্যক্তিগণ হইতে উর্দ্ধে। তাঁহারা নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত হওয়ায় সমাজের প্রকৃত হিত সাধনে অধিকারী। গৃহস্থগণও আত্মসংযমের দ্বারা সন্ন্যাসিগণের ন্যায় অধিকার লাভ করিতে পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দেশ ও কালের মধ্যে সেবা ও দয়ার পৃথকত্ব দৃষ্ট হয় কিন্তু দেশকালাতীত অবস্থায় উক্ত দুইটীই একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইতে পারে। যুক্তিবিচার অপেক্ষা দয়া ও সেবাদি হৃদয়ের বৃত্তির উপর নির্ভর করা অধিক নিরাপদ বলিয়া আমি মনে করি।'

ডাঃ রঙ্গাচারুলু তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ বিধান করার অধিক সুযোগ থাকিলেও গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াও আমরা মঙ্গল লাভ করিতে পারি। জনক ঋষি ও অম্বরীষ মহারাজাদি আদর্শ গৃহস্থ সাধু ছিলেন। অম্বরীষ মহারাজের ন্যায় মহাভাগবতকে গৃহস্থ ও তুচ্ছ বিষয়ীজ্ঞানে তচ্চরণে অপরাধফলে দুর্ব্বাষা মুনিকে সুদর্শনচক্রের দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছিল। কেবলমাত্র সংসার ত্যাগের দ্বারা সাধু হওয়া যায় না। শ্রীভগবন্নামানুশীলনকারী ব্যক্তিই সাধু। কুমার কাল হইতেই আমাদের শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। যতদিন অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের মঙ্গললাভ হইবে না। রাবণের ন্যায় দাম্ভিকতার দ্বারা আমরা পতিত হইব। রাবণকে বার বার শ্রীরামচন্দ্র সুযোগ প্রদান করিলেও তাহার শুভবুদ্ধির উদয় হয় নাই, আমাদেরও অবস্থা তদ্রূপ। তবে ভরসার কথা এই যে শ্রীভগবান পতিত-পাবন, আমরা যতই পতিত হই না কেন তাঁহার করুণা হইতে কখনও বঞ্চিত হইব না।'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমদ্ভক্তি গৌরব বৈখানস মহারাজ ২৮ জুন, (১৯৬২) নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া হায়দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইতেছেন।

রাজা ত্রিম্বকলাল ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশনে বলেন,—'আমি অসুস্থ শরীর লইয়া সাধুর আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় ডাক্তারের নিষেধসত্ত্বেও আসিয়াছি। কিন্তু স্বামীজীগণের অমৃতশ্রাবী ভাষণ শ্রবণ করিতে করিতে আমি ব্যাধির কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এইভাবে আরও দীর্ঘসময় অতিবাহিত করিলেও আমার কোন কষ্ট অনুভব হইত না। আমি এখানে আসিতে না পারিলে স্বামীজীগণের ও অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতাম, আমার বিশেষ লোকসান হইত।

স্বামীজীগণের উপদেশ হইতে আমি এই বুঝিতে পারিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রথম আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যেক জীবের নিত্য সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, জীব তাঁহার শক্ত্যংশ। শ্রীভগবানের না

হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিতাপ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব না। নিরন্তর শ্রীভগবানের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবৎ-স্মৃতির সহজ উপায় কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় সুন্দর সঙ্গীত আর নাই। আমাদের ন্যায় কঠিন-হৃদয় ব্যক্তিগণও সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে বিগলিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।

কেহ কেহ আমাদিগকে নাস্তিক আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু secularism এর অর্থ godlessness বা নাস্তিকতা নহে। সাধারণ ব্যক্তি secularism এর বিকৃত অর্থ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। state (রাষ্ট্র) কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মের সহিত নিজেকে জড়িত করিতে চায় না, ইহাই secularism এর প্রকৃত তাৎপর্য্য। secular state অর্থ ধর্ম্মহীন নাস্তিক state নহে। বস্তুতঃ নাস্তিক বলিয়া জগতে কেহ নাই। যে যত বড় নাস্তিক সে তত বড় আস্তিক বলিয়া আমি মনে করি, কারণ নাস্তিকতার দ্বারা ব্যতিরেকভাবে আস্তিকতাই প্রমাণিত হয়।'

প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথারোহণে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড সহযোগে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করিয়া পাথরঘাটি, উর্দ্দু মহল্লা চারকামান, ঘান্সিবাজার, বেগমবাজার, সিদ্দিয়েম্বর বাজার প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন মহল্লার রাজপথ পরিভ্রমণান্তে নয়াপুল হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণকালে সহস্র সহস্র নরনারী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে মুহুর্মুহুঃ

হায়দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতে নাগরিকগণ ইংলিশ ব্যাণ্ডাদি সহ নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া এক অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দের প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। রাস্তার দুইপার্শ্বে অট্টালিকাসমূহ হইতে অসংখ্য দর্শনার্থী অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও রথাকর্ষণ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন। এইরূপ বিশাল শ্রীবিগ্রহগণ সহযোগে বিরাট রথযাত্রা পূর্ব্বে কখনও নাকি হায়দরাবাদ সহরে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

হায়দরাবাদ হরিভক্তিমণ্ডলীর বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ স্থানীয় সুখভবনে ১৪ই আষাঢ়, ২৯ জুন শুক্রবার হইতে ২৯ আষাঢ়, ১৪ই জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত পক্ষাধিককাল প্রত্যহ প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সভায় প্রত্যহ বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট নাগরিক ও মহিলাগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। ২২ আষাঢ়, ৭ই জুলাই হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণও তথায় ভাষণ প্রদান করেন।

এই উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন ও তথাকার মঠসেবক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী আদির অক্লান্ত সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। মঠাশ্রিত গৃহস্থ সেবক সস্ত্রীক শ্রীরামনিবাস শর্ম্মার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও ও বাক্য-দ্বারা সর্ব্বতোমুখী সেবা বৈষ্ণবগণের পরমাদরের হইয়াছে। শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীকৃষ্ণারেড্ডি, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রাও এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীভেঙ্কট রাওয়ের সেবাও উল্লাসকর। এতদ্ব্যতীত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মাজী, তিন অনুজের সহিত শ্রীগোলাব রায়জী, শ্রীজয়করণদাসজী, শ্রীপূরণমলজী এবং শ্রীহনুমান প্রসাদজী শ্রীমঠের বিবিধ সেবাকার্য্যে ও প্রচারাদিতে সহায়তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বৈষ্ণবগণের দীর্ঘ যাতায়াতের পথে বহরমপুর ষ্টেশনে সেবার জন্য শ্রীযুক্ত সোমনাথ রাউত মহাশয়ের সেবাও প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৬
৫ শ্রীধর, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ;
৬ শ্রাবণ, ১৩৬৯; ইং ২২।৭।৬২

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৮ ভাদ্র, ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবানিয়-মাকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থাদিপাঠ, শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, ভোগরাগ প্রভৃতি শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবেন।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে **পাঁচটী ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হইবে।**

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যানুষ্ঠান সমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—**ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ,** সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য:—উৎসবোপলক্ষে সেবোপকরণ বা প্রণামীআদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্‌ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্‌, এন্‌, ঘোষ, এম্‌-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্‌, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্‌, এন্‌, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৬৯। ১৭ হৃষীকেশ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, শনিবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। { ৭ম সংখ্যা

অনর্থ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম **উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়,** জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। এমন কি, হরি-বিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর তখন বিদ্রূপ করিতে পারে না। শ্রীনাম গ্রহণকালীন **জড়চিন্তা উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না।** শ্রীনাম গ্রহণের **অবান্তর ফল-স্বরূপে** ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা **অপনোদিত** হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই **শ্রীরূপ প্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন।** বিশেষতঃ **শ্রীহরি-নাম-প্রভুর নিকট** তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত **যোগ্যতা প্রার্থনা** করিবেন। নামপ্রভু নামীপ্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

প্রাক্তন-কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, **উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিক্লবমতি হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।** আপনারা কেহই দৈবদুর্ব্বিপাক বা ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে, **আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধি-সকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিকদিন অবস্থান করে।**

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণ সেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা **কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে** মায়ার নানা **প্রলোভন** আমাদিগকে **আচ্ছন্ন করিতে পারে না।** সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন ;

মহাজনগ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাহা হইলে **সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আর আলস্য থাকিবে না।** যে-সকল ভক্তের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত **পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ** করিবেন। ভজনের উন্নতির সহিত **নিজ দৈন্য** এবং **হীনতা** উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।'

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন—তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। **বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়।** কৃষ্ণসেবা করিলেই নামসঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্।" **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়।** সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নাম-ভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পুণ্যকর্ম্ম ও পরোপকার

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠার পর]

ন্যায়াচরণ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি,—

১। ক্ষমা। ২। কৃতজ্ঞতা। ৩। সত্যকথন। ৪। আর্জ্জব। ৫। অস্তেয়। ৬। অপরিগ্রহ। ৭। দয়া। ৮। বৈরাগ্য। ৯। সৎশাস্ত্র-সম্মানন। ১০। তীর্থভ্রমণ। ১১। সদ্বিচার। ১২। শিষ্টাচার। ১৩। ইজ্যা। ১৪। অধিকারনিষ্ঠা।

কেহ অপরাধ করিলে তাহার প্রতি দণ্ড দিবার বাসনা ত্যাগের নাম ক্ষমা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় নহে, কিন্তু ক্ষমা করা তাহা অপেক্ষা উচ্চ ন্যায়। প্রহ্লাদ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের শত্রুগণকে ক্ষমা করিয়া জগতের আদর্শস্বরূপ পূজিত হইতেছেন।

কেহ উপকার করিলে, তাহা সর্ব্বদা স্বীকার করার নাম কৃতজ্ঞতা। আর্য্যগণ এতদূর কৃতজ্ঞ যে, মাতাপিতার জীবদ্দশায় যতদূর পারেন, তাঁহাদিগকে সেবা করেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ-গ্রহণরূপ কষ্ট স্বীকার, শয়ন ভোজনের সুখত্যাগ এবং দানভোজন সহকারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য করেন। পুনরায় বর্ষে বর্ষে, কালে কালে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ-তর্পণ করেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা পুণ্য কর্ম্ম। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহাই বলার নাম সত্য কথন। সত্যবাক্ পুরুষেরা পুণ্যবান্ ও জগতে পূজিত হন। সরলতার নাম আর্জ্জব। মানবজীবন যত সরল হয়, ততই পুণ্যবান্ হইবে। অপরের দ্রব্য অন্যায়রূপে গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। যতক্ষণ পরিশ্রম বা ন্যায়মত দান গ্রহণ দ্বারা কোন দ্রব্য অর্জ্জিত না হয়, ততক্ষণ সে দ্রব্যে তাহার অধিকার নাই। অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম লোকেরাই ভিক্ষার অধিকারী। যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহাদের ন্যায্য পরিশ্রমদ্বারা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সেইরূপ লোকের ভিক্ষা করা পরিগ্রহ। তাহা না করার নাম অপরিগ্রহ।

সর্ব্বজীবে দয়া করা উচিত। ঔচিত্যবোধে যে দয়া, তাহাই বৈধ দয়া। রাগতত্ত্বে যে দয়াবৃত্তি, তাহা অন্যত্র বিচারিত হইবে। কেবল মনুষ্যগণকে দয়া করিব এবং

পশুগণকে নির্দ্দয়তার সহিত ব্যবহার করিব, এরূপ সিদ্ধান্ত অন্যায়। যাহার ক্লেশ হয়, তাহার ক্লেশ না হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা উচিত।

শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি দ্বারা বিষয়রাগ দূর হয়। অন্তরিন্দ্রিয় দমনের নাম শম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দমনের নাম দম। কুবাসনা কষ্ট সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা। সামান্য বিষয়পিপাসা পরিত্যাগের নাম উপরতি। বৈরাগ্য একটি পুণ্য কার্য্য। বৈরাগ্য থাকিলে প্রায় পাপ উপস্থিত হয় না। বৈধমতে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়। রাগমার্গে বৈরাগ্য সহজে অবলম্বিত হইয়া পড়ে। তাহা স্থানান্তরে বিবেচিত হইবে। বৈরাগ্য অভ্যাস করা পুণ্য কর্ম্ম। চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রতপালন করিতে করিতে বৈরাগ্য-অভ্যাস হয়। আদৌ শয়নভোজনাদি-সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করতঃ শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণমাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাসরূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে।

সচ্ছাস্ত্রের সম্মান করা সর্ব্বলোকের কর্ত্তব্য। সদসৎ বিচারিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইলে, তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়। যে সকল ব্যক্তি সুযোগ্যতা লাভ করতঃ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই সচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা যোগ্য হয় নাই, অথচ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা ও পরমার্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, তাহারা অসৎ পরামর্শ দিয়া অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছে। যে শাস্ত্রে অযুক্ত ও নাস্তিক মত দেখা যায়, সে শাস্ত্র অসত্তর্কজনিত। তাহার সম্মান করা উচিত নয়। এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে, উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয়। তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোক সকল কুমার্গগত এবং শোচনীয়। সচ্ছাস্ত্র বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। সেই সকল শাস্ত্র স্বয়ং আলোচনা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া পুণ্যকর্ম্ম। তীর্থ ভ্রমণ করিলে অনেক বিষয় জানা যায় ও অনেক কুসংস্কার দূর হয়।

সদ্বিচার বা বিবেক সর্ব্বদা আলোচনীয়। জগৎ কি, আমি কে, কে বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি ও তাহা করিয়া আমার কি হইবে, এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য মধ্যেই পরিগণিত নয়। পশু ও মানবের ভেদ এই মাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য, মানব-গণ ঐ বিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল।

শিষ্টাচার পুণ্যজনক। পূর্ব্ব-সাধুলোকেরা যে সকল আচার পালন করিয়াছেন ও পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলই শিষ্টাচার। কালে কালে শিষ্টা-চার পরিবর্ত্তিত হয়, যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে গোবধাদি কার্য্য শিষ্টদিগের আচরিত যজ্ঞবিশেষে পরি-লক্ষিত হইত, তাহা কলিকালে রহিত হইয়াছে। সদ্বিচার দ্বারা পূর্ব্বকৃত বিধিসকল পরীক্ষিত হইয়া শিষ্টাচার রূপে গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

পাত্রবিচারক্রমে লোকের সম্মান করা একটী শ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার। ইহাকে মর্য্যাদা বলা যায়। মর্য্যাদা ভঙ্গ হইলে মহদতিক্রম দোষ জন্মে। নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মর্য্যাদা করা কর্ত্তব্য। যথা, সামান্যতঃ সকলেই নরমাত্রকে মর্য্যাদা করিবেন। তদপেক্ষা পদপ্রাপ্ত নরগণকে অধিক মর্য্যাদা করিবেন। এইরূপ ক্রমশঃ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করতঃ ভক্তগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা করিবেন। এই বিধিক্রমে ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়,—

১। নরমাত্রের মর্য্যাদা। ২। সভ্যতার মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত রাজমর্য্যাদা। ৩। পদমর্য্যাদা। ৪। বিদ্যামর্য্যাদা। ৫। সদ্গুণ মর্য্যাদা—ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত সন্ন্যাসী-মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত বৈষ্ণবমর্য্যাদা। ৬। বর্ণমর্য্যাদা। ৭। আশ্রমমর্য্যাদা। ৮। ভক্তিমর্য্যাদা।

পদ মর্য্যাদা হইতে রাজার সম্মান, বিদ্যামর্য্যাদা হইতে পণ্ডিতদিগের সম্মান, বর্ণমর্য্যাদা হইতে ব্রাহ্মণ সম্মান, আশ্রমমর্য্যাদা হইতে সন্ন্যাসীর সম্মান এবং ভক্তি মর্য্যাদা

হইতে যথার্থ ভক্ত ব্যক্তির সম্মান, এরূপ জানিতে হইবে।

ঈশ্বরপূজার নাম ইজ্যা। ইহা সকলের পক্ষেই পুণ্য-জনক কর্ম্ম। সমস্ত বিধির মধ্যে ইজ্যাই প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। অধিকারভেদে ইজ্যার আকারভেদ আছে। সৎকর্ম্ম পুণ্য ও অসৎ কর্ম্ম পাপ। শাস্ত্রে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের ঐরূপ ভেদ করিয়াছেন। পুণ্য কর্ম্মমাত্রই কর্ম্ম। যাহা না করিলে দোষ হয়, তাহা অকরণের নাম অকর্ম্ম। পাপের নাম বিকর্ম্ম। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য কর্ম্ম ত্যাজ্য। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম গ্রাহ্য ও পালনীয়। ঈশ্বরোপাসনা নিত্যকর্ম্ম। পিতৃতর্পণাদি নৈমিত্তিক।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৯ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

১৪-১১-৬১—পোরবন্দর হইতে বেলা ৯॥ ঘটিকায় আমরা শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম যাত্রা করি। পোরবন্দরের দুধওয়ালারা অত্যন্ত ফাঁকিবাজ, তাহারা জলের মত দুধ দেয়, অন্যান্য জিনিষেও বহু ভেজাল চলে। এজন্য লোকে বিরক্ত হইয়া ইহাকে 'চোরবন্দর' বলিয়া থাকে। দ্বারকা যাওয়ার পথে দেখা গেল—গরুর ব্যবসা যাহারা করে, তাহাদিগকে চারণ বলে। তাহাদের কামিজের হাতা ৪ হাত হইতে ৪॥ হাত হইবে। উহারা পাজামাকে তোড়না বলে ও কামিজকে 'কারিয়া' বলে। কামিজের হাতা গোটাইয়া রাখিয়া অসুবিধা ভোগ করিবে, তথাপি হাতা ছোট করিবে না। লালপুর ষ্টেসনে একটি চারণকে ডাকিয়া স্বামীজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল—মহিষের ব্যবসা যাহারা করে, তাহাদের পোষাক গো-ব্যবসায়ী অপেক্ষা একটু পৃথক্ ধরণের। কাণা-লুস্ জংসনে আমাদের দ্বারকার জন্য গাড়ী বদল হয়। রাত্রি ৯॥ টায় আমরা দ্বারকা ষ্টেসনে পৌঁছাই।

গত ১লা নভেম্বর মধ্য রাত্রে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইমলী-তলায় সতীর্থ শ্রীপাদ সখীচরণ দাস বাবাজী মহাশয় ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও শ্রীধাম-সেবা সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে কেহ কোথায়ও বাহির হন নাই।

১৫-১১-৬১—সকালে শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন 'শোভাযাত্রাসহ আমরা শ্রীদ্বারকাধাম দর্শনার্থ যাত্রা করি। এইধামের একটি গোমতী নদী তীরে 'গোমতী-দ্বারকা,' অপরটি সমুদ্র মধ্যে 'বেট-দ্বারকা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম, ইহাকেই দ্বারাবতী বলে। ইহার অক্ষাংশ ২২।১৪, দ্রাঘিমাংশ ৬৮।৫৮। ইহা গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থ। ইহা আমেদাবাদ হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বরোদা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রথমে গোমতীনদীতে স্নান করিয়া 'অর-মরা' নামক স্থানে ছাপ গ্রহণপূর্ব্বক বটদ্বীপের রণছোড় রায়জীর দর্শন লাভ করিবার বিধি আছে। এখানকার মূল প্রতিমা শ্রীরণছোড়রায়জী অপহৃত হইয়া গুজরাটের অন্তর্গত ডাকোরে যান। দ্বিতীয় প্রতিমাও নাকি ঐরূপে বটদ্বীপ বা শঙ্খের দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে তৃতীয় বিগ্রহ মন্দিরে বিরাজিত। পোরবন্দরের ৩০

মাইল দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে প্রাচীন দ্বারকার অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার নামান্তর কুশস্থলী, ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত ডাকোরের কথা প্রকাশ করিয়াছি। পশ্চিম রেলওয়ের আনন্দ গোধ্রা লাইনে ডাকোর ষ্টেসন হইতে ডাকোর নগর এক মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় শ্রীরণছোড়রায়জীর মন্দির-সম্মুখে গোমতী সরোবর অবস্থিত, ইহা এক মাইল লম্বা ও এক ফার্লং চওড়া। ঐ সরোবরের তট হইতে জলমধ্যে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত একটি পুলের মত গাঁথা। উহার কিনারে একটি ছোট মন্দিরে শ্রীরণছোড়রায়জীর চরণ পাদুকা আছে। ডাকোর মন্দিরে রণছোড়রায়জীর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। মন্দিরের দক্ষিণে তাঁহার শয়ন গৃহ অবস্থিত। গোমতীতটে "মাখনিও আয়ো" নামক একটি স্থান আছে। কথিত আছে—রণছোড়রায়জী যখন ডাকোরে আসেন, তখন ভক্ত বোড়ানার পত্নীর হস্তে এস্থানে মাখন মিছরীর ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি রথযাত্রার দিন গোপালজী এখানে আসিয়া মাখন মিছরী ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। এই রণছোড়রায়জী দ্বারকার মুখ্য মন্দিরে দ্বারকাধীশরূপে ছিলেন। কথিত আছে—ডাকোরের ভক্তরাজ শ্রীবিজয় সিংহ বোড়ানা এবং তৎপত্নী পরমাভক্তিমতী গঙ্গাবাঈ (গঙ্গাবাই) প্রতিবর্ষে দুইবার 'দক্ষিণ হস্তে' তুলসী লইয়া ডাকোর হইতে দ্বারকায় গিয়া রণছোড়রায়জীকে নিবেদন করিয়া আসিতেন। ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। তৎপর ভক্ত যখন একেবারে চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজেই বলিলেন—"বোড়ানা, এখন তোমাকে আর এখানে আসিতে হইবে না, আমি স্বয়ংই তোমার নিকট গিয়া পূজা গ্রহণ করিব।" অতঃপর তাঁহার আজ্ঞা ও নির্দ্দেশানুসারে বোড়ানা গরুর গাড়ী লইয়া দ্বারকায় যান। রণছোড়রায়জী ১২১২ সম্বতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ডাকোরে আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বোড়ানা শ্রীমূর্ত্তিকে গোমতীর জলে লুকাইয়া রাখেন। দ্বারকা মন্দিরের পূজারী সিংহাসনোপরি মূর্ত্তি না দেখিয়া সন্ধানে সন্ধানে ডাকোরে আসিলেন, মূর্ত্তিরও সন্ধান পাইলেন। কিন্তু ভগবন্মায়ায় লোভবশে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে স্বর্ণ লইয়া মূর্ত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। শুনা যায়, ভক্তপত্নীর নাকের নথ ও তুলসী দলের মাপে তিনি পরিমিত হইয়াছিলেন। আমরা গোমতীতটে একটি তৌলদণ্ড দেখিয়াছি, ঐ তৌলদণ্ডেই নাকি শ্রীরণছোড়রায়জী তুলিত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীরণছোড়রায় ঐ পূজারীকে (দ্বারকাবাসী) স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন—"পূজারী অব লোট যাও, ওহাঁ দ্বারকামে ছঃ মহীনে বাদ শ্রীবর্দ্ধিনী বাউলীসে মেরী মূর্ত্তি নিকলেগী।" বর্ত্তমানে দ্বারকাধামে (গোমতী দ্বারকায়) ঐ মূর্ত্তিই বিরাজ করিতেছেন। এজন্য ভক্ত, প্রেমবশ্য ভক্তানুগ্রহকারী ভগবানের ভক্তসেবাঙ্গীকার স্থান বলিয়া ডাকোর গুজরাটের প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। প্রতি পৌর্ণমাসীতে এখানে বিপুল যাত্রিসমাগম হয়, শরৎ পূর্ণিমায় যাত্রীর ভিড় অত্যধিক হইয়া থাকে।

আমরা দ্বারকাধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে প্রথমে শ্রীরামানুজীয় তোতাদ্রি মঠে গমন করি। এই মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অনন্তাচার্য্য ব্রহ্মচারী। ইনি বাঙ্গালী। এই মঠটি ইং ১৯২৯ সালে স্থাপিত। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ লোকসারঙ্গ মহামুনির প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ আচার্য্য বিষ্ণুচিৎ স্বামীজী তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এখানে বাঙ্গালী যাত্রীদের থাকিবার উপযোগী ঘর, জল, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের ভিতরে ও বাহিরে ৬টি ইঁদারা আছে। ষ্টেসন হইতে এই আশ্রমটি আধ মাইল দূরে এবং আশ্রম হইতে আধ মাইল দূরে শ্রীশ্রীদ্বারকাধীশের মন্দির অবস্থিত। এই মঠের বর্ত্তমান মহান্তের পূর্ব্বাশ্রম ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী, ইঁহারা ভরদ্বাজগোত্র সম্ভূত।

আশ্রমের প্রথম প্রকোষ্ঠে অচল (মণিময়) ও চলমূর্ত্তি শ্রীমহালক্ষ্মী (চতুর্ভুজা)। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে—শ্রীবাসুদেব জিউ, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীদেবী ও বামে ভূদেবী বিরাজিতা। উঁহার উৎসব মূর্ত্তি—শ্রীরাজ-গোপাল (শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ), দক্ষিণে রুক্মিণী দেবী, বামে সত্যভামা ও গোদাম্বা। রুক্মিণী দেবীর দক্ষিণে সুদর্শন চক্র ও শালগ্রাম শিলা বিরাজিত। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে—শ্রীরামানুজাচার্য্য, তাঁহার দক্ষিণে লোকাচার্য্য, তদ্দক্ষিণে বরবর মুনি, বামে শ্রীশঠকোপস্বামী, বিষ্ণুচিত্ত স্বামী, পরকাল স্বামী, নম্বা আলবর, পেরী আলবর ও তিরুমঙ্গই আলবর।

শ্রীঅনন্ত রামানুজ দাস বা শ্রীমৎ স্বামী অনন্তাচার্য্য ব্রহ্মচারীজী তাঁহার গুরুদেব শ্রীবিষ্ণুচিত্ত স্বামীজীর নিকট হইতে ৩৩ বৎসর যাবৎ উক্ত তোতাদ্রি মঠের সেবা ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীশ্রীভূষণ ব্রহ্মচারী বলিয়া আমাদের একজন গুরুভ্রাতা এই মঠে থাকেন। মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীজী আমাদের স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। সন্ধ্যার পরও ষ্টেসনে তাঁহার কামরায় বসিয়া অনেকক্ষণ ভগবৎ প্রসঙ্গ আলাপ করেন।

উক্ত মহান্ত মহারাজ বলেন—"মূলজীভাই দ্বারকাদাস প্রতিষ্ঠিত একটি স্থান তন্নামানুসারে মূল দ্বারকা বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ গোমতীতটবর্ত্তী এই দ্বারকাধামই প্রকৃত দ্বারকা।"

শতাধ্যায়ী 'ব্রহ্ম সংহিতা' গ্রন্থের শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

> গোলোকনাম্নি **নিজ ধাম্নি** তলে চ তস্য
> দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
> তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

[অর্থাৎ শ্রীভগবানের গোলোক নাম্না নিজ ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি আবাস-স্থানের মধ্যে অন্তরাবাস—গোলোক, মধ্যমাবাস পরব্যোম—শ্রীবৈকুণ্ঠ এবং বাহ্যাবাস দেবীধাম। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২১ শ পঃ দ্রষ্টব্য)—

> "তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
> **অন্তঃপুর—গোলোক**-শ্রীবৃন্দাবন।
> যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা-বন্ধুগণ ॥
> মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
> যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥
> তার তলে **পরব্যোমে 'বিষ্ণুলোক'** নাম।
> নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥
> **মধ্যম-আবাস** কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
> অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥
> অনন্ত বৈকুণ্ঠে যাঁহা—ভাণ্ডার কোঠরি।
> পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥
> তার তলে **বাহ্যাবাস** বিরজার পার।
> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥
> **দেবীধাম** নাম তার, জীব যার বাসী।
> জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়া-দাসী ॥
> এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
> গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥"

বৈশিষ্ট্য এই যে, "প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব দেবীধাম এবং অপ্রাকৃত পরব্যোম, এই দুয়ের মধ্যে বিরজা নদী বিদ্যমানা; তাহা মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদ যাঁহার অঙ্গ, সেই ভগবানের ("অস্য নিঃশ্বসিতম্ ইতি শ্রুতেঃ") ঘর্ম্মজনিত জলে প্রস্রাবিতা অর্থাৎ প্রবাহিতা এবং তাহা শুভা অর্থাৎ জড়ক্রিয়াহীনা নৈষ্কর্ম্ম্যরূপিণী চিন্মাত্রময়ী। যথা—

> প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
> বেদাঙ্গ স্বেদ জনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥
> (পাদ্মোত্তর খণ্ড ২৫৫ অঃ ৫৭ শ্লোঃ)

সেই বিরজার পারে সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত পরমপদ স্বরূপ ত্রিপাদভূত পরব্যোম বর্ত্তমান। এই

চিজ্জগৎ পরব্যোম—অশোক, অভয় ও অমৃত রূপ ত্রিপাদ-বিভূতি বিশিষ্ট। মায়িক ব্যাপার সমুদয়-মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদ বিভূতিমাত্র। উক্ত পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৫৫ অঃ ৫৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ।।

শ্রীভগবানের প্রাকৃত কায়মনোবাক্যের অগোচর অনন্ত চিদ্‌বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ ঐ ত্রিপাদভূত পরব্যোমের কথা দূরে থাকুক তাঁহার একপাদ বিভূতিবিশিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডেরই পরিমাণ বা কে করিতে সমর্থ? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার একপাদ বিভূতির অন্তর্গত। মায়িক বিভূতিই একপাদ বলিয়া অভিহিত। জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা দ্বারকায় তাঁহার এক অজ্ঞতাভিনয়দ্বারা আমাদিগকে শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতির অত্যদ্ভুত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের যে দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন, তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয়ঃ—এক সময়ে ব্রহ্মা দ্বারকায় কৃষ্ণ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। দ্বারপাল কৃষ্ণকে ব্রহ্মার আগমন সংবাদ প্রদান করিলে কৃষ্ণ দ্বারপালকে 'কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাঁহার' জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বলিলেন। দ্বারপাল তাহা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলে ব্রহ্মা সবিস্ময়ে দ্বারীকে 'সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা' বলিয়া তাঁহার পরিচয় জানাইলেন। দ্বারী তাহা কৃষ্ণকে জানাইতে কৃষ্ণ দ্বারীকে, ব্রহ্মাকে তৎসমীপে লইয়া আসিবার জন্য অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মা তখন কৃষ্ণসমীপে গিয়া কৃষ্ণচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার যথোচিত প্রতিপূজা বিধান পূর্ব্বক তাঁহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—'প্রভো! আমি তাহা পরে জানাইব, অগ্রে আমার একটি সংশয় ছেদন করুন। আপনি কি অভিপ্রায়ে 'কোন্ ব্রহ্মা' বলিয়া আমার পরিচয় চাহিলেন? আমা ব্যতীত আবার এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা দ্বিতীয় ব্রহ্মা কে আছেন?' ব্রহ্মার এই প্রশ্ন শুনিয়া কৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্য সহকারে ধ্যান করিবামাত্র তথায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের—

"দশ-বিশ-শত-সহস্র অযুত লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন।।"
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি-নয়ন ।।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৬৭-৬৮)

তদ্দর্শনে ব্রহ্মা 'কাঁপর' হইয়া 'হস্তিগণ মধ্যে শশকতুল্য' স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা কৃষ্ণ পাদপীঠে তাঁহাদের মুকুটাগ্র নত করিয়া যোড়হস্তে স্তবস্তুতি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ। ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি'। কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি' ।।" তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোমাদিগকে একসঙ্গে একস্থানে সকলকে স্মরণ করিয়াছি, "সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্য-ভয়"। তাঁহারা সকলেই কহিতে লাগিলেন—"প্রভো, আপনার অনুগ্রহে আমাদের সর্ব্বত্রই জয় হইতেছে। সম্প্রতি পৃথিবীতে যে ভার হইয়াছিল, আপনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ত' সে ভার অপনোদন করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার অশেষ করুণা।" কৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে সকলকেই বিদায় দিলেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি পুরঃসর নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কৃষ্ণ এবং দ্বারকাধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করিলেন। ব্রহ্মা রুদ্রাদি সকলেরই "আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ" এইরূপ জ্ঞান হইয়াছিল। যদিও দশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটিকোটি বদনযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় নাই অথবা "ব্রহ্ম-শিবপুঞ্জের এতাদৃশ সংঘট্ট হইল যে, তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি করিবার একেবারেই অবসর হয় নাই এবং কেহ কাহাকেও আদর বা অভ্যর্থনাও করিবার অবকাশ পান নাই"—"একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল"। কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে বলিলেন—এই ব্রহ্মাণ্ড

পঞ্চাশৎকোটি যোজন পরিমিত, সেজন্য 'অতিক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন'। এইরূপ শতকোটি, লক্ষ কোটি, নিযুতকোটি, কোটিকোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ড এবং সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে তদনুরূপ ব্রহ্মার শরীর ও বদন বিদ্যমান, আমিই সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা। আমার এই একপাদ বিভূতিরই পরিমাণ কেহ করিতে পারে না, আর অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি বিভূতিবিশিষ্ট—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নামে খ্যাত "ত্রিপাদবিভূতির কেবা করে পরিমাণ"!

শ্রীভগবানের উপরি উক্ত অন্তরাবাস গোলোকের দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল—এই তিনটি প্রকোষ্ঠ। অপ্রাকৃত লীলা-রসোৎকর্ষবিচারে ভজনবিজ্ঞগণ উহাতে যথাক্রমে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম এইরূপ তারতম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ লীলা—ব্রজলীলা, মাথুর-লীলা এবং দ্বারকালীলা। ব্রজলীলায় কেবল মাধুর্য্য, মাথুর-লীলায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য এবং দ্বারকালীলায় ঐশ্বর্য্যাধিক্য বর্ত্তমান। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে নবতি (৯০) অধ্যায়ে এই লীলাত্রয় বর্ণিত হইয়াছে—প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের জন্মলীলা, পঞ্চম অধ্যায় হইতে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত **ব্রজলীলা**; চত্বারিংশ অধ্যায়ে যমুনাসলিল মধ্যে অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, এক চত্বারিংশ হইতে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ে **মাথুরলীলা** এবং দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় হইতে নবতিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে **দ্বারকালীলা** কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঊনত্রিংশ অধ্যায় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীরাসলীলা এবং সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় 'ভ্রমরগীতা' বা 'উদ্ধব সংবাদ' নামে খ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত এই লীলানুসরণেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ গোস্বামিবর্গ শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাথুরলীলায় কংসধ্বংসের পর প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ বহু সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করে। জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও সপ্তদশবার যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকবারই তাহার সংগৃহীত যাবতীয় অসুর সৈন্য-ধ্বংস করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার অষ্টাদশবার যুদ্ধোদ্যোগকালে কালযবন তিন কোটি যবন-সৈন্যসহ মথুরা অবরোধ করিলে নিজাশ্রিত যাদবগণের আসন্ন বিপদাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে অত্যল্প সময় মধ্যে সমুদ্রমধ্যে দ্বারকাপুরী প্রকটন পূর্ব্বক তথায় যোগবলে তাঁহার সমস্ত আত্মীয়কে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রীবলরামের পর্য্যবেক্ষণাধীনে রক্ষা করিয়া শ্রীবলদেবানুমতিক্রমে নিরস্ত্র হইয়া পুরদ্বার হইতে বহির্গত হন। এই সময়ে কালযবন তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করে। কৃষ্ণ মান্ধাতৃপুত্র মুচুকুন্দ দ্বারা তাহার বধ সাধন পূর্ব্বক তাহার যাবতীয় যবন-সৈন্য সংহার করিয়া তাহাদের যাবতীয় ধনরত্নাদি দ্বারকায় লইয়া যান। তৎপর জরাসন্ধ অষ্টাদশবার যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে রামকৃষ্ণ ভয়ার্ত্তের ন্যায় পলায়নের অভিনয় করিয়া বহু দূরবর্ত্তী প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে জরাসন্ধের অসাক্ষাতে একাদশ যোজন উচ্চ পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দ্বারকাপুরীতে অবতীর্ণ হন। জরাসন্ধ বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদিগকে না পাইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিল এবং তাঁহারা অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতঃপর শ্রীভগবান্ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞারম্ভের প্রাক্কালে ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধের বধ সাধন করান। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকালীলায় অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণ ও জরাসন্ধাদি অসুর দলনান্তে ব্রজলীলা, মাথুরলীলা ও দ্বারকালীলায় সপাদ শতবৎসর উদ্‌যাপন পূর্ব্বক লীলা সঙ্গোপনেচ্ছু হইলে বিপ্রশাপাদিছলে যদুবংশের উপসংহার তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। যদুবংশ ধ্বংসাবসানে কৃষ্ণ স্বধামপ্রয়াণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র তদীয় নিবাসস্থান ব্যতীত সমগ্র পুরীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত করিল। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ মন্দিরে 'নিত্য সন্নিহিত' অর্থাৎ বিরাজমান। উক্ত মন্দিরের স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরম মঙ্গল লাভ হয়, যথা—

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ ভগবদালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥"

—ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪

'মথুরা' ধাম সম্বন্ধেও শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১০।১।২৮) লিখিত আছে—

"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।"

অর্থাৎ সেই মথুরাধামে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য-বিরাজিত। "জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ" ইত্যাদি গোপী-গীতিতে ব্রজধামকে ত' সর্ব্বোৎকৃষ্টই বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার লীলা নিত্যা, ধাম নিত্য, পরিকর নিত্য, নাম-রূপ-গুণাদি সকলই নিত্য। গোলোক নিত্য, গোলোকের প্রকোষ্ঠত্রয়—দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুলও নিত্য। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে তাঁহার নিত্য গোলোকেও যেমন নিত্যলীলা বিদ্যমান, তদিচ্ছা ক্রমে সেই ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও ঠিক তদ্রূপই নিত্যলীলা বর্ত্তমান থাকে। বৈশিষ্ট্য এই যে, অপ্রকটলীলা কালে তাহা প্রকটলীলার ন্যায় সর্ব্ব-লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না। কিন্তু ভক্ত অদ্যাপি তাঁহার প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত 'ভক্তি-বিলোচন' দ্বারা সেই লীলা দর্শন করিতে সমর্থ হন— "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" শুদ্ধভক্ত মহজ্জনের কৃপায় ভক্ত্যুদয়ে ভক্তিমান্ ভাগ্যবান্ ভক্তই তাঁহার মহৎ কৃপালব্ধ দিব্যনেত্রে শ্রীভগবানের চিন্ময় ধাম এবং তদ্ধামে চিন্ময়লীলা-পরিকরসহ চিন্ময়ী-লীলা-রত শ্রীভগবান্‌কে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। মহৎ কৃপালাভের সৌভাগ্য না হইলেই শ্রীভগবানের অপ্রকটকালে শ্রীধামের নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয়োদয় হয়, তাহাতেই নানা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীভগবান্ বা তন্নিজজন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অপ্রকটকালেও ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্, শ্রীভাগবত ও শ্রীধাম সর্ব্বকালে সম্পূর্ণ শক্তিসহ সমভাবে বিদ্যমান, অপ্রকটকালেও প্রকটকালেরই ন্যায় তাঁহাদের কৃপা ভাগ্যবান্ প্রপন্ন ভক্তের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে, ইহা ধ্রুব সত্য। শ্রীনিমি মহারাজ তাঁহার যজ্ঞস্থলে নবযোগেন্দ্রের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতেছেন—

"মন্যে ভাগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥"

অর্থাৎ "হে মুনিগণ! আমি আপনাদিগকে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের সাক্ষাৎ পার্ষদ বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু—ভগবানের নিজজনগণই লোকের বিশুদ্ধি সম্পাদনের জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন।"

কামাদি রিপুষট্‌ক অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশ-সমূহ গলদেশে বদ্ধ করিয়া ভক্তিমার্গানুসরণকারী সাধক জীবকে ভক্তিপথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে সাধক আর্ত্তি উচ্চস্বরে কৃষ্ণভক্তগণের নাম গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহা অন্যের অলক্ষ্যে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

শ্রীধাম তদ্রূপ বৈভব, শ্রীভগবৎ স্বরূপ হইতে ভগবদ্ধাম ভিন্ন নহে, উহা স্বরূপেরই অভিন্ন প্রকাশস্বরূপ। এজন্য স্বরূপ নিত্য হওয়ায় ভগবদ্ধামও নিত্য। নিত্য ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রপঞ্চাতীত, প্রাপঞ্চিক হইয়া যান না। "চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম।"

আমরা শ্রীভগদিচ্ছায় শ্রীবিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত মহৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীদ্বারকা ধামে উপস্থিত হইলাম বটে, কিন্তু বহিশ্চক্ষুতে সে সৌন্দর্য্যের কি দেখিব! শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম-ধামাদি কখনই প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই সেই স্বপ্রকাশবস্তু আত্মপ্রকাশ করেন। এজন্য পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ আমাদিগকে প্রতিপদেই সাবধান করিতে লাগিলেন, যাহাতে চিদ্ধামে কোন প্রাকৃত বুদ্ধি না আসে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ

(২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ১৩৪ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

শ্রীকৃষ্ণই-কর্ম্ম-ফল-বিধাতা—এই প্রসঙ্গে কর্ম্ম বলিতে কি বুঝা যায়, কে কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মের ফলদানে কাহার কর্ত্তৃত্ব, শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ব সংখ্যায় উহার আলোচনা করা হইয়াছিল। তাহারই অনুসরণে বর্ত্তমান সংখ্যায় আলোচনা করা হইতেছে।

প্রকৃতিই জীবের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করে—

শ্রীচৈতন্য বাণীর পূর্ব্ব সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, জীবস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময়। শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতি জীবশক্তি হইতে জীব উৎপন্ন এবং চিদ্‌বস্তুতে গঠিত। সেজন্য তাহার সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই। জীবশক্তি মায়াশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। কিন্তু চিৎকণ স্বরূপ হওয়ায় অণুত্ববশতঃ যথেষ্ট চিদ্‌বলের অভাবহেতু জীব শ্রীভগবানের 'অপরা'-প্রকৃতি বা মায়াশক্তির দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। এই অপরাশক্তিতে যে আটটী জড় স্থূলতত্ত্ব আছে—পঞ্চ মহাভূত (ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ) এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—উহারা পরাশক্তি হইতে উৎপন্ন চিৎকণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে। জীবের জীবস্বরূপের অধিষ্ঠান দেহটী এই আটটী জড় স্থূলতত্ত্ব দ্বারা গঠিত। জীব বলিতে অপরা প্রকৃতি—দেহ এবং পরা প্রকৃতি—জীবাত্মা, এই দুইএর সমবায়কে বুঝায়। অপরা প্রকৃতি—দেহ জড় এবং অচেতন বস্তু; উহার মধ্যে পরা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, কৃষ্ণের চিদানন্দের অংশভাগী জীবাত্মা থাকেন বলিয়া অপরা প্রকৃতি—জড়দেহ সচেতন ও সপ্রাণ হয়। নতুবা জড়দেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জগৎও রক্ষা পায় না। দেহের উৎপত্তি ও নাশ আছে, আদি ও অন্ত আছে, বন্ধন ও বিকার আছে; কিন্তু কৃষ্ণের চিদানন্দময় পরা প্রকৃতি জীবভূতা হইয়া জীবাত্মরূপে অপরা প্রকৃতি-সম্ভূত দেহমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিলেও উহা নিত্য শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক। ঐ জীবাত্মা অপরা-প্রকৃতি-সম্ভূত যে সূক্ষ্ম দেহকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, উহা ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তির পরিণাম।

তটস্থ-স্বভাবহেতু যে সকল জীব কৃষ্ণ-ভূমিতে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন, তাঁহারা অপরাশক্তি মায়া দ্বারা বশীভূত হ'ন না। স্বরূপে অবস্থিত থাকাকালে তাঁহাদের স্বরূপধর্ম্ম (কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব) তাঁহাদের ইচ্ছা ও ক্রিয়াকে প্রবর্ত্তিত করে—তাঁহাদের কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবাতেই পর্য্যবসিত হয় এবং উহার ফল নিত্যকাল চিদ্‌রাজ্যে কৃষ্ণ-ভূমিতে সেবকরূপে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন থাকা। এইরূপ ভাবে যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির কৃপায় অনাদিকাল হইতে পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কখনও মায়া দ্বারা কবলিত হয়েন না। অনাদিকাল হইতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ, অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি, নিজ-স্বরূপস্মৃতি তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত—সেজন্য তাঁহারা নিত্যমুক্ত।

কিন্তু যে সকল জীব জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম সংস্কার-বশতঃ মায়াভূমির প্রতি আকৃষ্ট হ'ন, তাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া যথেষ্ট চিদ্ বলের অভাব বশতঃ মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন – নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অচিদ্‌ভূমি অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়ার রাজ্যে আকৃষ্ট হইয়া মায়ার অবিদ্যাশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন হন। দেহকেই আত্মবোধ করার জন্য জড়াপ্রকৃতির অন্তর্বর্ত্তী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে থাকে—**মন** ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জড় বস্তু আস্বাদন করিয়া যে ভাবটী গ্রহণ করে, তাহারই সাহায্যে বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করে, সেই জ্ঞানের উপর যিনি সৎ-অসৎ বিচার করেন, তিনিই এই জড়াপ্রকৃতির অন্তর্বর্ত্তী **বুদ্ধি**। এই জ্ঞানকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক যে অহংতার উদয়

হয়, উহাই জড়-মূলক **অহঙ্কার**—এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া জীবের চিৎসম্বন্ধমূলক স্বরূপটীকে আবৃত করিয়া একটী জড়সম্বন্ধমূলক দ্বিতীয় স্বরূপ প্রকাশ করায়—এই স্বরূপটীর নাম লিঙ্গশরীর। জড়াভিভূত জীবের লিঙ্গশরীরের অহংতা তখন প্রবল হইয়া নিত্যস্বরূপের অহংতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম, সেজন্য উহাকে আবরণ করিয়া যে স্থূল শরীর থাকে, তাহার সাহায্যে কার্য্য করিতে থাকে। স্থূল শরীর যখন লিঙ্গশরীরকে আবরণ করে, তখন উহার ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বর্ণাহংকার, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-মূর্খ, সুন্দর-শ্রীহীন ইত্যাদি অহঙ্কারের উদয় হয়। এইরূপে যাঁহারা স্বরূপ বিস্মৃত, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ—তাঁহারাই মায়ার কবলে পড়িয়া সংসারী হইয়াছেন। এজন্য শ্রীমদ্ ভাগবত বলিতেছেন "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ" (১১।২।৩৭)—শ্রীভগবান্ হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি জন্মে - সেজন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে, দ্বিতীয় বস্তু দেহেন্দ্রিয়ে অভিনিবেশ-বশতঃই ভয়ের উৎপত্তি।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা মায়া কিরূপে জীবকে মোহগ্রস্ত করে, গীতায় উহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতেছেন—হে বার্ষ্ণেয়, কোন একটী কাজ পাপ বলিয়া জানিয়াও উহা করি কেন? উহা করিবার ইচ্ছা নাই (অনিচ্ছন্নপি), তথাপি কে যেন বল পূর্ব্বক করাইয়া লয় ('বলাদিব নিয়োজিতঃ') —এই বল পূর্ব্বক নিয়োগকারী— কে? (৩।৩৬) উহার উত্তরে শ্রীভগবান প্রথমতঃ কাম ও ক্রোধকে কারণ বলিতেছেন। অতঃপর উহাদের জনক রজোগুণকে দায়ী করিতেছেন (৩।৩৭)।

আমাদের ভোগায়তন দেহটী কতকগুলি বিকারজ বস্তুর সমষ্টি। উহাতে পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার তত্ত্ব, বুদ্ধি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, রূপ রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞান, ধৈর্য্য এই সকল বিকার-সহিত গঠিত দেহটীকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে (গীঃ ১৩।৫-৬)। ঐ বিকারজ বস্তু সকল প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের বিকার হইতে সৃষ্ট। যখন যে গুণের প্রভাব বেশী হয়, তখন ঐ গুণ অন্যগুণকে আবৃত করিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—অর্জ্জুন, তুমি যে প্রশ্ন করিতেছ, উহা তোমার শরীরের ধাতুগত দোষ। নির্ম্মল, শান্ত ও প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বগুণের প্রভাব বেশী হইলে জ্ঞানাসক্তি ও সুখাসক্তি বর্দ্ধিত হয় (গীঃ ১৪।৬) [সত্ত্বগুণের কাম্যবস্তু জ্ঞান—উহা রজোগুণের বিষয়-ভোগের কামনা নহে, সেজন্য কাম, ক্রোধাদি রিপু উৎপন্ন করে না, উহাতে মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুও নাই]। রাগাত্মিকা (বিষয়সম্ভোগ দ্বারা অনুরঞ্জনকারী অর্থাৎ সম্ভোগধর্ম্মী) এবং তৃষ্ণা (অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ) ও সঙ্গ (প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি) হইতে জাগত রজোগুণ জীবকে বিষয়-কর্ম্মে আসক্ত করে। উহার প্রাবল্যে কাম ও ক্রোধবর্দ্ধিত হয় (গীঃ ১৪।৭) এবং অজ্ঞান-জাত ও সর্ব্বজীবের মোহনকারী তমোগুণের আধিক্যে প্রমাদ (অমনোযোগ), আলস্য (উদ্যমহীনতা) ও নিদ্রা (চিত্তের অবসাদ) উৎপন্ন হয় (গীঃ ১৪।৮)। রজোগুণের ধর্ম্ম বিষয়-সম্ভোগদ্বারা অনুরঞ্জন করা—এজন্য উহার প্রধান কার্য্য কামনার সৃষ্টি—ঐ কামনা যদি সত্ত্বগুণের জ্ঞানদ্বারা সংযত থাকে, তবে উহা বিশেষ অমঙ্গল উৎপাদন করে না; কিন্তু যখন সত্ত্বগুণাপেক্ষা প্রবল হইয়া পড়ে, তখন কামনা অবাধগতিতে চলিতে থাকে। কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিতে যদি বাধা জন্মে, তখন ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কাম ও ক্রোধ প্রবল হইলে মহাশত্রু-তুল্য হইয়া উঠে। উহাকে মহাশন বলা হইয়াছে [যাহার অশন (ভোগ) মহৎ অর্থাৎ যাহার ভোগের তৃপ্তি সাধন করা যায় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাই বলিয়াছেন—অনিত্য "জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম, নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ" (কল্যাণ-কল্পতরু)]। কামনার আর একটী দোষ উহার আবরণাত্মক স্বভাব- ধূম যেমন অগ্নিকে আবৃত করে, ময়লা যেমন দর্পণকে আবৃত করে, সেই প্রকার অতৃপ্ত কাম সত্ত্বগুণের বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

এই কাম ক্রোধের জনক রজোগুণের অধিষ্ঠান হইল ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধি।

ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥
(গীঃ ৩।৪০)

মায়াশক্তির প্রথম পরিণাম সত্ত্ব-রজো-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি। উহার প্রথমবিকার মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ **বুদ্ধি**। এই বুদ্ধিই জীবের সূক্ষ্ম দেহের প্রধান উপাদান। এই প্রাকৃত বুদ্ধিকেই প্রকৃতি তাহার **প্রথম অধিষ্ঠান**রূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে থাকে। উহা শুদ্ধসত্ত্বময় অণুচৈতন্য জীবের মধ্যে প্রাকৃত **অহঙ্কার** সৃষ্টি করে—তাহার ফলে শুদ্ধ জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণদাস্যকে আবৃত করিয়া প্রাকৃত বুদ্ধি, অহংভাব আনিয়া দেয়, উহাই জীবের দৈহিক আমিত্ব জীবস্বরূপ তখন এই প্রাকৃত দৈহিক বুদ্ধির সহিত অভিন্ন বোধ করে এবং নিজেই বৈষয়িক কর্ম্মের কর্ত্তা ও বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়া বসে। প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ক হইয়া উহার বিকাররূপ **মনোরূপী দ্বিতীয়অধিষ্ঠান** লাভ করে—মন তখন বিষয়াভিমুখ হইয়া তদধীন **ইন্দ্রিয় সমূহকে তৃতীয়অধিষ্ঠান** প্রস্তুত করিয়া উহাদিগের সাহায্যে বিষয়-সমূহের রসাদি বুদ্ধিকে সরবরাহ করে। এইরূপে মায়ার অবিদ্যা-শক্তি কার্য্য করিতে থাকে। এই তিনটি অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া মায়া তাহার রজোগুণোদ্ভব কামকে প্রবৃত্ত করিয়া জীবকে মোহপাশে আবদ্ধ করে। রজোগুণের নিজ অধিষ্ঠানে তাহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সত্ত্বগুণ ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়ে। তমোগুণ প্রশ্রয় পাইয়া জ্ঞানহীনতা ও মোহ আনয়ন করে—তখন পাপকার্য্যে বাধাদেওয়ার কেহ থাকে না। এই অবস্থায় ক্ষীণবীর্য্য সত্ত্বগুণের অস্তিত্ব-বশতঃ পাপাচরণে অনিচ্ছা থাকিলেও প্রবল প্রতাপান্বিত রজোগুণকে বাধা দেওয়ার কেহ থাকে না। কৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন—ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশক পাপরূপ কামকে বিনাশ কর। (গীঃ ৩।৪১) শত্রুকে জয় করিতে হইলে উহার আশ্রয়স্থল জয় করাই নীতি। রজোগুণের অধিষ্ঠান যেন তিনটী দুর্গ-সমন্বিত একটী বিরাটকায় প্রাসাদ—সর্ব্বোপরিস্থিত দুর্গে বুদ্ধি, মধ্যস্থিত দুর্গে মন এবং সর্ব্ব নিম্নস্থিত দুর্গে ইন্দ্রিয়গণ আশ্রয় করিয়া আছে—ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া কাম জীবগণকে মোহ পাশে বদ্ধ করে— অতএব শত্রু কামকে প্রতিহত করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইবে। বাহেন্দ্রিয়গুলি পরাজিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সমূহের প্রভু ও পরিচালক সঙ্কল্পাত্মক মনও বিজিত হইবে। তাই শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—'বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা' (ভাঃ ১১।২৬।২২)—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই মন চঞ্চল হয়, অন্যথা চঞ্চল হয় না। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ [যেমন স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যকরী না হইলেও মন কার্য্যকরী থাকে]। মন হইতে সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ হইতেছে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে যিনি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, তিনি আত্মা (গীঃ ৩।৪২)। বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে জানিয়া আপনাকে চিৎশক্তি দ্বারা নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ করিতে বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়-গণ, মন ও বুদ্ধি নিজ নিজ দুর্গেই বলবান্। ঐ সকল দুর্গের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ উহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী আত্মা যে দুর্গে অবস্থান করেন, সেই দুর্গ আশ্রয় করিয়া রজোগুণকে বশীভূত করা সম্ভবপর। সেই শক্তিশালী আশ্রয় কোথায়? উহার উত্তর বলিতেছেন—"যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" —উহাই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক আত্মিক ভূমি। কিরূপে ঐ আত্মিক ভূমিতে আশ্রয় লইতে হইবে, তাহার উত্তর "সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা"—

উহার অর্থ—"জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠ জানিয়া আপনাকে চিৎশক্তি দ্বারা নিশ্চল করতঃ দুর্জ্জয় কামকে ক্রম-মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নাশ কর" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ)।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, জীব শ্রীভগবানের চিৎকণ স্বরূপ হওয়ায় অণুত্ব বশতঃ তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ চিদ্বলের অভাবহেতু মায়ার অবিদ্যা কুহকে পড়িয়াই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রাকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥" ১৩।২১

—জড়ীয় কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকেই কারণ বলা হয়। জড়ীয় সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব বিষয়ে পুরুষ অর্থাৎ বদ্ধজীবকেই কারণ বলিয়া কথিত হয়। প্রাকৃত সুখ দুঃখাদি ভোগ শুদ্ধ জীবের নাই। তটস্থ স্বভাব জীব যখন মায়াবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতিতে অভিনিবেশ-বশতঃ প্রকৃতিরই গুণজাত শোক মোহ সুখ দুঃখাদি গুণ-সমূহকে নিজেরই বলিয়া অভিমান করিয়া ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে জীব সাক্ষী মাত্র। তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন। তিনি শ্রীভগবানের পরা শক্তিরূপ এবং স্বয়ং সুখস্বরূপ; কিন্তু ঐ মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ সাংসারিক সুখ দুঃখের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়েন এবং প্রকৃতির গুণে আসক্তি বশঃত কর্ম্ম-দোষে দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন—

"কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)
"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীবের দেহে জীবাত্মা ব্যতীত পরমেশ্বরও পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন। চিদ্‌ধর্ম্ম বশতঃ পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত সখ্য-ভাবাপন্ন জীব ও ঈশ্বর-স্বরূপ পক্ষিদ্বয় দেহরূপ বৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়রূপ নীড়ে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ জীব দেহরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ দুঃখ রূপ কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং অপরটী অর্থাৎ ঈশ্বর ফল ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন (ভাঃ ১১।১১।৬ তথা মুণ্ডক শ্রুতি)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন—"জীব আমার সখা, তাহার তটস্থ স্বভাব বিশুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলে সে আমার সাম্মুখ্য লাভ করে। তটস্থ স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা; তদ্দ্বারা আমার বিমল প্রেম লাভ করিলে জৈব ধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার দ্বারা জীব যখন প্রাকৃত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, আমিও তখন পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব আমিই জীবের কার্য্য সকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে 'পরমাত্মা' নামে পরম পুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহার ফল দান করি।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবের শুদ্ধসত্ত্বটী প্রকৃতির দ্বারা গুণীভূত হইয়া উহার গুণে আসক্তি বশতঃ কর্ম্মফলানুসারে সদসদ্ যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন জীব দুই প্রকার সম্পৎ লইয়া জন্মগ্রহণ করে—সদ্ যোনিতে দৈবী সম্পৎ এবং অসৎ যোনিতে আসুরী সম্পৎ। যে সকল গুণে গুণী হইলে জীব তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সাধনভক্তি অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-বলে ক্রমশঃ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে উন্মুখ হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করে, সেই দান, দম, যজ্ঞ তপঃ, আর্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত[illegible] শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, [illegible] অচপলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভি-মানতা—এই ১৬টী গুণকে দৈবীসম্পৎ বলিয়াছেন (গীঃ১৬।-১-৩)। অপর পক্ষে জীব যখন শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া রাগ-দ্বেষাধীন হইয়া অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম আচরণ করে, তখন জীব আসুর স্বভাব বিশিষ্ট হয়। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকায় তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার, সৎপরায়ণাদি থাকে না। তাহারা জগৎকে মিথ্যা, আশ্রয়হীন, নিরীশ্বর ও স্বভাবজাত মনে করিয়া বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে। কামকে আশ্রয় করিয়া দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ কদাচার, কাম চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়, নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা জ্ঞান করে। সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বিদ্বেষ করে। বেদের প্রতি অবজ্ঞা, সাধুগণের অবজ্ঞা, নিন্দা প্রভৃতি অপরাধ করে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এইরূপ আসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট জীবকে আমি জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি:—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।। গী ১৬।১৯

জীবের প্রতি মায়ার দণ্ড বিধান—

মায়ার অবিদ্যাশক্তি জীবকে মোহগ্রস্ত করায় জীবের পক্ষে উহা অশেষ অমঙ্গল-প্রসূ হইলেও মায়াশক্তি (শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি) তাঁহার কার্য্য দ্বারা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাপূরণ রূপ সেবা বিধান করিয়া থাকেন। মায়াশক্তির পরিণাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি প্রধানতঃ দুই ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করেন—

১) জগতের গৌণ উপাদান কারণ রূপে শ্রীভগবানের সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করেন। প্রকৃতি জড়া—সেজন্য কোন ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবানের শক্তি লাভ করিয়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির এই অংশকে উহার **গুণমায়া** বলা হয়। এই কার্য্য সাধনে শ্রীভগবানের শক্তিই উহাকে এই যোগ্যতা দান করেন। যেমন লৌহ অগ্নির শক্তিতেই দাহ কার্য্য করিতে পারে, পরন্তু অগ্নি লৌহের সহায়তা ব্যতিরেকেই দহনকার্য্যে সমর্থ, তদ্রূপ গুণমায়া ঈশ্বরের শক্তিতেই সৃষ্টি কার্য্যে গৌণ উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। গুণমায়ার সাহায্য ব্যতীতই ঈশ্বরের শক্তি উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে তাহার উদাহরণ ঈশ্বরের চিৎশক্তির অন্তর্ভুক্ত সন্ধিনীশক্তি ভগবদ্ধামাদিরূপে প্রকাশিত।

২) প্রকৃতির আর এক অংশকে বলা হয় **জীবমায়া**। উহাও ঈশ্বরের শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় বহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ আবরণাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা আপাততঃ বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ জ্ঞানকে সম্যগ্‌ভাবে আবরণ পূর্ব্বক জড়ীয় দেহ গেহাদি বিষয়ে 'আমি' ও 'আমার' এই ভ্রান্তবুদ্ধির উদয় করিয়া দেন এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা ঐ সকল জীবের চিত্তকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ও দেহেন্দ্রিয়াদিতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন। উহার ফলে জীব অন্য সমস্ত ভুলিয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখ ভোগে তন্ময় হইয়া থাকে। সৃষ্টি সময়ে জীব জড় উপাদানময় যে ভোগায়তন দেহটী পাইয়াছে, উহা তাহার জড়ীয় সুখভোগের উপযোগী। জীব কর্ম্মফল অনুসারেই সেই কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া পরবর্ত্তিকালে নূতন নূতন ভোগোপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। স্বরূপজ্ঞান বিস্মৃত জীব এইরূপে একটী দেহে প্রবিষ্ট হইয়া মনে করিতে থাকে যে, সেই দেহই সেই—উহাই তাহার দেহাত্মবুদ্ধি। ঐ জড় দেহের অন্তর্বর্ত্তী ইন্দ্রিয় সকলকে নিজেরই মনে করিয়া ইন্দ্রিয়ের সুখকে নিজের সুখ মনে করে এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের চাহিদা মিটাইবার জন্য মায়িক জগতে তদনুরূপ ভোগ্য বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায়। জড়ীয় কর্ম্ম দ্বারা নিজ কর্ম্মানুরূপ বারংবার বিবিধ প্রকার দেহ লাভ করে—উহাই তাহার সংসার গতি। নিজ স্বরূপের স্বভাব হইতে বিচ্যুত হওয়ার জন্য তাহার সর্ব্ব প্রকার অভাব, শোক, হর্ষ ও দুঃখাদির কারণ উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে সর্ব্বদা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়—কারণ পূর্ণেরই সন্তান হওয়ায় পূর্ণতাকে পাওয়ার জন্য তাহার স্বাভাবিক ব্যাকুলতা থাকিবেই—স্বল্প, ক্ষয়শীল, পরিণামে দুঃখ-সঙ্কুল প্রাকৃত বিষয় ভোগে তাহার তৃপ্তি হয় না- সেজন্য জীব সর্ব্বদা চঞ্চল—এই চাঞ্চল্যহেতু সে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত হয়, বিষয় ভোগের উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য নানাবিধ বিজ্ঞান-চর্চায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে।

মায়া শ্রীভগবানের সেবিকা—কৃষ্ণ-দাসী। সেজন্য কৃষ্ণ-বিমুখ জনগণকে শোধন করিবার জন্য তাহার দণ্ড বিধান। 'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস'—উহা ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণ স্বরূপ জীবের অপরাধ। সেই অপরাধ-দুষ্ট হইলেই জীব মায়ার দণ্ড্য হইয়া পড়ে। মায়িক জগত দণ্ড্যজীবের কারাগার। রাজা অপরাধী প্রজার উপর হিংসা-পরায়ণ হইয়া দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা করেন না—তাহাকে সংশোধিত করিবার জন্যই তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কারাভোগের পর অপরাধী নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়। শ্রীভগবান্ তদ্রূপ অপরাধীর সংশোধনের জন্য—তাহার চিকিৎসার জন্য—জড় জগৎরূপ কারাগার এবং জড় মায়ারূপ কারা-রক্ষিণীকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-মোহন

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ]

অঘাসুরে বধি বালক কৃষ্ণ বৎসপালকগণে।
ল'য়ে উপনীত সরোবর তীরে অতিশয় প্রীতমনে॥
আহ্বান করি বয়স্যগণে বলিতে লাগিল ধীরে।
'রমণীয় শোভা বিরাজ করিছে সরোবরতীরঘিরে॥
বিহগকূজনে মুখরিত ইহা, কুসুমিত তরুদল।
গুঞ্জনরত ভ্রমরবৃন্দ স্বচ্ছ সরসী জল॥
ক্ষুধায় কাতর আমরা সকলে, হ'য়েছে অধিক বেলা।
করিয়া ভোজন এই স্থানে মোরা করিব বিবিধ খেলা॥
জল পান করি তৃপ্ত হইয়া ধেনু ও বৎসগণ।
চরিয়া বেড়াক তৃণময় স্থানে অতি হরষিত মন॥'
বয়স্যগণ স্বীকার করিল কৃষ্ণের এই কথা।
ঘিরিয়া বসিল কর্ণিকার মত পদ্মের মাঝে যথা॥
নামায়ে আনিল শিক্য হইতে ভোজন পাত্রগুলি।
ভোজনে নিরত হইল সকলে আপন ভাজন খুলি॥
কৃষ্ণ আপনি হাসিয়া তখন হাসায়ে বালকগণে।
খাইতে লাগিল বিবিধ অন্ন অতি হরষিত মনে॥
সেই সব লীলা দেখে বিস্ময়ে দেবতাসকল মিলি।
ব্রহ্মাও আসি তাহাদের সনে দেখে হ'য়ে কুতূহলী॥
গো-শাবকগণ চরিতে চরিতে চলে গেল দূর দেশে।
উত্তম তৃণ পাইয়া তাহারা অদৃশ্য হ'ল শেষে॥
অঘবিমোচন কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত প্রজাপতি।
কৃষ্ণের এবে নূতন মহিমা দেখিতে করিল মতি॥
গোপালক আর গোশাবকগণে লইয়া অন্য স্থানে।
লুকাইয়া রাখি গোপনীয় স্থানে রহিল সংগোপনে॥
বয়স্যগণ না দেখি তাদের ভীতিবিহ্বল মনে।
ভোজন ত্যজিয়া করে উদ্যোগ তাদের অন্বেষণে॥
কৃষ্ণ বারণ করিয়া বলিল 'তোমরা আহার কর।
আমিই তাদের আনিতেছি হেথা তোমরা ধৈর্য্য ধর॥'

এত বলি হাতে দধিমিশ্রিত লইয়া অন্নগ্রাস।
চলিল খুঁজিতে গোশাবকগণে বদনে মধুর হাস॥
খুঁজিয়া যখন পেল না কৃষ্ণ ঘুরিয়াও দূর দেশে।
বুঝিতে পারিল ব্রহ্মার মায়া, মনে মনে মৃদু হাসে॥
কৃষ্ণ তখন সবার মানসে হর্ষ দিবার তরে।
গোপালক আর গোপালগণের সঠিক আকার ধরে॥
নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ধরিল তাদের বেশ।
গ্রহণ করিল তাহাদের ভাব ভেদের নাহিক লেশ॥
এমতে কৃষ্ণ গোপালক আর গোশাবকগণ-সাজে।
চালন করিয়া বংশীবাদনে প্রবেশিল বনমাঝে॥
ব্রজ শিশুদের জননীসমূহ বংশীর রব শুনি।
পরমব্রহ্মরূপিশ্রীকৃষ্ণে নিজ নিজ সুত মানি॥
অতি স্নেহ ভরে করি আলিঙ্গন বসা'ল অঙ্কে নিয়া।
আদর করিয়া তৃপ্ত করিল ক্ষরিত স্তন্য দিয়া॥
ধেনুগণ গোঠে হ'য়ে উপনীত আহ্বানি হুঙ্কারে।
বৎস সমূহে দুগ্ধ প্রদানি শরীর লেহন করে॥
এমতে কৃষ্ণ গোপালক হ'য়ে বৎসপালকদলে।
নিজেই নিজেরে পালন করিয়া কাটা'ল বর্ষকালে।
একদা কৃষ্ণ বলদেব সহ গোচারণ করিবারে।
ধেনুগণে ল'য়ে চরাতে চরাতে বনেতে প্রবেশ করে॥
গোবর্দ্ধনের উন্নত দেশে তৃণ ভক্ষণকালে।
ধেনুগণ দেখে ব্রজের অদূরে আপন বৎসদলে॥
দেখিয়া তাদের ধেনুগণ স্নেহে হইয়া আপন ভোলা।
দুর্গম পথ করি অতিক্রম ব্রজের সমীপে গেলা।
যদিও বৎস করিল প্রসব এই সুদীর্ঘকালে।
তথাপি তাহারা অতি স্নেহশীল পূর্ব্ববৎ সদলে॥
পান করাইল অতি স্নেহভরে ক্ষরিত স্তন্যধারা।
লেহন করিল তাদের গাত্র হইয়া আত্মহারা॥

তাদের লেহন প্রকার দেখিয়া এইমত মনে হয়।
উৎসুক হ'য়ে যেনগো তাদের গিলিয়া ফেলিতে চায়॥
গোপগণ সেই ধেনুসমূহের করিবারে গতিরোধ।
বিশেষ প্রয়াস করিয়া হইল অসফল মনোরথ॥
অবশেষে অতিরোষভরে তারা দুর্গম পথ বেয়ে।
আসিয়া দেখিল নিজ সুতগণে গোশাবক সাথে রহে॥
সুতগণে দেখি তাদের চিত্ত স্নেহরসে নিমগন।
রোষভাব দূর হইল তাদের শান্ত হইল মন॥
অঙ্কে ধারণ করিয়া আবার শির আঘ্রাণ করি।
গোপসমূহের হৃদয় মাঝারে হর্ষ হইল ভারি॥
বয়স অধিক হ'য়েছে বলিয়া বিরত দুগ্ধ পানে।
এরূপ বৎসসমূহে অধিক স্নেহ করে ধেনুগণে॥
বলদেব দেখি বিস্ময়ভরে ধেনুগণ ব্যবহার।
ভাবে মনে এই চিন্তা করিয়া না পেয়ে কারণ তার॥
ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের প্রতি যেইমত প্রীতি করে।
এই ধেনুগণ বৎসের প্রতি সেইমত প্রীতি ধরে॥
কার মায়াবশে হেন অনুরাগ ক্রমে বাড়ে ইহাদের।
অসুরের মায়া হইবে কি ইহা, দেবের বা মানুষের॥
বোধ হয় ইহা আমাদের প্রভু কৃষ্ণের মায়া হবে।
নতুবা আমারে অন্যের মায়া মুগ্ধ ক'রেছে কবে॥
এইমত ভাবি জ্ঞান নেত্রে দেখিলেন চারিদিকে।
সহচর আর গোশাবকগণ কৃষ্ণরূপেই থাকে॥
বলিলেন—'ওহে কৃষ্ণ, আমার সংশয় কর নাশ।
দেখিতেছি আমি এ সবার মাঝে তোমারই পরকাশ॥
গোপালকগণ দেবতাস্বরূপ গোশাবক ঋষিগণ।
জানিতাম আগে, তাহাতে এখন ভাবিতে না চাহে মন॥
কৃষ্ণ তখন সমূহব্যাপার বলিলেন বলদেবে।
বলদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত মনে ভাবে।
ব্রহ্মা আসিয়া দেখে বিস্ময়ে একটি বরষ পরে।
গোপালক আর গোশাবক সাথে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করে॥

করিল চিন্তা আপনার মনে গোকুলের ধেনুগণে।
মায়া পাশে বাঁধি গিরি গহ্বরে রেখেছি সংগোপনে॥
গোপালক আর গোশাবকগণ আছে তাহাদের সাথে।
'এখন দেখি যে তাহারা সকলে খেলে কৃষ্ণের সাথে॥
এ মতে ব্রহ্মা বহুকাল ভাবি বুঝিতেই পারিল না।
কাহারা সত্য কা'রা কল্পিত না হ'ল তাহার জানা॥
এমতে ব্রহ্মা মায়াধীশ প্রতি মায়া প্রকাশিতে গিয়া।
মোহিত হইল আপন মায়ায়, কম্পিত হ'ল হিয়া॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণ তখন জানিতে পারিয়া সব।
লইলেন টানি আপন মাঝারে নিজ মায়াবৈভব॥
প্রজাপতি লভি বাহ্য দৃষ্টি, মৃত ব্যক্তির মত।
উঠি চারিদিকে চাহিলেন করি নয়ন উন্মীলিত॥
আপন সহিত বিরাট বিশ্ব করিলেন দরশন।
আর চারিদিকে নয়ন ফিরায়ে দেখেন বৃন্দাবন॥
স্বভাববৈরযুক্ত মানুষসিংহ প্রভৃতি প্রাণী।
রয়েছে তথায় বন্ধুর মত শত্রুতা নাহি জানি॥
কৃষ্ণ নিবাস বলিয়া তথায় নাহি ক্রোধ নাহি লোভ॥
পলাইয়া গেছে অতি দূরদেশে সবার মনের ক্ষোভ॥
দেখেন ব্রহ্মা অতি দূরদেশে পুরুষ অদ্বিতীয়।
নিত্য পূর্ণজ্ঞানময় হরি সকলের বরণীয়॥
দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস লইয়া আপন করে।
গোপালক আর গোবৎসের অনুসন্ধান করে॥
ব্রহ্মা দেখিয়া বাহন হইতে নামিল ধরণীতলে।
প্রণাম করিল অবনত শিরে কৃষ্ণের পদতলে॥
পূর্ব্ব দৃষ্ট ব্যাপারসমূহ স্মরণে পড়িলে তার।
বহুকাল ধরি চরণযুগলে প্রণমিল বারবার॥
মার্জ্জনা করি নয়নযুগল চাহি কৃষ্ণের পানে।
করজোড় করি গদগদভাষে স্তুতি করে সাবধানে॥

"সম্বন্ধ জ্ঞান"

সম্বন্ধ শব্দের অর্থ সম্যকরূপে বন্ধন। দুইটা বস্তুর মধ্যে প্রায়ই একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র বা বন্ধন থাকে, এই জন্যই কোন বস্তুই সম্পূর্ণ অনন্যাপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। এই বন্ধন যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে স্নেহ প্রীতি প্রভৃতির সঞ্চার হয়; আর যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি দেখা যায়। এই বন্ধনই সম্বন্ধ। শাস্ত্রে জীবের স্বরূপ কি, সেই স্বরূপ-গত ধর্ম্ম কি, স্বরূপাবস্থিত জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ এবং এই জগতের কি সম্বন্ধ, এই সকল বিষয়ে যে সুষ্ঠু জ্ঞান, তাহাকেই সম্বন্ধ জ্ঞান বলিয়াছেন।

জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সম্বন্ধের তারতম্য অনুসারে প্রয়োজন-বোধ এবং তাহা পাইবার যে যে উপায় বা সাধন, তাহারও তারতম্য দেখা যায়। এই জগতে আমরা যে সকল বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করি, সে সমস্ত বস্তুর সহিতই আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা মনে করি, জাগতিক বিষয়গুলি ভোগের উপকরণ এবং আমরা উহাদের ভোক্তা—এই ভোক্তৃ ভোগ্য জ্ঞান যদি আমাদের না থাকিত, যদি আমরা জানিতাম, ঐ সকল বস্তু আমাদের ভোগে আসিবে না, তাহা হইলে উহা পাইবার জন্যও কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতাম না। যখনই বুঝিতে পারি, এই জিনিষটী আমাকে সুখ দিতে পারিবে অর্থাৎ উহার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, তখনই উহা পাইবার আবশ্যকতা অনুভব করি এবং এজন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করি। সুতরাং যে কোন বস্তু পাইতে হইলে তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইবে।

এই জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলেরই প্রয়োজন বোধ আছে। একটা তীব্র অভাব-বোধ সকল সময়েই জীবকে পীড়িত করে এবং যাহা দ্বারা এই অভাব দূর হয়, সেই বস্তু পাইবার স্পৃহাও তাহার থাকে। সকলের প্রয়োজনানুভব এক প্রকার নহে। স্থান, কাল এবং পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতা জীবকে বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা দান করে। সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে জীবের প্রয়োজন-বোধও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন—"এই বিশ্বস্থিত বিষয়সমূহ—সমস্তই ভোগের ইন্ধনস্বরূপ এবং তাঁহারাই ঐ সকলের ভোক্তা, ভগবান্ একজন থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।" কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ এখানে বড় একটা হইয়া উঠে না, যেটুকু হয় তাহার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং পরিণামে সে সুখও দুঃখেই রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাতে অপর কতকগুলি লোক চিন্তা করিলেন—"গুণগত রাজ্যে যে সুখ তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বস্তুতঃ এই জগৎ কেবল দুঃখময় এবং আমাদিগকে আপাত সুখের আশায় লুব্ধ করিয়া পরিশেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করাইবার একটা কৌশল মাত্র; সুতরাং যদি কোন প্রকারে গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং ব্রহ্মানুভূতিরূপ অখণ্ড আনন্দ লাভ করা যায়।" এইজন্য তাঁহারা জাগতিক সমস্ত দ্রব্যই দুঃখময় জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন এবং মায়াজয়ের জন্য শম, দমাদি ইন্দ্রিয়-নিরোধক প্রক্রিয়া সকল অবলম্বন করেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, ঐরূপ চেষ্টা সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র।

জীব জড়াতীত বস্তু। সুতরাং জড় বিচারে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত স্বরূপানুভূতি হয় না। জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তাহা প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে পারে না। যখন শ্রীগুরু-কৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান জীব-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি

লাভ করে, তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইতে পারেন। জীব চিদ্ বস্তু, চিদ্ বস্তু হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা হেতু **নিতান্ত দুর্ব্বল।** এইজন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারেন না, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। মায়া ও কৃষ্ণ এই দুয়ের মাঝখানে জীবের অবস্থিতি। ঐ স্থানটী জড় এবং চেতন এই দুই রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ। ইহা ক্রিয়াদি শূন্য এবং নির্ব্বিশেষ ভাবাপন্ন একটী অবস্থা বিশেষ। জীব এখানে স্থির ভাবে থাকিতে পারেন না। এইজন্য প্রথমতঃ জীব স্বরূপতঃ অণুসচ্চিদানন্দ হওয়ায় বিচিত্রতার দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। দ্বিতীয়তঃ এইস্থানে আশ্রয়োপযোগী কোন অবলম্বন নাই। তৃতীয়তঃ জীবের যে স্বভাবগত বৃত্তি অনুরাগ, তাহার একটী পাত্র বা বিষয় থাকা প্রয়োজন, নতুবা উহার অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে এই জন্য জীব এই মধ্য প্রদেশে থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম তাঁহাকে মায়া অথবা কৃষ্ণের দিকে গতিবিশিষ্ট করে। চিদ-রাজ্যে প্রবেশ করিলে অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ কৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট হয় ও তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন, আর মায়ার কবলে পতিত হইলে নানা প্রকার জড় উপাধিদ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন এবং নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করেন।

সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়েই জীব বুঝিতে পারেন—কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, জীব ভোক্তা নহেন, ভোগ্য বস্তু। তবে জীব চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কৃষ্ণকে সুখী করিয়া নিজেও সুখী হন, স্বতন্ত্র ভাবে নিজ সুখ-বাঞ্ছা তাঁহার নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন এই চিন্তাই তাঁহাকে সুখ-প্রবাহে নিমজ্জিত করে। জীবের মধ্যে যে শাশ্বত রসাস্বাদন ক্ষমতা আছে, তাহার সার্থকতা জড়ভোগে নহে, পরন্তু সেবা-সুখ আস্বাদনই তাহার চরম সার্থকতা। এইরূপ সম্বন্ধ-তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে জীবের চরম প্রয়োজন কি, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, এবং তখন তিনি যে সাধন অবলম্বন করেন, তাহাই সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের উপায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ চব্রি (আনন্দপুর)

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
মার্কিণ অধ্যাপকবৃন্দ

ভারতপর্য্যটনকারী মার্কিণ সাংস্কৃতিক মিশনের একটী দল বিগত ১৮ আষাঢ়, ১৩৬৯, ৩ জুলাই, ১৯৬২ হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনে আগমন করেন। হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ পি শ্রীনিবাসাচার, এম্-এ,, পি-এইচ্ ডি (লণ্ডন) সমভিব্যাহারে পার্টির অধিনায়ক ডাঃ মিলান ই হাপালা এবং ডাঃ জর্জ্জ ই ইয়োকুম, ডাঃ লিঙ্কল্‌ন্ জন্‌সন্, ডাঃ ইর্মগার্ড জন্‌সন্, ডাঃ চার্ল্‌স্ ওয়েবার, ডাঃ রবার্ট জি প্যাটারসন, ডাঃ রবার্ট টি এণ্ডারসন্, ডাঃ এলান ওয়েণ্ট্, ডাঃ রলফ্ বি প্রাইস্, ডাঃ কার্ল ডব্লিউ এন্‌গেলহার্ট, ডাঃ ক্লেণ্ডেট ডাওয়ের, ডাঃ জিওয়ান উস্কি, ডাঃ রিচার্ড রাউসেন, ডাঃ ফ্রাঙ্ক কানিংহাম, ডাঃ ডারেল পি মোর্সে, ডাঃ জে আর্থার মার্টিন, ডাঃ ও লিঙ্কল্‌ন্ ইগোনা প্রভৃতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় শ্রীমঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে মঠরক্ষক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারীজী শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী

মহারাজ ও অন্যান্য স্বামীজীগণের **সহিত তাঁহাদের** পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব **তাঁহাদিগকে**

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মার্কিণ অধ্যাপকবৃন্দ। মধ্যে দণ্ডায়মান শ্রীল আচার্য্যদেব, পদপ্রান্তে নিম্নে উপবিষ্ট ডাঃ শ্রীনিবাসাচার ও তাঁহার বাম পার্শ্বে মঠরক্ষক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী।

দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং শ্রীমঠ পরিদর্শনে আগমনের জন্য হার্দ্দী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের অনুরোধক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক কৃষ্টি ও শ্রীমঠের বিবিধ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী মহারাজ যথাযোগ্য **উত্তর** প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বলেন—"ইং ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** মহাপ্রভু নদীয়া জেলায় শ্রীধাম **মায়াপুরে** আবির্ভূত হন। তিনি বালককাল হইতেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া সমগ্র ভারতে নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীধামে গমন করেন। তথা হইতে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া ছয় বৎসরকাল বিভিন্ন তীর্থ স্থানসমূহ দর্শন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী নির্ব্বিশেষে পতিত জীবকুলের উদ্ধার সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রচারান্তে তিনি পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রকটকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বয় রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন

করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিকেই জীবের চরম সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। নশ্বর বিষয়াসক্তিই জীবের বন্ধন ও দুঃখের কারণ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড় বিষয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহের দ্বারা কখনও পরাশান্তি লাভ হয় না। চিত্তবৃত্তির গতি নশ্বর বিষয় হইতে ফিরাইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেই প্রকৃত নিত্যা শান্তির সান্নিধ্যে আমরা পৌঁছিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিশেষপর বিচারসমূহ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ তত্ত্বকে চরম কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাকৃত বিশেষ রহিত বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ বলা হয়, আবার শ্রীভগবানের নির্গুণ অপ্রাকৃত স্বরূপ থাকায় তিনি সবিশেষ। প্রাকৃত জগতের স্বরূপে হেয়তা দেখিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপে ঐ জাতীয় হেয়তা আরোপ করিতে যাওয়াটা মূঢ়তা। শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হইলে তিনি সসীম হইয়া যাইবেন এইরূপ ভয় পাইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব অসীম ও অনন্ত। অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধানা—(১) অন্তরঙ্গা, (২) বহিরঙ্গা ও (৩) তটস্থা। জীব শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি সম্ভূত হওয়ায় উভয়দিকে যাওয়ার যোগ্যতা তাহার আছে। ভগবদ্বিমুখ জীব শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করে, ইহা অজ্ঞানতা। এই ভোক্তা অভিমান হইতেই পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিদ্বেষাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা, অন্য যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার ভোগ্য বা অধীন। জীব শ্রীভগবানের শক্ত্যংশ ও আপেক্ষিক তত্ত্ব হওয়ায় শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে সুখী হইতে পারে না। যতদিন ভোগের বিচার প্রবল থাকিবে এবং শ্রীভগবানের দিকে চিত্তের গতি প্রবর্ত্তিত না হইবে ততদিন ব্যক্তিগত, পরিবার-গত বা সমাজগত প্রকৃত শান্তি লাভ সম্ভব হইবে না। স্বার্থের কেন্দ্র এক না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলে পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবৎপ্রীতিই সকলের স্বার্থের সাধারণ কেন্দ্র হইলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারিত হইতে পারে। শ্রীভগবানে যাঁহার প্রীতি শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে তাঁহার প্রীতি স্বাভাবিক। কিন্তু কোন বিশেষ পরিবারে প্রীতি হইলে অন্য পরিবারের স্বার্থের সহিত কলহ উপস্থিত হইতে পারে। জেলা প্রদেশ, দেশ এমন কি বিশ্বের সহিত নিজের স্বার্থকে জড়িত করিলেও অন্য জেলা, অন্য প্রদেশ, অন্য দেশ বা বিশ্বের স্বার্থের সহিত সঙ্ঘর্ষ হইতে পারে। কিন্তু সকলের সমাশ্রয় পূর্ণ শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি সম্বন্ধ হইলে কাহারও সহিত সঙ্ঘর্ষ হইবে না।

অধুনা শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আণবিক বোমা পরীক্ষণ ও উপগ্রহ উৎক্ষেপণাদি ব্যাপারে বিশেষ প্রতিযোগিতা দেখা যাইতেছে। ইহার পরিণতি ভয়াবহ হইতে পারে। একটী শক্তিশালী বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা তাৎকালিকভাবে বিশ্বকে এই ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, যদিও নিত্যা পরাশান্তি একমাত্র শ্রীভগবদারাধনা ব্যতীত অন্য উপায়ে কখনও লভ্য নয়।"

বক্তৃতার উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সৌহৃদ্য-সম্বন্ধ যাহাতে উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে সুদৃঢ়তর হয় তজ্জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পরিশেষে স্বামীজীগণ অনুষ্ঠিত গৌরবিহিত সুমধুর ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অধ্যাপকবৃন্দ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। ভারতীয় ভজন-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ এক জোড়া করতাল তাঁহাদের দেশবাসীকে দেখাইবার জন্য তাঁহারা প্রার্থনা করিলে শ্রীমঠের কর্তৃপক্ষ সানন্দে তাহাদিগকে উহা উপহার প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমঠের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যের দ্বারা ভূষিত করিয়া প্রসাদ সেবনের জন্য সাদর আহ্বান জানাইলে, তাঁহারা সানন্দে আমন্ত্রণ স্বীকার করতঃ ভারতীয় প্রথানুসারে আসন গ্রহণ ও প্রসাদ সেবন করিয়া যথেষ্ট আনন্দানুভব করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

হায়দরাবাদ রাজভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব :— অন্ধ্র প্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার মহোদয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ অন্যান্য স্বামীজীগণ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে বিগত ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার হায়দরাবাদ রাজভবনে শুভপদার্পণ করেন। প্রদেশপাল শ্রীভীমসেন সাচার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বৎসরান্তে পুনঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎকাল কুশল-প্রশ্নাদি ও বার্ত্তালাপ হয়। অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ অরণ্য মহারাজ প্রভৃতি নবাগত স্বামীজীগণের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি উল্লাস প্রকাশ করেন। মিঃ সাচারের অনুরোধক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীনাম-মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বলেন,— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকে জীবের চরম কল্যাণ লাভের পরমোপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনামের অপূর্ব্ব স্বাদুতা প্রথমে উপলব্ধির বিষয় না হইলেও, বারংবার আদর পূর্ব্বক প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ দ্বারা অবিদ্যা অপগত হইলে ক্রমে উহার মিষ্টস্বাদুতা অনুভূতির বিষয় হয়। পিত্তোপতপ্ত রসনায় উৎকৃষ্ট সিতামিশ্রি প্রথমে তিক্ত বোধ হইলেও যেমন সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে উক্ত মিশ্রি সেবনের দ্বারাই পিত্ত প্রশমিত হইয়া উহার মিষ্ট স্বাদুতা উপলব্ধির বিষয় করায়, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন প্রভাবেই সর্ব্ব ব্যাধি নিরাময় হইয়া শ্রীনামের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদনের সুযোগ হয়। "স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্য-বিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনু-দিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥" শ্রীভগবানের নাম ও গুণ-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভাগবতধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মাচরণে সকলের অধিকার নাই, উহাতে বিধির অপেক্ষা আছে। সুতরাং শ্রীনামসংকীর্ত্তনরূপ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে অধ্যাত্মভূমিকায় হৃদয়ের সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন সম্পাদিত হইতে পারে। কলি-হত জীব অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট, অজিতেন্দ্রিয় ও ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগত্রয়ের যুগধর্ম্ম ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনভক্তি তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপিত হয় নাই। ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাহার উপযুক্ত অব্যর্থ প্রতিষেধক-রূপে সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

ভাষণান্তে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃ-বৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

হায়দরাবাদে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব :— গত সংখ্যায় (২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে বিভিন্ন স্থান হইতে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ যাঁহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৎ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, রাণাঘাট হইতে শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী সপুত্রক, ইলোর হইতে শ্রীওয়াই জগন্নাথম্ পান্তলু গারু, শ্রীবীরভাদ্র রাও গারু, শ্রীবৃন্দাবন হইতে তত্রস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃতিকোবিদ, শ্রীচিন্ময়া-নন্দ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা মঠ হইতে উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্য-

গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর শাখা মঠ হইতে শ্রীপুলিনবিহারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহরমপুর ষ্টেশনে বৈষ্ণবগণের দীর্ঘ যাতায়াতের পথে সেবার জন্য শ্রীসোমনাথ রাউথ মহাশয়ের সেবাও প্রশংসনীয়।

সম্পাদকীয়

জনকল্যাণ

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'জনকল্যাণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে বলা হইয়াছে —"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণও তাঁহাদের প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞাক্রমে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যান এই ভিক্ষা চাইতে—প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।" যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ভক্তগণকে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে সর্ব্বত্র উক্ত 'কৃষ্ণ-ভজন' ভিক্ষা ব্যতীত অর্থ বা দ্রব্যাদিও ভিক্ষা করিতে দেখা যায় কেন, ইহার কারণ কি? শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমিগণের পক্ষে একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ যদি গৃহস্থগণের ন্যায় শিল্প বাণিজ্য, চাকুরী আদির দ্বারা বিত্তোপার্জ্জনে ব্রতী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবায় আত্মনিয়োগরূপ জীবনাদর্শ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বিষয়ের জন্য অধিক প্রয়াসের দ্বারা অনিবার্য্যরূপে বিষয়াবেশ ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ দম্ভাদি আসিয়া তাঁহাকে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা সাধকের দীনতা এবং পার্থিব সকলসহায়সম্বলহীন হওয়ায় শ্রীভগবানে নির্ভরশীলতারূপ শরণাপত্তি শিক্ষার সুযোগ হয়। অবশ্য যাহাদের কোন ত্যাগ নাই, শ্রীভগবদ্ভজনে আর্ত্তি নাই, কেবলমাত্র উদর-পূর্ত্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা বিষয়ীর বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অধিকতর পাপমলিন ও বিষয়াবিষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবে। ভিক্ষা অতি হীন বৃত্তি। ভিক্ষার দ্বারা গ্রহীতা দাতার পাপ গ্রহণ করে। এজন্য নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু উক্ত হীন বৃত্তিও কোন বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অবলম্বিত হইলে উহা শ্রেষ্ঠকার্য্যরূপে সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার শুভকার্য্যের মধ্যে শ্রীভগবদারাধনাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীভগবান্‌ই চরাচরবিশ্বের একমাত্র মালিক ও ভোক্তা। সুতরাং তাঁহার সেবায় যাবতীয় বস্তু যথোযোগ্যরূপে নিয়োজিত হইলে সকলেরই বাস্তব কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষাভাব বা অর্থাভাবাদিকে জীবের দুঃখের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। অন্ন, বস্ত্র, অর্থাদির প্রাচুর্য্য থাকিলেও দুঃখ দূর হয় না। জীব স্বরূপতঃ অণুচেতন, বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণের ভেদাংশ, তাঁহার নিত্যদাস। শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। সুতরাং জীবের বাস্তব মঙ্গল বিধান করিতে হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে হইবে। জগন্মঙ্গলকর এই কৃষ্ণোন্মুখীকরণকার্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য সাধুগণের ভিক্ষাবৃত্তি। উক্ত ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা একদিকে নিঃশ্রেয়ার্থী সাধক ভক্তগণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়ার্থ শ্রীভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিয়া মঙ্গললাভ করিতেছেন, অন্যদিকে গৃহস্থগণের বিষয় তাঁহাদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহাদেরও বাস্তব কল্যাণ বিধান করিতেছেন। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ আমরা যে দিকে নিয়োজিত করিব সেই দিকে আমরা যাইতে বাধ্য হইব। সাধুগণ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা বিষয়াবিষ্ট গৃহী ব্যক্তির বিষয় তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তাহার প্রতি পরম দয়া প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীভগবান্‌ই সাধুগণের জন্য এই ব্যবস্থার বিধান দিয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি তাঁহার করুণা ঘোষণা করিতেছেন। জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে এই ভাবে ভক্ত ও ভগবানের সেবার দ্বারা জীবের সুকৃতি হয়, উক্ত সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা হয়, ক্রমশঃ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীকৃষ্ণভজনে রুচিবিশিষ্ট হইয়া জীব সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত ও বৈকুণ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়।

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর॥"—চৈঃ চঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায়

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের (৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬)

বিপুল আয়োজন

সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনমুখে দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী শ্রীউর্জ্জব্রত (শ্রীদামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা) কালে **শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী** ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানসমূহ ও অন্যান্য বিশেষ দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন ও তাহাদের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে।

"গৌর আমার যে সব স্থান
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ী ভকত সঙ্গে।।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।' একমাত্র অনন্য ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ লভ্য হন। শ্রুতি শাস্ত্র বলেন—'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।।' ভক্তিই শ্রীভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভগবানকে দেখান, পরমপুরুষ ভক্তিবশ, সুতরাং ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। জীবের চরম মৃগ্য পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রেম লাভের জন্য ভক্তিকেই একমাত্র সাধন বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। ভক্তি-সাধনের আনুষঙ্গিকফলস্বরূপে ত্রিতাপ উন্মূলিত হইয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে সহস্র প্রকার ভক্তির সাধনাঙ্গ বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে নবধা ভক্তির কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচটী মুখ্য সাধন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন। অতএব মথুরাবাস অর্থাৎ শ্রীভগবত্তীর্থাদিতে বাস অন্যতম মুখ্য সাধন। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজের আচরিত বিবিধ সাধনাঙ্গের মধ্যে 'হরিক্ষেত্রে গমনাগমন' একটী অন্যতম সাধনাঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে' শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ চৌষট্টী প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'কৃষ্ণতীর্থে বাস,' 'তীর্থে গমন,' 'শ্রীধাম পরিক্রমা' প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেহ গেহ কলত্র পুত্র বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি

বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধপ্রেমা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ নিয়মসেবাকালের জন্য অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধু ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি বিধানের এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রা ঃ—আগামী ৮ দামোদর, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ, ৪ কার্ত্তিক, ১৩৬৯, ২১ অক্টোবর, ১৯৬২ রবিবার শ্রীবহুলাষ্টমী তিথি শুভবাসরে রিজার্ভ বগীতে হাওড়া ষ্টেসন হইতে যাত্রা করা হইবে এবং পরিক্রমান্তে ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর, বুধবার হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা করা যায়।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—(১) **বালেশ্বর** (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ), (২) **যাজপুর** (বৈতরণীতে স্নান, শ্রীবরাহদেবের মন্দির), (৩) **পুরী** (শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদধৌতি স্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা, ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ, ভুষুণ্ডী কাক, সাক্ষীগোপাল, নৃসিংহদেব, লক্ষ্মীমন্দির, বিমলাদেবী, আনন্দবাজার, স্নানবেদী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, শ্বেতগঙ্গা, কাশীমিশ্রের ভবন বা গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, সমুদ্র, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, স্বর্গদ্বার, ভক্তিকুটী, চটকপর্ব্বত, টোটা গোপীনাথ, যমেশ্বর শিব, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠ, শ্রীজগন্নাথ উদ্যান, নরেন্দ্র সরোবর, আঠারনালা, শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, নৃসিংহমন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, চক্রতীর্থ।) (৪) **সিংহাচলম্** (শ্রীজিয়র নৃসিংহ মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির), (৫) **কভুর** (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ মিলনস্থান, গোষ্পদতীর্থ, গোদাবরী স্নান), (৬) **মঙ্গলগিরি** (পানানৃসিংহ) (৭) **মাদ্রাজ** (পার্থসারথী), (৮) **চিঙ্গলপেট** (পক্ষীতীর্থ), (৯) **কাঞ্জিভরম্** (বিষ্ণুকাঞ্চি ও শিবকাঞ্চি), (১০) **চিদাম্বরম্** (শ্রীনটরাজ), (১১) **ময়ুরম্**, (১২) **কুম্ভকোণম্** (শ্রীশাঙ্গপাণি, কুম্ভেশ্বর), (১৩) **তাঞ্জোর**, (১৪) **ত্রিচিনাপল্লী** (শ্রীরঙ্গম্, কাবেরী স্নান), (১৫) **ধনুষ্কোটী** (সেতুবন্ধ), (১৬) **রামেশ্বর**, (১৭) **মাদুরা** (মীনাক্ষী দেবী), (১৮) **শ্রীভিল্লিপুত্তুর** (শ্রীরঙ্গামার, গোদাদেবী), (১৯) **ত্রিবান্দ্রম্** (অনন্ত পদ্মনাভ), (২০) **কন্যাকুমারী**, (২১) **বায়কালা** (জনার্দ্দন), (২২) **এর্ণাকুলাম**, (২৩) **মাঙ্গালোর** (উড়ুপী মঠ), (২৪) **রেণীগুণ্টা** (কালহস্তী, তিরুপতী), (২৫) **কুর্দ্দু ওয়াডি** (পাণ্ডারপুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপের সিদ্ধিস্থান), (২৬) **রায়পুর** (বৃহত্তম শিবলিঙ্গ)।

রিজার্ভ বগীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতে নাম রেজিষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় পত্র দ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রী চৈতন্য বাণী

আশ্বিন—১৩৬৯

২য় বর্ষ]　　পদ্মনাভ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ　　[৮ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৬৯। ১৮ পদ্মনাভ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, মঙ্গলবার; ২ অক্টোবর, ১৯৬২। | ৮ম সংখ্যা

শুদ্ধভক্তের বিচারধারা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ
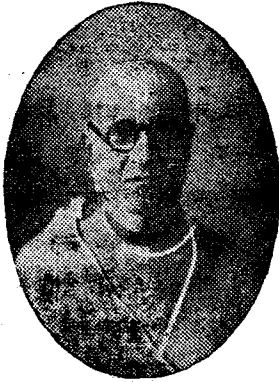
জগতের অভাবগ্রস্ত বা শোকার্ত্ত লোক তাহাদের অভাব বা শোকের কারণ উপস্থিত না হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াও বিফল-মনোরথ হওয়ায় শেষে ভগবান্‌কেই দোষী সাব্যস্ত করে অথবা

ভগবান বলিয়া কিছু নাই একটা কল্পনামাত্র বা 'গোবিন্দ মিথ্যা, ভগবানই সত্য' অর্থাৎ ভগবানের নামরূপাদি 'বিশেষ' কাল্পনিক মতবাদ মাত্র, ভগবান বলিয়া কিছু থাকিলে তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব—এইরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 'পূর্ব্বে ভক্তি ছিল, এখন নাই'—এ সকল কথার কোন অর্থ নাই। যাঁহার জাগতিক স্বার্থের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই ভক্তি ছুটিয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বের ভক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভগবান্ যখন "হরিষ্যেঽহংনং শনৈঃ''-রূপ কৃপা বিস্তার করেন, যখন প্রকৃত পক্ষে ভজন আরম্ভ হইবার কথা, তখন যদি ভক্তি ছুটিয়া যায়, তবে জানিতে হইবে—সে ভক্তি জাগতিক সুবিধাবাদোত্থ কপট ভক্তি; সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের বিচারের উপর আত্মনির্ভর করাই প্রকৃত ভক্তের বিচার।

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভস্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন''॥

—এই শ্লোকটির বিচার বুঝিতে পারিলেই প্রকৃত Theist হওয়া যায়। তিনি দণ্ড বা দয়া যাহাই না কেন বিধান করুন, তিনিই আমার একগতি, তাঁহা ছাড়া আমার অন্য গতি নাই। মেঘ শত কোটি বজ্র নিক্ষেপ করুক বা নববারি বর্ষণ করিয়া তাহার পিপাসা নিবৃত্তি করুক, চাতক যেমন তাহা ছাড়া আর কাহারও শরণাপন্ন হয় না, সেইরূপ গুরুগৌরাঙ্গৈকগতি হওয়াই শুদ্ধ ভক্তির বিচার।

'গুরুদেবের আমি' বিচারাভিমানই প্রকৃত 'তৃণাদপি' ভাব। জগতের লোকের চিন্তাধারার সঙ্গে dovetailed হইতে গিয়া—তাহাদের নিকট তৃণাদপি সুনীচতা দেখাইতে গিয়া তাহাদের বহির্ম্মুখতার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বিচারের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হইবে না। জগতের লোক আমাকে তাহাদের সমশ্রেণীর জানিতে পারিয়া আমাকে দাম্ভিক বলে বলুক। তাহাদের নিকট ভাল হইতে গিয়া তাহাদের ভক্তিবিরোধি আচারবিচারে সায় (ditto) দেওয়া কখনই আত্ম মঙ্গলের বিচার নহে। আমার বিচার হইবে—আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"; এই প্রতিষ্ঠা-নিষ্ঠাই আমার সর্ব্বক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবে না, ভক্তিবিনোদধারা ছাড়িতে হইবে না। গুরুদেবের নিকট দীক্ষার অভিনয় করিলেই যে তিনি গুরুদেবের ধারার আশ্রয় লাভ করিলেন, তাহা নহে। কালাকৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহার দৃষ্টান্ত।

শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথের কৃপা না হইলে—"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজধূলী স্যাং জন্মজন্মনি॥" বিচার না আসিলে—গোস্বামিবর্গের কথায় শ্রদ্ধোদয় না হইলে জীবের অসুবিধা ঘুচিবে না, সন্দেহ কাটিবে না। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" শ্রীরূপের পদনখমণির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির বাস্তব মঙ্গলোদয় সম্ভব হইতে পারে না।

কর্ম্মাধিকার ও বর্ণ বিচার

অধিকার-নির্ণয় একটী প্রধান ন্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুই প্রকার অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্ম্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্য কর্ম্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম পূর্ণরূপে করিতে যোগ্য নয়। অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্ম ফলবান্ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য অধিকার নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকার-বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। উপদিষ্ট কর্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য্য। এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত বরণ করেন। আজকাল যেরূপ গুরু ও পুরোহিত বরণ হইতেছে, তাহা শাস্ত্র-কৃৎদিগের অভিপ্রেত নয়। নামমাত্র গুরু ও নামমাত্র পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিকা বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করাই উচিত। নিজগ্রামে না মিলিলে অন্যত্র অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; কর্ম্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সহসা বোধগম্য হইবে না। পুষ্করিণী খনন একটী পুণ্য কর্ম্ম। যদি নিজ হস্তে খনন করে, তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐ কর্ম্মে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থব্যয় করিয়া খনন করে, তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে, সেই পরিমাণই সেই কর্ম্মের অধিকার। অনধিকারীর কোন ফল হয় না এবং কর্ম্ম করিতে গেলে প্রত্যবায় হয়। বিবাহ কার্য্যে শরীরের যোগ্যতা, সংসার-নির্ব্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী মানস সংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতা আবশ্যক। এইরূপ যে কার্য্য করিতে

ইচ্ছা হইবে, তাহার অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। অধিকার দুই প্রকার অর্থাৎ স্বভাবগত অধিকার এবং অবস্থাগত অধিকার। মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষাকাল, কার্য্যকাল ও বিশ্রামকাল। যে কাল পর্য্যন্ত মানবগণ বিদ্যোপার্জ্জন করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষাকাল। ঐ কালে গ্রন্থালোচনা, সঙ্গ ও অপরের কর্ম্মাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করতঃ যে প্রবৃত্তি যাহার প্রবল হইয়া পড়ে, সেই প্রবৃত্তিকে ঐ ব্যক্তির স্বভাব বলে। যে বংশে জন্ম হয়, সেই বংশানুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনাক্রমে বংশীয় স্বভাব, উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্ন প্রকার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বংশব্যতিক্রম-স্বভাবও অনেকস্থলে লক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে, শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে কার্য্যকালের প্রাক্‌কালে যে ব্যক্তির যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাই তাহার স্বভাব। বিজ্ঞান সহকারে যাঁহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন। যথা :—১। ব্রহ্মস্বভাব, ২। ক্ষত্রস্বভাব, ৩। বৈশ্যস্বভাব, ৪। শূদ্রস্বভাব।

যে স্বভাব হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, সহিষ্ণুতা গুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশারাধনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই স্বভাবকে ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান, জগদ্‌রক্ষা, জগচ্ছাসন ও ঈশ্বর-পূজা ইত্যাদি গুণসকল নিঃসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষত্রস্বভাব বলা যায়।

যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবই বৈশ্যস্বভাব।

যে স্বভাব হইতে কেবল পরসেবা-দ্বারা নিজের উদরপালন প্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবকে শূদ্রস্বভাব বলে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধরহিত, ন্যায়াচরণ-বিরত, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদরসর্ব্বস্ব, বিবাহবিধিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে নরস্বভাব হয় না, অতএব নরস্বভাব চারি প্রকার মাত্র।

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলদ হয় না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস (genius) বলে। পরিপক্ক স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করতঃ জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থ-চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাগুক্ত চারিটি স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে, সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণ-বিভাগবিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তিমূল বিজ্ঞান-জনিত এবং সে সমাজ সর্ব্ব মানবজাতির পূজনীয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের মানবগণ বর্ণবিধান স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎকর্ম্মা ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীন জাতীয় মানব সকল প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসিক হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে এত প্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞান-জনিত সমাজ-অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্য জাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীকজাতি কোন সময় আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান ছিল। তাহাদের আজ কাল কি অবস্থা? তাহারা জাতি লক্ষণ রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করতঃ ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে,

এমত কি, তাহারা আর নিজ দেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীক জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে। কেন? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্য দশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয় রোম প্রভৃতি আর্য্য বংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্ স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্যদ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব, সে "মিলিটারী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত করিলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমত যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতি দ্বারা জলযাত্রাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সঙ্ক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে। এইজন্য ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

ডাঃ এস, এন, ঘোষ, এম, এ

(৭ম সংখ্যা ১৫৮ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব আলোচনায় প্রধানতঃ ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ......"শ্লোকটী অবলম্বন করা হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সকল তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করে। তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় পরব্রহ্ম কি বস্তু এবং তাঁহার কয়েকটী মাত্র তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় পরব্রহ্মই যে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরব্রহ্মই যে নিত্যকাল নিত্য 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত, তাহাই আলোচনা করা হইতেছে।

পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ—পরব্রহ্মের যে স্বরূপে তাঁহার

শক্তি-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, যে স্বরূপে তাঁহার অনন্তশক্তি, শক্তি-কার্য্যের ও শক্তি-বৈচিত্র্যের, তাঁহার অনন্ত-কল্যাণ গুণ সমূহের—সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের, ঐশ্বর্য্যাদি ভগবত্তার ও রসত্বের (আস্বাদ্য রসের এবং আস্বাদক রসিকত্বের) পূর্ণতম বিকাশ সেই স্বরূপকে 'পরব্রহ্ম' বলা হয়। এই পরব্রহ্মই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতে দেখা যায় 'কৃষ্ণ' শব্দের একটী অর্থ হইতেছে পরব্রহ্ম। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" (উদ্যোগ পর্ব্ব)—কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ ভূ ধাতু বাচক অর্থাৎ সত্তা, 'ণ' প্রত্যয়ের অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ বাচক। এই ধাতু ও প্রত্যয়ের একযোগে অর্থ—সৎ ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনিই 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত হয়েন। সত্তা ও আনন্দের যোগে 'চিৎ'। সুতরাং বুঝা গেল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই শ্রুত্যুক্ত পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তু। বেদে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করে—"মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথাও শ্রুতিতে উক্ত আছে। সুতরাং উহাও সত্য। শুধু উপাসনায় উপলব্ধির প্রভেদ। জ্ঞানিগণ এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। যে সকল ধর্ম্ম বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয় এবং যেগুলি পরব্রহ্মের স্বরূপগত স্বাভাবিক কল্যাণ গুণময় ধর্ম্ম সকলেরই আশ্রয় পরব্রহ্ম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন সাকার সবিশেষ হইতেছেন, তেমনি উহার বিপরীত যে ভাব অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষাদি তাঁহারই প্রকাশ এবং ইহারও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় তিনিই একথা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। জ্ঞানিগণের উপাস্য এই নির্ব্বিশেষ চিৎ সত্তাবান্ ব্রহ্মবস্তু শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ, উহা শ্রীকৃষ্ণের নিজ উক্তিতেই পাওয়া যায় —"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্" (ভা ৮। ২৪।৩৮)

গোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণপূজার মন্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ—(শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম 'গোপাল')। ঐ শ্রুতি পরব্রহ্মের নিত্যরূপ বেশভূষাদি সম্বন্ধেও বলিতেছেন—"সৎ পুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলি-মালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্" —অর্থাৎ যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসন পরিহিত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মাল্যবেষ্টিত মুকুটধারী এবং যিনি বনমালাধারী সেই ঈশ্বরকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দনা করি।

বেদে অধিকাংশস্থলে পরোক্ষপ্রিয় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎভাবে স্বরূপলক্ষণে পরিচয় না দিয়া পরোক্ষভাবে তটস্থ লক্ষণে তাঁহার শক্তির কার্য্যের দ্বারা তাঁহার পরিচয় দিলেও কোন কোন স্থানে সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, বাসুদেব, মাধব প্রভৃতি শব্দের দ্বারাই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বেদে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার পরিচয় থাকিলেও অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বা গীতায় সাক্ষাৎভাবেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

বেদে সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উক্তি—

ওঁ কৃষ্ণ ত এমরুশতঃ পুরোভাশ্চ
বিষ্ণ্বর্চির্বপুষামিদেকং।
যদ প্রবীতাদধতেহগর্ভং
সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীদ্ দূতঃ। (ঋক্-তৃতীয় অষ্টক ৫ম অধ্যায়)

—কৃষ্ণকেই আশ্রয় করি—যিনি সম্মুখে দীপ্তি মণ্ডলে অবস্থিত,—যিনি (বিষ্ণু) তেজোময় বপু ধারণপূর্ব্বক অদ্বিতীয় ;

—দেবকী যাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ;—ইত্যাদি।

অন্যত্র এইরূপ আছে—"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে"—হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণু, হে হৃষীকেশ, হে বাসুদেব—তোমাকে নমস্কার।

ঋক্‌সংহিতা পরিশিষ্টে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা"—মাধব শ্রীরাধিকাদ্বারা এবং শ্রীরাধিকা মাধবের দ্বারা বিলসিত।

ঋগ্বেদ সংহিতায়—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"—যে বিষ্ণুর পরমপদ আকাশে প্রদীপ্ত নয়নের ন্যায় বিস্তৃত (সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ) সেই পরমপদ দিব্যসূরি অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধকগণ সাধনায় সর্ব্বদা (নিত্যকাল) অবলোকন করেন।

কঠ-উপনিষদেও কথিত আছে—"বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্"। ছান্দোগ্য উপনিষদে—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছামং প্রপদ্যে"। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম 'শবল'। "শ্যাম (শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ)এর প্রপত্তি ক্রমে তাঁহার স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীসার ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে প্রপন্ন হই।"

ঋগ্বেদের অন্যত্র—"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানেমা।"

—"দেখিলাম, এক গোপাল, তাঁহার কখনও পতন নাই।"

শ্রুতিতে—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥" "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি"—(গোপাল তাপনী)—সেজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁর নামই কীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই ভজন করিবে এবং তাঁহাকে পূজা করিবে। যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই কৃষ্ণই পূজ্য।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ,—পরমেশ্বরের নিত্য নাম 'কৃষ্ণ'—

প্রাকৃত জগতে বস্তু ও বস্তু নির্দ্দেশক নাম পৃথক্। নামটী কাহারও সৃষ্ট বা কল্পিত হইতে পারে। নামটী বলিলে সব সময় যে বস্তুর স্বরূপটীও বুঝাইবে এমন নহে। প্রাকৃত বস্তুটী যেমন সৃষ্ট ও অনিত্য, উহার নির্দ্দেশক নামটীও সেইরূপ সৃষ্ট বা কল্পিত হওয়ায় অনিত্য। কিন্তু অপ্রাকৃত 'কৃষ্ণ' নামটী কাহারও সৃষ্ট, প্রদত্ত বা কল্পিত নহে। লীলাবিস্তারের পূর্ব্বে পরব্রহ্ম যখন একাকী ছিলেন, এই নামটী তখন তাঁহারই মধ্যে ছিল, লীলা আরম্ভের সময় ঐ নাম স্বয়ং তিনিই প্রকাশিত করিয়াছিলেন। [সকল নামই পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই তত্ত্ব শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"আত্মতো নাম" (ছান্দোগ্য)—সকল নামই তাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহার 'প্রকাশ'রূপ সমূহের (ভগবৎ স্বরূপ-গণ, গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধাম সমূহ, পরিকরাদি) এবং 'পরিণাম'রূপ সমূহের (তাঁহার মায়াশক্তির পরিণাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর) সকল নামই তাঁহা দ্বারা প্রকাশিত]। 'ওম্' শব্দটীও তাঁহার সম্মতিসূচক অক্ষর—'এতদনুজ্ঞাক্ষরম্' (ছান্দোগ্য)—পরব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারা বিবিধ লীলার পরিকল্পনা করিবার পর উহা তিনি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তদনুযায়ীই হইয়াছে বুঝিয়া অনুজ্ঞা অর্থাৎ সম্মতিসূচক 'ওম্' শব্দটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এজন্য শ্রুতিতে 'ওম্' শব্দটীকে অনুজ্ঞাক্ষর বলিয়াছেন। এই ওঙ্কারের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শব্দের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এজন্য পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক উচ্চারিত ওঙ্কার শব্দ হইতে সমগ্র বেদ প্রকাশিত হইল। এই কারণেই শব্দব্রহ্ম বেদকে পর-ব্রহ্মের নিঃশ্বসিত বাণী বলা হইয়াছে। বেদ নিত্য—শাস্ত্রে উক্ত আছে যে আদিম সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাকে প্রকাশ করিবার পর তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আদিম সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি—এইরূপ বহুবার প্রলয় ও সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদের প্রকাশ। এই বেদেও পরমেশ্বরের 'কৃষ্ণ' নাম উল্লিখিত আছে। সুতরাং 'কৃষ্ণ' নাম নিত্য। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে যে পর-ব্রহ্মের নাম মন্ত্র উক্ত আছে উহাতে 'কৃষ্ণায় গোবিন্দায়', "গোপাজন বল্লভায়", "কৃষ্ণায় রামায়", "কৃষ্ণায় দেবকী-নন্দনায়", "গোপালায় নিজরূপায়" এই সকল উক্তি দেখা যায়। ঐ সকল উক্তিতে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়—

পরব্রহ্মকে 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ', 'গোপীজনবল্লভ' 'রাম', 'দেবকী নন্দন' 'গোপাল' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'দেবকী নন্দন' বলায় এই বুঝিতে হইবে যে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ মথুরায় দেবকীপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই গোকুলে নন্দ মহারাজ ও যশোদা মাতা কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন [কিংবা যশোদার গর্ভ সম্ভূত যমজ সন্তানের অন্যতম পুত্ররূপী শিশু কৃষ্ণ দেবকীপুত্র বাসুদেবকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছিলেন] এবং ব্রজেন্দ্র নন্দনরূপে গোকুল বৃন্দাবনে সখাগণের সহিত গোষ্ঠলীলা এবং শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীবৃন্দ অন্য গোপীগণের সহিত মধুর রসাত্মক রাসলীলাদি করিয়াছিলেন। তিনিই গোপবালকরূপে গোচারণ করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহাকে 'গোপাল' বলা হইয়াছে। তিনি রাধারমণ সেজন্য তাঁহাকে 'রাম' বলা হইয়াছে। তাঁহাকে 'নিজরূপ' বলায় বুঝাইতেছে যে প্রপঞ্চাতীত নিজধাম গোলোকে তাঁহার যে মূর্ত্তি ও বেশভুষা সেই মূর্ত্তিতেই এবং সেই বেশভূষায়ই তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হইয়া বৃন্দাবন লীলা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলায় কেহ যেন মনে না করেন যে, দেবকীপুত্রই পরে কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নাম নিত্য —বেদ প্রকটিত হওয়ার পূর্ব্বেই কৃষ্ণ নাম ছিলেন, সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রবর্ত্তন— সুতরাং যে দ্বাপর যুগে দেবকীনন্দনের আবির্ভাব তাহার বহু পূর্ব্বে কৃষ্ণ নামে শ্রীভগবান নিত্য বিরাজমান, তিনিই দ্বাপরে দেবকী গর্ভে আবির্ভূত হইয়া দেবকীনন্দনরূপে অভিহিত হন। একটী ছান্দোগ্য বাক্যে অঙ্গিরস বংশোদ্ভূত ঘোরমুনি কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে 'কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়' রূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র বাক্যের শব্দবিন্যাসের নিয়মানুসারে ঐ উক্তির অর্থ হইবে, 'কৃষ্ণ দেবকী পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন', কারণ এখানে কৃষ্ণনাম প্রথমে উল্লিখিত থাকায় ঐ নামটী 'অনুবাদ' এবং পরবর্ত্তী অংশ 'দেবকী পুত্রায়' 'বিধেয়' *।

আদিম সৃষ্টির পর হইতে প্রতিকল্পে প্রতি দ্বাপর যুগেই এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই কৃষ্ণনামে অভিহিত শ্রীভগবান্ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা করিয়া থাকেন। সেজন্য কৃষ্ণ যেমন নিত্য তাঁহার দেবকী পুত্ররূপে লীলাদিও সেরূপ নিত্য।

গর্গমুনি নন্দালয়ে যাইয়া কৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেও বুঝা যায় যে, তিনি কৃষ্ণনাম সৃষ্টি করেন নাই।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুং।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত **ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ**॥"

উক্তশ্লোকে 'কৃষ্ণ' নামটী সঙ্কেতে নন্দমহারাজের নিকট প্রকাশ করিলেন। কারণ স্পষ্ট করিয়া বলিলে তিনি যদি অন্যের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া ফেলেন তবে উহা কংসের কর্ণগোচর হইলে কংস উপদ্রব করিত। তদ্ভিন্ন তাঁহার অভিপ্রেত গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলে উহা বাৎসল্য প্রেমবান্ নন্দ মহারাজের ভাবের অনুকূল হয় না। বাৎসল্যপ্রেম প্রভাবে নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে তাঁহারই পুত্র, তাঁহার লাল্যপাল্য বলিয়া মনে করেন, প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-ভাবসূচক কোন কথা বলিলে তিনি প্রীত হইতেন না। উক্তশ্লোকে নন্দ

---

* শাস্ত্র বাক্যের শব্দ বিন্যাসের নিয়মানুসারে উহার অর্থ করা সঙ্গত, কারণ তাহাতেই কি অভিপ্রায়ে বাক্যটী উক্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই শব্দ বিন্যাসের নিয়ম এই যে প্রথমতঃ জ্ঞাত বস্তুটী উল্লেখ করিতে হইবে এবং পরে ঐ বস্তু সম্বন্ধে আর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। জ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' এবং জ্ঞাতব্য বস্তুকে 'বিধেয়' বলা হয়। উপরি উক্ত 'কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়' উক্তিতে 'কৃষ্ণ' হইতেছেন পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞাতবস্তু—কারণ কৃষ্ণ আদিমসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, তিনিই সৃষ্টির পর দ্বাপরযুগে দেবকীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। এই কারণে এখানে কৃষ্ণ 'অনুবাদ' এবং দেবকীপুত্র 'বিধেয়'—কৃষ্ণ জ্ঞাতবস্তু হওয়ায় তিনি আদি ও মূল।

মহারাজ বুঝিলেন—"তাঁহার পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, এখন বর্ত্তমান জন্মে কৃষ্ণবর্ণ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার তিনটী বর্ণ—শুক্ল, রক্ত ও পীত—পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু গর্গমুনি উক্ত শ্লোকমধ্যে যে তত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—"ইনিই নিত্য অনাদি গোলোকবিহারী কৃষ্ণ, ইনিই প্রতিকল্পের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যুগোপযোগী শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইনিই এক্ষণে তাঁহার 'কৃষ্ণতা' গুণে সমস্ত যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার ও লীলাবতারাদিগণকে আকর্ষণ করতঃ নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। 'ঈশিতা' বলিতে যেমন ঈশীর বা ঈশ্বরের ভাব বুঝায় (ভাব অর্থে 'তা' প্রত্যয়)—তাহাতে ঈশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, স্বভাব, কর্ম্ম ইত্যাদি সমস্ত বুঝায়, সেইরূপ 'কৃষ্ণতা' বলিতে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, স্বভাব, কর্ম্ম (লীলা) প্রভৃতি সমস্ত লইয়া কৃষ্ণের পরিপূর্ণ স্বরূপটী বুঝায়। সুতরাং "কৃষ্ণতাং গতঃ" এই উক্তিতে গর্গমুনি যে তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে "পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার নাম, রূপ, গুণাদি সমস্ত লইয়া পরিপূর্ণ স্বরূপে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন" —ইহাতে বুঝা গেল যে গর্গমুনি 'কৃষ্ণ' নাম প্রদান করিলেন না। সঙ্কেতে শ্রীভগবানের নিত্য 'কৃষ্ণ' নাম প্রকাশ করিলেন মাত্র',

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দরূপটীরও সৃষ্টি হয় নাই—উহা নিত্য বিদ্যমান এবং এইরূপের স্বরূপটী 'কৃষ্ণ' নামের দ্বারা প্রকাশিত। সুতরাং সচ্চিদানন্দরূপটী যেমন অপ্রাকৃত নিত্য, তাঁহার নামটীও সেইরূপ অপ্রাকৃত নিত্য এবং তাঁহার রূপের সহিত নামটী অভিন্ন।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর)

—নাম ও নামী অভিন্ন, সেজন্য 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ (সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত), শুদ্ধ (মায়াগন্ধশূন্য), নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণি (চিন্তামণি তুল্য সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ)।

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে একই তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ১০।৮

—(শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিভূতির কথা বলিতেছেন)—আমি সকলের (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই) উৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভাব (শুদ্ধাভক্তি) সহকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, (আর যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা অপণ্ডিত)।

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" ১৫।১৫—সকল বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞেয়, (বেদব্যাসদ্বারা) আমিই বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদবিৎ (আমি বিনা বেদের অর্থ কেহ জানে না)।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে"—তিনিই সর্ব্ববেদের তত্ত্বজ্ঞাতা।

উপরি উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, আদিম সৃষ্টিরও পূর্ব্বে যে বেদ প্রকাশিত হন, তাহাতেও 'কৃষ্ণ' নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম ও ও প্রাকৃত বিশ্বের নাম সমূহে অনেক প্রভেদ। প্রাকৃত বিশ্বের নামসমূহ ও ঐ সকল নামের নির্দ্দিষ্ট বস্তু সমূহ প্রলয়কালে বিলুপ্ত হইয়া যায় [প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, কৃষ্ণ মধ্যে বীজরূপে লুপ্ত থাকে এবং পুনরায় সৃষ্টির সময় প্রকাশিত হয়] কিন্তু কৃষ্ণ নাম কিংবা তাঁহার সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ ভগবৎস্বরূপগণ, পরিকরগণ এবং গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধামসমূহের কোন কালে লোপ নাই—তাঁহারা নিত্য প্রকাশমান থাকেন।

["১৯৩২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কুতর্কের বশীভূত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বেদে বা শাস্ত্রে কোথায় আছে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—

"শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র এই 'হরেকৃষ্ণ' নাম মহামন্ত্রই ছিলেন। তৎ প্রমাণে আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতে "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোক পাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীনাম শাস্ত্রাধীন নহেন, শাস্ত্র তাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত—সেই পরাৎপর বস্তুই শ্রীনাম বা মহামন্ত্র। শাস্ত্র আগে পরে নাম বা মহামন্ত্র এরূপ নহে। ব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম শ্রীনামই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। "ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণোঃ সুমতিং ভজামহে॥ ও তৎ সৎ॥" এইমন্ত্রে প্রাচীনতম ঋক্ বেদও নামের কথা উখেল্ল করিয়াছেন। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ (মধ্বাচার্য্য) তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রতিসূত্রের আদি ও অন্তে এই নামের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। [ভাগ্যহীন লোকদিগের জন্য গুহ্যতম নামসমূহ বেদ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন নাই। চোর, দস্যু প্রভৃতি অসৎ প্রকৃতির লোকের নিকট হইতে অতি মূল্যবান্ বা প্রিয়তম বস্তু সকলেই গোপনে সংরক্ষিত রাখেন] কলিসন্তরণোপনিষদ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, অনন্ত সংহিতা এবং সর্ব্বোপরি যাঁহার কৃপায় নিখিলবেদ প্রকাশিত সেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের মুখোদ্গীর্ণ বাক্যে আমরা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" —এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উপদেশ পাইয়াছি"।]
(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)]

কৃষ্ণ নামের মধ্যেই কৃষ্ণতার পরিচয়। শ্রীভগবানের অনেক তত্ত্বের পরিচয় কৃষ্ণ নামের মধ্যেই পাওয়া যায়। কৃষ্ ধাতু বলিতে আকর্ষণ এবং 'ণ' বলিতে আনন্দ। সুতরাং কৃষ্ণ নামটীতে বুঝা যায় তিনি আকর্ষণ করিয়া আনন্দ দান করেন। শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি"—তিনি রস স্বরূপ, অয়ং (জীব) তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই রস স্বরূপ। রস বলিতে (১) রস্যতে (আস্বাদয়তি)—তিনি ভক্তের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করেন, এবং (২) রসয়তি (আস্বাদয়তি)—ভক্তকে তাঁহার মাধুর্য্যাদি রস আস্বাদনের যোগ্যতা দান করেন। এই রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে। তাঁহার আকর্ষণের ও রসত্বের মহিমা প্রেমিক ভক্তগণ নানাভাবে দেখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কাম গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥"

—প্রাকৃত মদন (কামদেব) মায়াবদ্ধ জীবকে প্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মাইয়া উহা প্রাপ্তির জন্য উন্মত্ত করিয়া তোলেন, কিন্তু কৃষ্ণ অপ্রাকৃত কামদেবরূপে তাঁহাতে উন্মুখ জীবগণের মধ্যে অপ্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মাইয়া দেন—তাহার ফলে ঐ সকল জীব তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। 'নবীন'—অর্থে নিত্য নবায়মান—যাহা নিত্য নূতন চমৎকারিতা আনয়ন করিয়া দেয়—ভক্ত তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি আস্বাদনে নিত্য নূতন নূতন চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জীব যাহাতে সেই নিত্য নবায়মান সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে সেজন্য যে উপাসনা প্রণালী তাহাও বলিতেছেন—কামগায়ত্রী ও কামবীজ অবলম্বনে। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে সমস্ত জীবের চিত্তকে আকর্ষণ তো করেনই এমন কি যে মদনদেব (প্রাকৃত কামদেব) অন্য সকলের চিত্তকে মোহিত করেন, এমনকি মহাযোগীশ্বর মহাদেবকেও মোহিত করিবার চেষ্টায় ভস্মীভূত হইতে যাইতেছিলেন তাঁহাকেও শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুর্য্যাদির দ্বারা মোহিত করেন সেজন্য তিনি সাক্ষাৎ 'মদন মোহন'। তিনি রস স্বরূপ—'অখিলরসামৃতসিন্ধু'—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্য, করুণাদি সাতটী গৌণ রসের তিনি 'বিষয়-আশ্রয়'—এজন্য তিনি তাঁহার পরিকরগণের সকল ভগবৎস্বরূপগণের ও সকল ভগবতীগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যিনি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, পতিব্রতা শিরোমণি, তিনিও কৃষ্ণ মাধুর্য্যে আকৃষ্টা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের মাধুর্য্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ—তাঁহার বিলাসরূপ দেবকীনন্দন বাসুদেবেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল—

"গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।

সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥" চৈঃ চঃ মধ্য ২০

—যখন কৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন তখন একসময় গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অভিনয় করেন। তখন যে গন্ধর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিলেন যোগমায়া প্রভাবে তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য এমনভাবে প্রকটিত হইয়াছিল যে তথায় উপস্থিত বাসুদেব উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে ঐ নটের দেহ হইতে এমন অত্যাশ্চর্য্যময় মাধুর্য্য বিচ্ছুরিত হইতেছে যাহা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতেছি এবং গোপলীল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্য আমার চিত্ত ব্রজ বধূ সারূপ্য অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ন্যায় আকৃতি, রূপ ও ভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য আমার লোভ হইতেছে।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ মণি-ভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্বিত রূপের মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীরাধিকার ন্যায় ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লুব্ধ হইয়াছিলেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণের মহিমা ব্যক্ত রহিয়াছে। **সৃষ্টি কার্য্যের পূর্ব্বে** তিনি তাঁহার স্বরূপভূত অনন্ত সৎ, চিৎ, আনন্দকে আকর্ষণ পূর্ব্বক সান্দ্রীকৃত করিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াছিলেন।

সৃষ্টি কার্য্যে তিনি সর্ব্ব প্রথম নিজ স্বরূপ হইতে হ্লাদিনী শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীরাধিকারূপে পৃথকমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন *। অন্তর্ভুক্ত 'সৎ', 'চিৎ', ও 'আনন্দ', অংশকে আকর্ষণ করিয়া নিজের বিস্তার সাধন পূর্ব্বক বহু ভগবৎস্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সৎ' এর অন্তর্গত সন্ধিনীশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধাম এবং বিশুদ্ধসত্ত্বময় মাতা, পিতা, শয্যা, সিংহাসনাদি, ছত্র, পাদুকাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। † নিজ মায়াশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া মায়ার পরিণতি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও উহার বিকার স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'চিৎ' এর অন্তর্গত জ্ঞান-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া সমস্ত জীবকে চেতনা দান করিয়াছেন, সকল জীবে জীবাত্মা স্বরূপে এবং সমস্ত জীবে ও নিখিল বিশ্বে পরমাত্মারূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। 'আনন্দের' অন্তর্গত হ্লাদিনী শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধিকাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দেবতা ও মনুষ্যদিগকেও তাঁহার নিত্যানন্দলাভের যোগ্যতা দান করিয়াছেন।

স্থিতি কার্য্যে তাঁহার আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরস্পরের সহিত আকৃষ্ট থাকিয়া নিজ নিজ স্থানে বিদ্যমান্ থাকে। স্থাবর জঙ্গম পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট—পিতামাতার নিজ সন্তানের উপর আকর্ষণ, সখায় সখায় আকর্ষণ, প্রভু-ভৃত্যের আকর্ষণ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ সবই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ শক্তির প্রভাব। জীবের অজ্ঞানতা আকর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্ঞানদান, জন্ম-মৃত্যু-শোক-ভয়-দুঃখাদি আকর্ষণ করিয়া মুক্তিদান, নিজ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দ্বারা জীবকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার অন্তরে প্রেমের বিকাশ দ্বারা তাহাকে আনন্দ দান করেন।

প্রলয় কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে প্রলীন করিয়া রাখেন।

ব্রহ্ম সংহিতার শ্লোকে 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' অংশে বুঝা গেল স্বয়ং পরমেশ্বরই কৃষ্ণ। সেজন্য ভাগবতে কৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—অন্য সকল স্বরূপগণ কৃষ্ণেরই অংশ। এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল পরব্রহ্মের নাম 'কৃষ্ণ'। নাম ও নামী অভিন্ন—সেজন্য কৃষ্ণনামই নাম-ব্রহ্ম। এই নাম কাহারও সৃষ্ট বা কল্পিত নহে। এই নামব্রহ্মের জপ, ধ্যান, উপাসনা সবই পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর কৃষ্ণেরই জপ, ধ্যান ও উপাসনা ইহা বুঝা গেল।

(ক্রমশঃ)

---

* "রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ……।"

† "মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বেরবিকার ॥"

ভক্ত প্রহ্লাদ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অসাধারণ প্রভাবশালী চারিটী পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও আহ্লাদ। এই চারিপুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ গুণে সর্ব্বোত্তম ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তে গাঢ় প্রীতিবিশিষ্ট, ব্রহ্মণ্যগুণ-সম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, পরমাত্মার ন্যায় প্রাণিমাত্রেরই একমাত্র প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রহ্লাদ পূজ্য গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ভৃত্যের ন্যায় সেবা ও প্রণাম, দীনজনকে পিতার ন্যায় স্নেহ, সমবয়স্কগণকে ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি এবং দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও সতীর্থগণকে প্রভুজ্ঞানে মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। বিদ্যা, অর্থ, রূপ, অভিজ্ঞতা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি নিরভিমান ছিলেন। প্রহ্লাদ অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও অসুরভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি বিপদে নিরুদ্বিগ্ন, কর্ম্মকাণ্ড ও লৌকিক ব্যাপারকে তুচ্ছ জানিয়া তাহাতে নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয়, জিতপ্রাণ ও স্থিরবুদ্ধি হওয়ায় সর্ব্বদা প্রশান্ত ছিলেন। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা প্রহ্লাদের মহদ্ গুণসমূহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এমন কি শত্রুগণও সভামধ্যে সাধুকথা-প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেবের অনন্যভক্ত প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণমহিমা কে বর্ণন করিতে পারেন? শিশুকাল হইতেই প্রহ্লাদ শ্রীভগবানে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ শিশুগণের ন্যায় ক্রীড়ারত না থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। জগদ্ ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন। নিরন্তর শ্রীহরিসেবোন্মুখ থাকায় উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজন, পান, শয়ন, আলাপ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্বন্ধে ভোগিকুলের ন্যায় তাঁহার আসক্তি ছিল না। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া তিনি কখনও কাঁদিতেন, কখনও হাসিতেন, কখনও বা আনন্দে গান ও নৃত্য করিতে থাকিতেন। শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে কখনও তিনি তন্ময়তা লাভ করিয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করিতে থাকিতেন এবং কখনও বা শ্রীভগবানের শ্রীহস্তস্পর্শ লাভ করিয়া অস্পন্দ, প্রণয়ানন্দবশে ঈষন্নিমীলিত নয়নে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেন। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত শ্রীল নারদ গোস্বামীর সঙ্গ ফলে প্রহ্লাদের উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানে উক্ত প্রকার অনন্য ভক্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি শ্রীভগবৎসেবায় সর্ব্বদা পরমানন্দ অনুভব করিতেন। ভগবদ্বিমুখ অসৎসঙ্গদুষ্ট দীন ব্যক্তিগণও পবিত্র-চরিত্র প্রহ্লাদের সান্নিধ্য-মাত্রেই শ্রীভগবন্নিষ্ঠা ও শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

ভগবান্ শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজপ্রাসাদের নিকটেই বাস করিতেন। তদানীন্তন সামাজিক বিধি অনুসারে হিরণ্যকশিপু তাঁহার পুত্রকে শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে ষণ্ডামর্কের নিকট প্রেরণ করিলেন। গুরুপুত্রদ্বয় অন্যান্য অসুরবালকগণের সঙ্গে প্রহ্লাদকেও রাজনীতি আদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নীতিকুশল প্রহ্লাদ বিনীত ছাত্রের ন্যায় শ্রীগুরুদেব যাহা উপদেশ করিতেন, তাহাই শুনিতেন এবং পুনঃ তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন; কিন্তু মনে মনে উক্ত শত্রু-মিত্র-ভেদ-ভাবযুক্ত অসজ্জ্ঞানকে ভাল মনে করেন নাই। একদিন প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হইতে পিতৃসমীপে আগমন করিলে পিতা হিরণ্যকশিপু সস্নেহে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বৎস প্রহ্লাদ, তুমি যাহা সাধু মনে কর, আমাকে বল'। বিশেষ কোন প্রশ্ন করিলে বালক উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত হইবে, এই চিন্তা করিয়া পঠিত বিষয়ের মধ্যে ভালরূপ অভ্যস্ত কোন বিষয় যাহা সে সহজে বলিতে পারিবে, সেই প্রকার কোন সারকথা তাহার ইচ্ছানুসারে বলুক, ইহাই হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায়। কিন্তু প্রহ্লাদ পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেও সভায় জিজ্ঞাসিত হওয়ায় প্রকৃত যাহা সাধু তাহাই বলা কর্ত্তব্য, বিবেচনা

করিয়া বলিলেন—'হে অসুরশ্রেষ্ঠ, অনিত্য বিষয় গ্রহণ করায় যে দেহিগণের বুদ্ধি সর্ব্বদা সম্যক্ উদ্বেগযুক্ত তাহাদের পক্ষে আমি আত্মার পতনের স্থান অন্ধকূপ সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ শ্রীহরির চরণাশ্রয় করাটাই সাধু মনে করি।'

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় প্রহ্লাদ পিতাকে 'পিতঃ' সম্বোধন না করিয়া 'হে অসুর শ্রেষ্ঠ!' এইরূপ সম্বোধন করিলেন। অসুরগণের সাধুকথাতে কখনও রুচি হয় না। হিরণ্যকশিপু অসুর-সম্রাট হইয়া সাধু কি জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, ইহা আশ্চর্য্যজনক, তাই উক্ত প্রকার সম্বোধনের দ্বারা প্রহ্লাদ উহার ইঙ্গিত করিলেন। প্রহ্লাদের এই উপদেশে নশ্বর বস্তুতে আসক্তি হইতে জীবের দুঃখ ও উদ্বেগ, অন্ধকূপ সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ, বনে গমন ও শ্রীহরিচরণাশ্রয় করা এই চারিটী শিক্ষা আমরা পাইতে পারি। যে কূপে জল নাই তাহাকে অন্ধকূপ বলা হয়। জলশূন্য কূপে মানুষের গমনাগমন না থাকায় তথায় কোন প্রাণী পতিত হইলে যেমন তাহার কোন উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ যে গৃহে সাধুগণের সমাদর নাই, তথায় গৃহী ব্যক্তি বিষয় ভোগ করিতে করিতে নরকে পতিত হইলেও তাহার উদ্ধারের কোন উপায় থাকে না। এইজন্য সৎসমাগম বর্জ্জিত গৃহ নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। 'বনে গমন' অর্থে ইহা বুঝিতে হইবে না—গ্রাম সহর ছাড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইবে, সে ক্ষেত্রে বনই পুনঃ গ্রাম ও সহরে পরিণত হইয়া যাইবে। সত্ত্বিকভাবে আহার বিহারাদি করিয়া বৈরাগ্যের সহিত অবস্থানই বনে গমনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো, গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূত সদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥' ভাঃ ১১।২৫।২৫) পূর্ণবস্তু শ্রীহরির শ্রীচরণাশ্রয় করাই সাধুতা, কোন খণ্ড বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ এখানে উপদিষ্ট হয় নাই।

নিজ অমোঘ শত্রু শ্রীবিষ্ণুর চরণাশ্রয় করা সাধুতা পুত্র প্রহ্লাদের মুখে ইহা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু হাস্য করিয়া বলিলেন— 'এইভাবেই বালকগণের বুদ্ধি অপরের বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। নিশ্চয়ই কোন বৈষ্ণবের মুখে বিষ্ণুভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া বালক ঐরূপ বলিতেছে।' এইপ্রকার বিচার করিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণকে নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন—'হে দৈত্যগণ, গুরুগৃহে এই বালককে লইয়া অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবে, কড়া পাহারা রাখিবে যাহাতে ছদ্মবেশেও কোন বৈষ্ণব পুরে প্রবেশ করিতে না পারে এবং বালকের বুদ্ধির বিপর্য্যয় সাধন না করে।' দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে লইয়া আসিলে তাহাদের মুখে প্রহ্লাদের প্রতি সম্রাটের নির্দ্দেশ শ্রবণ করিয়া দৈত্যযাজকগণ ভীত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিলেন—'আমাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া যদি প্রহ্লাদ সম্রাটের নিকট বিষ্ণুভক্তির কথা বলে তাহাহইলে সম্রাটের সন্দেহভাজন হইয়া আমরা তাঁহার কোপে পতিত হইতে পারি। আমরা বিষ্ণুভক্তি ইহাকে শিক্ষা দেই নাই। নিশ্চয়ই কোন বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়া সে ঐ প্রকার বলিয়া থাকিবে। আমরা প্রশংসাসূচক বাক্যের দ্বারা প্রহ্লাদের নিকট উক্ত ব্যক্তির নাম জানিয়া লইব এবং পরে তাহাকে বাঁধিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিব তাহা হইলে রাজার আমাদের প্রতি আর সন্দেহ থাকিবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা প্রহ্লাদকে সুমধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের নিকট সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিও না। অন্যান্য বালকগণকে আমরা তোমার সঙ্গেই শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু তাহাদের তোমার ন্যায় বিপরীত বুদ্ধি হয় নাই। বল দেখি কোথা হইতে তোমার ঐ প্রকার বুদ্ধি হইল? হে কুলনন্দন! অপর কোনও ব্যক্তি কি তোমার বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দিয়াছে অথবা তোমার নিজেরই ঐ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে? আমরা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। আমরা তোমার গুরু। আমাদের নিকট কোনও কথা গোপন করিবে না।" প্রহ্লাদ বলিলেন— 'আমি এতদিন শুনিয়াছিলাম শ্রীভগবানের মায়াদ্বারা বিমোহিত হইলে মানবগণ 'স্ব' 'পর' ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু আজ সাক্ষাৎ দেখিলাম। অহো! সেই মায়াধীশ শ্রীভগবানুকে আমি নমস্কার করি। শ্রীভগবান্ মানুষের অনুকূল হইলে 'ইনি মিত্র,' 'ইনি শত্রু' ইত্যাকার

ভেদবিচাররূপ পশুবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মা রুদ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ, বেদবাদী ঋষিগণ যে শ্রীভগবানের বর্ত্মানুসরণ করিতে গিয়া মোহপ্রাপ্ত হন, স্ব-পর ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট মায়া-মোহিত ব্যক্তিগণের কথা আর কি বলিব, সেই শ্রীভগবান্‌ই আমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! লোহা যেমন অয়স্কান্তমণির প্রতি স্বাভাবিকরূপে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আমার চিত্ত চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুতে স্বাভাবিকরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে।'

ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিকট মহামতি প্রহ্লাদ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের আশানুরূপ উত্তর না পাইয়া হতাশ হইলেন। প্রহ্লাদ গুরুদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছেন এইরূপ বলায় তাঁহাদের সঙ্কল্পানুসারে দোষী ব্যক্তিকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিবার অভিসন্ধি সিদ্ধ না হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং প্রহ্লাদকে তাড়নভৎর্সনমুখে বলিতে লাগিলেন—

(ক্রমশঃ)

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

[শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী]

মানুষ চায় সুখ ও আনন্দ অথচ প্রকৃত সুখ ও আনন্দ যে কোথায় আছে তাহা সে জানে না; আর জানে না বলিয়াই সুখান্বেষী মানুষ ভুল পথে চলিয়া দুঃখের অকূল পাথারে নিমজ্জিত হয়। মোহান্ধ মানব স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন লইয়া রচনা করে দুঃখের সংসার। সংসারে সুখের আশা মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনে জলের আশার ন্যায়ই মিথ্যা। একটু আত্মস্থ হইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়; সংসারে আছে শুধু স্বার্থের কোলাহল আর মতভেদের তীব্র হলাহল। তাই পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, মাতা কন্যায়, ভ্রাতা ভগিনীতে সেখানে অহর্নিশ চলিয়াছে দ্বন্দ্ব আর সংঘাত। কিন্তু মহামায়ার এমনি খেলা, এই দ্বন্দ্ব কোলাহলের মধ্যেই সুখের আশায় মানুষ কি এক নেশার ঘোরে চলিয়াছে। অহরহঃ মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও তাহার যেন কিছুই হয় নাই এই তার ভাব। ব্যথা বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, তবুও যাদের লইয়া দুঃখের অকূল পাথারের সৃষ্টি, তাদের ছাড়িয়া যাইতে সে পারে না। সংসার তাহাকে দুঃখের দাবানলে পুড়াইয়া মারিতেছে, কিন্তু সংসার ছাড়িতে সে চায় না। এই দুঃখরূপ সংসার-বৃক্ষে শত পাকে নিজেকে জড়াইয়া রাখিতে ভালবাসে। বুদ্ধির এমনি বিভ্রম! চোখ থাকিতেও সে অন্ধ—অন্ধের ন্যায়ই তাহার কার্য্যাবলী।

এই অন্ধতা, এই বুদ্ধির বিভ্রম আমাদের ঘুচিবে সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর কৃপায়। সদ্‌গুরু সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভগবদ্ জ্ঞান প্রদাতা কৃষ্ণ তত্ত্ববিৎ মহাজনই শ্রীগুরুদেব। যাঁহারা অনাবিল হৃদয়ে নিষ্কপটে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেন, করুণাময় ভগবান্ তাঁহাদিগকে গুরুরূপে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য। তিনি আমাদিগকে মরণ ধর্ম্ম হতে রক্ষা ক'রে নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়ে আত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে আমাদের অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে। ইহ জগতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয় মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। সুতরাং ইহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তেই দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের সৃষ্টি। এই-

রূপ কর্তৃত্বাভিমান হ'তে সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দ্বারা শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। সাধুসঙ্গ প্রভাবে আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি জানিতে পারিলেই সে মোহ আমাদের চলিয়া যাইবে।

একদিন রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য জীবনের এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া মেধস্ মুনির নিকট উপস্থিত হইলে, মুনিবর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মূল কথা হইল, স্বজনের প্রতি যে মোহ আর অন্ধ স্নেহ তাহাই সংসার তরুর মূল। এই মূল সহজে ছিন্ন হয় না—ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। সত্য দর্শনের অভাবই মোহ আর অন্ধ স্নেহের সৃষ্টি করে। মায়াই যথার্থ দৃষ্টি বা সত্য দর্শনের অন্তরায়। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যে সত্যিকারের সম্বন্ধ—আত্মার সম্বন্ধ, মায়াই তাহা দেখিতে দেয় না। মিথ্যা সম্বন্ধ—দেহের সম্বন্ধ দেখাইয়া প্রতারিত করে। নিম্নলিখিত উপাখ্যান হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

রাজা সুরথ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য হারা। সুদিনের সাথী স্ত্রী, পুত্র, পরিজন আজ আর কেহই তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া নাই। স্বার্থান্বেষী অমাত্যগণ দুর্য্যোগের এই অমারজনীতে শুধু যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে, বঞ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ আজ তাঁহার নিকট হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য সদৃশ। প্রাসাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যখন অরণ্যের দুঃখ কষ্টের সমতুল হইয়া দাঁড়াইল, তখন রাজা সুরথ প্রাসাদ অপেক্ষা অরণ্যের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। মৃগয়ার ছলে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া তিনি বনবাসী হইলেন। "কিন্তু কম্বল আমি ছাড়িলেও, কম্বল যে আমাকে ছাড়িতে চায় না"। রাজা সুরথেরও এই অবস্থা। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে—যে সকল অমাত্যগণ কর্তৃক তিনি বঞ্চিত, হৃতসর্ব্বস্ব, তিনি তাঁদের কাহাকেও ভুলিতে পারিতেছেন না। রাজ্যের অগণিত প্রজাবৃন্দ, দাস দাসী, রাজধানীর অতুল ঐশ্বর্য্য, শয়ন উপবেশনের স্থান সমূহ, এমন কি ভ্রমণের হস্তী ঘোটক পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে। বিরহ-বিচ্ছেদের শোকানল অহরহঃ তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিতেছে। অশান্ত হৃদয়ে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেন, আর সময়ে অসময়ে নির্জ্জন বনে একাকী ঘুরিয়া বেড়ান। এইরূপ ভ্রমণকালে একদিন এক আশ্রমে এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পরিচয় জানিতে চাহিলে, সেই ব্যক্তি বলিলেন,—"আমার নাম সমাধি, বৈশ্যকুলে ধনীর গৃহে আমার জন্ম। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত পালিত হইয়া অভাব অনটন কাহাকে বলে আমি জানিতাম না। কিন্তু আমার অসাধু স্ত্রী পুত্রগণ ধনলোভে আমাকে বঞ্চিত করিয়া আমার সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়াছে। আমার প্রতি তাহাদের সকল স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে দূর করিয়া দিয়াছে। ধনহীন হওয়ায় বন্ধু বান্ধবগণ কর্তৃকও পরিত্যক্ত হইয়াছি। রিক্ত নিঃস্ব আমি, কেহই আমাকে চায় না। লাঞ্ছনা গঞ্জনাই তাদের নিকট আমার একমাত্র প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহ ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি। কিন্তু যাহারা আমাকে বঞ্চনা করিয়া গৃহহারা ও সর্ব্বস্বহারা করিয়াছে, যাহাদের দুর্ব্ব্যবহারে আমি বনবাসী হইয়াছি, এমনি আশ্চর্য্য যে সেই সকল আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল জানিতে না পারিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্তে কাল কাটাইতেছি, কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছি না।" রাজা সুরথ তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—বুঝিলেন উভয়ের অবস্থা একই প্রকার। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন:—"যে ধনলোভী আত্মীয় ও স্ত্রী পুত্রগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আপনার চিত্ত কেন তাহাদের প্রতি স্নেহাসক্ত হইতেছে?"

সমাধি বলিলেন—আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, যে ধনলোভিগণ পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম, স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহাদের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত হইতেছে। স্নেহহীন স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আমার চিত্ত কেন যে মমতাযুক্ত হইতেছে, ইহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তাহাদের প্রতি অনা-

সক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহা হইতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় কিছুতেই তাহাদের প্রতি আসক্তিশূন্য হইতেছে না।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহাদের লইয়া সংসারে স্নেহ মমতার দৃঢ় বন্ধন সৃষ্ট হয়, তাহাদিগের সেই মায়া-মোহ ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখ কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বলিয়াছেন :—

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজন বন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্‌ বিচরস্ব গাম্॥
(ভাঃ ১১।৭।৬)

হে উদ্ধব! তুমি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রতি স্নেহ মমতা ত্যাগ কর। সকল দুঃখ ও অশান্তির মূলে যে স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা, তাহা ত্যাগ করিয়া হৃদয় মন আমাতেই সমর্পণ কর। মদ্‌গত চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ কর, শান্তি লাভ করিবে।

রাজা সুরথ, সমাধি বৈশ্য এবং আমরা সকলেই একই অবস্থা প্রাপ্ত। আত্মীয় স্বজনের স্নেহ নিগড়ে সকলেই আবদ্ধ। শান্তি ও সুখের আশায় মুক্তির জন্য পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছি, কিন্তু মায়ার শৃঙ্খল কাটিতে পারিতেছি না। অমৃতের সন্তান মানুষ, স্বরূপতঃ আনন্দের অধিকারী হইয়াও আজ নিরানন্দে মুহ্যমান। সাধু-সঙ্গ ও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহার স্বরূপানুভূতি লাভ হইলেই তাহার এই মায়া-কৃত মোহ কাটিয়া যাইবে, স্বরূপানন্দের সন্ধান মিলিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধি গচ্ছতি॥

এই স্বরূপানুভূতির সুখৈশ্বর্য্য লাভ হইলেই জীবন আনন্দময় হইয়া উঠিবে। এই আনন্দকে জীবনে নিত্য কালের জন্য স্থায়ী করিতে হইবে। তার জন্য প্রয়োজন জড় মায়া মোহের শৃঙ্খল মোচন। উপায়ের কথা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

[অর্থাৎ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মেই শরণাগত হন, তাঁহারাই এই দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

শ্রীভগবদ্‌গীতা ২য় অধ্যায়ে ৫৯তম শ্লোকের ("বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥") ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, উহা অত্যন্ত মূঢ় লোক সম্বন্ধী বিধান। অষ্টাঙ্গযোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐ প্রকার লোক সম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভুকে শিক্ষাদানচ্ছলে 'ফল্গু বৈরাগ্য' নিরসন মূলে আমাদিগকে যে 'যুক্তবৈরাগ্য' উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদি জড় বিষয় ভোগ বা ত্যাগ উভয় বিচার পরিহার পূর্ব্বক যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ তাৎপর্য্যমূলক বিচার গৃহীত হইয়াছে, তাহাই বিশেষভাবে অনুসরণীয় হইলে "মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল," নতুবা দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করা আদৌ সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। "সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

শ্রীঝুলন যাত্রা মহোৎসব

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা—শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন যাত্রা উৎসব গত ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট হইতে ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন পুষ্প, পল্লব, মাল্য ও বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় সুশোভিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও দৃশ্য অতীব হৃদয় আকর্ষক হইয়াছিল। প্রত্যহ মঠে সমাগত আবাল-বৃদ্ধবনিতা সহস্র সহস্র যাত্রী অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন।

উক্ত দিবস চতুষ্টয় মঠের বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-তর্ক-তর্ক-বেদান্ত ভক্তি-তীর্থ ও ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ প্রভৃতি বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সুমধুর মহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন শ্রোতৃবর্গের প্রীতিদায়ক হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থের সেবা-প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। উৎসবের প্রথমদিবস হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং তথায় শুভবিজয় করতঃ উৎসবকালে সমাগত সজ্জনগণের নিকট শ্রীহরি কথা কীর্ত্তন, তিন দিন প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করায় মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ নিরন্তর শ্রীভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিবার সুযোগ গ্রহণে নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি ও মঙ্গল লাভ করিয়াছেন।

গৌহাটী ও তেজপুর—আসাম প্রদেশান্তর্গত গৌহাটী ও তেজপুর সহরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা মঠ সমূহে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন যাত্রা মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছেন। উপরি উক্ত মঠসমূহ হইতে সেবকগণ জানাইয়াছেন যে, উৎসব উপলক্ষে বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সুশোভিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হিন্দোল ক্রীড়ারত মন্মথ মন্মথ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জীউ মঠে সমাগত সহস্র সহস্র নর নারীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। গৌহাটী মঠে দর্শনার্থীর বিপুলাধিক্য হইয়াছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জীউর ঝুলনযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে এবৎসর সর্ব্বদা অগণিত যাত্রী সমাগমে পরিপূর্ণ থাকিত।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শনার্থী তীর্থ-যাত্রীগণের শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রবেশের প্রথম দ্বারদেশেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখামঠের সুরম্য বিশাল শ্রীমন্দির বিবিধ বিচিত্র রঙ্গের বৈদ্যুতিক দীপমালায় সুশোভিত হইয়া প্রত্যেক তীর্থযাত্রীরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সরভোগ—আসাম প্রদেশান্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তথাকার মঠবাসী ও নিকটস্থ গৃহস্থ দেবকগণের আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্র মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উৎসব

পাঁচ দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৭ হৃষীকেশ, ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার হইতে ১১ হৃষীকেশ, ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ২৪ পরগণা, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে উৎসবে যোগদানের জন্ত শ্রীমঠে বহু অতিথির শুভাগমন হয়। ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, হাজরা রোড শরৎ বোস রোড (ল্যান্সডাউন রোড), মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন দাস রোড, লেকরোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সতীশ মুখার্জী রোড প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। অগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনরত শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী ও ব্রহ্মচারী সাধুভক্তবৃন্দের অনুগমনে শত শত নরনারী শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীভগবানের আবাহন-গীতি সম্পন্ন করেন। সঙ্কীর্ত্তন-কালে সমস্ত রাস্তায় পুষ্পবর্ষণ এবং মুহুর্মুহু শঙ্খ ও মহিলাগণের জয়কার প্রভৃতি মঙ্গলধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। ৬ই ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথি দিবা-রাত্রব্যাপী উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ হয়। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার, বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয় ঠাকুরের ভোগ রাগ ও আরাত্রিকাদি দর্শনের জন্য শ্রীমঠে বিপুল সংখ্যক নরনারীর ভীড় হয়। ৭ই ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র নরানরীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় পাঁচটি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বায়ত্ব শাসন, সমস্ত উন্নয়ন ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীবনমালী দাস, বার-য়্যাট-ল, শ্রীরাম-নারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুপ্রীমকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, বার-য়্যাট-ল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ডাঃ এস্‌ এন্‌ ঘোষ, এম্‌-এ, শ্রীআশুতোষ

গাঙ্গুলী, হাওড়া পণ্ডিত সমাজের সম্পাদক শ্রীমুরারিমোহন বেদান্তাদিতীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'জীবের দুঃখের কারণ ও প্রতিকার,' 'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা' এবং 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি' প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

(বাম দিক হইতে) শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমৎ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখার্জি প্রভৃতি।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন,—'জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। চক্রবৎ সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তিত হইতেছে জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়, প্রত্যেক ঘটনার জন্য জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দায়ী। জন্মজন্মান্তরে জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। হিন্দুগণ জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের সংসার-দুঃখ হইতে নিস্তার লাভ হয় না। শ্রীভগবানে আসক্তি যাহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেম বলেন তাহাই শান্তি। শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইলেই জীবের শান্তি লাভ হয়। শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'

প্রধান অতিথি মিঃ দাস বলেন—'জীবের দুঃখের কারণ ও প্রতিকার' বিষয়টী এক বিচারে অত্যন্ত কঠিন হইলেও আবার সহজ। শ্রীভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ বিচ্ছেদই জীবের দুঃখের কারণ। যতক্ষণ দেহ মনের প্রভাব প্রবল থাকে ততক্ষণ আমাদের মনে হয় না আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।' যুগযুগধরিয়া ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—'উঠ, জাগ'। 'জাগ' অর্থ স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও নিজ স্বরূপ চিনিতে পারিলেও সকলের উৎপত্তিস্থল প্রিয় পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলেই দুঃখ দূর হইবে।'

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি বলেন—'আজ শ্রীজন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ অজ, তাঁহার জন্ম, ইহা অদ্ভুত ঘটনা। 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি

তত্ত্বতঃ।' ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥' 'গীতা'। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥'—গীতা' শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে অলৌকিকরূপে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রথমে আবির্ভূত হইলেন এবং পরে দেবকীর প্রার্থনায় প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দ্বিভুজ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতায় বসুদেবের সকল বাধা বিপত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল, শিকল খুলিয়া গেল, কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল, প্রহরিগণ নিদ্রাভিভূত হইল, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীতে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল যমুনা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া গোকুলে শ্রীনন্দালয়ে পৌঁছিলেন। শ্রীযশোদামাতা দুইটী সন্তান প্রসব করিলেন—একটী শ্রীকৃষ্ণ, অপরটী যোগমায়া। বাসুদেব নন্দনন্দনের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। যোগমায়াকে লইয়া বসুদেব কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।' ইহাতে শিক্ষার বিষয় এই কাহারও ঐকান্তিক ভজনে কেহ বাধা দিতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রেমপ্রধান লীলা, এখানে নীতির প্রাধান্য নাই। মহারাজ দশরথ নীতির মর্য্যাদা প্রদান করিতে গিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বসুদেব দেবকীর গর্ভে সন্তান জন্মিবামাত্র তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়াও কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। এখানে নীতিকে পদদলিত করিয়া ও প্রেমের উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে'। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন আমার নিমিত্ত কৃত পাপও ধর্ম্ম।

(বাম দিক হইতে) বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, মন্ত্রীশ্রী খগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ।

প্রধান অতিথি শ্রীভোজনগরওয়ালা মহোদয় বলেন,—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্ব্বোত্তম। প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণলীলাদি অনুভূতির বিষয় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ জীবের সকল সন্তাপ হরণ করিতে এবং সকল বাসনা পূরণ করিতে সমর্থ।'

তৃতীয় দিবস মন্ত্রী শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আজ নন্দোৎসব। ভারতের সর্ব্বত্র আসাম হইতে গুজরাট ও কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের—আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্থূলতঃ ভাষাগত, প্রদেশগত প্রভৃতি পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও আমরা ভারতবাসী সকলেই একসূত্রে গ্রথিত। উক্ত হৃদ্‌গত বা ভাবগত ঐক্যকে বিস্মৃত হইয়া যদি আমরা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া বিবাদ করি তাহা হইলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হইবে। ভারতবর্ষ secular রাষ্ট্র বলায় বুঝিতে হইবে না উহা ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র। secular শব্দের অর্থ সকল ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের রাষ্ট্রে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, রাষ্ট্র কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মের সহিত নিজেকে জড়িত করিতে চায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীগীতার শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি যে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কোন রাজনীতি চলিতে পারে না। ভারতবাসী সর্ব্বদাই শ্রীগীতার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এখনও শ্রীগীতার শিক্ষাকে আশ্রয় করিতে পারিলেই আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। শ্রীগীতার শিক্ষা এত উদার যে উহা ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল অধিকারের ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছে।

প্রধান অতিথি ডাঃ সেনগুপ্ত বলেন,—'ভারতবাসিগণ স্বভাবতঃ ঈশ্বর বিশ্বাসী ও আস্তিক। সুতরাং ভারতীয়গণের প্রতিনিধিরূপে যিনি রাষ্ট্রনায়ক হইবেন তাঁহারও আস্তিক হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ অনন্ত, তাঁহাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা ধারণা করিতে পারি না। এমন কি তাঁহারই বৈভব এই দৃশ্য জগতের নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে বুঝিতে গিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। শ্রীভাগবত বলেন—"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈর্বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্।' মহতের কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবান্‌কে অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না।'

চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন—'যখন ঔষধে ভেজাল হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, আদালতে ঘুষ ছাড়া চলে না, তখন দেশের কি অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়াছেন এবং উক্ত নীতি শিক্ষার জন্য শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রয়োজন। শ্রদ্ধায় হউক কিংবা হেলায় হউক শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে ভক্তি লাভ হয়। হেলা অর্থ বিদ্বেষ বুঝিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে, ইহা দ্বারাই নীতি রক্ষিত হইবে এবং মানব চরিত্র গঠিত হইবে।

মানবের চরিত্রই মূল। ১৯৪০ সালে আমি দেখিলাম ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। আমি বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালীদের দুর্গতি দেখিয়া দুঃখ হইল। ছেলেদের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে পিতামাতার গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। জননীগণই হইতেছেন বলিষ্ঠ পুত্রের জন্মদাতা। সেই জননীগণের মধ্যে অধিকাংশকে আমরা কি দেখিতেছি—তাঁহারা সিনেমায় যাইতেছেন ও অন্যান্য অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত আছেন। জননীগণ যদি সংশোধিত না হন তাহা হইলে সৎ সন্তান লাভের কোন আশা আমরা করিতে পারি না।'

প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—'জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এখানে আসিয়া মনের ভার কিছু কমে। বাড়ীতে ফিরিয়া অনেক তৃপ্তি ও শান্তি হয়। ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্য সত্যিকারের শান্তি লাভ। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমাদের রাজত্ব গিয়াছে আবার ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই আমাদের অর্জ্জিত রাজত্ব পুনঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু কথাটা ভুল। যাঁহাদের ধর্ম্মের বিশ্বাস অধিক ছিল তাঁহারাই রাজত্ব পাইয়াছেন। আমাদের রাজত্বও চলিয়া যাইতে পারে যদি আমরা ধর্ম্ম না মানি। যদি সত্যিকারের উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে ধর্ম্মাচরণ করিতেই হইবে। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্য অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক তাঁহারা কেহই বিধর্ম্মী ছিলেন না। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মহারাজগণ আমাদিগকে ধর্ম্মের অনুশীলনের সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য এখানে যাঁহারা

আসেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য শ্রীমঠের কার্য্যে সহায়তা করা। বড়ই উৎসাহের বিষয় ছাত্রদের মধ্যে নীতিশিক্ষা বিস্তারের জন্য ইঁহারা রাসবিহারী এভিনিউতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

পঞ্চম অধিবেশনে মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহোদয় বলেন—

'ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি আর সব ভোগভূমি। ভারতবর্ষে জন্ম হইলে মুক্তি লাভ হয় শাস্ত্রে এইরূপ মহিমার কথা বর্ণিত আছে। বহু ভগবদবতার ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ভারতবর্ষে হইয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে একটী অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিতে হয়। তাঁহার শিক্ষা ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত ও আচরিত প্রেম ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ভক্তির পথই শ্রেষ্ঠ পথ।'

প্রধান অতিথির অভিভাষণে বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহোদয় বলেন—'এই মঠের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাকে একটী পুস্তিকা দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে জনসাধারণের অধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক কল্যাণের জন্য ইঁহাদের প্রচেষ্টা দেখিলাম। এই পুস্তিকাটী ধীর স্থির ভাবে অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্য আমি উপস্থিত সকলের নিকটই আবেদন জানাইতেছি। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ অনেক নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করিলেও উহার সদ্ব্যবহারের দ্বারা আমরা কল্যাণ লাভ করিতে পারি অথবা অসদ্ব্যবহারের দ্বারা দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে পারি। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে পারেন যে তাঁহারা স্বর্গে যাইতে পারেন এবং স্বর্গের সংবাদ মর্ত্ত্যে আনিতে পারেন, কিন্তু এই সাফল্যের পরিণাম কি? মানুষের অশান্তি কলহ কিছুই ত' হ্রাস পাইতেছে না। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, পুনঃ আর একটী বিশ্বযুদ্ধ আসিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার এই যে নগ্নরূপ এ সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির গভীরভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মানবসভ্যতার পটভূমিকার পরিবর্ত্তন একমাত্র ভারতীয় দর্শনেই সম্ভব।

ভারতীয় বৈষ্ণবদর্শন সহজে উপলব্ধির বিষয় হয় না। আবার বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রেম আরও কঠিন বিষয়। আমি পার্থিব কল্যাণের জন্য যদি ভগবান্‌কে ভালবাসার চেষ্টা করি তাহাকে প্রেম বলে না, পারলৌকিক কল্যাণের জন্যে চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবৎ প্রেম বলে না, কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সন্তোষের চেষ্টা করিলেই উহাকে শ্রীভগবৎ-প্রেম বলে। এই শ্রীভগবৎপ্রেমকেই মানবসমাজে প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছে।

জগতে সকল বস্তুরই একটি নিত্য স্বভাব ও আর একটী নৈমিত্তিক স্বভাব আছে। জলের নিত্য স্বভাব তারল্য, নৈমিত্তিক স্বভাব বরফাবস্থা বা বাষ্পাবস্থা ইত্যাদি। তদ্রূপ জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক দুই প্রকার স্বভাব আছে, নিত্য স্বভাব চেতনের ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক স্বভাব ভোগ। পরমাত্মানুশীলনই জীবাত্মার নিত্য স্বভাব। এই স্বভাবকে প্রকট করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বোত্তম সম্পদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি জীবমাত্রকেই প্রদান করিয়াছেন। উক্ত শ্রীভগবৎ প্রেম লাভের জন্য তিনি অতি সহজ সরল মার্গ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভক্তি সাধনের মধ্যে 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরা বাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন'—এই পাঁচটী প্রধান বলিয়াছেন। আবার এই পাঁচটী মুখ্য সাধনাঙ্গের মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম।'

প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারীও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সুমধুর ভজনকীর্ত্তন গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

উৎসব সাফল্য মণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমৎ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী কৃতিকোবিদ (কাপুর), শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী,

শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

নগর-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীপাদ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন ভক্তবৃন্দের বিশেষ হৃদয়োল্লাসকর হয়। আনন্দ-পুরবাসী ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গবাদন ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

শ্রীনন্দোৎসবে স্থানীয় পূজা কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীবাণী ঘোষ মহোদয় ও তাঁহার সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবকগণ সুষ্ঠুরূপে প্রসাদ পরিবেশনকার্য্যে সহায়তা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে তাঁহার শুভ উপস্থিতিতে অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি পূজা বাসরে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত বিধান মতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর বিজয় বিগ্রহ যুগল হোম, মহাভিষেক, শাস্ত্রাদি পারায়ণ ও সংকীর্ত্তন মুখে প্রকাশিত হন। রাত্রি ১১-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শত শত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

৬ই ভাদ্র ২৩শে, আগষ্ট ও ৭ই ভাদ্র ২৪ শে আগষ্ট প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে দুইটী বিশেষ ধর্ম্ম সভার অধিবেশনে অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী শ্রী এল, এন্, গুপ্তা আই এ, এন্ ও অন্ধ্র প্রদেশ বিধান সভার ডেপুটী স্পীকার শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণজী নাইক যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অভিভাষণ প্রদান করেন। মঠরক্ষক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যা-নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, শ্রীহরিপ্রসাদ দাসাধিকারী (হনুমানপ্রসাদজী), শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, শ্রীজগারেড্ডি, শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি গারু প্রভৃতির বিশেষ সেবা যত্নে উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়। উৎসবে যাঁহারা আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীচন্দাবাঈ ও তাঁহার পিতা, শেঠ শ্রী গোলাপরায়জী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, শেঠ শ্রীভুরামলজীর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (কামরূপ, আসাম):— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র আসাম প্রদেশস্থ কামরূপ জেলার অন্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত ৬ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণ-

জয়ন্তী উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীমঠাশ্রিত ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে নগর ভ্রমণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সন্ধ্যারাত্রিকান্তে অধিবাস কীর্ত্তন সম্পন্ন করেন। তৎপর দিবস শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিতে সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, মধ্যরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস বিরাট সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় স্থানীয় রূপসী হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র বর্ম্মণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমঠের সুবৃহৎ নাটমন্দির ও তাহার চতুষ্পার্শে আনুমানিক সহস্র নরনারীর ভীড় হয়। শ্রীযুক্ত চিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত ভূতভাবন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাসাধিকারী, শ্রীপাদ দীননাথ বনচারী ও শ্রীযুক্ত শশধর দাস শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন—'নাস্তি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ।'

২৪শে আগষ্ট শুক্রবার শ্রীনন্দোৎসবে অন্যূন আটশত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ শিবানন্দ বনচারী, শ্রীপাদ দীননাথ বনচারী, শ্রীমহানন্দ দাসাধিকারী প্রমুখ মঠসেবকগণের এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর পাঠক, শ্রীখগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, শ্রীচক্রপাণি দাসাধিকারী প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দুই-দিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে (২৩শে আগষ্ট) শ্রীমঠ আলোক-মালায় ও বিবিধরূপে বিপুলভাবে সজ্জিত হয়। অপূর্ব্ব মনোহররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণের সন্দর্শনের জন্য শ্রীমঠে উক্ত দিবস সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ পারায়ণ হয়। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীআশু-তোষ গিরি, শ্রীচিরব্রতদেব, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী সেবা-ব্রত; শ্রীধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠসেবক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচতুর্ভুজ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবনাশন দাস, শ্রীদীনতারণ দাস এবং গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীধীরকৃষ্ণ-দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতির সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। এতদ্ব্যতীত শ্রীএস্ এন্ বসুরায় শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্ত, শ্রীবিনয় ভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকিরণ কুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীরেন্দ্র কুমার দেব, শ্রীমহৎ কৃপা দাসাধিকারী, শ্রী ক্ষীরমোহনরায়, শ্রীঅনঙ্গ চৌধুরী, শ্রীকালীপদ দাস, শ্রীমহিমচন্দ্র বরা, শ্রীমনোরঞ্জন দাস প্রমুখ সজ্জনগণ ও শ্রদ্ধাশীলা বহু মহিলা নানাভাবে উৎসব সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ, কৃষ্ণনগর :—নদীয়া জেলা সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস ও শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকায় উপদেশক শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাব তিথি পালনের জন্য শ্রীমঠে অগণিত মহিলা ও পুরুষ ভক্তবৃন্দ একত্রিত হন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। ৬ই ও ৭ই ভাদ্র প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্ম সভায় শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নিমাই দাস বনচারী বক্তৃতা করেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিমাইদাস বনচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমাল কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমথন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীযতীন ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্র চিত্র, মোক্তার শ্রীবিজয় রায় মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীনন্দোৎসবে প্রসাদ পরিবেশনে শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি ও তাঁহার সঙ্গিগণ, শ্রীকালীপদ সাধুখাঁ, শ্রীহেবাবাবু ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ ও অন্যান্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম):—উত্তর পূর্ব্ব ভারতের দরং জিলার সদর তেজপুরসহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ৬ই ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দশমস্কন্ধ পারায়ণ, সংকীর্ত্তন, উপবাস ও শ্রীভগবৎকথা পরিবেশনমুখে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথির সম্মান করেন। রাত্রি ১২ টার পর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, পূজা, বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে প্রায় দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্রীভগবৎ প্রসাদ সম্মান করেন। উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠসেবক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী ভক্তি কুশল, শ্রীপ্রাণ গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহ্লাদ দাস অধিকারী, শ্রীরামগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও সুষেণ ভক্ত আদির সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর:—শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট শ্রীমঠে শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে পারায়ণ, সমস্ত দিবারাত্র উপবাস পালনমুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি হয় এবং পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী, শ্রীপাদ তরুণ কৃষ্ণ দাস বাবাজী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাস বাবাজী, শ্রীরাধাবিনোদ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা)—৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট পূর্ব্ব পাকিস্তানের ঢাকা জিলান্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে নৈসর্গিক নানা প্রকার বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সমারোহের সহিত শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত পাকুল্যাদি গ্রাম হইতে এবং মাণিকগঞ্জের অনেক গ্রাম হইতে বহু নৌকাযোগে মঠাশ্রিত ও অনুরাগী বহু পুরুষ ও মহিলা উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী সমাগত সকলকে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। সান্ধ্য অধিবেশনে অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে বহু শত লোক শ্রীভগবৎ প্রসাদ সম্মান করেন। উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী ও অন্যান্য মঠসেবকদের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন:—৮ হৃষীকেশ, ৬ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দিবারাত্র উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন মুখে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-ব্রতোৎসব পালন করা হয়। রাত্রি ১২টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, শৃঙ্গার, বিশেষ পূজা, বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে শ্রীভগবৎ প্রসাদ সমাগত সজ্জন ও ভক্তদিগকে বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য মঠসেবক শ্রীমথুরানাথ দাস ব্রজবাসী ভক্তিপ্রাণ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দানন্দ বনচারী আদির সেবা উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ; ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬; ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকানুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু পরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রী চৈতন্য বাণী

কার্ত্তিক—১৩৬৯

২য় বর্ষ] দামোদর, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [৯ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৬৯। { ৯ম সংখ্যা
১৯ দামোদর, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার; ১ নভেম্বর, ১৯৬২।

'সত্য কথা বহু লোক নেয় না।'

"প্রদ্যুম্ন মিশ্রের যেমন রায় রামানন্দের চরিত্র দেখে ভুল হচ্ছিল, সেরূপ অনেকের ভুল হচ্ছে—নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয় মঠের প্রচার বুঝ্তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর', 'কর্ম্মবীর' নাম নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গলের' তরুণ-বঙ্গের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট কর্তে হচ্ছে। তথাপি প্রকৃত সত্য কথা খুব কম লোকই ধর্তে পার্ছে। সত্য কথা বহু লোক নেয় না,—এটা চিরন্তন সত্য, কারণ সত্য কথা 'প্রেয়ঃ' নহে, তাহা 'শ্রেয়ঃ'। 'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি 'ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥'

অর্থাৎ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুটীই মনুষ্যকে আশ্রয় ক'রে থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুটীর তত্ত্ব সম্যগরূপে অবগত হ'য়ে একটী মুক্তির কারণ, অপরটী বন্ধনের কারণ এরূপ বিচার করেন। তাঁরা 'প্রেয়ঃ' পরিত্যাগ ক'রে শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তিগণ 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ,—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥'

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুন্বার লোক বহু পাওয়া যায় না, দু' চার জন পাওয়া গেলেও তা' শুনেও অনেকেই তা' উপলব্ধি কর্তে পারে না। আর শ্রেয়ো বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত 'সব বুঝ্দার' মনে কর্ছে। কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা কর্ছে। এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধ-সমাজ খানায় ডোবায় প'ড়ে মর্ছে—'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥'"

—শ্রীল প্রভুপাদ

কর্ম্মাধিকার ও বর্ণ-বিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর]

"বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্য লক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপ সুখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আর্য্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে প্রতি ব্যক্তিই স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ করিবেন, এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবেন। শ্রম-বিভাগ-বিধি ও স্বভাব-নিরূপণ-বিধি দ্বারা জগতের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাবদ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্ত-বংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন, এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রক-পুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ, যাঁহার নাম বিতথ রাজা। তাঁহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্ম্যাশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্য-গোত্রীয় শতানন্দ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারত-যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেক দিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে, কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয় বর্ণমধ্যে যে কলহ বীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইল, উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করতঃ ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান্ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। একদিকে কু ব্যবস্থা ও অপরদিকে স্বদেশ-নিষ্ঠা, এই ভাবদ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী আর্য্য সন্তানদিগকে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলিল।

ব্রহ্মস্বভাবহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাবহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন বৈশ্যসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার

করিয়া লইল। অর্ণবযানব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজেকাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমত নয়, কিন্তু অবৈধ-বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন-করণে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণকর্ত্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কি-দেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম্মে অধিকার, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আতিথ্য-সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্য-সম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদপাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরোহিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্ম্মযুদ্ধ, রাজ্যশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহদবৃহদ্দান প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশুপালন ও রক্ষণ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। অমন্ত্র দেবসেবা, অপর ত্রিবর্ণের সেবাকার্য্যে শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদি ব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ দান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য, মহোৎসব, গোসেবা, জগদ্বৃদ্ধিকরণ এবং ন্যায়াচরণ—এ সকল কার্য্যে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীপুরুষের অধিকার। পতিসেবা কার্য্যটীতে স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূলবিধি এই যে, যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য, সেই স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্ম্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নির্গুণ বৈষ্ণবগণ এ সকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট-নির্ম্মিত 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' আলোচনা করিবেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীদ্বারকাধাম দর্শন

১৫-১১-৬১ আমরা গোমতী দ্বারকায় শ্রীতোতাদ্রিমঠ দর্শনান্তে শ্রীগোমতী গঙ্গায় গমন করি। নেপালে গণ্ডকী নদীতে যেমন কৃষ্ণবর্ণ শ্রীশালগ্রাম প্রকটিত হন, এখানে গোমতীগঙ্গায় তদ্রূপ শ্বেতবর্ণ গোমতী শিলা প্রকাশিত হন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থের ৫ম বিলাসে শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কিতশিলাসহ শ্রীশালগ্রামশিলা-পূজার প্রচুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

(১) শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ।।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে—

(২) চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দুল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ।।

ঐ স্কন্দপুরাণের অপরস্থানে কথিত হইয়াছে—

(৩) প্রত্যহং দ্বাদশশিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ।
দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে।।

ঐ স্কন্দপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—

(৪) ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা চক্রাঙ্কং পূজয়েন্নরঃ।
অপি চেৎ সুদুরাচারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।

দ্বারকামাহাত্ম্যগ্রন্থে দ্বারকায় সমাগত ব্রহ্মার বাক্যে কথিত হইয়াছে—

(৫) এতদ্বৈ চক্রতীর্থন্তু যচ্ছিলাচক্রচিহ্নিতা।
মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপিপূজিতা॥

স্কান্দে শ্রীধ্রুবোক্তি—

(৬) গোপীমৃত্তুলসী শঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ॥

অর্থাৎ (১) শালগ্রামশিলা সমুদ্ভুত-দেব এবং দ্বারকায় সমুৎপন্ন দেবতা যেস্থানে এই দুই একত্র মিলিত আছেন, সেই স্থানেই মুক্তি অবস্থিত, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

(২) হে মুনিবর, যেস্থানে দ্বারকাচক্রচিহ্নিত শিলা শালগ্রাম শিলার সম্মুখভাগে থাকেন, সেইস্থানে সমস্ত সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয়।

(৩) যে ব্যক্তি প্রত্যহ দ্বারকাশিলার সহিত দ্বাদশটি শালগ্রাম শিলার অর্চ্চন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে সম্মানিত হন।

(৪) মনুষ্য ভক্তি বা অভক্তিভাবে চক্রাঙ্কিত শিলা পূজা করিলে অসদাচার হইলেও সে মুক্তি লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫) যে শিলাতে চক্রচিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকে চক্রতীর্থ বলে। ভূমণ্ডলে ম্লেচ্ছ দেশেও তাঁহার অর্চ্চন করিলে পাপী মুক্তিলাভ করিতে পারে।

(৬) গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ, দ্বারকাচক্র এবং শালগ্রামশিলা এই পাঁচটি যাঁহার গৃহে অবস্থান করেন, তাঁহার পাপভয় কোথায়?

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতাগ্রন্থে শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণসমূহ এবং চক্রভেদে ফলভেদসমূহ কথিত আছে। শ্রীকপিল-পঞ্চরাত্রগ্রন্থেও চক্রভেদানুসারে ফলভেদ কথিত হইয়াছে, উহাতেই লিখিত আছে—

পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্য সুখমত্যন্তমুত্তমম্।
দদাতি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ॥

শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট শিলা পুত্র পৌত্র ধন ঐশ্বর্য্য ও উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। অতএব এইরূপ শিলাকেই পূজা করিবে।

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—দ্বারাবতীতে সুশোভন শিলায় একটি মাত্র চক্রচিহ্ন থাকিলে তাহা 'সুদর্শন', দুই চক্র থাকিলে 'লক্ষ্মীনারায়ণ', তিন চক্র থাকিলে 'অচ্যুত', চারিচক্র থাকিলে 'চতুর্ভুজ', পঞ্চচক্র থাকিলে 'বাসুদেব', ষট্‌চক্র বিশিষ্ট—'প্রদ্যুম্ন', সপ্তচক্র-বিশিষ্ট—'বলভদ্র', অষ্টচক্রবিশিষ্ট-'পুরুষোত্তম', নবচক্রযুক্ত—'নৃসিংহ', দশচক্রযুক্ত—'দশাবতার', একাদশচক্র 'অনিরুদ্ধ' এবং দ্বাদশচক্রে চিহ্নিত হইলে 'দ্বাদশাত্মা'। ইঁহারা সকলেই সুখপ্রদ। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, ধূম্রবর্ণ, পীতবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ, নীলবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও নানাবর্ণ এবং ছিদ্রযুক্ত ও ভগ্ন শিলা দুঃখপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ত্রিকোণাকৃতি, বিষমচক্র, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট শিলাপূজাও বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সমানচক্রযুক্ত শিলা সুখপ্রদ। বস্তুতঃ শিলালক্ষণাভিজ্ঞ শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীহস্তপ্রদত্ত শিলাপূজাই প্রশস্ত জানিতে হইবে। আরোহপন্থাবলম্বনে লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষামূলে সাধুগুরুর আনুগত্যের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজের ইচ্ছামত আনীত শিলার পূজা ভক্তিফল-প্রসূ হন না। সাধুগুরুর আনুগত্যই অবরোহপন্থা। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে যে শিলা পূজার্থ প্রদানকরেন, তাঁহাতেই সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবান্ অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা প্রাণময়ী চিন্ময়ী মন্ত্রময়ী। লব্ধদীক্ষ সাধক শ্রীগুরুদত্ত সেই শিলায় ভক্তিভরে মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন করিতে করিতে অতিশীঘ্র ভগবৎ সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন।

আমরা অনেকেই পূজ্যপাদ মহারাজজীর অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই গোমতীশিলা সংগ্রহে ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু মহারাজ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অপরাধের ভয় প্রদর্শন করিয়া সাবধান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীমঠে পূজার নিমিত্ত তীর্থপ্রদর্শক পাণ্ডাকে দিয়া একটি শিলা সংগ্রহ করাইয়াছিলেন।

আমরা গোমতী গঙ্গায় স্নানান্তে গোমতীঘাটে শ্রীহাট-কেশ্বর মহাদেব, শ্রীসোমনাথ মহাদেব, গঙ্গাপার্ব্বতীঘাটে

শ্রীরামেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডবঘাটে 'দ্রৌপদীকাহাত' (দ্রৌপদীর হাত), গোপাল ঘাট, গৌঘাটে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির, নারায়ণবলি ঘাট, বসুদেব ঘাট, একটি শ্রীমন্দিরে শ্রীরামলক্ষ্মণজানকী ও শ্রীনৃসিংহদেব মূর্ত্তি, শ্রীরামঘাট, গোমতীসমুদ্রসঙ্গমে শ্রীসঙ্গমনারায়ণ মূর্ত্তি, চক্রতীর্থ (গোমতী-সমুদ্রসঙ্গমস্থল) ও তথায় শ্রীরাম মন্দির প্রভৃতি দর্শন করি। গোমতীর সমুদ্রসঙ্গমদৃশ্যটি বড়ই মনোরম, এখানেই তটস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীসঙ্গমনারায়ণজিউ বিরাজমান। এই সকল শ্রীমন্দিরে সেবার পারিপাট্য বিশেষ কিছুই দৃষ্ট হইল না। আমরা সঙ্গমস্থ চক্রতীর্থেও অনেকে চক্রাঙ্কিত শিলা সংগ্রহ করি। মদানীত শিলা শ্রীঅনন্তবাসুদেব শ্রীমন্দিরে (পোঃ কালনা, জেঃ বৰ্দ্ধমান) পূজিত হইতেছেন। শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীদ্বারকাচক্রের স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না, অভিষেকান্তেই পূজা বিহিত।

গোমতীগঙ্গাতটবৰ্ত্তী ঘাটসমূহ এবং সঙ্গমস্থলে চক্রতীর্থ ও গঙ্গমনারায়ণ জিউ দর্শনান্তে আমরা শ্রীশ্রীদ্বারকাধীশ শ্রীমন্দির দর্শনার্থ গমন করি। আমাদের পাণ্ডার নাম—শ্রীজগন্নাথ পীতাম্বর (ঠিকানা—দেবীভুবন রোড, দ্বারকা)। পাণ্ডাটি বেশ মৃদুস্বভাব সজ্জন। পাণ্ডাজী শ্রীমন্দিরে প্রবেশপথে প্রথমে আমাদিগকে শ্রীবাসুদেবপিতা শ্রীবসুদেবজী ও পরে মস্তকে শেষনাগ, হলমুষলধারী শেষাবতারী শ্রীবলদেবজিউ দর্শন করান। এই সময়ে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রাণমাতান স্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সকলেই সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে ভগবদ্দর্শনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমরা শ্রীদ্বারকাধীশের মূলমন্দিরে উপনীত হইয়া পূজ্যপাদ মহারাজজীর আনুগত্যে সকলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহকারে বার চতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করি। তৎপর শ্রীদ্বারকাধীশ সমক্ষেও অনেকক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজের ভাবাবেশে নৃত্যসহকারে বিভিন্ন পদযোজনাসহ জয়গান বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিতেছি—প্রায় প্রতি মূল মন্দির সমক্ষেই স্বামীজী অক্লান্তভাবে নৃত্যকীর্ত্তনোল্লাস প্রদর্শন পূর্ব্বক দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। ইহারই নাম কীর্ত্তনমুখে বিগ্রহ দর্শন। আমরা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে প্রাণ ভরিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলাম।

শ্রীদ্বারকাধীশ কৃষ্ণের দক্ষিণদিকের নিম্নস্থহস্তে 'পদ্ম', ঐ দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে 'গদা', বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে 'চক্র' এবং ঐ বামদিকের নিম্নস্থ হস্তে 'শঙ্খ' বিরাজিত দেখা গেল। শ্রীসিদ্ধার্থসংহিতা-মতে অস্ত্রভেদানুসারে ইনি পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খধর 'ত্রিবিক্রম' মূর্ত্তি।

শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বারে লিখিত আছে—শ্রীদ্বারকানাথজী। দ্বারকাধীশের সম্মুখভাগে নাটমন্দির, তৎপর শ্রীউগ্রসেনকা গদী, এখানে ভোগের জন্য ৫।০ দেওয়া হয়। শ্রদ্ধানুসারে প্রতি যাত্রীকে ভোগের জন্য ১।০ করিয়া দিতে হয়। নাটমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে উপরে লিখিত আছে—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' ও ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র। তবে এতদ্দেশের মহামন্ত্রের অগ্রে "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"। পরে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"। বোম্বে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত অষ্টোত্তরশতোপনিষদের অন্তর্গত কলিসন্তরণোপনিষদেও 'হরে রাম' প্রথমে, পরে 'হরেকৃষ্ণ' পাঠক্রম দেখা যায়। পশ্চিমাদেশীয় সাধুরা প্রায়ই ঐভাবেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন। কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরির পাঠক্রম—অগ্রে 'হরে কৃষ্ণ', পরে 'হরে রাম' ইত্যাদি। প্রেমাবতার গৌরসুন্দর যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছেন, সেইভাবে উচ্চারণের পরিবর্ত্তে কেন গৌড়েতর দেশবাসী মহামন্ত্র বিপরীতভাবে উচ্চারণ বা লেখনীমুখেও প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিনা। মহামন্ত্রের 'রাম' শব্দ—শ্রীরাধারমণ রাম। যুগলমন্ত্রোপাসকগণ মহামন্ত্রে 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ' এই যুগল নামের অষ্টযুগল আবির্ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। 'হরা' শব্দে শ্রীরাধা, তাঁহারই সম্বোধনে 'হরে' শব্দ। মহামন্ত্রে সবনামই সম্বোধনাত্মক—

যেমন "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধে রাম রাধে রাম রাম রাম রাধে রাধে॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান? রায় রামানন্দ উত্তর দিতেছেন—'শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।'

শ্রীউগ্রসেন গদীর নিকট শ্রীদ্বারকাধীশের ভোগ সামগ্রীর ভাণ্ডার বর্ত্তমান। এখানে প্রত্যেক যাত্রীকে ৵১০ ভোগের জন্য দিতে হয়। অবশ্য জুলুম নাই।

শ্রীদ্বারকাধীশ মূর্ত্তিকে 'শ্রীগোপালকৃষ্ণ' ভোগমূর্ত্তি বলা হয়। শ্রীলক্ষ্মী দেবী বা শ্রীরুক্মিণী দেবীর মন্দির দূরে অবস্থিত। তিনি আলাদা থাকেন। এখানে দ্বারকাধীশ একাকী আছেন। অন্যান্য প্রকোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণমাতা দেবকী, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ (এখানে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ, কিন্তু চতুর্ভুজের বামে রাধা কেন? সুতরাং মনে হয়—এই রাধা —সত্যভামা), শ্রীবেণীমাধব (চতুর্ভুজ) ও শ্রীত্রিবিক্রম বলদেব (চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শৃঙ্গারে হলমুষল) প্রভৃতি দর্শন করিলাম। এখানে প্রত্যেক যাত্রীকে গায়ে চন্দনের ছাপ লইতে হয়। পূর্ব্বে শঙ্খচক্র-গদাপদ্মের তপ্ত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা ছিল, পরে বরোদার মহারাজ শীতল মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া শুনা গেল। আমরা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে শীতল মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

> তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
> অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥
> তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
> অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

তাপ সংস্কারটি সাধক জীবের অনুতাপ-সূচক। সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে মনুষ্যজীবনের দুর্ল্লভতা ও হরিভজনের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি-মূলে ভাগ্যবান্ জীব-হৃদয় যখন 'কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়' এইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া উঠে তখনই এই তাপ-সংস্কার লাভের যোগ্যতা সূচিত হয়। 'মুদ্রা' বলিতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন। সাম্প্রদায়িক শিষ্ট ব্যক্তিগণের আচারানুসারে নিজ রুচির অনুগত হইয়া শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থের চতুর্থ বিলাসে দৃষ্ট হয়। ভক্তিসহকারে স্বীয় ইষ্টদেবতার বেণু প্রভৃতি চিহ্নগুলিও ধারণ করিবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ব্যক্তি শঙ্খচক্র এই দুই চিহ্নকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়াই ধারণ করেন। কেহ কেহ বা শঙ্খচিহ্নকে পৃথকরূপে ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় জানাইয়াছেন—যদ্যপি নিত্যপার্ষদ ভাগবতপ্রবরের পক্ষে শঙ্খমুদ্রা ধারণে কোন প্রকার দোষ ঘটে না, তথাপি শঙ্খের শব্দে কোন দ্বিজপত্নীর গর্ভস্রাব হইয়াছিল, তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ শঙ্খকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, হে শঙ্খ তুমি অসুর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। শঙ্খও সেই বিপ্রদত্ত শাপ সত্য করিবার জন্য পাঞ্চজন্য নাম ধারণ করিয়া শঙ্খরূপে অবতীর্ণ হন। এজন্য কোন কোন বৈষ্ণব শঙ্খের অসুরত্ব উদ্ভাবন করিয়াই শঙ্খ-চিহ্নকে পৃথক ধারণ করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিদিন গোপীচন্দনদ্বারা চক্রাদি চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন। শয়ন ও উত্থান দ্বাদশী দিনে ঐ সমস্ত মুদ্রা তপ্ত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি কর্ত্তৃক গাত্র দগ্ধ করান' ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে বিহিত নহে বলিয়া অনেকে তপ্তমুদ্রা ধারণের পরিবর্ত্তে শীতল গোপীচন্দনাঙ্কিত মুদ্রাই ধারণ করেন। "মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরা-দিভিঃ" অর্থাৎ মুদ্রা শ্রীভগবানের রামকৃষ্ণাদি নামসমূহদ্বারা কিম্বা অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারাও রচিত হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন কোন বৈষ্ণবকে শ্রীনিতাই গৌর বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম মুদ্রা ধারণ করিতে দেখা যায়। মোটকথা, মুদ্রাদি চিহ্ন জীবের শুদ্ধস্বরূপ-সংস্মারক— "আমি কৃষ্ণনিত্যদাস, আমার রক্ষক পালক কৃষ্ণপাদপদ্ম, তাঁহার পাঞ্চজন্য ধ্বনি—আমার কামাদি রিপুষট্কের হৃদয়-বিদারক, পরন্তু ভৃত্যবিত্রাস-বিনাশক ও ভজনোল্লাসবর্দ্ধক, তাঁহার সুদর্শন চক্র আমার কু অর্থাৎ জগদ্দর্শন বিদারক— ভোগ বা ত্যাগবিচারমূলক অচিৎ বা কুৎসিৎ দর্শন নিরাস

পূর্ব্বক স্থ অর্থাৎ স্থশোভনদর্শনবিস্ফারক—সুন্দর শ্যামসুন্দরমনঃপ্রাণহরবদনসুচন্দ্রনিরীক্ষক প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনপ্রকাশক ; তাঁহার কৌমুদকী গদা আমার সর্ব্ব গদ (অর্থাৎ রোগ) মূল কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অবিদ্যা-অস্মিতা-অভিনিবেশ-রাগ-দ্বেষাত্মক পঞ্চগদ বা ক্লেশ বিধ্বংসী হইয়া অশোকাভয়ামৃতাধার শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে চিরাশ্রয়-বিধাত্রী ; তাঁহার 'শ্রীবাস' পদ্ম আমার সকল অশুভ দূর করিয়া স্বরূপের রূপ—ভক্তিশ্রীরূপবিকাশক ; তাঁহার 'নন্দক' নামক অসি বা খড়্গ এবং 'শার্ঙ্গ' নামক চাপ আমার যাবতীয় ভক্তিপ্রাতিকূল্য খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ভক্ত্যানুকূল্য-বিধায়ক ; অথবা তাঁহার নামমুদ্রা আমার চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জ্জক, ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপক, শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধুজ্যোৎস্নাপ্রকাশক, বিশুদ্ধবিদ্যাবধূজীবনস্বরূপ, আনন্দাম্বুধিসংবর্দ্ধক, প্রতিপদে পূর্ণ পীযূষাস্বাদপ্রদায়ক, সর্ব্বাত্মস্নপনবিধায়ক—নামই পরম অমৃত—জীবন ও ভূষণ-স্বরূপ—এইরূপ চিন্তা তাপসংস্কার-সংজ্ঞাপক। ইহা হইতেই অনাদি বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের ত্রিতাপজ্বালা দূরীভূত হয়।

ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রও ঐরূপ ঊর্দ্ধগতিসূচক—জীবস্বরূপের নিত্য কৃষ্ণদাস্য-স্মারক। ললাট, উদর, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠকূপক, দক্ষিণ কুক্ষি, দক্ষিণ বাহু, দক্ষিণ কন্ধর, বাম কুক্ষি, বাম বাহু, বামকন্ধর, পৃষ্ঠদেশ ও কটিদেশে যথাক্রমে শ্রীকেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর নাম স্মরণ করিতে করিতে উক্ত ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলক বা হরি-মন্দির রচনা করিয়া হস্ত প্রক্ষালিত জল বাসুদেব নাম স্মরণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে হয়, আর স্মরণ করিতে হয়—আমার এই দেহ শ্রীভগবানের মন্দিরস্বরূপ, তাঁহার কৈঙ্কর্য্যই আমার জীবনের একমাত্র কৃত্য। আমাদের জীবন ধারণের চরম ও পরম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্য-মূলক, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবিচারই অধোগতিসূচক। অবশ্য সম্প্রদায়-ভেদে তিলকের বৈচিত্র্য আছে, কেহ বা তাঁহার শ্রীমন্দিরে তাঁহার উপাস্য ইষ্টদেব শ্রীরাধাগোবিন্দকে বসান, কেহ বা নিজ ইষ্টদেব শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে বসান। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক। তিলকের ছিদ্রকেই মন্দিরাভ্যন্তর কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি নিজ ইষ্টদেবতাকে বসাইতে হয়। গোপীচন্দনাদি দ্বারা সচ্ছিদ্র ঋজু তিলক অঙ্কন করিতে হয়। ছিদ্রশূন্য চক্রতিলক নিষিদ্ধ। তির্য্যক পুণ্ড্র ধারণ বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে বিহিত নহে। দশাঙ্গুলপ্রমাণ তিলক উত্তমোত্তম, নবাঙ্গুল মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল কনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। অশ্বত্থপত্রসদৃশ, বংশপত্রাকৃতি ও পদ্মকলিকাকৃতি তিলক-ত্রয় মোহনস্বরূপ, উহা বৈষ্ণবের পক্ষে বিহিত নহে। অসুরদিগের মতাবলম্বী শুক্রাদি মায়া বিকাশ পূর্ব্বক ঐ তিলকের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'নাম' বলিতে শ্রীকৃষ্ণদাসাদি নাম, ইহা "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদা-ভেদপ্রকাশ" বা "গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ," বিচারানুসারে জীবস্বরূপগত নিত্য পরিচয়জ্ঞাপক ও স্মারক। এই নামসংস্কারও তাপপুণ্ড্রসংস্কারবৎ নিজ নিত্যস্বরূপের স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ জীবহৃদয়ে জাগরূক করিয়া দেয়। এইজন্য এই সংস্কারের অত্যাবশ্যকতা শাস্ত্রকার মহাজনগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

মন্ত্র সংস্কার—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে নিজ ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ।

যাগ-সংস্কার—"হোমপূর্ব্বক যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণাম্"। 'যাগ' শব্দে নিজ ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনও লক্ষিত হয়। শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদানান্তে মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনাধিকার প্রদান করেন। দীক্ষিতের অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উক্ত তাপপুণ্ড্র নামমন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার অর্চ্চন-মার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক বিধানে পরম ঐকান্তিকতার হেতু বলা হইয়াছে।

এই তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুক্ত, নবেজ্যাকর্ম্মকারক এবং অর্থপঞ্চকবোধযুক্ত ব্রাহ্মণই অর্চ্চনমার্গীয় মহাভাগবতরূপে স্মৃত হইয়া থাকেন।

নবেজ্যাকর্ম্ম অর্থাৎ নববিধ 'পূজাসম্বন্ধি কৃত্য'।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রবণাদি (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন) নববিধা ভক্তিকে নবেজ্যা কর্ম্ম বলা হয়। আবার পদ্মপুরাণোক্ত—'অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগযোগৌ মহাত্মনঃ। নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনং চর্য্যা নবধা বিদ্যতে শুভে।।' অর্থাৎ হে শুভে পার্ব্বতি! অর্চ্চনং যথাবিধ্যুপচারার্পণং (যথাবিধি উপচারার্পণরূপ পূজা), মন্ত্রপাঠ, যাগঃ—নিত্যহোমঃ, যোগঃ (মনসি ভগবতঃ সংযোজনং ধ্যানাদীত্যর্থঃ অর্থাৎ মনে শ্রীভগবদ্ধ্যান বা ভগবচ্চিন্তন), নামসংকীর্ত্তন, সেবা অর্থাৎ ভগবচ্চরণে প্রণাম, তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং (তস্য মহাত্মনোভগবতশ্চিহ্নৈশ্চক্রাদিভিরঙ্কনং গোপীচন্দনাদিনা স্বাঙ্গেষু লিখনং অর্থাৎ গোপীচন্দনাদিদ্বারা নিজ অঙ্গে শ্রীভগবানের চক্রাদি চিহ্ন অঙ্কন), তদীয়ারাধনং অর্থাৎ তাঁহার আরাধনা, চর্য্যা অর্থাৎ পরিচর্য্যা—এই নয় প্রকার অর্চ্চনকেও নবেজ্যাকর্ম্ম বলা হয়।

'অর্থপঞ্চকবিৎ' বলিতে ধর্ম্মঅর্থকামমোক্ষ এই চারি-পুরুষার্থ এবং ভক্তি—এই পঞ্চ অর্থবেত্তা অথবা পঞ্চতত্ত্বানি অনাত্মাত্মপরমাত্মপরমেশ্বরতদ্ভক্তানামিত্যেবং পঞ্চানাং যাথার্থ্যানি বেত্তীতি তথা সঃ অর্থপঞ্চকবিৎ অর্থাৎ অনাত্মা, আত্মা, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ও তদ্‌ভক্ত এই পঞ্চপদার্থের যথার্থ তত্ত্ববিৎ। শ্রীলোকাচার্য্যমতে পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চতত্ত্বের যথার্থ তত্ত্ববেত্তা ব্রাহ্মণই অর্চ্চনমার্গীয় মহাভাগবত।

বৈষ্ণবের পক্ষে কণ্ঠে তুলসীমালাধারণেরও নিত্যতা আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস চতুর্থ বিলাস দ্রষ্টব্য। তুলসী-পত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ বা আমলকী ফলদ্বারা গ্রথিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ পূর্ব্বক ধারণ ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। মালা আদৌ শ্রীহরিকে অর্পণ না করিয়া গ্রহণ করিতে নাই। মালা প্রস্তুত করিয়া প্রথমে পঞ্চগব্য ও গঙ্গোদক দ্বারা ধৌত করিতে হয়। অতঃপর সুগন্ধিচন্দনসিক্ত করিয়া তাহার উপর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করতঃ আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। তদনন্তর ধূপধূম স্পর্শ করাইয়া 'সদ্যোজাত' মন্ত্রদ্বারা ভক্তিভাবে অর্চ্চন করিতে হয়। তৎপর 'তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে। বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভম্॥ যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণো-র্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া। তথা মাং কুরু দেবেশি-নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং।। দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরি-বল্লভে। ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে।।' (অর্থাৎ হে মালে, তুমি তুলসীকাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুতা হইয়াছ। কৃষ্ণভক্তজনের প্রীতি উৎপাদন কর। আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিভাজন কর। হে হরিবল্লভে যেমন তুমি শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা এবং কৃষ্ণভক্ত-গণও সর্ব্বদা তোমাকে ভালবাসিয়া থাকেন, আমাকেও তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তগণের প্রীতিপাত্র কর। 'মা' শব্দের অর্থ আমাকে, 'লা' শব্দের অর্থ দান, সুতরাং হে হরিবল্লভে আমাকে তুমি কৃষ্ণভক্তগণে দান করিয়া 'মালা' নামের সার্থকতা সম্পাদন কর।) যথাবিধি এইপ্রকার প্রার্থনা পূর্ব্বক যে বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে অগ্রে মালা প্রদান করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং তাহা তৎপ্রসাদবুদ্ধিতে কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনিই বিষ্ণুপদে প্রস্থান করেন।

নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূলপরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবি-ত্রয়ন্তি।।'

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির কণ্ঠ তুলসীমালা ও পদ্মবীজের মালা দ্বারা ভূষিত এবং ললাট ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র দ্বারা সুশোভিত এবং বাহুমূল শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে অঙ্কিত, সেই সকল বৈষ্ণব শীঘ্র ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

অতঃপর আমরা তাপ-সংস্কার-প্রসঙ্গে এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীশারদাপীঠ বা শ্রীশারদা মঠ দর্শনার্থ গমন করি। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়দ্বারা ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে বদরিকায়—'জ্যোতির্ম্মঠ', পুরুষোত্তমে—'ভোগবর্দ্ধন' বা 'গোবর্দ্ধন মঠ', দ্বারকায়—'শারদা মঠ' এবং দক্ষিণাত্যে 'শৃঙ্গেরি মঠ' স্থাপিত হয়। শুনিলাম—শারদা মঠের বর্ত্তমান মহান্তের নাম—শ্রীসচ্চিদানন্দ তীর্থ,

তাঁহার ভ্রাতা (গৃহস্থ)—মঠের সেক্রেটারী। মহীশূর কানাড়ায় তাঁহাদের বাড়ী ছিল। শারদামঠের নামে দ্বারকায় একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। শারদা মঠে প্রবেশপথে বামভাগে আমরা দর্শন করিলাম—শ্রীদুর্ব্বাসা ঋষি, শ্রীকৃষ্ণসুদমামিলন (আলেখ্য)। পরে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণরাণী জাম্ববতী (দুইভুজ), শ্রীরাধিকাজী পার্শ্বে গোপালকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীহনুমান্‌জী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ-রুক্মিণী, শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীসত্যভামা, শ্রীসরস্বতী, শ্রীপুরুষোত্তম (চতুর্ভুজ), শ্রীপ্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ (শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী), শ্রীরুক্মিণীকুলদেবী শ্রীঅম্বিকাদেবী, শ্রীকুশেশ্বর মহাদেব (ইহাকে দর্শন করিলে যাত্রা পূর্ণ হয়), পঞ্চমুখী গায়ত্রী মাতা, কাশীবিশ্বনাথ, কোল ভগৎ (ভক্ত) ও শ্রীকেশবদেব ইত্যাদি দর্শনান্তে আমরা টাঙ্গাযোগে ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। (ক্রমশঃ)

যুগ ধর্ম্ম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি—সুখই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। এজন্য সকলেই সুখ চায়। কিন্তু আমরা সুখলাভের উপায় জানি না বলিয়া প্রকৃত সুখ পাই না। এই প্রকৃত সুখ কি করিয়া লাভ হইবে, শ্রীভগবানের কৃপাভিক্ষা করিয়া ইহাই আজ আলোচনা করিব। শাস্ত্র বলেন—যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই সুখ। যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে সুখ থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন—ধর্ম্মের মূল বা উৎপত্তিস্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ বলিতেছেন—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ (ভাঃ ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল বা উৎপত্তিস্থান। সেই শ্রীহরির সেবার দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হয় অর্থাৎ জীব সুখী হইয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—ধর্ম্মস্য মূলং কারণং প্রমাণঞ্চ হি নিশ্চিতং ভগবানেব। যতঃ সর্ব্ববেদেতি। তদ্ভক্ত্যা বিনা ধর্ম্মা নৈব সিদ্ধ্যন্তি। ভক্তিরহিতধর্ম্মস্ত্বগ্রাহ্য এব।

শ্রীহরিই ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বা জন্মদাতা বলিয়া যেখানে হরি, সেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই সুখ। এই তিনটি এক সঙ্গেই থাকিবে। একটিকে বাদ দিয়া আর একটি থাকিতে পারে না। সুতরাং যেখানে ভগবান্, ভগবৎসম্পর্ক বা ভগবৎ-সন্তোষবিধান নাই, সেখানে প্রকৃত-ধর্ম্মও নাই, মঙ্গল বা সুখও নাই। তাই পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

তপস্বী, দানী, যশস্বী, যোগী, বেদজ্ঞ এবং সদাচার-পরায়ণ কেহই সুভদ্রশ্রবা শ্রীহরির পাদপদ্মে স্ব-স্ব কর্ম্মার্পণ না করিয়া অর্থাৎ তৎসম্পর্করহিত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হন না—সুখী হইতে পারেন না। অতএব যাঁহাকে বাদ দিলে ধর্ম্ম, মঙ্গল বা সুখ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, সেই নিত্যানন্দময় শ্রীহরির আরাধনাই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে কি? তাই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি সমস্তশাস্ত্রই আমাদিগকে ভগবদারাধনাই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬ ধৃত মুনিবাক্য)

মাতৃস্বরূপা শ্রুতি শ্রীভগবানের আরাধনাই উপদেশ করিতেছেন। ভগিনীরূপিণী স্মৃতি তাহাই উপদেশ করেন। ভ্রাতৃস্বরূপ পুরাণাদি শাস্ত্রও শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া সেই কথাই বলিতেছেন। অতএব ইহা নিশ্চিত সত্য যে—ভগবান্ শ্রীহরিই সকলের শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়স্থল।

সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরির সেবা-ব্যতীত যে কেহই অন্য উপায়ে নিত্যসুখ বা চিরশান্তি লাভ করিতে অথবা মৃত্যুজয় করিতে পারে না. তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈ র্বিবদন্তু বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥ (ভাঃ ১০।৮৭।২৭-শ্রীস্বামিটীকা)

গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা ৭।১৪)

[দৈবী অলৌকিকী, অত্যদ্ভুতা (স্বামিটীকা)। দৈবী জীবমোহয়িত্রী (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা)]

অনিত্য ধর্ম্মে অর্থাৎ পুণ্যে ক্ষণিক সুখ আর নিত্য-ধর্ম্মে—পরমধর্ম্মে নিত্যসুখ বা পরমসুখ লাভ হয়। আমরা সকলেই নিত্যসুখ অর্থাৎ অফুরন্ত সুখের ভিখারী। অতএব নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মই আমাদের আচরণীয়। এখন প্রশ্ন—সেই পরমধর্ম্মটি কি? ভগবদারাধনা বা ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম এবং ইহাই একমাত্র সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্ম। কারণ ইহা দ্বারাই নিত্য সুখ বা অফুরন্ত শান্তিলাভ হয়। ভগবদ্ভক্তি—ভগবৎসেবাই যে জীবের পরমধর্ম্ম, শাস্ত্র তাহা আমাদিগকে অতিসুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তিই মানবের পরমধর্ম্ম। এই ভগবদ্ভক্তি-রূপ পরমধর্ম্মের দ্বারাই জীব নিত্যসুখ লাভ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন—ধর্ম্ম কি মানুষের সৃষ্টবস্তু? উত্তর—কখনই না। যমদূতগণ ধর্ম্মতত্ত্বটি কি জানিতে চাহিলে দ্বাদশমহাজনের অন্যতম পরমভক্ত শ্রীযমরাজ দূতগণকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥
(ভাঃ ৬।৩।১৯-২১)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—ননু কেহপি চেন্ন জানন্তি, তর্হি তস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং, তত্রাহ—স্বয়ম্ভুরিতি। বিজানীম ইতি ন তু নিজকৃতস্মৃতিশাস্ত্রম্বপি স্পষ্টং কথয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—গুহ্যং পরমতত্ত্বত্বাৎ সংবৃত্যৈব স্থাপ্যং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ে, "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে" ইত্যত্র হেতোরেব দৃষ্টত্বাৎ। বিশুদ্ধং গুণাতীতং সগুণস্মৃতিশাস্ত্রেষু বক্তুমনর্হত্বাৎ। দুর্ব্বোধং কর্ম্মিভির্থবাদাদিদোষ কলিলান্তঃকরণৈর্দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ॥ (২০-২১) তর্হি তমেব ধর্ম্মমস্মান্ সেবকান্ শিক্ষয়িত্বা ত্রায়স্ব ইত্যত আহ—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

ধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত; ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ প্রধান ঋষগণও ইহা নিশ্চিতরূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধরচারণদিগের কথা আর কি বলিব?

ভাগবতধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম মানুষের সৃষ্ট নহে বা মানুষ-সৃষ্টির পরে তাহা সৃষ্ট হয় নাই। তাহা নিত্যকালই আছে ও থাকিবে। তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ডনীয়। অধোক্ষজ শ্রীহরিতে ভক্তিই সেই ধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। এতদ্-ব্যতীত অন্যান্য মনঃকল্পিত যে সকল ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেগুলি মানুষেরই কল্পিত

অনিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মের বিরোধী ধর্ম্ম। এজন্য ভাগবত-ধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মের সহিত—আত্মধর্ম্মের সহিত অন্যান্য দেহ-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের একাকার হইতে পারে না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদাশ্রয়রূপ নিত্যধর্ম্মগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গী ১৮।৬৬)

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
(গীঃ ১৮।৬৪-৬৫)

ভূয় ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ান্তে (৯ম অধ্যায়) পূর্ব্বমুক্তম্—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" (৯।৩৪) ইতি যৎ তদেব বচঃ পরমং সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারস্য গীতাশাস্ত্রস্যাপি সারং গুহ্যতমম্ ইতি—নাতঃ পরং কিঞ্চন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুতশ্চিৎ কথমপ্যখণ্ডম্ ইতি ভাবঃ॥ (বিশ্বনাথটীকা)

ভাগবতধর্ম্ম আত্মার নিত্যবৃত্তি। আত্মা মানব সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিরাজিত। সেই নিত্য আত্মার বৃত্তি ভক্তিধর্ম্মও নিত্য। এই আত্মধর্ম্ম প্রকট করার জন্য যে যত্ন, তাহাই সাধন।

পশুস্বভাব মানুষকে মানুষ নামে যোগ্য করা সাধারণ নৈতিক ধর্ম্মের কার্য্য। কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম ইহার অনেক উর্দ্ধে; জীবকে পরাৎপর ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণ যোগ্যতা দানের জন্যই ভাগবতধর্ম্মের নিত্য প্রয়োজন। এক কথায় ভাগবতধর্ম্মে মানুষ বা প্রাণীর সুবিধাবাদ নাই। তাহাতে আছে অধোক্ষজ ভগবানের ষোল আনা নিত্য-সুখান্বেষণ। তাহাই প্রকৃত সুখ বা অফুরন্ত সুখলাভের একমাত্র উপায়।

"Vox populi is not Vox dei" but vox dei should be voxpopuli. অর্থাৎ গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনমত হওয়া উচিত, ইহাই মহাজনোপদেশ। কিন্তু চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন—'যত মত তত পথ।' কি দুঃখ! গণমত হইবে কি না ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ বা পরমেশ্বরের মত! কি আশ্চর্য্য! যেখানে গণমত-প্রিয়তাই ধর্ম্ম, সেখানে পরমেশ্বরপ্রীতি নির্ব্বাসিত; আর যেখানে জগতের লোকের সমর্থন বাস্তবসত্যনির্দ্ধারণের কষ্টিপাথর, সেখানেও অকৃত্রিম সত্য অস্তমিত। শাস্ত্র বলেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

নামকীর্ত্তন প্রভৃতি-দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ, অর্থাৎ ভগবানের সুখবিধান, তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির-ভীষ্মসংবাদেও এ সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি—পিতামহ ভীষ্মের নিকট সমস্ত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে পিতামহ! কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ? তদুত্তরে শ্রীভীষ্মদেব বলিতেছেন—

এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন্নরঃ সদা॥
তমেব চার্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্ স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ॥
(মঃ ভাঃ অনুশাসনপর্ব্ব)

অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির পূজা, ধ্যান, গুণকীর্ত্তন ও নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার আরাধনা বা ভক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

গীতার উপসংহারে শ্রীভগবান ইহাকেই সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন—ভক্তি ত' বহু প্রকার। এই কলিযুগে কোন্ ভক্তি বিশেষভাবে আচরণীয়? উত্তর—পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বভক্তিরূপ পরমধর্ম্ম প্রত্যেক যুগে একটি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

কলিযুগের ধর্ম্ম—হরিনাম-সংকীর্ত্তন। সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা যুগবাসী প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম—বর্ণী, আশ্রমী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, খ্রীষ্টান, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সকলেরই ধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥
(ভাঃ ২।১।১১)

কর্ম্মী (ধর্ম্মার্থ-কাম-কামী বা স্বর্গকামী) ভোগী, জ্ঞানী (মুক্তিকামী বা ত্যাগী), যোগী (অষ্টাদশসিদ্ধিকামী) এবং শুদ্ধভক্ত সকলেরই কর্ত্তব্য—অনুক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তন। নির্ণীতং পূর্ব্বাচার্য্যৈরপি, ন তু ময়া অধুনা কথিতম্। এই নাম সংকীর্ত্তনের পথে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। ইহাতে সাফল্য হইবেই—আশা মিটিবেই। তাই বলিতেছেন—'অকুতোভয়ম্'—কাল-দেশ-পাত্রো-পকরণাদি শুদ্ধ্যশুদ্ধিগতভয়াভাবস্য কা বার্ত্তা। ভগবৎসেবা-দিকমসহমানা ম্লেচ্ছা অপি যত্র নৈব বিপ্রতিপদ্যন্তে। (শ্রীবিশ্বনাথ)। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ', 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—এই বেদান্ত-সূত্র-দ্বয়েও পুনঃ পুনঃ হরিনামকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাতেই নিত্যসুখলাভ হইবে জানাইয়াছেন। যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলি-কালে যে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৪৪)

ধর্ম্মই যখন শান্তিলাভের উপায় এবং যুগধর্ম্মই যখন একমাত্র ধর্ম্ম, তখন যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তনকে বাদ দিয়া যুগবাসীর শান্তি লাভ যে অসম্ভব—তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা প্রকৃত সুখ চান, কলিকালে হরিনাম ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন গতি নাই। এ সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপাপূর্ব্বক এই শ্লোকের অর্থে জানাইয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি, 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥
'কেবল শব্দে', পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

এখন প্রশ্ন—নানাবিধদোষ-পরিপূর্ণ কলিকালে কেবল হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই কি মঙ্গল হইবে—নিত্যানন্দ লাভ হইবে? হাঁ নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—দোষাণাং নিধেরপি কলেরেকো মহান্ গুণঃ অস্তি। যথা এক এব রাজা অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তি তথৈব এক এব গুণঃ সর্ব্বানপি দোষান্ হন্তি। [একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি]। স গুণঃ কঃ? কীর্ত্তনাদেব ইতি। নাত্র ধ্যানাদেরপেক্ষা। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থং প্রেমাণং। [পরং ব্রজেৎ পরমেশ্বরং লভেৎ] কংসাদের্না-রদাদর ইব (কীর্ত্তনং দোষযুক্তৈরপি কলিযুগবাসিভির্জনৈ-রাদরণীয়ং ভবতি)।" (শ্রীশ্রীজীবপ্রভু)

কেউ কেউ বলিতে পারেন ডাকার মত ত' ডাকা চাই? তদুত্তর এই যে, প্রথমেই ডাকার মত ডাক হয় না। লেখার মত লেখা, পড়ার মত পড়া, হাঁটার মত

হাঁটা একদিনে সম্ভব নয়। নাম করিতে করিতেই নামে রুচি হইবে, ডাকার মত ডাকা হইবে।

হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সব লাভ হইবে, এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ কলিযুগে কেবল নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদয় স্বার্থ (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেম) লাভ হয়।

গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় স্বকৃত প্রেমবিবর্ত্তগ্রন্থে বলিয়াছেন—(শ্রীনাম-মাহাত্ম্য)

সর্ব্বপাপ-প্রশমক সর্ব্বব্যাধি-নাশ।
সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন কলিবাধাহ্রাস ॥
নারকি-উদ্ধার আর প্রারব্ধ খণ্ডন।
সর্ব্ব-অপরাধ ক্ষয় নামে অনুক্ষণ ॥
সর্ব্ব সৎকর্ম্মের পূর্ত্তি নামের বিলাস।
সর্ব্ববেদাধিক নাম সূর্য্যের প্রকাশ ॥
সর্ব্বতীর্থের অধিক নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সকল সৎকর্ম্মাধিক্য নামেতে উদয় ॥
সর্ব্বার্থ-প্রদাতা নাম, সর্ব্বশক্তিময়।
জগৎ আনন্দকারী নামের ধর্ম্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্ব্বজন।
অগতির গতি নাম পতিত-পাবন ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য সর্ব্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠ-প্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ॥
নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গপ্রধান।
শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ।
অসীম-শক্তিমান্ বিষ্ণু তাঁহার কীর্ত্তনে।
যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূতপ্রেতগণে ॥
বিনায়ক ডাকিন্যাদি হিংস্রক সমস্ত।
পলায়ন করে সবে দুঃখ হয় অন্ত ॥

সর্ব্বানর্থনাশী হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
ক্ষুধা-তৃষ্ণাস্খলিতাদি বিপদ-নাশন ॥

নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াও কলিকালে যুগধর্ম্ম হরিনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত যে জীবের প্রকৃত শান্তি হইতে পারে না শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৃহে থাকা কালে যখন অধ্যাপনার্থ পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় করেন, তখন এই ঘটনাটি হয়—

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যাঁরে ॥
নিজ ইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্রিদিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রিশেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে ॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান ॥
"শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর!
চিন্তা না করিহ আর, মন কর' স্থির ॥
নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন ॥
মনুষ্য নহেন তেঁহো— নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ ॥
বেদ গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে ॥"
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥
'অহো ভাগ্য' মানি' পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ-সহিত পরম মনোহর ॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥

বিপ্র বলে,—"আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর মোর সংসার-মোচন ।।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা' প্রতি কহিবা আপনি ।।
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময় !"
প্রভু বলে,—বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা ।।
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ।।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্ব-ধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজধামে চলে ।।
কলিযুগ-ধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ।।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ।।
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ।।
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ।।
শুন মিশ্র, কলিকালে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ সেই মহাভাগ্য ।।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটী পরিহরি একান্ত হইয়া ।।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ।।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১৬-১৪৩)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্যত্রও ভক্তগণকে এই কথাই বলিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ।।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' ।।"
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ।।
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ।।
কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ।।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
'হেলায় মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন ।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ।।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ।।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।।
(ভাঃ ১১।৫।৩২)

নাম-সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণেপ্রেমের উল্লাস ।।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ।।"
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৮।১৪)

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।৩০।৪৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ ও ত্যাগী সকলকেই হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। যথা গৃহস্থের প্রতি—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৪)

প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০)

ত্যাগীর প্রতি—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥
(ঐ অ ৬।২২৩)

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান॥
(ঐ অ ১৩।১২১)

এখন প্রশ্ন —যখন হরিনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম এবং যুগধর্ম্ম ব্যতীত সুখ হইতেই পারে না, তখন যাঁহাদের গৃহে বা মঠে শ্রীবিষ্ণু পূজা আছে, তাঁহারা কি করিবেন ?

ইহার উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

যদ্যন্যাপি ভক্তি কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিঃ-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা। অর্থাৎ যদি কলিযুগে অন্য ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি-সংযোগেই তাহা করিতে হইবে; নচেৎ তাহা সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে না।

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

শ্রীমন্মদনগোপাল-পাদাব্জোপাসনাৎ পরম্।
নাম-সংকীর্ত্তনপ্রায়াদ্ বাঞ্ছাতীত ফলপ্রদম্॥

কিঞ্চিন্নাস্ত্যেব সাধনম্ বাঞ্ছায়াঃ ফলং তদতীতঞ্চ কামিতমকামিতমপি সর্ব্বম্।

কৃষ্ণস্য নানাবিধকীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তংততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতংতৎ॥
নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ মন্ত্রবৎ॥
(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১০৫,১৫৮-১৬৪)

দ্রাক্—অবিলম্বেনৈব

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৮ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম-এ]

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' বলা হইয়াছে। তাঁহার বিগ্রহ সৎ, চিৎ ও আনন্দদ্বারা পূর্ণ। 'সৎ' অর্থে সত্ত্বা, 'চিৎ' শব্দে চৈতন্য বা জড়াতীত বস্তু অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ সত্ত্বা, পরিপূর্ণ চৈতন্য ও পরিপূর্ণ আনন্দ।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি—"পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" (শ্রুতি)। তাঁহার অনন্ত শক্তিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

—প্রথমা বিষ্ণু শক্তি। উহাই শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিচ্ছক্তি। উহাকে 'পরা শক্তি' বা শ্রেষ্ঠা শক্তি বলা হইয়াছে—"অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরি" (চৈঃ চঃ মধ্য)। দ্বিতীয়া—অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা—অপর একটী ক্ষেত্রজ্ঞনাম্নী শক্তি (ইহার

অপর নাম জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি)। তৃতীয়া—'অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা'—ইহাই শ্রীভগবানের মায়াশক্তি। 'অবিদ্যা' এবং 'কর্ম্ম' সংজ্ঞা যাহার—অর্থাৎ মায়া। 'অবিদ্যা' বলিতে মায়া, উহার কর্ম্ম বা কার্য্য (মায়াশক্তির পরিণাম-সংসার)। কারণ ও তাহার কার্য্য (ব্যাপক ও বাপ্য) অভেদ, সেজন্য 'অবিদ্যা' ও 'কর্ম্ম' এই উভয়কে একীভূত করিয়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

গীতাতেও 'জীবশক্তি' যে একটী 'পরা' (মায়াশক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা) শক্তি তাহা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গী ৭।৫

—হে মহাবাহু অর্জ্জুন! ইয়ং (এই প্রকৃতি) অপরা (অনুৎকৃষ্টা) ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যাং (ভিন্ন) জীবভূতাং (জীবশক্তিরূপা) মে (আমার) পরাং (উৎকৃষ্টা) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) বিদ্ধি (জান); যয়া (যদ্দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ ধার্য্যতে (ধৃত হইয়া আছে)। পূর্ব্বশ্লোকে ভূমি, আপ ইত্যাদি আটটী বহিরঙ্গাশক্তিভূতা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। এই বহিরঙ্গাশক্তিকে 'অপরা' অর্থাৎ নিকৃষ্টা বলা হইল। ইহা হইতে ভিন্ন জীবভূতা (জীবশক্তিরূপা) শক্তিকে বহিরঙ্গা জড়াশক্তি অপেক্ষা 'পরা' (উৎকৃষ্টা) শক্তি বলা হইল। যয়েদং…—জড়া বহিরঙ্গা প্রকৃতির বিকার জগতে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে উহা চেতনময় জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভোগের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতেই জগৎব্যাপার চলিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আছে—

"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥" মধ্য ৮।১৫০

এই তিনটী শক্তির নামের মধ্যে উহার মুখ্য গুণও সূচিত হয়। চিচ্ছক্তি (চিৎ + শক্তি)-'চিৎ' বলিতে চেতন বুঝা যায়—জড় নহে। জড় শক্তি অচেতন বলিয়া নিজের শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম—কর্তৃত্ব নাই, পরিণামশীলতাও নাই, বোধশক্তিও নাই। অন্য কোন চেতনবস্তুর শক্তির প্রভাবে জড়বস্তুতে কার্য্যকারিতা বা পরিণামশীলতা দৃষ্ট হয়। এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা শ্রীভগবানের স্বরূপে অবস্থিতা—'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ'—অর্থাৎ কৃষ্ণ পরিপূর্ণ সৎ, পরিপূর্ণ চিৎ ও পরিপূর্ণ আনন্দ—এই তিনটী মূলবস্তুর দ্বারা তাঁহার স্বরূপ গঠিত। এই তিনটি মূলবস্তুর সমবায়কেও শুধু 'চিচ্ছক্তি' নাম দেওয়া হয়। এজন্য ব্যাপক ভাবে 'চিচ্ছক্তি'কে শ্রীকৃষ্ণের **স্বরূপশক্তি** (স্বরূপে স্থিতা শক্তি) বলা হয়। আবার এই চিচ্ছক্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অন্তরঙ্গ লীলা নির্ব্বাহ করেন। চেতনাময়ী বলিয়া উহার বোধশক্তি আছে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অভিপ্রায় তিনি নিজে ব্যক্ত না করিলেও ঐ শক্তির (চিচ্ছক্তির অন্তর্ভুক্ত 'যোগমায়া'র) উহা বুঝিবার ক্ষমতা আছে এবং তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের কিসে প্রীতি বা আনন্দ হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন। এজন্য এই একই চিচ্ছক্তিকে **অন্তরঙ্গা শক্তিও** বলা হয়।

এই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির তিন প্রকারে অভিব্যক্তি 'একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ' (চৈঃ চঃ আ ৪।৬১)—'সন্ধিনী,' 'সম্বিৎ' ও 'হ্লাদিনী' রূপে। সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের 'সৎ' অংশের শক্তির নাম 'সন্ধিনী'—অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপশক্তি (বা চিচ্ছক্তি) যখন 'সৎ' এর দিক দিয়া অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সত্ত্বা (অস্তিত্ব) সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রকাশিত হয় তখন উহাকে চিচ্ছক্তির সন্ধিনী বৃত্তি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সত্ত্বারূপ হইয়াও যে বৃত্তি দ্বারা তিনি নিজের ও অপরের সত্ত্বাকে ধারণ করেন ও সত্ত্বাদান করেন তাহাই তাঁহার সন্ধিনী বৃত্তি।

'সৎ,' 'চিৎ', 'আনন্দ'—যে কোন একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উহারা যুগপৎ অবস্থান করে।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'সৎ' অংশ (সদংশে অধিষ্ঠিত সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়া)—এই 'সৎ'—'চিৎ'

ও 'আনন্দের' ন্যায় একটী মূলবস্তু—উহা কারণের কার্য্যাবস্থা নহে। উহা নিরপেক্ষ ও অর্থাৎ অন্য কাহারও অস্তিত্বের উপর শ্রীভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না—কারণ তিনি অনাদিকাল হইতে স্বয়ংসিদ্ধরূপে বিরাজিত। যেখানে যত কিছু বস্তু বর্ত্তমানকালে আছে, অতীতে ছিল বা ভবিষ্যতে থাকিবে তাহাদের সকলের সত্ত্বার নিদান শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বা। উহার উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় উহা একটী নিত্যবস্তু—"নাভবো বিদ্যতে সতঃ" (গীতা ২।১৬) সৎ এর অভাব অর্থাৎ বিনাশ নাই। এই উৎপত্তি ও বিনাশহীন 'সৎ' বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (শ্রুতি)—হে সৌম্য, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপই ছিলেন। এই 'সৎ' সর্ব্ব প্রকার সত্ত্বার অপ্রাকৃত আধার ও আশ্রয়। **সকল অপ্রাকৃত আধারই 'সৎ' এর বিস্তার।** অপ্রাকৃত পরব্যোমে যাহাকিছু অপ্রাকৃত বস্তু আছে তাহা এবং গোলোক বৈকুণ্ঠাদিতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই 'সৎ' এর অন্তর্গত সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ।

প্রাকৃত বিশ্বও 'সৎ' এর বিস্তার। প্রাকৃত বিশ্ব ও তন্মধ্যস্থিত স্থাবর জঙ্গমাদি বস্তু ত্রিগুণময়, মায়াশক্তির পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা। বিশ্ব উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উহার গৌণ উপাদান কারণ মায়াশক্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'সৎ' অংশেই বিদ্যমান ছিল, সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে এই 'সৎ' বিশ্বের আধার ও আশ্রয়। সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিশ্বের সমগ্র স্থিতিকালেও সমস্ত সৃষ্টবস্তু মায়াশক্তির দ্বারা ধৃত, রক্ষিত ও পালিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মায়াশক্তির আধার 'সৎ'ই বিশ্বের আধার। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত থাকিয়া মায়াশক্তির কার্য্যকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলিতেছেন—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা" (গী ১৫।১৩)—আমি পৃথিবীতে (গাম্) প্রবেশ করিয়া নিজশক্তির দ্বারা (ওজসা) ভূতসমূহকে ধারণ করিতেছি। প্রলয়েও বিশ্ব মায়াশক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর বীজ তখন অব্যক্ত অবস্থায় মায়াশক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। সেই মায়াশক্তি কৃষ্ণের সৎ অংশে নিত্য বিদ্যমান্ থাকে, সেজন্য বলা হইয়াছে যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণের 'সৎ' অংশে নিত্য বিদ্যমান্। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের মায়াশক্তির ক্ষুদ্র অংশ বিশ্বরূপে পরিণত হইলেও তাঁহার অনন্ত মায়াশক্তি নিত্য পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সেজন্য তিনি তাঁহার বিগ্রহমধ্যে মায়াশক্তির আংশিক বহির্ব্যক্তরূপ বিশ্বরূপ অর্জ্জুন ও অন্যান্য ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিগ্রহমধ্যে দৃষ্ট ঐ বিশ্বরূপ জড়রূপ নহে বলিয়া জড়-চক্ষুর দ্বারা উহা দর্শনযোগ্য নহে, তাই অর্জ্জুনকে ঐ বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" (গী ১১।৮) এইরূপ তাঁহার বিগ্রহস্থিত অপ্রাকৃত ধামসমূহও তিনি ভক্তপ্রবর অক্রূরকে এবং ব্রজবাসী গোপগণকে দেখাইয়াছিলেন।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'চিৎ' অংশ ('চিৎ' অংশে অধিষ্ঠিত সৎ চিৎ শক্তির ক্রিয়া)—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'সৎ' এর কথা এ পর্য্যন্ত পৃথকভাবে আলোচিত হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে এই 'সৎ' অংশ যুগপৎ 'চিৎ' ও 'আনন্দের' সহিত বিদ্যমান্—'সৎ', 'চিৎ' ও আনন্দের একত্র অবস্থিত পূর্ণতমরূপই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর—যেখানেই 'চিৎ' ও 'আনন্দ' সেখানে এই 'সৎ'ই তাহাদের আধার।

এখন 'চিৎ' সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের 'সৎ' একটী মূল বস্তু, সেইরূপ তাঁহার 'চিৎ' ও একটী মূলবস্তু। উহার গুণ চেতন বা জ্ঞান। সৃষ্টির পূর্ব্বেও এই মূলবস্তু পরমেশ্বর মধ্যে বিদ্যমান্ ছিল। শ্রুতি বলিতেছেন "সোঽকাময়ত বহুস্যাম প্রজায়েয়েতি"—তিনি (পরমেশ্বর) ইচ্ছা করিলেন প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। 'চিৎ' না থাকিলে চিন্তা করা যায় না। এই 'চিৎ' পরমেশ্বরে

পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান্। অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত যে কোন চেতনবস্তু আছে তাহারা সকলেই পরমেশ্বরের মূল চিৎ হইতে চেতনালাভ করিয়াছে "চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠ)। এই 'চিৎ' অংশে জ্ঞান শক্তি অধিষ্ঠিত। এজন্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের চিৎ অংশের শক্তির নাম 'সম্বিৎ', যখন তাঁহার স্বরূপশক্তি 'চিৎ' এর দিক দিয়া অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ 'চিৎ' (জ্ঞান) সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে তখন উহাকে 'সম্বিৎ' শক্তি বলা হয়। স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও এই বৃত্তি দ্বারা তিনি জানিতে পারেন এবং অন্যকেও জানাইতে পারেন। কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, মনন, স্মরণ, বিচার প্রভৃতি ক্রিয়ার দরকার হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া মূল জ্ঞানশক্তি বা সম্বিৎশক্তির কার্য্যকরী রূপ। এই শক্তি বলে উপাসক জীব তাঁহার উপাস্য ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। যে উপাসকের মধ্যে এই 'সম্বিৎ' পূর্ণতমভাবে অভিব্যক্ত তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন—"কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার" (চৈঃ চঃ আদি ৪।৬৭)— তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে 'ব্রহ্ম','পরমাত্মা' প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণেরই অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব, ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত।

জীবের দেহে যে প্রাণশক্তি থাকে উহা 'চিৎ' এরই কার্য্য। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (কেন)—পরব্রহ্মই (তাঁহার চিৎ এর জ্ঞান শক্তি) কর্ণের শ্রবণশক্তি, মনের মননশক্তি, বাগিন্দ্রিয়ের বাক্‌শক্তি, প্রাণের প্রাণশক্তি এবং চক্ষুর দর্শনশক্তি। যিনি ধীর অর্থাৎ ঐরূপে তাঁহাকে জানিয়া মায়ামুক্ত হইয়াছেন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

এই 'চিৎ' বা জ্ঞানশক্তি পরমেশ্বরে পূর্ণতমভাবে অবস্থিত, সেজন্য তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের সব কিছুই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন ও জানিতেছেন—'স বেত্তি বেদ্যম্'—সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে তিনি জানেন। "এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"— ইনি (পরমেশ্বর) সব কিছুই জানিতে পারেন।

অপ্রাকৃত ধামে শ্রীভগবানের যে স্বরূপগণ বা পরিকরগণ আছেন তাঁহাদের মধ্যেও পরমেশ্বরের 'চিৎ' এরই অংশ বিদ্যমান—মূল চিৎ এর বিস্তার।

মানুষের জীবাত্মার মধ্যেও পরমেশ্বরের 'চিৎ' এর বিস্তার, সেজন্য মনুষ্যের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, মনন, স্মরণ, বিচার সম্ভবপর হয়। কিন্তু জীবের মধ্যে এই জ্ঞান অল্প—দেশে কালে সীমাবদ্ধ।

প্রাকৃত জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি যে সকল বস্তুর জ্যোতিঃ আছে, উহাও তাহাদের নিজস্ব জ্যোতিঃ নহে। উহাতেও 'চিৎ' এরই বিস্তার —'চিৎ' এর জ্ঞানশক্তি জ্যোতিতে পরিণত হইয়া উহাদিগকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছে—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। "জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্" (মুণ্ডক)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্" গী-১৫।১২।

[পরমেশ্বরের নিজের জ্যোতিঃ অপ্রাকৃত— পরিণামভূত নহে। সেজন্য প্রাকৃত চক্ষু উহাকে দেখিতে পায় না। মায়ামুক্ত সাধক পরমেশ্বরের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া উহা দেখিতে পারেন। তাই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ॥ (গী ১১।৮) সূর্য্য চন্দ্রাদির জ্যোতিঃ প্রকৃতির পরিণামভূত—সেজন্য প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা উহা দেখা যায়। পরমেশ্বরের জ্যোতিতে উত্তাপও নাই, উহা স্নিগ্ধ—উত্তাপ প্রাকৃত জ্যোতির গুণ]

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'আনন্দ' অংশ (আনন্দাংশে অধিষ্ঠিত হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া)— 'সৎ' ও 'চিৎ' এর ন্যায় পরমেশ্বরের 'আনন্দ'ও

একটী মূলবস্তু। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই উহা পরমেশ্বর মধ্যে বিদ্যমান। শ্রুতি বলিতেছেন "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥"।—পরমেশ্বর রসস্বরূপ, অয়ং (জীব) এই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দের অধিকারী (আনন্দী) হন। এই রসই তাঁহার আনন্দকে নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রুতি ইহাও বলিতেছেন "আনন্দং ব্রহ্ম"। কিন্তু পরমেশ্বরের এই আনন্দ জীবের ন্যায় জড়ানন্দ নহে। জড়ানন্দ অনিত্য, দুঃখমিশ্রিত ও ক্ষণভঙ্গুর। পরমেশ্বরের আনন্দ নিত্যশুদ্ধ ও নিত্য চিন্ময়। এই আনন্দের গুণ **হ্লাদিনী শক্তি**। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যখন এই আনন্দের দিক দিয়া অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ আনন্দ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রকাশিত হয় তখন উহাকে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনী বৃত্তি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহ্লাদক হইয়াও যে বৃত্তি দ্বারা নিজে আহ্লাদিত হন ও অপরকেও আহ্লাদিত করান তাহাই তাঁহার হ্লাদিনী বৃত্তি। এই শক্তিই পরমেশ্বরকে আনন্দ দান করেন— ইহার প্রেরণায় পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে নিজে বহুমূর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করিলেন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" (শ্রুতি) এবং নিজের আনন্দাংশকে বাহিরে ভিন্নমূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকারূপে প্রকাশ করিয়া যুগলমূর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং ইহারই প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্ধিনীশক্তিদ্বারা প্রকাশিত বৃন্দাবনাদি নিত্য চিন্ময় লীলাধামে মাতা, পিতা, দাস, সখা প্রভৃতি পরিকরদিগের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি রস আস্বাদন ও প্রেমবতী কান্তাগণের সহিত মধুররসাত্মক রাসাদিলীলারূপ নিত্য নিত্যানন্দে নিমজ্জিত থাকেন এবং পরিকরগণও রসস্বরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ আস্বাদন করেন। সাধনসিদ্ধ জীবগণও ব্রহ্মানন্দ ও সেবানন্দ লাভের অধিকারী হন। শ্রীরাধিকার প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সমাহার হইলেও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে মধুররস অশেষবিধভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য আপনাকে অসংখ্য গোপীরূপে বিস্তার করেন। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মধুররস সম্ভোগ করাইবার জন্য শ্রীরাধিকা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণকে আপনা হইতে প্রকটিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণের সহিত লীলা করিতেছেন।

প্রাকৃত বিশ্বে জীবদেহে যে জীবাত্মা বিদ্যমান্ তাহাতে যে আনন্দ উহা পরমেশ্বরের মূল আনন্দেরই বিস্তার। সাধারণ জীব অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া জীবস্বরূপের নিত্য-সেবকত্ব বিস্মৃত হইয়া দেহাত্মবোধবশতঃ জড়-বিষয়বস্তুর সংগ্রহে ও উপভোগে আনন্দ বা সুখ লাভ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদির আকাঙ্ক্ষার কিছুটা পূরণ হইতে না হইতে তাহাতে অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার উপলব্ধি হয়। চিন্ময় জীবাত্মার স্বরূপগত যে আনন্দলাভের বাসনা, উহা ভূমা চিদানন্দ ব্যতীত দেশে কালে সীমাবদ্ধ অল্প বিষয়সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমা ত্বেব সুখম্।"

প্রাকৃত বিশ্বে সুন্দর বস্তু সকলের সৌন্দর্য্য, সুস্বাদু বস্তু সকলের সুস্বাদ, সুগন্ধ বস্তুর সৌরভ, স্নিগ্ধ বস্তুর স্নিগ্ধতা, শব্দের মাধুর্য্য—এগুলিও সচ্চিদানন্দের মূল আনন্দাংশের পরিণাম বা কার্য্যাবস্থা। মায়াবদ্ধ জীবের জড়ীয় বিষয় সম্পর্কীয় আনন্দ কিংবা প্রাকৃত বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি—উহা অপ্রাকৃত চিন্ময় মূল আনন্দের বিকৃতস্বরূপ— ছায়ারূপ, উহাতে মূল আনন্দের বাস্তবতা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়া গ্রামে

শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরগোপালের প্রাচীন সেবালাভ

ভক্ত প্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য কতই না ছল অবলম্বন করেন! 'লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমান গোবিন্দেরও যেন সেবকের অভাব হইয়া যায়, সেবাতে যেন বিঘ্ন উপস্থিত হয়! অভীপ্সিত সেবককে সেবা দিবার জন্য লীলাময় শ্রীহরি কতই না লীলাভঙ্গী প্রকট করেন! শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সেবা স্বীকারের জন্য কত না ভঙ্গী উত্থাপন করিলেন! পূর্ব্ব সেবককে ম্লেচ্ছভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎস্কন্ধারোহণে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি জঙ্গলাভ্যন্তরে আগমন এবং পুরীপাদের সেবা প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থান—"বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন॥"—লীলাময়ের এইরূপ কতই না লীলাভঙ্গী! শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের ও তাঁহার ভক্তিমতী ভার্য্যা দুঃখিনী মায়ের স্বহস্ত সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীগৌরগোপাল শ্রীবিগ্রহও তদ্রূপ এক অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী প্রকট করিয়া ভক্তরাজ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা অযাচিতভাবে অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীমন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ আর্থিক অবস্থা-বৈগুণ্যক্রমে শ্রীবিগ্রহগণের যথারীতি দৈনন্দিন ও নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পরিচালন এবং বার্ষিক উৎসবাদি অনুষ্ঠান-বিষয়ে নিজেদের অসমার্থ্য হেতু সেবাটি কোন সমর্থ ভক্ত দ্বারা পরিচালিত হইবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। ভগবদিচ্ছায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামি পাদের শ্রী-সঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীসন্তোষ কুমার মল্লিক) নামক রাণাঘাট নিবাসী জনৈক শিষ্যের সহিত শ্রীমন্দিরের উক্ত ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারিগণের এ বিষয়ে অনেক আলাপ হয়। তিনি শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের সেবৌজ্জ্বল্য বিধান বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপরে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীপাটের স্থানীয় অধিবাসী শ্রীপাঁচু ঠাকুর মহাশয়ও সেবাটি যাহাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধীশের পরিচালনাধীনে আসিয়া তাঁহার সেবৌজ্জ্বল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহবিশিষ্ট ও চেষ্টান্বিত হন। ভগবদিচ্ছায় সকলেরই ইচ্ছা অনুকূলা দেখিয়া শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ঐ সেবাটি স্বহস্তে স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হন। তদনুসারে স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে স্বেচ্ছায় একটি দানপত্রদ্বারা শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তির যাবতীয় অধিকার সম্প্রদান করিয়াছেন। গত ৩০শে আশ্বিন (ইং ১৭।১০।৬২) বুধবার ঐ দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। স্বামীজী গত ১লা কার্ত্তিক (ইং ১৮।১০।৬২) বৃহস্পতিবার সকাল ৫॥০ টায় শান্তিপুর লোকেল ট্রেনে শিয়ালদহ হইতে কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে যশড়া যাত্রা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস কাপুর, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রায় ১৫।১৬ মূর্ত্তি ভক্ত শ্রীল স্বামীজীর অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। চাকদহ ষ্টেসনে বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীপাট যশড়া ও চাকদহের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন সপার্ষদ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি-মুখরিত নামসংকীর্ত্তনমধ্যে ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া যশড়া শ্রীপাটে শুভবিজয়কালে

কি যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ পরিবেশের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ভাগ্যবান্ জনমাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার ভক্তকে পাইয়া আজ আনন্দে আত্মহারা। কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ প্রকটিত হইল! মহাসঙ্কীর্ত্তন জয়ধ্বনি-মধ্যে শ্রীল মহারাজ শ্রীমন্দিরের বিগ্রহগণের সেবাধিকার স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ সেবক নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার এবং অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি বিষয়ে সেবাপারিপাট্য দর্শনে সমবেত সজ্জন ও মহিলাবৃন্দ সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মহামহোৎসবানুষ্ঠান ও প্রায় পাঁচ ছয় শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি দর্শনে সকলেই গ্রামবাসীর সেবোৎসাহ ও সেবকগণের সেবাকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-দাতা যশড়াশ্রীপাটবাসী-ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীপাঁচুঠাকুর মহাশয় এবং অন্যান্য বহু সজ্জন উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যশড়া শ্রীপাট চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। এই মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীরাধারঞ্জন ঘোষ মহাশয়, চাকদহের ডাক্তার শ্রীগৌরহরি দত্ত, শ্রীকমলকৃষ্ণ কর্ম্মকার, শ্রীহরিপদ বাবু প্রভৃতি সজ্জন যশড়া শ্রীপাটের সেবৌজ্জ্বল্য বিধান সম্পর্কে তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। উৎসব সমাপ্তির পর সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ তাঁহার অমৃতবর্ষিণী ভাষায় একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীপাট দর্শনার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০)

দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের পালপাড়া শ্রীপাটও ইহার নিকটেই অবস্থিত। তাঁহার সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল (মহাবাহু সখা)।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥ (ঐ ১১।৩২)।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও তাঁহার শ্রীপাট যশড়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যশড়া গ্রাম—নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেসন হইতে (বর্ত্তমানে শিয়ালদহ রাণাঘাট লাইনে) এক মাইলের মধ্যে। চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ও আদি ১৪শ পঃ দ্রষ্টব্য। যশড়া-শ্রীপাটের বিবরণে জানা যায় যে, জগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গৌহাটী অঞ্চলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা কমলাক্ষ—গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা-মাতা, উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। মাতাপিতার অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্য্যা 'দুঃখিনী' ও ভ্রাতা মহেশকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণব সঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। গৌরসুন্দর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যাইতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে নাম প্রচারকালে জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা ফলে জগন্নাথ-দেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া আধুনিক চাকদহ থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম হইতে এই জগন্নাথ মূর্ত্তি যশড়া গ্রামে একটি যষ্টিতে বহন করিয়া লইয়া আসেন। অদ্যাপি একটি যষ্টি জগদীশ পণ্ডিতের 'জগন্নাথ-বিগ্রহ আনা যষ্টি' বলিয়া যশড়ার সেবায়েতগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়া গ্রামে আগমনপূর্ব্বক সংকীর্ত্তনবিহার, হরিকথা কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

জগদীশ পণ্ডিত গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম—'রামভদ্র গোস্বামী।'

* * * মহাপ্রভু যখন যশড়ার জগদীশের গৃহ পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলেন, তখন দুঃখিনী গৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহাপ্রভু গৌর-গোপাল বিগ্রহরূপে যশড়া-গ্রামে দুঃখিনীর সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদবধি শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ (পীতবর্ণ দারুময়ী গোপাল মূর্ত্তি) তথায় সেবিত হইতেছেন।"

শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীবলরাম, শ্রীগৌর-গোপাল ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি এবং শ্রীদামোদর শালগ্রাম সেবিত হইতেছেন। শ্রীজগন্নাথকে বহন করিয়া আনিবার যষ্টিও আছেন। পূর্ব্বে গঙ্গাতটে বটবৃক্ষমূলে শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি সেবিত হইতেন। পরে কৃষ্ণনগরের মহারাজা একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর ঐ মন্দিরটি জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশ চন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী মোক্ষদা দাসী ১৩২৪ সালে বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। একটি প্রস্তর ফলকে উহা লিখিত আছে। মন্দিরটি গৃহাকৃতি। সম্মুখে নাতিবিস্তৃত একটি প্রাঙ্গণ।

গঙ্গা এখান হইতে এখন প্রায় এক ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় কিছুকাল যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া ভজন করিয়াছিলেন, পরে এস্থান হইতে কালনায় গিয়া বাস করেন। সময়ে সময়ে তিনি এখানে আসিতেন। তখন শ্রীমন্দিরের সেবাইত ছিলেন—শ্রীবিজয় চন্দ্র গোস্বামী, পরে সেবাইত হন—শ্রীললিত মোহন গোস্বামী, বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী উহাঁরই পুত্র। ইহাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁদের মাতুল গাঙ্গুলী বংশ।

মূল মন্দির, ভোগ মন্দির, সেবক খণ্ড ও একটি পাকা ইন্দারা আছে, ইহারই জলে শ্রীবিগ্রহের ভোগ রন্ধন করা হয়। একটি পাকা প্রাচীরও আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবের সময় শ্রীবিগ্রহ স্নান করাইবার জন্য একটি পুরাতন পাকা স্নান বেদী আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রার জন্য একটি পাকা দোলমঞ্চও আছে। স্নান-যাত্রার সময় একটি বড় মেলা হয়। অধুনা শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমান সেবাধ্যক্ষ শ্রীল স্বামীজী মহারাজ কর্ত্তৃকই ঐ মেলা পরিচালিত হইবে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি—পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। প্রতি বৎসর পৌষী শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের জন্মোৎসব এবং পৌষী শুক্লাতৃতীয়াতে তিরোভাব-উৎসব হয়। তিরোভাব উৎসবটিই বিপুলাকারে হইয়া থাকে।

খঞ্জ ভগবানের পুত্র—শ্রীরঘুনাথাচার্য্য শ্রীজগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের অধীনে বহু সম্পত্তি ছিল, এক্ষণে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সামান্যই আছে, তাহারই মধ্যে মন্দিরাদি ও মেলা বসিবার স্থান বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার শিষ্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীপাটের দৈনন্দিন সেবাপূজাদি করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ধানবাদে শ্রীল আচার্য্যদেবঃ—ধানবাদ সহরের অন্যতম বিশিষ্ট ধনাঢ্য ও ধার্ম্মিক সজ্জনবর শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিগত ৬ই আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার শিয়ালদহ পাঠানকোট এক্সপ্রেস-যোগে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া উক্ত দিবস অপরাহ্ণে ধানবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। ধানবাদ সহরের নাগরিকগণ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ষ্টেশনে

সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদবাবু তাঁহার গাড়ীতে স্বামীজীকে এবং ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দকে তিনটী মোটরযানে নিজ রমণীয় বাসভবনে লইয়া যান ও তথায় তাঁহাদের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বি, পি, আগরওয়ালা মহোদয়ের নবনির্ম্মিত সুমনোহর শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ শ্রীমন্দিরে, হিরাপুর শ্রীহরি-মন্দিরে, শ্রী আর, এন্ গণেরিওয়ালা মহোদয়ের বাসভবনে, শ্রী কে, জি চাওড়া মহোদয়ের বাসভবনে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বাবুর শ্রীহরিকথা শ্রবণে নিষ্কপট আগ্রহ ও রুচি লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। হরিপ্রসাদ বাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্র-বধূগণের সেবা-যত্ন ও সুমিষ্ট ব্যবহারে তিনি অতিশয় প্রীত হন। শ্রীযুক্ত বি, পি, আগরওয়ালা মহোদয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সুস্নিগ্ধ ব্যবহার ও ধর্ম্মানুরক্তি দেখিয়াও তিনি অতিশয় প্রীত ও উৎসাহিত হন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থদ্বয় শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিচরণ দাসাধিকারী (শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ, প্লিডার) প্রভুদ্বয়ের হার্দ্দী স্নেহ ও যত্ন সকলের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করে। শ্রী আর, এন্ গণেরিওয়ালা মহোদয়, তাঁহার পিতা ও তাঁহার বাটীস্থ সকলের শ্রীভগবদ্ভক্তিতে স্বাভাবিকী অনুরক্তি দেখিয়া সকলেই বিশেষ উল্লসিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রামানুসারে পাঁচ দিবস ধানবাদে অবস্থান করিয়া ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিচরণ দাসাধিকারী প্রভুর ইচ্ছাক্রমে তাঁহার বাটীতে হিরাপুরে কতিপয় দিবস অবস্থান করেন এবং হিরাপুর শ্রীহরি-মন্দিরে ও তাঁহার বাটীতে পাঠকীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিচরণ প্রভু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার বাটীস্থ সকলের আন্তরিক স্নেহ ও যত্নে তাঁহারা বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিচার ধারার প্রতি শুদ্ধভক্তিচরণ প্রভুর অগাধ নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাদের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার ঃ—হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন মহোদয় বিগত ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর রবিবার হায়দরাবাদস্থিত সুলতান বাজার শ্রীকৃষ্ণদেবরায় অন্ধ্র নিলয়মে তেলেগু সজ্জনগণের দ্বারা আহূত হইয়া এক বিশেষ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন। উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের কমার্স ও ইণ্ডাষ্ট্রী বিভাগের সেক্রেটারী শ্রী আই, জি, নাইডু, আই-এ-এস্। মিঃ সিস্টা সুব্বা রাও, মিঃ টি গজরাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট তেলেগু বক্তৃমহোদয়গণও বক্তৃতা করেন। তৎপরদিবস ২১ আশ্বিন সেকেন্দ্রাবাদ সহরে জেমসেদ হলে অন্য একটী সভাতেও ব্রহ্মচারীজী আহূত হইয়া বক্তৃতা করেন। সভায় মহবুব-নগর কলেজের প্রিন্সিপাল আদি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট ঃ—গত ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর সোমবার কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীদামোদরব্রতকালীন প্রাত্যহিক কৃত্যরূপে কীর্ত্তনাদি ও শ্রীমন্দিরপরিক্রমামুখে শ্রীনগর-সঙ্কীর্ত্তন সমাপনান্তে উক্ত দিবস প্রাতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-কৃত শ্রীগোপালের শ্রীঅন্নকূট উৎসব প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের বিচিত্র ভোগরাগের বিপুল আয়োজন হয়। শ্রীঅন্নকূট ভোগ দর্শনের জন্য শ্রীমঠে শত শত নরনারীর ভীড় হয়। সমবেত পাঁচ শতাধিক দর্শনার্থীগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ শ্রীগোবর্দ্ধন-তত্ত্ব ও পূজার মহিমা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর শ্রীমঠের

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়।

ডাঃ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন,—"শ্রীগোবর্দ্ধন-তত্ত্বের দুই স্বরূপ—তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং হরিদাসবর্য্য। সুতরাং শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা বলিতে শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ পূজা বুঝায়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ তাহাদের নিজ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের এবং অপরের স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ইন্দ্রিয় তোষণে ব্যস্ত। এই আত্মেন্দ্রিয়তোষণ বা বদ্ধজীবেন্দ্রিয়তোষণ ব্যস্ততাই জীবের বন্ধনের কারণ। শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা করিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়-তোষণে ব্যস্ত হইলে জীবের আত্মেন্দ্রিয়তোষণরূপ অসুবিধা সম্যকপ্রকারে বিদূরিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজাদি গোপগণের আয়োজিত ইন্দ্রযাগ বন্ধ করিয়া কর্ম্মাধীন দেবতান্তরের পূজার অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করতঃ ইন্দ্রযাগে সংগৃহীত দ্রব্যাদির দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি এক মূর্ত্তিতে 'আমিই পর্ব্বত' এইরূপ বলিয়া গোপগণের প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করতঃ নিজেই যে স্বয়ং গিরিরাজ গোবর্দ্ধন তাহা প্রদর্শন করিলেন। আবার অন্য মূর্ত্তিতে তিনি বাহিরে শ্রীগিরিরাজকে স্বয়ং প্রণাম করিয়া সকলকে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের প্রণাম শিক্ষা দিলেন এবং তৎপর গোপ-গোপীগণকে লইয়া গিরিরাজ পরিক্রমা করিলেন।

বর্ত্তমান কলিযুগে প্রেমিক ভক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র শ্রীঅনিরুদ্ধের পুত্র শ্রীবজ্র কর্তৃক স্থাপিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তিকে কুঞ্জ হইতে প্রকট করিয়া গোবর্দ্ধনোপরি স্থাপন করতঃ শ্রীগিরিধারী গোপালের মহাভিষেক ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।"

দক্ষিণ ভারত তীর্থ-পর্য্যটনে

শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ অশীতি মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিগত ৪ কার্তিক, ১৩৬৯, ২১ অক্টোবর, ১৯৬২ রবিবার শ্রীবহুলাষ্টমী তিথিবাসরে হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ বগীতে পুরী প্যাসেঞ্জারযোগে দক্ষিণ ভারত তীর্থ পরিক্রমায় শুভযাত্রা করিয়াছেন। সর্ব্বত্র নগর সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করা হইতেছে ও হইবে। দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে যে যে স্থানে এখনও পাদপীঠ মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, তত্তৎস্থানে পাদপীঠ মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্টাও এই তীর্থ-পর্য্যটনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ ৫ই কার্তিক ২২শে অক্টোবর প্রাতে বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে বাসযোগে রেমুণায় পৌঁছিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সমাধি ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করেন, ৬ই কার্তিক পূর্ব্বাহ্নে পুরীধামে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন এবং ৮ই কার্তিক পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া বিবিধ দর্শনীয়স্থানসমূহ দর্শন করেন, ৯ই কার্তিক ওয়ালটেয়ারে পৌঁছিয়া তথায় সিংহাচলমে শ্রীনৃসিংহমন্দির ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির দর্শন করেন। ওয়ালটেয়ার হইতে দুইদিন বিলম্বে তাঁহারা শ্রীঅন্নকূট উৎসব তথায় সম্পন্ন করিয়া ১৩ই কার্তিক কভুর যাত্রা করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪.৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২.২৫ (ভি, পি যোগে ২.৭৫), প্রতি সংখ্যা .৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকানুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রী চৈতন্য বাণী

অগ্রহায়ণ—১৩৬৯

২য় বর্ষ] কেশব, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [১০ম সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯। ২০ কেশব, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৬২। { ১০ম সংখ্যা

কপটতা ও দুর্ব্বলতা

"কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—বৈষ্ণবের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে পুষ্‌ব—লোককে জান্‌তে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা মাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যা'রা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করেছে, তা'দের মঙ্গল হ'বে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তাতে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। আমার মত সাধুর বেশ ধারণ ক'রে যদি কেহ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে যায়—'ত্রিদণ্ড' নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তা'হলে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলে—হরিভজনের নামে আর কিছু করলে! লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥" (ভাঃ ২।৭।৪২)

—শ্রীল প্রভুপাদ

আশ্রম-বিচার

"মানবের স্বভাব হইতে কর্ম্মের জন্ম হয়। মানবের আশ্রমে কর্ম্মের অবস্থিতি। যে মানব যে আশ্রমে থাকেন, সেই আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম অবস্থিত। অতএব বর্ণ ও আশ্রম ইহারা পরস্পর অনুস্যূত। কর্ম্মকে তজ্জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে। আশ্রম চারিপ্রকার :—

১। ব্রহ্মচর্য্য, ২। গার্হস্থ, ৩। বানপ্রস্থ, ৪। সন্ন্যাস।

ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার। সংযত-চিত্তে, শুদ্ধাচারসহকারে, অত্যন্ত বিনীতভাবে, নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক, গুরুকুলে বাস করতঃ যাবদধ্যয়নসমাপ্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

মুরারি গুপ্তের প্রশংসাস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে ;—

প্রতিগ্রহ না করে না লয় কা'র ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্বভরণ॥

গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ববর্ণের অধিকার। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়গণ কিয়ৎপরিমাণে উপযুক্ত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। বৈশ্যগণ পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যোপযোগী বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করতঃ গৃহস্থ হইয়া থাকেন। শূদ্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই গৃহস্থ হইতে পারেন। কোন্ ব্যক্তির কোন্ বর্ণধর্ম্মের অধিকার, তদ্বিষয়ে পিতা, কুলপুরোহিত, আর্য্যসমাজ, ভূস্বামী ইহারা অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইলেই প্রথমে সিদ্ধান্ত করিবেন। যে বালকের যে স্বভাব লক্ষিত হইবে, তাহাকে সেইরূপ অধ্যয়নাদিকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অধ্যয়নকার্য্যে যাহার নিতান্ত রতি নাই, অথচ সেবাকার্য্যে স্পৃহা ও দক্ষতা দেখা যায়, তাহাকে অধ্যয়নাদিকার্য্যে নিযুক্ত করা নিষ্ফল বিবেচনায় শূদ্রবোধে সেবাকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে দিবেন। গৃহস্থ হইলে প্রথমে অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অর্থোপার্জ্জনের উপায় ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ উপদিষ্ট আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, তন্মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে, এবং যজন, অধ্যয়ন ও দান দ্বারা তাহা সাংসারিক অবস্থায় ব্যয় করিবে। কর-শুল্কাদি গ্রহণ ও অস্ত্রব্যবসায় দ্বারা উপার্জন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ সংসারপালন ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য-দ্বারা বৈশ্যগণ ও ত্রিবর্ণের সেবা-দ্বারা শূদ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু নিতান্ত আপদ্ উপস্থিত না হইলে উক্ত তিন বর্ণ শূদ্রের ব্যবসায় করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করতঃ সন্তান উৎপন্ন করিবেন। পিণ্ডদান-দ্বারা পিতৃ-লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের পূজা, অন্নাদি-দ্বারা অতিথিসেবা, এবং সত্যব্যবহার-দ্বারা সর্ব্বভূতের অর্চ্চনা করিবেন। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণ কেবল গৃহস্থের সাহায্যে প্রতিপালিত হন, অতএব গৃহস্থ আশ্রম সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম। বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা সন্তানজন্মের সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহস্থ বনে প্রস্থানপূর্ব্বক বানপ্রস্থ আচরণ করিবেন। তথায় আপনার অভাব সর্ব্বতোভাবে সংক্ষিপ্ত করিবেন। ভূমিতে শয়ন, বৃক্ষবল্কলাদিদ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ, ক্ষৌরকর্ম্ম পরিত্যাগকরণ, মুনিবৃত্তি অবলম্বন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, যথাসাধ্য অভ্যাগত-সেবা, ফলমূল ভক্ষণ এবং নিভৃত বনে পরমেশ্বরের আরাধনা—এই সমস্ত বানপ্রস্থের কর্ম্ম। সর্ব্ববর্ণই বানপ্রস্থের অধিকারী।

সন্ন্যাস আশ্রমই চতুর্থাশ্রম। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষুক বা পরিব্রাজক বলে। পূর্ব্ব তিনটী আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ যখন নিতান্ত বৈরাগ্যপর, সংসারে মমতাশূন্য, সর্ব্বকষ্টসহিষ্ণু, তত্ত্বজ্ঞ, জনসঙ্গলিপ্সাশূন্য, ব্রহ্মপর নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি, দয়ালু, নির্মৎসর ও যোগযুক্ত হন, তখন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের অধিকার লাভ করেন। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কোন গ্রামে এক রাত্রের অধিক থাকিবেন না। কোন নগরে পঞ্চরাত্রের অধিক থাকিবেন না। কেবল উপযুক্ত স্থানে চাতুর্ম্মাস্য-বিহিত বিধিমতে মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিতে পারেন। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই আশ্রম স্বীকার করিতে পারিবেন না।

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তিরাই কোন আশ্রমযোগ্য নয়। তাহারা আশ্রমীদিগের অনুগ্রহে দিনযাপন করিবে। তাহাদিগের সাহায্য করা আশ্রমী-দিগের যথাসাধ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণশক্তি-সম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন, বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।

আলোচনা করিয়া দেখিলে, গৃহস্থ আশ্রমই একমাত্র আশ্রম। তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর তিনটী আশ্রম অবস্থিত হয়। মানবজাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভ করতঃ ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প তথাপি সেই সেই আশ্রমের কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মাধিকা[র] লক্ষিত হওয়ায়, ঐ সকল আশ্রমের পার্থক্য দর্শিত না হইলে সমাজ-জ্ঞানের তাত্ত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহস্থ আশ্রমের বিধিসকল বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। গৃহস্থ কি কি কার্য্য কোন সময়ে করিবেন ও কি কি কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তাহা সদাচার বলিয়া মনুগণ, ঋষিগণ ও প্রজাপতিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে আহ্নিক, পাক্ষিক, মাসিক ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বিধিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঐ সকল বিধি অনেক এবং দেশকাল বিবেচনায় রূপান্তর-যোগ্য।''

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

১৬।১১।৬১—আমরা শ্রীদ্বারকাধাম ষ্টেসনে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীনারায়ণ প্রভু, কেশব প্রভু ও আমি টাঙ্গাযোগে শ্রীভদ্র-কালী দেবীর মন্দির দর্শনার্থ গমন করি। শুনিলাম, এখানে দেবীর গোড়ালী পড়িয়াছে, ইহা ৫১ পীঠের অন্যতম একটী পীঠস্থান। ঐ মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাইতের নাম—শ্রীলক্ষ্মীশঙ্কর শর্ম্মা। আমরা তথা হইতে সমুদ্রতটবর্ত্তী শ্রীরুক্মিণী মন্দিরে গমন করি। এই মন্দিরটি অতি প্রাচীন, বহুকারুকার্য্যখচিত এবং সরকারবাহাদুরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। শ্রীরুক্মিণীদেবী চতুর্ভুজা তাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে গদা, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম বিরাজমান। স্কন্দপুরাণ, প্রহ্লাদ-সংহিতা, প্রভাসখণ্ড ও দ্বারকামাহাত্ম্যাদি গ্রন্থে নাকি এই শ্রীমন্দিরের প্রামাণিকতা দৃষ্ট হয়।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে শ্রীরুক্মিণী হরণ, শ্রীদুর্ব্বাসাপূজন, শ্রীরুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণকা আশ্বাসন, শ্রীরুক্মিণীকা তপস্বীজীবন, শ্রীচরণগঙ্গাপ্রাকট্য, শ্রীদুর্ব্বাসা আশ্রম প্রমুখ আলেখ্য সংরক্ষিত আছে। শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীনারায়ণদাস।

শ্রীরুক্মিণী মন্দির দর্শনান্তে ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিবার সময় আমরা পথিমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত (১০।৬৪ অঃ) কৃকলাসযোনিপ্রাপ্ত নৃগরাজার কৃকলাস কুণ্ড দর্শন করিলাম। একদা সাম্ব প্রদ্যুম্নাদি যাদবকুমার উপবনে ক্রীড়া করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণকালে কোন নিরুদক কূপে এক অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পান। পর্ব্বততুল্য ঐ প্রাণীটিকে কৃকলাস জ্ঞানে অতীব বিস্মিত ও কৃপার্দ্র হইয়া তাহাকে উদ্ধারার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চর্ম্মজাত ও তন্তুজাত রজ্জু দ্বারাও তাহাকে উঠাইতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি কূপসমীপে আসিয়া বামহস্তে অনায়াসে ঐ কৃকলাসটিকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকরকমলসংস্পর্শে নৃগনরপতি তাঁহার কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীভগবান তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও যাদবগণকে শুনাইবার নিমিত্ত সেই হীনযোনি প্রাপ্তির কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শ্রীভগবচ্চরণে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি ইক্ষ্বাকুপুত্র, নৃগনরপতি নামে প্রসিদ্ধ, দানশীলতার জন্য আমার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। আমি এক ব্রাহ্মণকে কতকগুলি ধেনু দান করিয়াছিলাম, ঐ ধেনুসকলের মধ্যে একটি ধেনু পলায়ন পূর্ব্বক আমার অজ্ঞাতসারে আমার অন্যান্য ধেনুর সহিত মিলিত হয়। আমি দৈবক্রমে ঐ ধেনুটি অন্য একজন ব্রাহ্মণকে দান করি। সেই ব্রাহ্মণ ঐ ধেনু লইয়া যাইবার সময় ধেনুর পূর্ব্বস্বামী ধেনুটিকে তাঁহার বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। বিপ্রদ্বয়ের মধ্যে তাহা লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। স্বার্থসাধক ও বিবাদশীল বিপ্রদ্বয় আমার নিকট আসিলেন। ধেনুর পূর্ব্বস্বামী আমাকেই ধেনুর অপহর্ত্তা ও পশ্চাৎ প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ আমাকে দাতা বলিতে লাগিলেন। আমি মহাসমস্যায় পড়িয়া উভয় বিপ্রকেই অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিলাম—'আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ধেনুটিকে পরিত্যাগ করুন, ইহার পরিবর্ত্তে আমি আপনাদিগকে লক্ষ ধেনু প্রদান করিব। আমি এ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞান, সুতরাং এ সঙ্কটে আপনারা আমাকে অশুচি নরকপাতরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করুন।' আমার এত অনুনয় সত্ত্বেও ধেনুর পূর্ব্বস্বামী 'আমি দান গ্রহণের ইচ্ছা করি না' এবং অপর ব্রাহ্মণও 'আমি অন্য অযুত ধেনু লাভ করিতে ইচ্ছা করি না' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে আমার প্রয়াণকাল উপস্থিত হইলে যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল। যমরাজ আমাকে প্রথমতঃ পাপফল বা পুণ্যফল ভোগ করিতে চাহি জিজ্ঞাসা করিলে আমি প্রথমে অশুভ ফলই ভোগ করিতে চাহি বলিলাম, তাহাতে যমরাজ 'তুমি এখান হইতে পতিত হও' এইরূপ আদেশ করিলে আমি পতনকালেই নিজেকে কৃকলাসরূপে দেখিতে পাইলাম। হে ভগবন্, আপনার কৃপায় আমার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আপনার দর্শন ও স্পর্শন লাভ অতীব আশ্চর্য্যজনক। আমি যেখানেই থাকি, সেখানেই যেন আপনার পাদপদ্মচিন্তায় আমার চিত্ত অসক্ত থাকে, ইত্যাদি স্তবস্তুতি পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার অনুমত্যনুসারে সর্ব্বসমক্ষে দিব্যবিমানারোহণে নিজ-প্রার্থিত দেবগতি অর্থাৎ স্বর্গলোক লাভ করিলেন। নৃগরাজার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ স্বয়ং রাজন্যবর্গকে ব্রহ্ম-স্বাপহরণরূপ মহদপরাধ হইতে সাবধান করিলেন। জ্ঞানতঃ ত' কথাই নাই, অজ্ঞানতঃও ব্রহ্মস্ব অপহৃত হইলে অপহর্ত্তাকে অবশ্যই অধঃপতিত হইতে হয়। হলাহল বিষেরও বরং প্রতিকার আছে, কিন্তু ব্রহ্মস্ববিষের আর কোন প্রতিকার নাই। বিষ কেবল ভোক্তাকে বিনষ্ট করে, অগ্নি জলদ্বারা প্রশমিত হয়, কিন্তু 'ব্রহ্মস্বারণিপাবক' অর্থাৎ 'ব্রহ্মস্ব'রূপ কাষ্ঠজাত অগ্নি বংশকে সমূলে বিনষ্ট করে। সম্যগ্‌রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণের ধন ভোগ করিলে তিন পুরুষ বিনষ্ট হয়, পরন্তু বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে পূর্ব্ব ও

পরবর্ত্তী দশ দশ পুরুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অহঙ্কারবলদৃপ্ত ধনমদমত্ত ব্রহ্মস্বাপহারী স্বেচ্ছাচারী রাজগণ এবং তাঁহাদের বংশীয়গণ হৃতসর্ব্বস্ব বিপ্রগণের অশ্রুবিন্দু যত সংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, তত বৎসর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিজপ্রদত্ত বা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি অপহরণ বরে, সে ষষ্টিসহস্র (৬০০০০) বৎসর যাবৎ বিষ্ঠা-মধ্যে কৃমিরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

—ভাঃ ১০।৬৪।৩৯

মানব ব্রহ্মস্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া অল্পায়ুঃ, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের উদ্বেগজনক সর্পযোনি লাভ করে। হে আমার আত্মীয়গণ, তোমরা অপরাধী ব্রাহ্মণকেও উৎপীড়িত করিও না। ব্রাহ্মণ কাহাকেও হনন বা অভিশাপ প্রদান করিলেও তাহাকে সর্ব্বদা প্রণাম করিবে। আমার ন্যায় তোমরাও সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিও। যে ইহার অন্যথা করিবে, সেই আমার নিকট দণ্ডভাক্ হইবে।

"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥
যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ।
তথা নমত যূয়ঞ্চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্॥"

—ভাঃ ১০।৬৪।৪১-৪২

"ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্ত্তারং পাতয়ত্যধঃ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব॥"

—ভাঃ ১০।৬৪।৪৩

—ব্রাহ্মণের ধেনু এই নৃগরাজাকে যেরূপ অধঃপাতিত করিয়াছে, অজ্ঞানবশতঃ অপহৃত ব্রাহ্মণার্থও তদ্রূপ অপহর্ত্তাকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মস্বাপহরণ সম্বন্ধে উপরি উক্ত 'স্বদত্তাং পরদত্তাং বা' ইত্যাদি শ্লোকে যেমন সাবধান করা হইয়াছে, দেবস্ব ও ব্রহ্মস্ব উভয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৭শ অধ্যায়ে বিশেষভাবে সাবধান করা হইয়াছে,—

"যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুগবর্ষাণামযুতাযুতম্॥
কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্॥"

—ভাঃ ১১।২৭।৫৪-৫৫

—"যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেবতা-ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ব্যক্তি অযুত অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ঠাভোজী কৃমির জন্ম লাভ করিয়া থাকে।"

"অপহরণকারী পুরুষের ন্যায় তদ্‌বিষয়ে যাহারা সহকারী, প্রযোজক ও অনুমোদক, তাহারাও উক্ত কর্ম্মের সমফলভাগী বলিয়া পরলোকে অপহরণকারিপুরুষের সমান ফলই লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মের আধিক্যানুসারে সহকারিপ্রভৃতিরও ফলভোগ অধিকই হইয়া থাকে।"

ভগবৎপূজার্থ ধনক্ষেত্রাদি দানের যেমন বিবিধ ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অপহরণকারীরও তদ্রূপ বিষময় ফলের কথা শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে কথিত হইয়াছে। অপহর্ত্তার ন্যায় তাহার সহকারী, প্রযোজক ও অনুমোদকও সমফলভাগী হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে রাজারা বা জমিদারগণ অনেক মঠ মন্দির শ্রীবিগ্রহসেবা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমতঃ স্ব স্ব ভক্তি অনুযায়ী ঐ সকলের সেবা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারে, তদুপযোগী ভূসম্পত্তি বা অর্থাদির ব্যবস্থা করিয়া যান। কিন্তু পরবর্ত্তিসময়ে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বা অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিকর্ত্তৃক ঐ সকল সম্পত্তি বা অর্থাদি অপহৃত বা লুণ্ঠিত হইয়া সেবাপূজাদি পরিচালনব্যাপারে চরম দুরবস্থা আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাচীন মঠমন্দিরসমূহের ধ্বংসপ্রায় অবস্থা ও সেবাপূজার শোচনীয় পরিণাম দেখিলে কোন ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তিমান ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। ঠাকুর সেবার জন্য ব্যবস্থাপিত অর্থ বিত্ত সম্পত্ত্যাদি দেবস্ব কিভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ তাৎপর্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে! ধন্য যুগ প্রভাব!!

গোমতী গঙ্গার দক্ষিণপারে আমাদের আর যাওয়া হয় নাই। শুনিলাম ঐ পারে পাঁচটি কূপ আছে, তাহার জল ভাল। একরূপ পাথর আছে, তাহা ফাঁপা, জলে ভাসে। ঐ পারে ঐরূপ একটি জলে ভাসমান পাথর দেখান হয়। শ্রীবলদেবদাস বৈরাগী নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার দেহ রক্ষার সময় ঐ স্থানটির ভার পাণ্ডাদের হাতে দিয়া যান।

দ্বারকানাথের মূল মন্দির অনেক কাল বৌদ্ধগণের হস্তে ছিল, পরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ শ্রীমন্দির সেবার ভার গ্রহণ করেন বলিয়া শুনিলাম। অনেকে বলেন—এই মন্দির ও পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন শ্রীরুক্মিণী মন্দির শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ পুত্র শ্রীবজ্রের স্থাপিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণপূজা স্মার্ত্ত মতে হইয়া থাকে। শুনিলাম—পূজারী শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ানুগত, শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের মত তিলক ধারণ করিলেও বৈষ্ণবোচিত বিচার অনুসরণ করেন না। দ্বারকাধীশের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে পৃথগ্‌ভাবে শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীসত্যভামা শ্রীশারদা মঠে বিরাজিত বলিয়া শুনিলাম। অবশ্য দ্বারকাধীশ একাকী থাকেন। তাঁহার মহিষীগণ পৃথক পৃথক মন্দিরে বিরাজিত।

বেটদ্বারকা—দ্বারকা ষ্টেসনে প্রসাদ পাওয়ার পর ঐ ১৬।১১।৬১ তারিখে আমরা বেলা ২।। টায় ওখা যাত্রা করি। অপরাহ্ণ ৪।। ঘটিকায় ওখা ষ্টেসনে পৌঁছিয়া আমরা নৌকাযোগে সমুদ্র পার হইয়া বেটদ্বারকায় গমন করি। পার হইতে ১৫ মিনিট লাগিয়াছিল। যাঁহারা কখনও সমুদ্রযাত্রা করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সমুদ্রবক্ষে নৌকাযোগে ভ্রমণ অভিনব আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। সমুদ্রে তেমন উত্তাল তরঙ্গ না থাকায় এবং সঙ্গে বহু লোক থাকায় ভয়ের কারণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যাত্রিগণ কেহই বিশেষ ভয় পান নাই, বিশেষতঃ মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সুললিত সংকীর্ত্তনে সকলেই প্রচুর মনোবল লাভ করিয়াছিলেন। পার হইয়া বেটদ্বারকায় পৌঁছিলে যাত্রী পিছু ।০ চারি আনা করিয়া প্রত্যেককেই পুলিশ-ট্যাক্স দিতে হয়। আনন্দের বিষয় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ত্যাগী ভক্তগণকে কোন ট্যাক্স দিতে হয় নাই। পূর্ব্বে নাকি ১।০ পাঁচ সিকা করিয়া ভেট দিতে হইত। এক্ষণে জামনগরের মহারাজ উক্ত ভেট কমাইয়া ।০ করিয়া দিয়াছেন। কেহ বলেন—'বেট' শব্দে দ্বীপ, কেহ বলেন—উক্ত ভেট দিতে হওয়ায় 'ভেট' শব্দের অপভ্রংশ ভাষায় 'বেট' হইয়াছে। যাহা হউক 'বেট' শব্দের দ্বীপ অর্থও সমীচীন মনে হয়, কেননা ইহার চতুর্দ্দিকেই সমুদ্র। এই বেট-দ্বারকাই শ্রীভাগবত-প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন শঙ্খোদ্ধার তীর্থ। ইহাই শঙ্খাসুর বধস্থান। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ, ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ—সর্ব্বত্র বিবিধ মহোৎপাত সমুত্থিত দর্শনে সুধর্ম্মানাম্নী নিজ সভায় উপবিষ্ট যাদবগণকে বলিতে লাগিলেন—

"এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্বত্যাং যমকেতবঃ।
মুহূর্ত্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ॥
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী॥"

—ভাঃ ১১।৩০।৫-৬

অর্থাৎ হে যদুপুঙ্গবগণ! দ্বারকায় সম্প্রতি যমপতাকা-সদৃশ মৃত্যুসূচক এই সকল ঘোরতর মহোৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং অতঃপর মুহূর্ত্ত কালও আমাদের এস্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ এস্থান হইতে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুন। আমরা যেস্থানে পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী বিরাজমানা সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিব।

শঙ্খাসুর-বধ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ ৪৫ তম অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে—শ্রীবসুদেব যদুবংশের পুরোহিত গর্গমুনি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদ্বারা যথাবিধি শ্রীরামকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিলে লীলাময় শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুকুলে বাসার্থ কাশীদেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুসন্নিধানে গমন করিলেন। নিখিল জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান্ লোকশিক্ষার্থ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে গুরুসেবার মহদাদর্শ প্রদর্শন করিতে করিতে চতুঃষষ্টি (৬৪) অহোরাত্রমধ্যে চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যার অভ্যাস করিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণার্থ

আচার্য্যকে প্রলোভিত করিলেন। শ্রীগুরুদেব সান্দীপনি মুনিবর তাঁহার পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে নিমগ্ন স্বীয় মৃত পুত্র মধুমঙ্গলকেই দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করিলেন। মহাশিবক্ষেত্র প্রভাসে উক্ত মুনিপুত্র বালোচিত ক্রীড়াপরবশ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সমুদ্র-জলমগ্ন হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেবের প্রার্থনানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাসে মহাসমুদ্রতটে উপস্থিত হইলে সমুদ্র পূজাসম্ভারসহ উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জলনিমগ্ন গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সমুদ্র বলিলেন—"হে প্রভো, আমি আপনার গুরুপুত্রকে হরণ করি নাই, আমার গভীর জলমধ্যস্থ শঙ্খরূপধারী পঞ্চজন নামক অসুরভাবাপন্ন এক মহাদৈত্য আছে, নিশ্চয়ই সে আপনার গুরুপুত্রকে হরণ করিয়াছে।" এই কথা শ্রবণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই অসুরকে বিনষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু তাহার উদরমধ্যে গুরুপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। তবে সেই অসুরশরীরজাত শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে শ্রীবলরামসহ যমরাজের সংযমনীপুরীতে উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। শ্রীযমরাজ সসম্ভ্রমে ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিয়া পরম ভক্তিভরে তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা বিধানপূর্ব্বক আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীভগ-বান্ নিজকর্ম্মানুসারে তৎপুরে আনীত গুরুপুত্রকে তদা-জ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে যমরাজ গুরুপুত্রকে তাঁহাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। নিজ নিত্যলীলা-পরিকর মধুমঙ্গলের উদ্ধার সাধন, পাঞ্চজন্য শঙ্খোদ্ধার এবং সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করাইয়া কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবানের সর্ব্বনারকীয় জীবকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে প্রেরণ প্রভৃতি কত কার্য্য তাঁহার! লীলাময় শ্রীহরির লীলা দুরবগাহ। আবার শ্রীবরুণের পিতা নন্দমহারাজকে আকর্ষণের ন্যায় শ্রীযমরাজেরও ভগবদ্দর্শনলালসায় তাঁহার গুরুপুত্রাকর্ষণ জ্ঞাতব্য। অতঃপর যমরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুত্রকে শ্রীগুরুদক্ষিণা-স্বরূপে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক গুরুদেবকে পুনরায় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গুরুদেব বলিলেন—'হে বৎস, তোমরা উভয়ে যথাযথ গুরুদক্ষিণা সম্পাদন করিয়াছ। তোমাদের ন্যায় পূর্ণ পুরুষের গুরুর আর কোন্ অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিতে পারে? তোমরা এক্ষণে স্বগৃহে গমন কর। তোমাদের লোক-পাবনী কীর্ত্তি লাভ হউক। ইহজন্মে ও পরজন্মে তোমাদের মৎসকাশে অধীত বেদশাস্ত্রসকল সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুক'—

"গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্ত্তির্ব্বামস্তু পাবনী।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্তিহ পরত্র চ॥"

ভাঃ—১০।৪৫।৪৮

শ্রীগুরুদেবের অনুমতি অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ রথারোহণে নিজপুরীতে আগমন করিলেন।

বেটদ্বারকা গোমতীদ্বারকা হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী কচ্ছ উপসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বারকা হইতে ওখা ষ্টেসন ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী। 'মূল দ্বারকা' বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থানটি পোরবন্দর হইতে ১৬ মাইল দূরে বিসবাড়া গ্রামে অবস্থিত। ইহার মূলত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে ৭ম সংখ্যায় (১৫০ পৃঃ ৩য় অনুচ্ছেদে) উল্লেখ করিয়াছি। ঐস্থানে শ্রীরণছোড় রায়জীর মন্দির আছে।

আমরা বেটদ্বারকায় শ্রীদ্বারকাধীশের মুখ্যমন্দিরের প্রথমকক্ষে (১) শ্রীরণছোড়রায়জীর প্রাচীনমূর্ত্তি দর্শন করি। ইঁহার দক্ষিণ নিম্নহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে গদা, বাম উর্দ্ধ-হস্তে চক্র এবং বাম নিম্নহস্তে শঙ্খ বিদ্যমান। শ্রীসিদ্ধার্থ-সংহিতা মতে ইনি পদ্মগদাচক্রশঙ্খধর শ্রীত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ইঁহাকেই শ্রীদ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীরণছোড়রায়জী বলা হয়। (২) শ্রীদ্বারকাধীশের বামকক্ষেও পদ্মগদাচক্র-শঙ্খধর শ্রীত্রিবিক্রম রায়জী এবং (৩) শ্রীবলরাম আছেন। সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে (৪) শ্রীআদ্যাশক্তি অম্বাজী (৫) শ্রীমাধব রায়জী (শ্রীবেণীমাধব—চতুর্ভুজ), (৬) শ্রীদেবকী-মাতা, (৭) শ্রীপুরুষোত্তম রায়, (৮) শ্রীদ্বারকা-ধীশের দক্ষিণদিকে শ্রীকল্যাণরায় প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি। দ্বারকাধীশের বামে একটি ছোট মূর্ত্তি দেখিলাম, ইনি তাঁহার উৎসবমূর্ত্তি। আরতির সময় শ্রীদ্বারকাধীশের সম্মুখে একটী শ্রীগরুড় মূর্ত্তি রক্ষা করা হয়।

স্থানীয় পাণ্ডাজী শ্রীবল্লভাচার্য্যজীপ্রকটিত শ্রীবেট-দ্বারকা রাজধানী বলিয়া একটি মহল আমাদিগকে দেখান। এস্থানে নাকি শ্রীসুদামা বিপ্র কৃষ্ণকে ভেট করেন। এজন্য ইহাকে অন্তঃপুর বলা হয় এবং এই জন্যই ইহা ভেট বা বেটদ্বারকা। এখানে মহিষীদিগের গৃহ বর্ত্তমান। দ্বারকাধাম এই অন্তঃপুরের দরবারগৃহ-স্বরূপ। যাহা হউক এ সকল গৃহের প্রাচীনত্ব কিছুই না থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত লীলাসমূহের স্মারক বলিয়া আদরণীয়। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের সহিত শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দিরের সেবাইতের অনেক আলাপ হয়। অতঃপর আমরা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজী, শ্রীবালকৃষ্ণলালজী, শ্রীগরুড় প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির হইতে প্রায় পৌনে এক মাইল দূরবর্ত্তী শঙ্খোদ্ধার তীর্থ দর্শনে যাই। তথায় শ্রীশঙ্খ-নারায়ণজীর শ্রীমন্দির ও শ্রীশঙ্খোদ্ধার কুণ্ড দর্শন করি। কুণ্ডজলে সকলেই আচমনাদি করিলাম। কেহ কেহ স্নানও করিলেন। ইহাকে নিষ্পাপ সরোবরও বলে। জলটি বেশ স্বচ্ছ ও মিষ্ট। শঙ্খোদ্ধারতীর্থ হইতে শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমরা শ্রীরণছোড়-তালাও বলিয়া একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দর্শন করিলাম। শুনিলাম—উহা জামনগরের মহারাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আমরা শ্রীদ্বারকাধীশমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতেই সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথমে শ্রীদেবকীমাতার, পরে শ্রীরণছোড়রায়জীর, তৎপরে শ্রীবলদেবজী ও সর্ব্বশেষে শ্রীলক্ষ্মীজী বা শ্রীরুক্মিণীজিউর আরতি হয়। আরতি দর্শনান্তে আমরা পুনরায় নৌকাযোগে ওখা প্রত্যাবর্ত্তন করি। সমুদ্র পার হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, প্রায় ১ ঘণ্টা হইবে। দুই নৌকায় আমরা ৮৪ মূর্ত্তি ছিলাম। প্রত্যেক যাত্রীকে ।০ চারি আনা করিয়া নৌকা ভাড়া দিতে হইয়াছিল। আরতি দর্শনকালে শ্রীরমেশ চন্দ্র শঙ্করলাল ঠাকুর বলিয়া এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। তিনি শ্রীওঙ্কারনাথ জীর শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম অমলানন্দ।

বেটদ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণমোহন, প্রদ্যুম্নমন্দির, রণছোড়জীর মন্দির, ত্রিবিক্রম (টিকমজীর) মন্দির এবং শ্রীরুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি বহু মহিষীর মন্দির দর্শনীয় আছে। কিন্তু উল্লিখিত কএকটিমুখ্যস্থান ব্যতীত অন্য কিছু দর্শনের সময় আমাদের ছিল না। অবশ্য মন্দিরগুলি সমস্তই আধুনিক, তথাপি লীলাস্মারক বলিয়া তাঁহারা সকলেই আদরণীয় সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

(২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ২১১ পৃষ্ঠার পর)

(ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ)

পূর্ব্ব সংখ্যায় (৯ম সংখ্যায়) পরমেশ্বর কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি (অপর নাম চিচ্ছক্তি) ও তাহার বৃত্তিত্রয়—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই শক্তি কিরূপ বস্তুতে প্রকাশিত হয়? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি স্বপ্রকাশ এবং উহার বৃত্তিসমূহও স্বপ্রকাশ—অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। স্বরূপশক্তি কিংবা তদন্তর্গত সন্ধিন্যাদি বৃত্তিসমূহের দ্বারা পরমেশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেন, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করেন [যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে অন্য কোন বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি নিজে উদিত হইয়া নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অন্যবস্তুকেও প্রকাশ করেন]। এই শক্তি বা শক্তির সন্ধিন্যাদি বৃত্তির যাহাতে পরিণতি অর্থাৎ

যাহাতে এই শক্তি পরিপূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হন, তাহাকে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' বলা হইয়াছে। উহাতে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই—এজন্য উহাকে 'বিশুদ্ধ বলা' হয়। শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, ধাম, পরিকরাদি নিত্যকাল বিশুদ্ধসত্ত্ব। সাধক জীবের যখন ভজন-প্রভাবে এবং সাধু গুরু ও ভগবৎ কৃপায় চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাঁহার চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই বিশুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী যুগপৎ অভিব্যক্ত থাকিলেও উহাদের অভিব্যক্তির তারতম্য থাকে। কোন বিশুদ্ধ সত্ত্বে সন্ধিন্যাদি তিনটী বৃত্তিই সমানভাবে অভিব্যক্ত হয়, আবার কোন বিশুদ্ধসত্ত্বে একটী বা দুইটী বৃত্তি অধিকতর ভাবে অভিব্যক্ত হয়। সন্ধিনীর পরিণতি অর্থাৎ যে বিশুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনী পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত (সন্ধিনীর সার) তাঁহারাই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, মাতৃপিতৃস্থানীয় পরিকরগণ, তাঁহার শয্যা, সিংহাসনাদি আসন, ছত্র, গৃহ ইত্যাদি।

"সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম" (চৈঃ চঃ)। 'শুদ্ধসত্ত্ব' শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামস্থল অর্থাৎ এইরূপ শুদ্ধসত্ত্বে তিনি লীলারস আস্বাদন করিয়া সুখে অবস্থান করেন।

ভাগবতেও উক্ত আছে—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ॥

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ হৃদয়ই 'বসুদেব' শব্দে অভিহিত হয়েন, যেহেতু (যৎ) তাহাতে (তত্র) আবরণশূন্য (অপাবৃত) পুরুষ (পুরুষোত্তম ভগবান) প্রকাশিত হন (ঈয়তে)।

বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি, সেজন্য ইহাতে প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ নাই (এজন্য বিশুদ্ধ বলা হইয়াছে)। ইহাকে বসুদেব নাম দেওয়া হইয়াছে কেন? যেহেতু (যৎ) শ্রীভগবান্ ইহাতে আবরণশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ 'স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত স্বপ্রকাশশক্তিলক্ষণযুক্ত অবস্থায়, ইহাতে প্রকাশিত হন। শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কিন্তু অধোক্ষজ অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞান (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান) এর অতীত পুরুষোত্তম। সেজন্য প্রাকৃত গুণসম্পন্ন কোন বস্তুর নিকট তিনি প্রকাশিত হন না, একমাত্র বিশুদ্ধ সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণে নিত্য প্রকাশমান। প্রাকৃত সত্ত্বে রজস্তমোগুণ সংমিশ্রিত থাকে। যদি কখনও রজস্তমোগুণ-স্পর্শশূন্য-প্রায় অবস্থাও প্রাপ্ত হয়, তাহাতে প্রাকৃত সত্ত্বগুণ স্বচ্ছপদার্থ হইতে পারে—উহার ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের প্রতিফলন সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু উহা অপ্রাকৃত শ্রীভগবান্‌কে আধাররূপে ধারণ করিতে পারে না। দর্পণ স্বচ্ছ পদার্থ হইলেও তাহাতে প্রতিফলন মাত্র সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বস্তু প্রকাশিত হইতে পারে না—স্বচ্ছদর্পণের আবরণ থাকিয়া যায়। শ্লোকটীতে "তত্র ঈয়তে" বলা হইয়াছে—অর্থাৎ তাহাতে প্রকাশিত হন—ভগবান প্রতিফলিত হন একথা বলা হয় নাই। ভগবানের 'প্রতিফলন' এবং 'প্রকাশ' এক কথা নহে।

'বসুদেব' শব্দটী বিশুদ্ধ সত্ত্বের একটা নাম। 'বসু' অর্থাৎ যাহাতে বসেন (প্রকাশিত হন), 'দেব'—দীপ্তিময় সুতরাং বসুদেব = দীপ্তিময় বসতিস্থল। মথুরায় কংস-কারাগারে আনকদুন্দুভিতে শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার আর একটী নাম 'বসুদেব'। ভগবৎপরিকরগণের বিগ্রহও শুদ্ধসত্ত্বময়।

অধোক্ষজ শ্রীভগবান সেবোন্মুখ ভক্তের নিকট কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত হন। কঠ শ্রুতিতে আছে, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ —সুতরাং যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন এবং তাঁহার নিকটই শ্রীভগবান্ নিজ তনু প্রকটিত করেন।

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিতে যে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী তিনটী বৃত্তি আছে এবং উহা একমাত্র শ্রীভগবানেই আছে তাহার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥"

—"হে ভগবন্, তোমার মুখ্যা অর্থাৎ স্বরূপভূতা 'একা' হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিন প্রকার বৃত্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত (সর্ব্বসংস্থিতৌ) তোমাতেই অবস্থিত (অর্থাৎ জীবের মধ্যে নাই) এবং হ্লাদকরী (অর্থাৎ প্রাকৃত মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয়বিয়োগ-হেতু মানসিকদুঃখদায়িনী তামসী) এবং মিশ্রা (অর্থাৎ মানসিক প্রসন্নতা ও তামসিক দুঃখ এই উভয় মিশ্রিত রাজসী), এই তিনটী বৃত্তি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণবর্জিত তোমাতে নাই (জীবে আছে)।"

হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সংবিৎ—স্বরূপ শক্তির এই তিনটী বৃত্তি একমাত্র শ্রীভগবানেই আছে। প্রাকৃত জীবে মায়িক সত্ত্বগুণের প্রভাবে চিত্তের প্রসন্নতা দেখা যায়—মায়িক বস্তু হইতে যে প্রসন্নতা বা আনন্দ পাওয়া যায়, উহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত—হ্লাদিনী হইতে উদ্ভুত নহে। মায়িক তমোগুণের প্রভাবে জীবের মধ্যে ধন, সম্পৎ, পুত্র, কলত্রাদির বিয়োগহেতু মানসিক তাপ দেখা যায় এবং মায়িক সত্ত্ব এবং তমঃ গুণ—উভয়ের সংমিশ্রণে জীবের মধ্যে বিষয়জনিত সুখ ও দুঃখ দুইই দেখা যায়।

এখানে শ্রীভগবান্‌কে 'সর্ব্বসংস্থিতৌ'—অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে অথচ বলা হইতেছে যে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিন বৃত্তি তাঁহারই মধ্যে, প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ তাঁহাতে নাই। এখানে বুঝিতে হইবে যে হ্লাদি-ন্যাদি বৃত্তি তাঁহার স্বরূপগত বা অভিন্ন এবং সত্ত্বাদি বৃত্তি তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তির বৃত্তি, সুতরাং উভয় প্রকার বৃত্তিরই আশ্রয় তিনি, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ঐসকল প্রাকৃতগুণময়ী বৃত্তির সহিত তিনি অযুক্তভাবে অবস্থান করেন—

'এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে' (ভাঃ)

জীবের মধ্যে হ্লাদিন্যাদি বৃত্তিযুক্ত স্বরূপশক্তি নাই উপরি উক্ত বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী-পাদ শ্লোকস্থ 'একা' শব্দের অর্থ করিতেছেন—"একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ"—অর্থাৎ এই স্বরূপ-শক্তি অব্যভিচারিণীভাবে তাঁহার স্বরূপভূতা—তাঁহার স্বরূপেই অবস্থান করেন, অন্যত্র থাকেন না।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও বলিতেছেন—(হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্‌রূপা স্বরূপশক্তি) সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়ি এব, ন তু জীবেষু। জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি" (ভগবৎ সন্দর্ভঃ)

জীব সম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ বলিতেছেন—'জীবশক্তি-বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশো ন তু শুদ্ধস্য' (পরমাত্ম সন্দর্ভঃ) অর্থাৎ জীব জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ—শুদ্ধকৃষ্ণের অংশ নহে। শ্রীভগবানের তিন শক্তির কথা বলা হয়—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। আবার জীবকে শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশও বলা হয়। উহাতে বুঝা যায় যে, জীব স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ নহে (যাঁহারা ঐরূপ অংশ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের 'স্বাংশ' বলা হয়—ভগবৎ-স্বরূপগণই তাঁহার স্বাংশ)। জীব ভগবানের স্বাংশ নহে—জীবে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়া জীবকে স্বাংশ না বলিয়া বিভিন্নাংশ বলা হইয়াছে। 'স্বাংশ বিস্তার—চতুর্ব্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥' 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা' (বিষ্ণুপুরাণ) শ্লোকে স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি তিনটী পৃথকশক্তির কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং জীবশক্তি (ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি) একটী পৃথক শক্তি—উহা অপর দুই শক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। জীব এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ—জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে তাহাতেও বুঝা যায় উহা স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে—উভয়শক্তির মধ্যস্থিতা শক্তি। জীবপাদ এজন্য বলিতেছেন 'তত্তটস্থত্বঞ্চ উভয় কোটাব-প্রবিষ্টত্বাৎ' (পরমাত্মসন্দর্ভঃ)—উভয় কোটিতে (অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তিতে প্রবিষ্ট না হওয়ার জন্য উহার তটস্থত্ব বুঝিতে হইবে। যাহাতে স্বরূপশক্তি বিদ্যমান সেখানে মায়া প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীভগবানে স্বরূপ-শক্তি, সেজন্য মায়া 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া (ভাঃ ২।৫।১৩)'—মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতেই

লজ্জিত হয়েন—সেজন্য ভগবানের লীলাস্থলাদির বাহিরে অবস্থান করেন—উহা ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রভাব। শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত 'ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি'—যে সত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় তেজের প্রভাবেই কুহককে (মায়াকে) দূরে অপসারিত করিয়াছেন। এখানে ধাম্না শব্দের অর্থ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন 'স্বরূপশক্ত্যা।'

চিৎকণ জীব মায়া কর্ত্তৃক কবলিত হওয়ার যোগ্য যদি জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তি থাকিত, তবে মায়া জীবের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিত না।

উপরি উক্ত আলোচনায় বুঝাগেল যে, জীবের মধ্যে হ্লাদিনী বৃত্তি নাই। অথচ শ্রুতিতে বলা হইতেছে "ভক্তি-বশঃ পুরুষঃ" (মাঠর শ্রুতি)। শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার জন্য ভক্তিরূপ বস্তুটী মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নাই, শুদ্ধজীবেও নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন হ্লাদিনীই ভগবানকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই হ্লাদিনী থাকেন শ্রীভগবানে—জীবে নহে অথচ শ্রীভগবান্ ভক্তজীবের চিত্তস্থিত ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া 'ভক্তিবশ' হইয়া পড়েন। শ্রুতিবাক্যের সত্যতা ও মর্য্যাদা রক্ষণের জন্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ যুক্তিদ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—যে ভক্তের চিত্ত ভজনপ্রভাবে ও সাধুগুরুকৃপায় মালিন্যমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, উহাতে শ্রীভগবানই তাঁহার স্বরূপশক্তিমধ্যে অবস্থিত হ্লাদিনীবৃত্তিকে ঐ ভক্তচিত্তে নিক্ষেপ করেন। তখন ভগবৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনী প্রীতি বা ভক্তিরূপে পরিণত হয় এবং উহাই তখন শ্রীভগবানের আস্বাদ্য হয়। এইরূপে সঞ্চারিত হ্লাদিনী বৃত্তিই ভক্ত-হৃদয়ে বৈচিত্র্য ধারণ করায় শ্রীভগবান্‌কে পরমচমৎকারিতা পূর্ণ প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া থাকে। শ্রীজীবপাদ প্রীতিসন্দর্ভে বলিতেছেন 'শ্রুত্যর্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি॥'

অর্থাৎ সেই হ্লাদিনীরই কোন এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি সর্ব্বদা ভক্তসমূহের চিত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ প্রীতি নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। শ্রীভগবানও এই প্রীতি অনুভব করিয়া ভক্তগণের প্রতি সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হন। শ্রীল জীবপাদের এইরূপ যুক্তিকে শ্রুতার্থাপত্তি * প্রমাণ বলা হয়।

[ক্রমশঃ]

যুগসমস্যায় মহাপ্রভু

(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পণ্ডা)

আজ হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন কলিযুগপাবনাবতারী প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ, বাংলার ভাগীরথীর কূলে কীর্ত্তনরত নদীয়ায়, পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল সন্ধ্যায়, শ্রীশচী-জগন্নাথের ঘরে। সমাজের সকল নীচতার বেদনা তিনি ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন, ধনী-দরিদ্রে বৈষম্যক্লিষ্ট সমাজের সকল নর-নারীকে অধ্যাত্ম ভূমিকায় এক অপূর্ব্ব সাম্যনীতির পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, প্রতি গৃহে গৃহে ভক্তগণকে প্রেরণ

---

* যেখানে শ্রুতি কোন তত্ত্বের অন্যপ্রকারে অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সেখানে শ্রুতি বাক্যের সত্যতা ও মর্য্যাদা রক্ষণের জন্য যে অনুমান প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয়, তাহাকে **'শ্রুতার্থাপত্তি'** প্রমাণ বলা হয়।

করিয়া তিনি এক মহাশান্তির বাণী শুনাইয়াছিলেন। আজ আবার সমাজে যে যুগসমস্যা দেখা দিয়াছে, আমরা তাহার সমাধান খুঁজিব। আমরা যুগসমস্যার সমাধান খুঁজিবার জন্য সেই মহাযুগের দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মের দিকে তাকাইব। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে বর্ত্তমান যুগ কি এবং তাহার সমস্যাই বা কি, তবে বুঝিতে পারিব বর্ত্তমান সমস্যায় গৌরহরির বাণী আমাদের চলার পথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় কি না।

বর্ত্তমান যুগ বলিতে বৈজ্ঞানিক যুগ বা যান্ত্রিক যুগই বুঝি। জড়-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। জড়ীয় সুখলাভের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাহাকে কাজে লাগান হইয়াছে। ফলে সমাজে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বিদ্যুৎশক্তি। এই আবিষ্কার অসাধ্য সাধন করিয়াছে। ধ্বনির দ্বারা বায়ুর কম্পন হয়, ঐ কম্পন বায়ুমণ্ডলে ক্রমবিস্তারিত হইয়া বৃত্তের আকারে তরঙ্গরূপে চলে। ইহার গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র ১১২০ (এগারশত বিশ) ফিট। সুতরাং উহার গতিবেগ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া অল্পদূরে মিলাইয়া যায়। কাজেই ইহাকে শ্রবণযোগ্যরূপে অবিকৃতভাবে দূরে পাঠান সম্ভব হয় না। কিন্তু ঐ বায়ুতরঙ্গকে যদি বিদ্যুৎতরঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। কারণ ইহাই আলোক ও বিদ্যুৎতরঙ্গের গতিবেগ। ফলে আমরা অতি দূরের মানুষের কথা সহজে শুনিতে পাই। সূর্য্যের কাছে যদি বেতার বার্ত্তা পাঠান যায়, আট মিনিটেই তাহা সূর্য্যদেব শুনিয়া ফেলিবেন। মানুষের যাতায়াত এবং সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাপারে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সত্যই চমকপ্রদ। বিজ্ঞানের প্রসাদে পৃথিবীটা আজ ছোট হইয়া গিয়াছে, দূর প্রতিবেশী যেন নিকট প্রতিবেশীর মত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বিরাট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞান দূর জনকে নিকট করিয়াছে সত্য, আবার বিজ্ঞান নিকটজনকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, ইহাও ততোধিক সত্য। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ প্রতিবেশীকে চিনে না। মানুষকে মানুষ বঞ্চনা করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের করমর্দন করিতেছে, কিন্তু প্রাণের ভিতর মিলন হইতেছে না। পরস্পর পরস্পরকে হাস্যসহকারে আলিঙ্গন করিতেছে, কিন্তু হৃদয়ে পরস্পরের সর্ব্বনাশ চিন্তা করিতেছে। প্রত্যেক জায়গায় একটা কৃত্রিমতা বর্ত্তমান। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ যন্ত্র-যুগেরই নামান্তর। বিজ্ঞান মানুষকে যে পরিমাণ ভোগবাদী করিয়া তুলিতেছে, আত্মিক বিকাশের পথকে সেই পরিমাণ কণ্টকিত ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে। আত্মার দিকটাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া মানুষ যদি বিজ্ঞানের এই বহির্ম্মুখী সিদ্ধিকেই একমাত্র সিদ্ধি বলিয়া মানিয়া লয়, তাহাহইলে প্রত্যেকটী মানুষ যন্ত্রে তথা পশুতে পরিণত হইবে এবং মানবতার হইবে অপমৃত্যু। তাহাই এই যুগে হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাই হইল এই যুগের সমস্যা। বড় প্রশ্ন হইল কিরূপে এই মানবীয় ব্যবধান দূর হইবে। স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনের তাগিদে শরীর-সম্বন্ধে মানুষ মানুষের অতি নিকট। ধর্ম্মীয় প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়া হৃদয়ের সম্বন্ধে মানুষ মানুষ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। দেহ কাছে কিন্তু প্রাণ আছে দূরে, এই অদ্ভুত মানব-সম্বন্ধ সমাজে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার বিরূপে সমাধান হইতে পারে, ইহাই এই যুগের মূল সমস্যা। যদি আমরা আজ হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার সময়ে এই সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করি, তাহাহইলে তাহার সমাধান খুঁজিয়া পাইব। আজ সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে জড়-বিজ্ঞানের গবেষণা, সেইকালে তাহাই ঘটাইয়াছিল ন্যায়শাস্ত্রের শুষ্ক বিচার। আজ যেমন যন্ত্রপ্রাচুর্য্যের মধ্যে হৃদয় সম্বন্ধের দূরত্ব, তখনও ছিল পাণ্ডিত্য-প্রাচুর্য্যের মধ্যে ঐরূপ দূরত্ব। ভক্তগণ তাই এই বেদনা অনুভব করিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্‌কে ডাকিতেন এবং নিবেদন করিতেন—'হে প্রভো! ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করুন।' ভক্ত-

গণের কাতর আহ্বানে ভগবান্ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিলেন। মর্ত্ত্যের মানুষ প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া জীবন জুড়াইলেন। আজ পৃথিবীর ইতিহাসকে চেলেঞ্জ করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়—কোন যুগে কেহ কি কখনও এমন একটি প্রেমময় স্বরূপ দেখিয়াছেন, যাঁহাকে সেই যুগের সকলেই নিজ প্রাণের জন মনে করিয়াছেন? তিনি আসিয়াছিলেন নদীয়ায়, কিন্তু তিনি ছিলেন সমগ্র জীবকুলের।

আজিকার মানুষ সাম্য চাই সাম্য চাই বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভু যে সাম্য দিয়া গিয়াছেন তাহার দিকে একবারও তাকায় না। মহাপ্রভুর বাণী শুনিয়া সকলে প্রেমিক হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে সকলে নিজেকে দেখিয়াছে। নিজেকে চিনিয়া পরকে আপন করিয়া লইয়া তিনি জাতি-ধর্ম্ম ধনি-দরিদ্র প্রভৃতি নির্বিশেষে সকলের মধ্যে অধ্যাত্ম ভূমিকার এক মহাসাম্য সমাজে আনয়ন করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ"—ইহা হইতে আর বড় সাম্য কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান মহাসমস্যার সমাধান পাইতে হইলে পুনঃ নদীয়ার প্রাণধনের বাণী কান পাতিয়া শুনিতে হইবে। নদীয়ার সেই বাণীকে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায়, সেইটি হইল ভগবৎপ্রেম। একটির অভাবে সমস্ত থাকা সত্ত্বেও শূন্য মনে হয়। প্রেমসম্বন্ধরহিত মানব মানব নামের অযোগ্য। মানব হৃদয়ের সঙ্গে মানব হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে প্রেমের প্রয়োজন। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের নেতৃগণ সহস্র প্রকার শান্তির প্রচেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসিতেছে না। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া সনাতন পুরুষ শ্রীগৌর সুন্দর তাই সনাতনী বাণী শুনাইয়াছেন, শুনাইয়াছেন এক নিগূঢ় সংবাদ ভগবৎপ্রেম প্রয়োজন। দক্ষ প্রজাপ্রতির শিবহীন যজ্ঞ যেমন নিরর্থক, তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমহীন সভ্যতা প্রহসন বৈ কিছুই নয়। এটমের অন্তর্নিহিত একটি ইলেকট্রনকে নিউট্রনের সাহায্যে গূঢ় বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় 'ফিশন' (fission) করিয়া চক্ষের নিমেষে মানুষ 'হিরোসিমা', 'নাগাসাকি' দুইটি বৃহৎ নগরকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের বহু কালের তপস্যায় রূপায়িত যুগযুগান্তরের সাধনলব্ধ সংস্কৃতির ধারক দুইটি নগরী অসংখ্য শিশু-তরুণ-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত নরনারী কিছু অনুভব করিবার পূর্ব্বেই মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল মানুষের দিব্য প্রতিভার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ একটি পরমাণু বোমার আঘাতে! প্রেম-প্রীতিহীন মানব কৃষ্টি মরুভূমির ধূ ধূ বালু মাত্র। আবার যদি বিশ্ব-সংগ্রাম হয়,—হইবেই, তবে কাল কিংবা দুইদিন পরে—বিজ্ঞানের দানের মহিমা বুঝিবার মত মানুষ সেদিন সম্ভবতঃ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকিবে না। এ কথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলিয়াছেন। কিন্তু প্রেমধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম। ইহা পূর্ব্বে ছিল এখন আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে কোনদিনই লোপ পাইবে না। প্রকৃত মানব-প্রেম হঠাৎ জন্মায়না, সহস্র বাগবিতণ্ডা লক্ষ সভা সমিতি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ উৎপন্ন হয় না, কোন বাহ্য আড়ম্বরের সাহায্যে প্রেম উৎপন্ন হয় না। ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যেরূপ আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজন, যথার্থ মানবপ্রেম পাইবার জন্য তদ্রূপ ভগবৎপ্রেম প্রয়োজন। কোন কৃত্রিম উপায়ে মানবীয় একত্ব আসেনা। ভগবৎপ্রেমিক ব্যক্তিই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক। ভগবৎ প্রেমরহিত যে বিশ্বপ্রেম, উহা কামেরই কিছু সম্প্রসারিত অবস্থা মাত্র। এই যুগ সমস্যায় সমাজ যদি মহা-মিলনের আলোক চাহে, তাহা হইলে ঐ প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি বাণী সূর্য্যের আশ্রয় লইতে হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈষ্ণববিগ্রহ গৌড়ীয় আচার্য্যভাস্কর শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়ে নবমাধস্তনবর ৩৮৭ শ্রীগৌরাব্দে (১২৮০ বঙ্গাব্দে) মাঘী শ্রীকৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিহিত স্থানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদকীর্ত্তনমুখরিত আলয়ে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিমল প্রেমধর্ম্ম বিস্তার

পূর্ব্বক 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' শাস্ত্রবাণী ও "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"— শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যৎবাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধস্তনগণসহ দুঃস্থ জগজ্জীবের দুয়ারে প্রেম-বাণীই ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা যেন তাহা উপেক্ষা না করি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তা পরিবেশনের মধ্যেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ অতি সুষ্ঠু, সুবৈজ্ঞানিক ও সুদৃঢ় ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের সেই মহোপদেশ শ্রবণ, গ্রহণ ও পালনের দ্বারাই জীব-বিশ্বের এক মাত্র সামগ্রিক শান্তিলাভের প্রকৃত সম্ভাবনার বার্ত্তা বিপুলভাবে সমাজে প্রচার করিয়াছেন। সমাজকল্যাণকামী বিদ্বৎ দেশনেতৃবর্গ যদি শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত কল্যাণ পন্থা অবলম্বনে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেন, তাহাহইলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আচার্য্যাবির্ভাবোৎসব

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজ কাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে ২৬ দামোদর, ২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীউত্থানৈকাদেশী তিথিবাসরে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুশীলনময় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে অতিশয় সুশোভিত মণ্ডপে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিভূষিত শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চায় পূজা, ভোগ ও আরতি সম্পন্ন করিয়া তৎকৃপাপ্রাপ্ত ও কৃপাপ্রার্থী সমবেত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ তদীয় শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কয়েক ঘণ্টাব্যাপী শ্রীমঠ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠে। রাত্রি ৭ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীল বাবাজী মহারাজের গুণ মহিমা কীর্ত্তন ও তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী ও শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী লিখিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গীতিদ্বয় শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে অর্পিত হইয়া সভামধ্যে পঠিত হয়।

শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন,—'যদিও শ্রীগুরু-পূজা আমাদের নিত্য কৃত্য, তথাপি শ্রীল গুরুদেবের-শুভ প্রকট বাসরে বিশেষভাবে তাঁহার গুণমহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও প্রয়োজনীয়তা আছে। উহার দ্বারা অন্ততঃ পরমার্থানুশীলনকারী অথবা অনুশীলনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরুপূজার অত্যাবশ্যকতা বাহ্যাচরণমুখে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শ্রীহরিভজনের সঙ্কল্প লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত বলিয়া অভিমানকারী অথচ ভজনবিষয়ে অনামনস্ক সাধকগণকেও তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্যানুষ্ঠানিক কৃত্য সম্পাদনের দ্বারাই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। উক্ত তিথিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—আজ হইতে (১) শরীর, মন, বাক্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি নিজেকে গুরুসেবায় নিয়োগ করিব, (২) স্বতন্ত্রতা পরিহার করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন করিব, (৩) শ্রীল গুরুদেবের সকল শাসন স্বীকার

করিব এবং (৪) নিজের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিয়া নির্ব্যলীকভাবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিনাস-র্ত্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অধোক্ষজ ভগবজ্জ্ঞান লাভ হয় না, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥' (মাণ্ডুক্যশ্রুতি ১।২।১২), 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'।(ছান্দোগ্য ৬।১৪।২), 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩), 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥' (ভাগবত ১১।৩।২১), 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥'—(গীতা ৪।৩৪) ইত্যাদি কয়েকটী শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিলাম। সদ্‌গুরু পরম্পরায় অথবা সৎশিষ্য-পরম্পরায় শ্রীভগবজ্জ্ঞান জগতে অবতীর্ণ হন। আরোহপন্থায় জৈব-চেষ্টায় শ্রীভগবজ্জ্ঞান লভ্য হয় না। শ্রীহরিভজনারম্ভের ইহাই প্রাথমিক মৌলিক ভিত্তি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিজে আচরণমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের লীলাভিনয় করিয়া উহার অত্যাবশ্যকতা জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

আমি ক্ষুদ্র জীব, গুরুদেবের অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য রাখি না। কিন্তু আমার নিজের জীবন-দ্বারা এইটুকু আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, আমি নিতান্ত বহির্ম্মুখ এবং বিবিধ কামনা বাসনা দ্বারা স্খলিতপদ হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করা সত্ত্বেও কৃপার সমুদ্র শ্রীল গুরুদেব আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া স্নেহের দ্বারা আমাকে সর্ব্বক্ষণ পালন ও রক্ষা করিতেছেন, ইহাপেক্ষায় করুণার পরিচয় আর কি হইতে পারে? শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীল দাস গোস্বামীর উক্তি স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে—'বৈরাগ্যযুগ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥'— যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক হইলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধ জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি প্রপন্ন হইতেছি। এত অপরিসীম স্নেহ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত মনুষ্যে এই স্নেহ সম্ভব নয়। সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মাশ্রিত আপনারা সকলে মহাভাগ্যবান্, আশীর্ব্বাদ করুন যেন, নিজ স্বতন্ত্রতার দ্বারা পতিতপাবন আশ্রিতবৎসল শ্রীল গুরুদেবকে দুঃখ না দেই, অবশিষ্ট জীবন একমাত্র যেন তাঁহার প্রীতিসাধনে নিয়োগ করিতে পারি।'

ডাঃ ঘোষ তাঁহার ভাষণে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া বলেন—'শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, সর্ব্বদা তিনি বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি কঠোর বৈরাগ্যের সহিত জীবন যাপন করিতেন-শীতোষ্ণে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তিনি গঙ্গার চরায় ছইয়ের নীচে বাস করিতেন, কখনও অনাহারে, কখনও বা গঙ্গাজল, গঙ্গা-মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া, কখনও চানা চর্ব্বণ আবার কখনও বা ভিক্ষালব্ধ পাচিত অন্ন গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া তাহা হইতে কয়েক মুষ্টি গ্রহণের দ্বারা জীবন ধারণ করতঃ নিরন্তর হরিনাম করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-তাৎপর্য্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া যেন জীবন্ত বিগ্রহরূপে শ্রীল বাবাজী মহারাজের স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কাহাকেও শিষ্য করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তীব্র ব্যাকুলতায় তিনি তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া শক্তিসঞ্চার করতঃ সর্ব্বত্র শ্রীগৌরমহিমা প্রচারে আজ্ঞা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদই পরবর্ত্তি-কালে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদি প্রতিষ্ঠা

করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরব্ধ মনোঽভীষ্ট পূরণ এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচার করেন। তাঁহারই যোগ্য অধস্তনরূপে যিনি এখন গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিটী আজ্ঞা—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, নামপ্রেম-প্রচার, ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার ও শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ প্রতিপালন করতঃ বিপুল-ভাবে প্রচার করিতেছেন, তিনিই আমাদের বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, আজ তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথি। আসুন, আমরা আজিকার এই শুভতিথিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের কৃপা প্রার্থনা করি যাহাতে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবায় যোগ্যতা প্রদান করেন।

ভাষণের আদি ও অন্তে সুললিত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরদিবস মধ্যাহ্নে বিচিত্র ভোগরাগ ও মহোৎসবের আয়োজন হয়। মহোৎসবে পাঁচ শতাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং শ্রীধাম বৃন্দাবন, গৌহাটী, সরভোগ, কৃষ্ণনগর, হায়দরাবাদ, যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্র ও শাখা মঠসমূহে শ্রীগুরুপূজা ও তদীয় পাদ-সরোজে ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পিত ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[২য় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার অনুসরণে]

[শ্রীমন্মহাপ্রভুর মথুরা হইতে নীলাচল প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন] এমন সময় ঘটনাচক্রে তাঁহার বাটীতে বিষয়-সংক্রান্ত কোন গুরুতর-ঝঞ্ঝাট আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহাতে জড়িত হইয়া পড়িলেন। শ্রীল রঘুনাথের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহিরণ্য মজুমদার রাজসরকারের সহিত কথাবার্ত্তার দ্বারা সপ্তগ্রাম মুলুকের কর আদায় সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তাহাতে তথাকার এক মুসলমান চৌধুরীর প্রাপ্য লভ্যাংশ নষ্ট হইয়া গেল। মুসলমান রাজত্বে চৌধুরীদের কার্য্য ছিল প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার এক চতুর্থাংশ (¼) লাভ নিজে লইয়া অবশিষ্ট ¾ অংশ খাজনা ভূম্যধিকারীর নিকট দাখিল করা। এখন হিরণ্য মজুমদার চৌধুরীকে বাদ দিয়া রাজসরকারের সহিত সরাসরি ব্যবস্থা করায় আদায়-কৃত ২০ লক্ষ টাকা খাজনার মধ্যে রাজার প্রাপ্য তিন চতুর্থাংশ (¾) অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা খাজনা দাখিল না করিয়া ১২লক্ষ টাকা দিয়া ৮ লক্ষ টাকা নিজে গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া মুসলমান চৌধুরী তাহার লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নবাব সরকারের নিকট কর আদায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়া বিষয়টী তদন্তের জন্য উজীরকে (রাজমন্ত্রীকে) সঙ্গে আনিলেন। উজীরের আগমন সংবাদ পাইয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার উভয়ে বাটী হইতে পলায়ন করিলেন। গৃহে মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়কে না পাইয়া চৌধুরী রঘুনাথকে আটক করিলেন এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া শাসাইতে লাগিলেন—'শীঘ্র তোর বাপ জ্যেঠাকে আন, নতুবা তোকে কঠোর যাতনা ভোগ করিতে হইবে।' কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হইয়া চৌধুরী রঘুনাথকে মারিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কমনীয় নিষ্পাপ মুখা-

বয়ব দর্শন করিয়া স্নেহাদ্র চিত্ত বশতঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইলেন। কায়স্থগণ অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধি রাখেন, ইহা চৌধুরী জানিতেন, তজ্জন্য বাহিরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেও ভিতরে সব সময় ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। রঘুনাথ মহাবিপদ সমুপস্থিত দেখিয়া মুসলমান চৌধুরীর ক্রোধ প্রশমনের জন্য মধুর বাক্যে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"আমার পিতা জ্যেঠা তোমার দুই ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে কখনও তোমরা কলহ কর, আবার কখনও মিলিত হইয়া পরস্পরকে প্রীতি কর। সুতরাং তোমাদের ভাব বুঝা কঠিন। আমি যেমন পিতার তেমন তোমারও সন্তান। তুমি আমার পালক, আমি তোমার পাল্য। পাল্যকে পালকের তাড়ন করা কি উচিত? তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, সাক্ষাৎ জিন্দাপীর প্রায়, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।" রঘুনাথের কথা শুনিয়া চৌধুরীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং সাশ্রু নয়নে কহিতে লাগিলেন—'আজ হইতে তুমি আমার পুত্র। কোন এক সূত্র করিয়া আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি।' অতঃপর চৌধুরী উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পরে অর্থলোভের বশে তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—'দেখ তোমার জ্যেঠা নির্ব্বোধ, নিজে অষ্টলক্ষ খায়, কিন্তু আমাকে কিছু দেয় না। তুমি বুঝিয়া দেখ আমাকে কিছু তার দেওয়া উচিত নয় কি? যাও, কোন ভয় নাই, তোমার জ্যেঠাকে আমার কাছে আন। আমি তোমার উপরই ভার দিলাম, যাহা ভাল হয় কর।' রঘুনাথ তখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের সহিত চৌধুরীর সাক্ষাৎকার করাইয়া তাহাদের কলহ মিটাইয়া দিলেন এবং উভয়কেই বশীভূত করিয়া শান্ত করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পরে তিনি পুনঃ পলাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতবার তিনি পলাইয়া যান, ততবারই তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ বাটী হইতে পলাইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার মাতা পতিকে বলিলেন,—'ছেলে পাগল হইয়া গিয়াছে, উহাকে বাঁধিয়া রাখ।' স্ত্রীর কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন মজুমদার নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বলিলেন—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে।"

[ক্রমশঃ]

স্বার্থবোধ

[শ্রীরামকৃষ্ণ চাবৃরি]

স্বার্থ শব্দের অর্থ 'স্ব'—আপন এবং 'অর্থ'—প্রয়োজন অর্থাৎ 'নিজ প্রয়োজন'। আমরা স্বার্থ বুঝি না, অথচ স্বার্থের জন্য কলহ, অশান্তি, ঝগড়া করি। দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া যতক্ষণ দেহাত্মবোধ প্রবল থাকে, ততক্ষণ দেহের প্রয়োজনকেই আমার প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় এবং দেহের প্রয়োজন খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ এবং বাসস্থান, ও হাসপাতাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। অজ্ঞানপ্রসূত সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া ঐ সকল চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা দেহের ঊর্দ্ধে মনের বিকাশের কথা চিন্তা করেন, তাহারা মনের স্বার্থ (অর্থাৎ মনের সুখ) লাভের জন্য প্রয়োজন হইলে দেহের সুখ সুবিধাকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ছিলেন যাঁহারা জ্ঞানের জন্য মৃত্যুকেও বরণ করিয়াছিলেন। জড়জ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে মননশীল বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে প্রায়ই দেহের সৌখ্য-বিষয় ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিতে দেখা যায়। স্কুল, কলেজের প্রতিষ্ঠা, সভা-সমিতির আয়োজনে

এবং যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, নৃত্যগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মানুষের মনোবিকাশ ও মনের সৌখ্য বিধানের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। আবার যাঁহারা দেহ মনের অতীত আত্মাকে নিজ স্বরূপ জানিয়া তদনুশীলনে ব্রতী হন, তাঁহারা আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইলে দেহ মনের স্বার্থকেও বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। এইজন্ত আত্মবিষয়ে মননশীল মুনিঋষিবৃন্দকে প্রায়ই দেহ মনের সৌখ্য-বিধানে উদাসীন থাকিতে দেখা যায়।

বৃহৎ স্বার্থের সন্ধান যখন আমরা পাই, তখন ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। যেমন বর্ত্তমানে ভারতে চৈনিক আক্রমণ সুরু হওয়ার ফলে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং জনসাধারণ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দেশের বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার জন্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এখন সকলেই অনুভব করিতেছেন ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড়। স্বার্থের কেন্দ্র এক না হইলে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে, এক গ্রামের সহিত অন্ত গ্রামের, জেলায় জেলায়, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিলে ক্রমে সংঘর্ষ হ্রাস পাইবে, নতুবা নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলে কখনও পরস্পরের মধ্যে সংঘাত, কলহ যুদ্ধবিগ্রহাদি বন্ধ হইবে না, উহা ক্রমবর্দ্ধমান হইবে। তাই ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ পার্থিব উন্নতি বিধানের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ভৌতিক সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা অভাববোধ প্রশমিত হয় না, বরং উহা আরও বৃদ্ধি পায়। উক্ত অভাববোধ যতই বৃদ্ধি হইবে যুদ্ধবিগ্রহ ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে মনুষ্যসমাজ ধ্বংসের পথে যাইবে। আর্য্য ঋষিগণ সনাতন শাস্ত্র সিদ্ধান্তানুসারে স্থূল-সূক্ষ্মদেহাতিরিক্ত সত্তা নিত্য জ্ঞানময় পদার্থ আত্মাকেই জীবের স্বরূপ রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সেই আত্মা বা চেতনসত্তার অস্তিত্বেই দেহ মনের অস্তিত্ব, কাজেই আত্মার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিলেই দেহ মনের স্বার্থও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শ্রীগুরুকৃপায় যখন আমরা জানিতে পারি জীব স্বরূপতঃ অণুচৈতন্ত ও আপেক্ষিক চেতনসত্তা হওয়ায় বিভুচৈতন্ত শ্রীভগবানের সঙ্গই তাহার প্রয়োজন, শ্রীভগবানের সুখেই জীবের সুখ, তখন জড়সঙ্গ পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মানুশীলনে আমরা ব্রতী হইতে পারি। চেতনের সঙ্গই চেতনকে সুখ দেয়, অচেতন বা জড়-সঙ্গ তাহাকে কখনও সুখ দিতে পারে না।

আজ মনুষ্যসমাজ নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত। পরম-কারুণিক মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীভগবৎ-প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া জগতের সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। শ্রীভগবান্ পূর্ণ ও অনন্ত হওয়ায় সমস্ত জীব তাঁহাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলেও তিনি কখনও নিঃশেষিত হন না। সুতরাং পরমাত্মানুশীলনে ব্রতী হইলে, অনন্ত ভগবান্‌কেই প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে পারিলে জাগতিক খণ্ড বস্তু লইয়া পরস্পরের মধ্যে অসহিষ্ণুতা কমিয়া যাইবে এবং কলহ অশান্তিও দূরীভূত হইতে পারিবে।

কলিকাতায় শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহরাজ বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহ দর্শন ও পরিক্রমান্তে ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বম্বে-হাওড়া এক্সপ্রেস- যোগে রিজার্ভ বগীতে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ষ্টেশনে বহু ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি কতিপয় দিবস কলিকাতা মঠে (৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট) অবস্থান করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর ঈশো-দ্যানস্থ মূল মঠে, কৃষ্ণনগর মঠে ও যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শুভবিজয় করিবেন।

পরমারাধ্য অস্মদীয় গুরুদেব

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব বাসরে তদীয় চরণকমলে

"ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি"

যাঁর কৃপা হ'লে পঙ্গু চলে, পার হয় পর্ব্বত শিখর,
বোবা বলে অবিরলে সুধাঝরী ছন্দময়ী গাথা।
কালা শোনে সুদূরের সুমধুর বীণার ঝঙ্কার,
পাদপদ্ম স্মরি তাঁর জগন্নাথ কহে 'পুণ্য গুরু কথা'।

হে মঙ্গলময় !
আজি শুভ আবির্ভাব বাসরে তোমার,
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি তুমি লহ গো আমার।
আধ্যাত্মিক-দারিদ্র্যে আমিত নিপীড়িত,
পাপ পঙ্ক হ'তে মোরে কর্হ উদ্ধার ॥

সত্য বটে মোর সম নাহি অপরাধী,
সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তবু লইয়াছ টেনে।
দিয়া মোরে শ্রীচরণ আনন্দ-বারিধি,
করিয়াছ কৃপা তুমি এ অধম জনে ॥

কোনই যোগ্যতা মোর নাই জান স্বামি,
তবু স্নেহ পাশে তুমি বাঁধিয়াছ মোরে।
শিখায়ে দিয়েছ মোরে অমৃতের বাণী,
বিতরিছ যাহা এ জগতে অকাতরে ॥

কৃপার সাগর তুমি ওহে দয়াময়,
কতরূপে কৃপা তুমি করিলে আমায়।
কেমনে গাহিব আমি মহিমা তোমার,
করিলে সংস্কৃত এই দুষ্কৃত হৃদয় ॥

পাপ তাপ ভরা এই বসুন্ধরা মাঝে,
তোমার মাধুর্য্য পদ করিয়া আশ্রয়।
লভিনু পরম শান্তি, মঙ্গল আলোকে,
ঘুচিল সকল দ্বন্দ্ব, হইনু অভয় ॥

জীবের কল্যাণ লাগি তব আবির্ভাব,
করিতেছ দিবা নিশি সেই চেষ্টা কত।
প্রকাশিয়া মঠালয় সর্ব্বত্র ভারতে,
ডাকিয়া আনিছ জীবে করিতে প্রসাদ।

বহির্ম্মুখ জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া,
মো সম জীবের প্রতি হইয়া সদয়।
স্থাপিয়াছ বিদ্যালয় পর-বিদ্যাপীঠ,
করিতে উজ্জ্বল শিশু-কোমল-হৃদয়।

রাখিয়াছ সকলেরে উৎসবে মাতায়ে,
দেখাইছ নিজে দুই আচার প্রচার।
দিয়ে নিত্য নব শুদ্ধ ভক্তির প্রেরণা,
কল্যাণ সাধনে যত্ন কত যে তোমার ॥

তব প্রেমোজ্জ্বল গাথা গাহিছে জগতে,
থাকিবে অতুল কীর্ত্তি, অক্ষয়, অম্লান।
আসিয়া সকলে তব শীতল ছায়াতে,
গাহিছে নির্ম্মল কৃষ্ণ প্রেমগুণ গান ॥

হে জগদ্ গুরো ! ওহে কৃপা-পারাবার !
অগতির গতি, ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
শ্রীগৌরকরুণা-শক্তি-বিগ্রহ আশ্রয়,
জয় জয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ভাস্কর ॥

স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল তব কীর্ত্তি কাহিনী,
প্রকাশিতে তব গুণ নাহিকো শকতি।
স্মরি আজিকে উদয়-বাসরে তোমার,
বারংবার করি তব চরণে প্রণতি ॥

হে মহান্ !
অহৈতুকী ভক্তি দিও ও রাঙ্গা চরণে,
তোমার চরণ বিনা নাহি মোর গতি।
এ দীনের দীন অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ,
আশিষ করিও তুমি অধমের প্রতি ॥

কৃপাপ্রার্থী—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের

শুভ প্রকটবাসরে তদীয় চরণ-সরোজে ভক্তি-অর্ঘ্য।

পরমারাধ্য গুরু।

প্রণমি তোমার চরণ-সরোজে বাঞ্ছাকল্পতরু॥

আজিকে তোমার প্রকটবাসরে
মিলেছে ভকত কাতারে কাতারে
তব শ্রীচরণ পূজা করিবারে
অতি হরষিত মনে।

আমিও আজিকে এই শুভ দিনে
পূজিতে চরণ করিয়াছি মনে
ভকতি কুসুম মাল্য চন্দনে
মিলিয়া সবার সনে॥

দিয়াছ আমারে যে অমূল্য নিধি
মিলায়েছে ভালে কৃপা করি বিধি
স্মরি আমি তাই মনে নিরবধি
পাইয়াছি সান্ত্বনা।

নতুবা এই যে মরু-সংসার
ত্রিতাপ পূর্ণ সদাই অসার
কি প্রকারে সদা, সীমা নাই তার
দিত মোরে যন্ত্রণা॥

পূর্ব্ব জনম-করমের ফলে
জনমিয়া এই মানবের কুলে
স্বরূপ আমার রহিয়াছি ভুলে
বাঁধিয়াছে মায়া পাশে।

এমন করম করি নাই আমি
যাহে প্রীত হয় জগতের স্বামী
যাহে স্মরি সদা অন্তরযামী
মায়ার বন্ধ নাশে॥

যদিও এসেছি পূজিতে চরণ
তব কৃপা কথা করিয়া স্মরণ
তথাপি চিত্ত ভাবে অনুক্ষণ
পূজা কি লইবে তুমি।

মনে প্রাণে সেবা করি নাই তব
সেবেছি বিষয়, ভেবে সুখ পাব
জাগতিক সুখে মাতি নব নব
অতি মূঢ় মতি আমি॥

এখন বুঝিনু সেই সুখ শুধু
অতীব তিক্ত আপাততঃ মধু
আমারে শুধুই করিয়াছে যাদু
আমি হই অতি দীন।

কামাদিরিপুর ক'রেছি সাধনা
তথাপি তাদের করুণা হ'লনা
দিতেছে আমারে সতত যাতনা
তাহারা করুণা হীন।

তাহাদের সেবা ছাড়িয়া এখন
শ্রীহরিচরণে লইনু শরণ
সে বিষয়ে তুমি অবলম্বন
তোমার করুণা সার।

তাই তুমি এবে করিয়া করুণা
ঘুচাও আমার বিষয় বাসনা
পদ-সেবা দিয়া পুরাও কামনা
তুমি কৃপাপারাবার।

তোমার চরণ শ্রেয়ের নিধান সদা বন্দনা করি।
তাহাতে পাইব পরমা শান্তি পার হ'ব ভব বারি॥
আজি শুভ তব জনম বাসরে ভকতি অর্ঘ্য মোর।
গ্রহণ করিয়া করহ আশিস্ কাটে যেন মায়া ঘোর॥

২২শে কার্ত্তিক,
৮ই নভেম্বর, মারিশদা, কাঁথি।

কৃপারেণু-প্রার্থী
দীনসেবক—শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪·৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২·২৫ (ভি, পি যোগে ২·৭৫), প্রতি সংখ্যা ·৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বি ... শ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্‌ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

পৌষ—১৩৬৯

২য় বর্ষ] নারায়ণ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ [১১শ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তচ্ছাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৬৯।
২০ নারায়ণ, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, সোমবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬২। | ১১শ সংখ্যা

বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে অবৈষ্ণবধর্ম্ম

"কপট ব্যক্তিগণ ষোড়শোপচারে পুত্রপৌত্রাদি লাভের জন্য অর্চ্চার আরাধনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য—ঠাকুর সেবার বিনিময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু পাওয়া; ইহাকে 'সেবা' বলা যায় না। যাহাতে ঠাকুরের সুখ হয়, তাহারই নাম 'সেবা'; আর, যাহাতে নিজের সুখ সুবিধা হয়, তাহারই নাম 'ভোগ'। বৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তি এইরূপ যথা (মুকুন্দমালা-স্তোত্রে)—

'নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবান্ পূর্ব্ব-কর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥'

যাঁহারা জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ বা যাঁহারা মনোধর্ম্মী, তাঁহারা এই কথা নিষ্কপটে বলিতে পারিবেন না। 'বিনিময়ে আমি কিছু চাই'—এরূপ কথা অভক্তের বা অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা; কিন্তু বর্ত্তমান-কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এইরূপ অবৈষ্ণব-ধর্ম্মই চলিতেছে, ভক্তির নামে অভক্তিরই চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। আমরা যদি কপটতা করিয়া কোটি জন্ম অর্চ্চন করিতে থাকি, কোটি-জন্ম খোল বাজাই, কোটি জন্ম কীর্ত্তন করি এবং কপটতাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ অর্চ্চন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাজাইতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মমার্গের পথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে না। শুদ্ধভগবদ্ভক্তের নিষ্কপট সেবা ব্যতীত আমাদের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। অর্চ্চার ও হরিনামের আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি ভীষণ কপটতাই না চলিতেছে!! ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে বঞ্চনা করাকেই কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া বিচার করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

আহ্নিক

"ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগ্রৎ হইয়া পারমার্থিক এবং ঐহিক যে যে কার্য্য রাত্রিদিবসের মধ্যে করিতে হইবে, তৎসমূহ চিন্তাপূর্ব্বক স্থির করিবেন। প্রত্যূষে শারীরিক বিধির অবিরোধী স্থানবিশেষে পুরীষ পরিত্যাগ করতঃ মুখ বাহু প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিষ্কার করিবেন। স্বচ্ছ নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া যথাযোগ্য পরিধান ইত্যাদি গ্রহণ করিবেন। পরে স্ববর্ণসম্মত ধনোপার্জ্জনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিবেন। শরীরের অবস্থাবিবেচনায় মধ্যাহ্নে স্নান করতঃ ঈশোপাসনা ও তর্পণাদি করিবেন। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে কিঞ্চিৎ সর্ব্বভূতের জন্য ও কিছু পতিত ও অপাত্রের নিমিত্ত রাখিয়া অতিথি-গ্রহণাশয়ে গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবেন। অতিথি পাইলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন। স্বগ্রামী লোকের প্রতি আতিথ্য বিধেয় নয়। অন্য দেশ হইতে আগত, সম্বন্ধহীন, অকিঞ্চন ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিকে অতিথি করিবেন। অতিথির গোত্রজাতি অন্বেষণ করিবেন না। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে, তাহাকে ভোজন করাইবেন। পরে গর্ভিণী, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন। পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে ভোজন করিবেন। প্রশস্ত, পবিত্র, পাপী লোকের অস্পৃষ্ট, সুপথ্য অন্নাদি বিশুদ্ধ পাত্রে ভোজন করিবেন। অসময়ে ভোজন করিবেন না। ভোজনান্তে ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিক্লেশসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। সচ্ছাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবেন। সায়ংকালে সমাহিতচিত্তে সন্ধ্যা-বন্দনা করিবেন। সায়ংকালেও মধ্যাহ্নের ন্যায় পক্ব অন্নাদি অতিথি প্রভৃতিকে সেবন করাইয়া ভোজন করিবেন। রাত্রে শয়নজন্য অতিথিকে স্থান ও শয্যা দান করিবেন। গৃহস্থ পরিষ্কার ও কীটশূন্য পর্য্যঙ্কোপরিস্থিত শয্যায় পূর্ব্বদিকে বা দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিবেন। পশ্চিম-শিরা বা উত্তর-শিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে। অবৈধরূপে স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, শারীর ও মানস বিধিসকল উত্তমরূপে পালনকরতঃ নিষ্পাপ অন্তঃকরণে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের পাল্যগণ, গুরুজন, অতিথি ও নিরাশ্রিত ব্যক্তিগণকে পোষণপূর্ব্বক গৃহস্থ নিজের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

আহ্নিকতত্ত্বে যে বিধিসকল দৃষ্ট হয়, সে সমুদয় আজকাল সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে না। ভিন্নদেশীয় রাজনীতি ও ব্যবহার যেরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বমত নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান রাজ্যে কার্য্যসমুদায় মধ্যাহ্নেই হইয়া থাকে, অতএব প্রথমে আহারাদি করা, তৎপরে ধনোপার্জ্জন কার্য্যাদি করাই প্রয়োজন। বিশেষতঃ কালক্রমে ভারতে স্বাস্থ্যনীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে অধিক বেলায় ভোজন, ত্রিসবন স্নান ও রাত্রিজাগরণাদি কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। মহর্ষিদিগের মূল তাৎপর্য্য এই যে, আহার, ব্যবহার, স্নান, শয়ন প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য যখন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে, নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, সেইরূপই কর্ত্তব্য। অতএব আশ্রমিগণ আপন আপন বিবেচনাপূর্ব্বক নিবৃত্তিপরা শ্রদ্ধা-সহকারে আহ্নিককার্য্য করিতে থাকিবেন।

শরীর-নিষ্ঠ-বিধি, মনোনিষ্ঠ-বিধি, সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও পরলোক-নিষ্ঠ বিধি-সমুদায়ই আহ্নিককার্য্যে পালিত হইবে। প্রাতরুত্থান, দেহের সংস্কার, উপযুক্ত পরিশ্রম, স্নান, উপযুক্ত সময়ে ভোজন, বলকারক, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, স্বচ্ছজলপান, ভ্রমণ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ গ্রহণ, তিন প্রহরের অনধিক নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক

বিধিপালন করা প্রত্যহই কর্ত্তব্য। দিবসের কার্য্য-চিন্তা, ধ্যান-শিক্ষা, বিষয়-বিচারশিক্ষা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, গণিত, সাহিত্য, পশুতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব ও জীবের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাসমূহের প্রয়োজনমত আলোচনা দ্বারা প্রত্যহই মনোনিষ্ঠ-বিধির পালন করিবেন। ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন, যথাসাধ্য সংসারপালন, প্রয়োজনমত সামাজিক ক্রিয়াসাধন ও জগদুন্নতিকার্য্যে যথাসাধ্য যত্ন ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যহ আহ্নিকক্রিয়া করিতে থাকিবেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি পরলোকচেষ্টা দ্বারা পারলৌকিক আহ্নিক-কার্য্য করা উচিত। অধিকাংশ কার্য্যই আহ্নিক। কতকগুলি কর্ম্ম পাক্ষিক, কতকগুলি মাসিক, কতকগুলি ষাণ্মাসিক, কতকগুলি বার্ষিক ও কতকগুলি বিষম-সাময়িক। নিত্যকর্ম্মমাত্রই আহ্নিক। নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের মধ্যে কতকগুলি সম-সাময়িক এবং কতকগুলি বিষম-সাময়িক।

গৃহস্থের জীবন সর্ব্বদা পুণ্যময় ও পাপশূন্য থাকিবে। এ পর্য্যন্ত পুণ্যময় জীবনের ব্যবস্থা পরিদর্শিত হইল। এক্ষণে পাপশূন্যতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান পাপ-সমূহের আলোচনা করা যাউক।

প্রধান প্রধান পাপ একাদশ প্রকার যথাঃ—

১। হিংসা ও দ্বেষ। ২। নিষ্ঠুরতা। ৩। ক্রৌর্য্য বা কৌটিল্য। ৪। চিত্ত-বিভ্রম। ৫। মিথ্যা। ৬। গুর্ব্ববজ্ঞা। ৭। লাম্পট্য। ৮। স্বার্থ-সর্ব্বস্বতা। ৯। অপাবিত্র্য। ১০। অশিষ্টাচার। ১১। জগন্নাশ-কার্য্য।"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

১৭-১১-৬১—শ্রীগোপীতালাউ বা শ্রীগোপী সরোবর দর্শন—শ্রীগোপী তালাউ বেটদ্বারকার অপর পারে। আমরা অদ্য ৬১ মূর্ত্তি ওখা সমুদ্রতট হইতে সকাল ৭টায় নৌকা যাত্রা করিয়া ৮-১০ মিঃ এ শ্রীগোপী তালাওএর পারে উপস্থিত হই। তথা হইতে পদব্রজে শ্রীগোপী সরোবর পৌঁছিতে আমাদিগের ১ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। অদ্য নৌকা ভাড়া প্রত্যেকের ॥০ করিয়া লাগিয়াছে। শ্রীশ্রীল স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে আমরা সকলেই গোপী-সরোবরে প্রাণ ভরিয়া স্নান করিলাম। জলটি বেশ স্বচ্ছ ও মিষ্ট। স্নানান্তে তিলকাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চ মন্দির দর্শন করি। প্রথম মন্দিরে দেখিলাম—শ্রীগোপীনাথ চতুর্ভুজ, তাঁহার বামপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর—এই তালাও হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রকাশ; দ্বিতীয় মন্দিরে শ্রীবালাজী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তৎসহ উৎসবমূর্ত্তি এবং তৎসন্নিহিত অন্য একটি মন্দিরে শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব; তৃতীয় মন্দিরে—শ্রীসাক্ষীগোপাল ৩ মূর্ত্তি ও শ্রীহনুমান্‌জী; চতুর্থ মন্দিরে—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতা দেবী; পঞ্চম মন্দিরে—শ্রীরাধা-গোপীনাথ—এই মন্দিরটি প্রাচীন শ্রীগোপীনাথ মন্দির বলিয়া কথিত। শ্রীগোপী-সরোবরের পার্শ্বস্থ এই পঞ্চ মন্দির দর্শন করিয়া আমরা সমুদ্রতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই গোপী-সরোবর হইতে গোপীচন্দন ভারতের সর্ব্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এই দ্বারকারই এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ডমধ্যে একটি সুন্দর বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার এক হস্তে একটি দধিমথন দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থন রজ্জু। (চৈঃ

চঃ মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

শুনা যায়, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানলীলা-অন্তে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন যখন কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীকে রক্ষা করিতে করিতে দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে এই শ্রীগোপী তালাউ নামক স্থানেই আভীর দস্যুগণ সামান্য যষ্টি ও লোষ্ট্র মাত্র অস্ত্রসহ আক্রমণ করিয়া মহাবল গাণ্ডীবধন্বা শ্রীঅর্জ্জুনের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে কাড়িয়া লন। একে কৃষ্ণবিরহবিহ্বল, তাহাতে দস্যু হস্তে এই দারুণ পরাভবজন্য অতীব দুঃখকাতর হইয়া অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুধিষ্ঠির সকাশে মর্ম্মবেদনা জানাইতে জানাইতে বলিতেছেন—

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি ॥ (ভাঃ ১।১৫।২০)

অর্থাৎ হে রাজশ্রেষ্ঠ, সেই কৃষ্ণসখা আমি এখন আমার প্রাণসখা পরমসুহৃদ্ পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছি, সুতরাং আমার সেইরূপ বীর্য্য নাই, এমন কি হৃদয় যেন শূন্য হইয়াছে, তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীগণকে রক্ষা বিধান করিয়া হস্তিনাপুরে আনিতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি অতি নীচ গোপ আসিয়া আমাকে অবলার ন্যায় অনায়াসে পরাস্ত করিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫৯।৩৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নরকাসুরবধান্তে নরকান্তঃপুরে তৎকর্তৃক রাজা ও সিদ্ধ প্রভৃতির নিকট হইতে আহৃত ষোড়শ সহস্র (ষট্‌সহস্রাধিকাযুতম্) কন্যা দর্শনের কথা লিখিত আছে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৫ম খণ্ড ২৯শ ও ৩১শ অধ্যায়ে শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যার উল্লেখ আছে—"কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ। শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামুনে॥" (বিঃ পুঃ ৫।২৯।৩১)—শ্রীপরাশর শ্রীমৈত্রেয় মুনিকে বলিতেছেন—"হে মহামুনে! অতুলবিক্রম শ্রীভগবান্ নরকাসুরের কন্যান্তঃপুরে গিয়া ষোল হাজার একশত কন্যা দেখিলেন।" ছয় হাজার চারিদন্তবিশিষ্ট হস্তী এবং ২১ লক্ষ কাম্বোজদেশীয় অশ্বও দেখিলেন। ঐ সমস্ত হস্তী, অশ্ব ও কন্যাকে নরকাসুরের সেবককে দিয়াই আবার শীঘ্রই দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সমস্ত কন্যার পাণিগ্রহণের কথাও এইরূপ লিখিয়াছেন—"ততঃকালে শুভে প্রাপ্তে উপযেমে জনার্দ্দনঃ। তাঃ কন্যা নরকেণাসন্ সর্ব্বতো যাঃ সমাহৃতাঃ॥ একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালে তাসাং মহামুনে। জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ পৃথগ্ গেহেষু ধর্ম্মতঃ॥ **ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং ততোঽধিকম্**। তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ॥" (বিঃ পুঃ ৫।৩১।১৬-১৮)—"শুভ সময় প্রাপ্ত হইলে নরকাসুর যে সমস্ত কন্যাকে চারিদিক্ হইতে সমাহরণ করিয়াছিল, শ্রীজনার্দ্দন তাঁহাদিগকে বিবাহ করিলেন। শ্রীগোবিন্দ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ঐ সকল কন্যার যথাবিধি ধর্ম্মপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিলেন। ষোল হাজার একশত স্ত্রী ছিলেন; উঁহাদিগের পাণিগ্রহণ সময়ে শ্রীমধুসূদন তত সংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।" উক্ত ভাগবতীয় ১০।৫৯।৩৩ শ্লোকের টীকাতেও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাগবত ১০।৬৯ অধ্যায়ে শ্রীদেবর্ষি নারদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীভগবানের একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে একই বিগ্রহে ষোড়শ সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণলীলা বর্ণিত আছে। ঐ ভাগবত দশমস্কন্ধে শ্রীরুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, ভদ্রা, সত্যা, মিত্রবিন্দা ও লক্ষ্মণা—এই অষ্ট প্রধানা মহিষীর সহিত বিবাহের কথা বর্ণিত আছে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন—

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষা।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ (ভাঃ ১১।৩১।২০)

—শ্রীবলরামপত্নীগণ তদীয় অর্থাৎ শ্রীরামের দেহ,

শ্রীবসুদেবপত্নী (দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি) শ্রীবসুদেবের দেহ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ নিজ নিজ পতি-দেহ আলিঙ্গন করিয়া এবং রুক্মিণ্যাদি শ্রীকৃষ্ণমহিষী-গণ তদ্গত অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্তে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার ঐ শ্লোকের শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—

"অগ্নাবন্তর্দধে ভৈষ্মী সত্যভামা বনে তথা।

ন তু দেহবিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ"॥

অর্থাৎ শ্রীরুক্মিণী অগ্নিতে এবং সত্যভামা বনে অন্তর্দ্ধান করিলেন। শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ তাঁহাদের দেহবিয়োগ বলিয়া কোন কথা নাই।

ভাঃ ১০।৮৩।৪০-৪৩ শ্লোক সমূহের। [অর্থাৎ মহিষ্য ঊচুঃ—"ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ। নির্ম্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ পাদাম্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ॥ ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত। বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥ কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥"—(রুক্মিণ্যাদি অষ্টমহিষী ব্যতিরিক্ত অন্যান্য শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী কহিলেন—) "পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণ সানুচর নরকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে দিগ্‌বিজয়কালে পরাজিত রাজগণের কন্যা যে আমরা, আমাদিগকে আবদ্ধ জানিয়া তথা হইতে মোচন করিয়াছিলেন। অনন্তর আমরা অনুক্ষণ তদীয় সংসারবিমুক্তিকারক পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি জানিয়া আমাদিগকে বিবাহ করিলেন। হে সাধ্বি, আমরা সর্ব্বভৌমপদ, ইন্দ্রপদ, তদুভয়পদ, অণিমাদি সিদ্ধি, ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ, এমন কি শ্রীহরির সালোক্য প্রভৃতি পদও প্রার্থনা করি না, পরন্তু **শ্রীদেবীর কুচকুঙ্কুম-গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজঃ মস্তকে ধারণই এক-মাত্র ইচ্ছা করিয়া থাকি।** ব্রজরমণীগণ, গোপগণ এমন কি তৃণলতার নিকট হইতে পুলিন্দ-রমণীগণও গোচারণশীল শ্রীকৃষ্ণের ঐ পদরজঃ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং উহা অন্যের দুর্ল্লভ হইলেও তৎপরায়ণ জন-গণের পক্ষে সুলভই হইয়া থাকে।"] টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রদর্শন করিতেছেন যে,—"শ্রীদেবীর কুচকুঙ্কুমগন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপাদরজঃ"—এই বাক্যে 'শ্রী' বলিতে শ্রীরাধাই লক্ষিত হইয়াছেন, শ্রীনারায়ণকান্তা লক্ষ্মী উদ্দিষ্ট হন নাই। কেননা "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপঃ" (ভাঃ ১০।১৬।৩৬) অর্থাৎ যে পদরেণু লাভের আশায় ললনা শ্রীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক চির-কাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন—এই কালিয় নাগপত্নীগণের উক্তিতে তাঁহাদের কৃষ্ণে কামনাই শ্রুত হয়। আবার "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ" (ভাঃ ১০।৪৭।৬০) অর্থাৎ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ভুজদণ্ডদ্বারা গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের অভীষ্টপূরণদ্বারা তাঁহাদের প্রতি যাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদীয় বক্ষঃস্থলে একান্তানু-রক্তা লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মসদৃশ অঙ্গসৌরভ ও কান্তি-বিশিষ্টা স্বর্গাঙ্গনাগণও তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে?" —এই উদ্ধবোক্তিতেও কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্তিবিষয়ে ব্রজগোপীর সৌভাগ্যাতিশয্য কথিত হই-য়াছে। 'শ্রী'পদে রুক্মিণীকেও লক্ষ্য করা হয় নাই, যেহেতু "ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি" (১০।৮৩।৪৩) ইহাই ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের উক্তি। "কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ। নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য" (ভাঃ ১০।৪৭।৪৫) অর্থাৎ "কৃষ্ণ আর কি জন্য এখানে আসি-বেন? সম্প্রতি শত্রুর বিনাশ ও রাজপদ লাভ হওয়ায় তিনি রাজকন্যাগণকে বিবাহ করিয়া স্বজনগণ পরিবৃত অবস্থায় সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করিতেছেন।" এই ব্রজস্ত্রী-গণের উক্তিতে রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের প্রতি সপত্নী-ভাবজন্য অসূয়া থাকায় তাঁহাদের সম্বন্ধযুক্ত কৃষ্ণে

তাঁহাদের বাঞ্ছা হয় নাই। সুতরাং "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা।" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ অঃ দ্রষ্টব্য)—এই বৃহৎ গৌতমীয় বাক্যানুসারে 'শ্রী' পদ দ্বারা শ্রীরাধাই উক্ত হইয়াছেন জানিতে হইবে। তাঁহারই কুচকুঙ্কুমগন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপাদরজঃ ব্রজস্ত্রীগণ, তাঁহাদের সখীগণ ও সুহৃদ্গণ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, তৃণলতাগণের নিকট হইতে পুলিন্দ রমণীগণও তাহা বাঞ্ছা করেন। "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায় পাদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন। তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥" (ভাঃ ১০।২১।১৭) অর্থাৎ "এই সকল শবরকামিনীও অদ্য কৃতার্থ হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের স্তনরঞ্জনকুঙ্কুমরাশি রতিকালে তদীয় পদযুগল স্পর্শে সমধিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ ভ্রমণকালে তৃণ সংলগ্ন হইলে তদ্দর্শনে শবরীগণের কামবেদনার উদয় হওয়ায় তাহারা ঐ কুঙ্কুমদ্বারা মুখ ও স্তনমণ্ডল লেপন করিয়া ঐ ব্যথা দূর করিতেছে।"—এই শ্লোকে পুলিন্দ রমণীগণের শ্রীবার্ষভানবীদয়িত কৃষ্ণে অপূর্ব্ব অনুরাগের কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই মহিষীগণ (১৬১০০) বলিতেছেন—ব্রজরমণীগণ, গোপগণ, এমন কি, পুলিন্দরমণী পর্য্যন্ত যে গোচারণশীল কৃষ্ণের, তৎপ্রিয়তমা শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্য শ্রীযুক্তপাদরজঃ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, আমরাও সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃ মস্তকে ধারণ এবং পাদস্পর্শ সৌভাগ্য লাভ করিতে বাঞ্ছা করি।

"অত্রাসামীদৃশী কামনা তদ্দিনমারভ্যাভবৎ যস্মিন্ দিনে প্রেমরসপ্রসঙ্গতঃ উদ্ধবঃ কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ রহসি স্ত্রীজনমহাসদসি শ্রীরাধায়া রূপগুণপ্রেমসৌভাগ্যমাধুর্য্যপরমোৎকর্ষং শ্রীকৃষ্ণবশীকারকমবর্ণয়ৎ। তত্রাষ্টানাং রুক্মিণ্যাদীনাং স্বেষাং সৌভাগ্যোৎকর্ষং মানয়ন্তীনাং তত্র সা কামনা নাভুৎ ষোড়শসহস্রস্ত্রীণান্তু তাভ্যো ন্যূনসৌভাগ্যানামভূদিত্যতো মৌষলান্তে ষোড়শসহস্রগোপবেশধরেণ কৃষ্ণেনৈতা অধ্বন্যর্জ্জুনাদাচ্ছিদ্য গোকুলমানেয়ন্তে ইতি কেচিদাহুঃ।" (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা ঐ ১০।৮৩।৪৩)

অর্থাৎ "এস্থলে শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষীর এই প্রকার কামনা (শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুকৃষ্ণাপ্তিলালসা) সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, যে দিন প্রেমরসপ্রসঙ্গক্রমে ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণসমীপে নির্জ্জনে স্ত্রীজনমহাসভায় শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবশীকারক রূপগুণপ্রেমসৌভাগ্যমাধুর্য্যের পরমোৎকর্ষ কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত রুক্মিণ্যাদি অষ্টমহিষী নিজ নিজ সৌভাগ্যোৎকর্ষকে বহুমানন করায় তাঁহাদের চিত্তে তাদৃশী কামনা উদিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূনসৌভাগ্যবতী ঐ ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর ঐরূপ কামনা হইয়াছিল। তাই মৌষললীলান্তে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহাদের সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। স্বয়ং কৃষ্ণই ষোড়শ সহস্র বা শতা-ধিক ষোড়শ সহস্র গোপবেশ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে অর্জ্জুনের হস্ত হইতে ঐ সমস্ত স্ত্রীকে ছিন্ন করিয়া লইয়া গোকুলে আনয়ন করেন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।"

পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ১।১৫।২০ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শুদ্ধাসরস্বতীর বিচার প্রদর্শন করিতেছেন যে,—'অসদ্ভিঃ গোপৈঃ' শব্দে "ন বিদ্যন্তে সন্তো যেভ্যস্তৈর্গাং পৃথ্বীং দ্যাঞ্চ পান্তীতি তৈঃ গোপজাতিত্বাচ্চ গোপৈঃ' অর্থাৎ যাঁহা হইতে সাধু আর কেহই নাই, তিনিই অসৎ এবং যিনি গো, পৃথিবী এবং স্বর্গ পালন করেন, তিনিই গোপ, আবার গোপজাতিত্ব হেতুও তিনি গোপ। তিনিই তাঁহার নিজ প্রেয়সীগণকে অপ্রকটপ্রকাশে প্রবেশনার্থ তত্তদ্রূপে অর্থাৎ ষোড়শ সহস্র গোপরূপে তাঁহাদিগকে অর্থাৎ স্বীয় প্রেয়সী ষোড়শ সহস্র মহিষীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন॥ ভাঃ ১০।৮৩।৪০-৪৩ শ্লোকোক্ত হে সাধ্বি আমরা সাম্রাজ্য ইত্যাদি কামনা করি না ইত্যাদি বাক্যে মহিষীগণের ব্রজস্ত্রীবাঞ্ছিত ভগবৎস্বরূপেই তাঁহাদের মনোরথ অবগত হওয়া যায়। অন্যথা ভগবদুপভুক্ত দেহ সাক্ষাল্লক্ষ্মীস্বরূপিণী তাঁহাদের নীচস্পর্শে সদ্য

সদ্যই অন্তর্দ্ধান সংঘটিত হইত। প্রকাশান্তরে তাঁহাদের ব্রজস্ত্রীত্ব প্রাপ্তিই জ্ঞাত হাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণেরও এইরূপই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। শ্রীব্যাসদেব অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

"এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্।
ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা যাতা দস্যুহস্তা বরাঙ্গনাঃ॥"

—এই প্রকার মুনিবর অষ্টাবক্রের শাপহেতু সেই সমস্ত দেবাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করিয়া পুনরায় দস্যুহস্তে পতিতা হইয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—পূর্ব্বকালে এক সময়ে শ্রীসনাতন ব্রহ্মের আরাধনার্থ বিপ্রবর শ্রীঅষ্টাবক্র বহু বর্ষ যাবৎ 'জল-বাস-রত' ছিলেন। সেই সময়ে অসুরযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেবগণ সুমেরু পর্ব্বতোপরি এক মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই উৎসবে যোগদানার্থ রম্ভা তিলোত্তমা আদি সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা পথিমধ্যে উক্ত জটাধারী মুনিবরকে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া তপস্যারত দেখিয়া তাঁহার প্রসন্নতালাভের জন্য সবিনয়ে বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে বহু স্তবস্তুতি করেন। অষ্টাবক্রজী তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের ইচ্ছানুসারে আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিয়া লও। অতি দুর্ল্লভ হইলেও আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করিব। তখন রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদপ্রসিদ্ধা অপ্সরা তাঁহাকে বলিলেন—"প্রসন্নে ত্বয্যপর্য্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজ" অর্থাৎ হে দ্বিজ, আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের কি না মিলিতে পারে? অন্য অপ্সরাগণ বলিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! যদি আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে যাহাতে আমরা পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন, মুনিবর 'আচ্ছা তাহাই হউক' বলিয়া জলমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিবার সময় তাঁহার দেহ অষ্টস্থানে বক্র-কুরূপ দর্শন করিয়া যে সমস্ত দেবাঙ্গনার হাসি লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিবর শাপ দিলেন—

"যস্মাদ্বিকৃতরূপং মাং মত্বা হাসাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেতং শাপং দদামি বঃ॥
মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তু পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বা দস্যুহস্তং গমিষ্যথ॥"

—যেহেতু আমাকে বিকৃতরূপ দেখিয়া তোমরা হাস্যদ্বারা আমার অবমাননা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাদিগকে এই শাপ দিতেছি যে, তোমরা আমার অনুগ্রহে শ্রীপুরুষোত্তমকে পতিরূপে পাইয়াও আমার শাপপ্রপীড়িত হইয়া পুনরায় দস্যুহস্তে পড়িবে।

মুনিবরের এই বাক্য শুনিয়া অপ্সরাগণ পুনরায় বহু স্তবস্তুতিদ্বারা মুনিবরকে প্রসন্ন করিলে মুনিবর পুনঃ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তোমরা পুনঃ সুরেন্দ্রলোকে গমন করিবে—'পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ'।

এই প্রকারে মুনিবর অষ্টবক্রের অভিশাপেই দেবাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পতিরূপে পাইয়াও পুনরায় দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন। অবশ্য এই দস্যু কৃষ্ণ ছাড়া আর কেহ নহেন। কৃষ্ণই আভীরদস্যুরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনহস্ত হইতে নিজলক্ষ্মীগণকে ছিনাইয়া লইলেন। তাই অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীব্যাসের বচনান্তর এইরূপ—

তত্ত্বয়া নহি কর্ত্তব্যঃ শোকোহল্পোহপি হি পাণ্ডব।
তেনাপ্যখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥ (বিঃ পুঃ ৫।৩৮।৮৫)

"অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ পতিঃ কৃষ্ণস্তেন তৎসর্ব্বং তৎপ্রিয়াবৃন্দং উপ নিকট এব সম্যক্ প্রকারেণ হৃতং, অর্জ্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্" (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা ঐ ১।১৫।২০) অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তোমার অল্প মাত্র শোকও করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সেই অখিলেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার সমস্ত প্রিয়াবৃন্দকে নিজ সমীপে অর্জ্জুনের নিকট হইতে সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ললিত মাধব নাটকে ব্রজের সমগ্র শক্তিকে দ্বারকায় নববৃন্দাবনে আনিয়া দ্বারকালীলার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। একই কৃষ্ণ এবং একই কৃষ্ণশক্তির রসভেদে অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য। তিনি তাঁহার নাটকে প্রদর্শন করিয়াছেন—ব্রজের কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা কুমারীগণকে কামাখ্যা দেবীর আদেশে নরকাসুর অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সেই নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক দ্বারকায় প্রেরণ করেন। পরে সেই "শতাঢ্যানি ষোড়শ সহস্রাণি" (লঃ মাঃ ৯ম অঙ্ক) অর্থাৎ শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণোক্ত দেবকন্যাগণই ব্রজের কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা কুমারীগণ, ইঁহারা নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপিকাগণেরই অংশস্বরূপা। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী সর্ব্বমূলতত্ত্ব। তাঁহার এবং তাঁহার চিচ্ছক্তির প্রকাশ ও বিলাস তদিচ্ছায় অনন্তলীলাবিলাসবৈচিত্র্যের উদ্ভব করাইয়াছে। তিনি নিত্য সত্য, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিলাস বৈচিত্র্যও সুতরাং সর্ব্বেব নিত্য সত্য।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থোক্ত রীত্যনুসারে বিবেচিত হয় যে,—গোপীগণ দ্বিবিধা—নিত্য সিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধাও দ্বিবিধা—যৌথিকী এবং অযৌথিকী। যৌথিকীগণও দ্বিবিধা—শ্রুতিযূথভূতত্বহেতু শ্রুতিচরী এবং ঋষিযূথভূতত্বহেতু ঋষিচরী। এজন্য পদ্মপুরাণে গোপীগণের চতুর্ব্বিধত্ব উক্ত হইয়াছে—শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, গোপকন্যা ও দেবকন্যা। ইঁহারা কেহই প্রাকৃত মানুষী নহেন। গোপকন্যাগণ নিত্যসিদ্ধা, তাঁহাদের সাধন শুনা যায় না। তবে গোপীত্ব সত্ত্বেও কাত্যায়নী অর্চ্চনের সাধনত্ব নরলীলাত্ব জ্ঞাপক মাত্র। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ হ্লাদিনী মহাশক্তিস্বরূপিণী, তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ অনাদিসিদ্ধ। দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে তাঁহাদের নির্দ্দেশ আছে। তন্মন্ত্রোপাসনা ও তদ্বিধায়ক শ্রুতিগণেরও অনাদি-অনন্তকালভাবিতত্ব। শ্রুতিচরী ও ঋষিচরীগণের সাধনসিদ্ধত্ব। কিন্তু 'সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ' (ভাঃ ১০।১।২৩) ইতি প্রমাণাবগতানাং দেবকন্যানাং নিত্যসিদ্ধ গোপিকাংশভূতত্বং ব্যাখ্যাতমুজ্জ্বলনীলমণৌ—অর্থাৎ দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হউন, এই প্রমাণানুসারে অবগত দেবকন্যাগণের নিত্যসিদ্ধ গোপিকাংশভূতত্ব উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। —ভাঃ ১০।২৯।৯ শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

"বসুদেব গৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।১।২৩) অর্থাৎ "প্রকট সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ বাসুদেব বসুদেবগৃহে স্বয়ংই আবির্ভূত হইবেন। দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হউন।" —এই শ্লোকের টীকায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিতেছেন—"সুরস্ত্রিয়স্তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদি মন্বন্তরাবতারস্ত্রিয়স্তা এব তৎপ্রিয়াণাং সখ্যার্থং কৃতচরতদ্ভজনপ্রভাববশাৎ পৃথগ্ভূতাস্তৎপ্রিয়সখ্যে ভবন্তু। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ—'নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ। তা অংশিনী নামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে॥' ইতি।" অর্থাৎ দেবপত্নীগণ তাঁহার (কৃষ্ণের) প্রিয়াংশভূতা উপেন্দ্রাদি মন্বন্তরাবতারস্ত্রীগণ। তাঁহারা কৃষ্ণের প্রিয়াগণের সখ্যার্থ তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত ভজনপ্রভাববশতঃ তাঁহার পৃথগ্ভূতা প্রিয়সখী হউন। উজ্জ্বলনীলমণিতেও উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াগণের যে সমস্ত অংশ দেবযোনিতে উদ্ভূতা হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রজে তাঁহাদের অংশিনী কৃষ্ণনিত্যপ্রিয়াগণের প্রিয় সখী হইয়াছিলেন।

ভাঃ ১০।৪৭।৬০ শ্লোকোক্ত 'স্বর্যোষিতাং' শব্দে শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর 'উপেন্দ্রাদ্যবতারপত্নীনাং'—অর্থাৎ 'উপেন্দ্রাদি অবতার পত্নীগণের' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণকথাবর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছি—

"রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাস্তং বৈদিক্যোঽপ্সরসোঽব্রুবন্।
প্রসন্নে ত্বয্যপর্য্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজ॥
ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্॥"

(বিঃ পুঃ ৫।৩৮।৭৭-৭৮)

—এই শ্লোকদ্বয়ে রম্ভা তিলোত্তমাদি বেদপ্রসিদ্ধা অপ্সরা মুনিবর অষ্টাবক্রকে বলিলেন—আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের আর কি অপর্য্যাপ্ত থাকিল? তাঁহারা ছাড়া অন্যান্য দেবকন্যাই বলিয়াছিলেন—"হে বিপ্র যদি আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে যাহাতে আমরা পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারি, আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন।" "এবং ভবিষ্যতি" বলিয়া মুনিবর তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন, ইঁহারাই শতাধিক ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণপ্রেয়সী। ইঁহাদিগকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ সাধারণ অপ্সরা বলিয়াও স্বীকার করেন নাই, উপেন্দ্রাদি মন্বন্তরাবতারস্ত্রী বলিয়াছেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মৌষল লীলা, আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি, সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১১১-১২২)

এজন্য মহিষীহরণাদি ব্যাপার সমস্তই মায়াময় বলিয়া জানিতে হইবে। খুব সাবধানে এই সকল সিদ্ধান্ত বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে প্রাকৃত বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী।

আমরা শুনিয়াছি—শ্রীগোপী তলাও নামক স্থানেই আভীরদস্যুরূপধারী শ্রীকৃষ্ণাপহৃত শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী তাঁহাদের পরম বাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীস্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণালিঙ্গিত হন বলিয়াই, ইহা গোপীসরোবর নামে বিখ্যাত এবং এই জন্যই গোপীচন্দনের এত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আমরা গোপীসরোবর হইতে কিছু গোপীচন্দন সংগ্রহ করত; সমুদ্রতটে আসিয়া নৌকাযোগে পুনরায় ওখা ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

দ্বারকা হইতে বরাবর বাসযোগেও গোপীসরোবরে আসা যায়। ১৬ মাইল পথ। বাস পথে শ্রীনাগেশ্বর শিব (জ্যোতির্লিঙ্গ) দর্শন হয়। বাস একেবারে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত যায়। সমুদ্রতট হইতে গোপীতালাও প্রায় ১॥ মাইল হইবে। পাণ্ডারা বেটদ্বারকাকে আবার রমণক দ্বীপও বলিয়া থাকেন। শ্রীসুদামা বিপ্র কৃষ্ণকে দ্বারকায় ভেট করিতে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য 'ভেট' শব্দের অপভ্রংশ 'বেট্' হইতে পারে। আবার 'বেট' শব্দে নাকি দ্বীপও কথিত হয়। যাহা হউক এই 'বেটদ্বারকা'ই চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত। গোমতীদ্বারকা ও বেটদ্বারকার মধ্যে যেখানেই হউক শ্রীভগবদ্গৃহ বিরাজিত ছিল শ্রীভগবান্ যে ভাগ্যবান্ ভক্তকে তাঁহার চিন্ময়ধাম ও চিন্ময়ীলীলা দর্শনের চিন্ময় চক্ষু দান করেন, তিনিই ইহার রহস্য ভেদ করেন। ভগবদ্ধাম—অপ্রাকৃত, শ্রীভগবান্ সেই ধামে নিত্যসন্নিহিত। তিনি অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় বস্তু, তাঁহার ধামও তদ্রূপই। সুতরাং সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ব্যতীত তাঁহারা কখনই প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। শ্রীভগবদ্ধাম ও ভগবদ্গৃহ একটি সীমাবদ্ধ স্থানও নহেন। সুতরাং মূল দ্বারকা কোনটি, ইহা লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া বা অনুমানাবলম্বনে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না। তবে কোন দিব্য অনুভূতিবিশিষ্ট ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়শূন্য মহাপুরুষের নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে শিরোধার্য্য।

ওখা হইতে ৪-৫৫ মিঃ এ রওনা হইয়া আমরা ১৮।১১।৬১ তারিখে ভোর প্রায় ৪।৪॥ টায় রাজকোট ষ্টেসনে পৌঁছাই। এখানে স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া সিদ্ধপুরাভিমুখে রওনা হই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

(পূর্ব্ব সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

পরব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব—শ্রীমদ্ভাগবতে পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্মকে 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' বলিয়াছেন।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় নিত্যস্বপ্রকাশ পরমানন্দবস্তুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় কথিত হন।

পরতত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতিবাক্যেও বলা হয় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলা হইয়াছে "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" এখানে 'জ্ঞান' শব্দটীর বিশেষত্ব আছে। সাধারণ জীবের জ্ঞান এবং শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানপদার্থ একরূপ নহে। সাধারণ অর্থে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে সাময়িকভাবে যাহা জানা যায় তাহাই জ্ঞান—যেমন ঘটপটাদির জ্ঞান। উহা আমরা আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা সঞ্চয় করি। কোন রূপবিশিষ্ট বস্তুর সহিত আমাদের চক্ষুর সংযোগ হইলে আলোক সাহায্যে আমরা উহা দেখিয়া জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানে এই নিয়ম খাটে না। জাগতিক চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির আলোক তাঁহার জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য দরকার হয় না কিংবা সাধকেরও তাঁহাকে জানিবার জন্য উহার দরকার হয় না। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"—চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি জাগতিক বস্তুকে জানিবার সহায়তা করে, কিন্তু শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে উহাদের কার্য্যকারিতা কিছুই নাই। তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মিলনে উৎপন্ন বস্তু নহে, পরন্তু উহা স্বরাট, স্বতন্ত্র, স্বয়ংসিদ্ধ। তিনি নিজেই প্রকাশিত হন অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ—তিনি কেবল নিজ চৈতন্যসত্ত্বায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড চৈতন্যঘন পরমপুরুষ। এই অর্থেই শ্রীভগবান 'জ্ঞানস্বরূপ'। যদি বলা হয় যে কোন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইলেও কোন একটী শক্তি তাহার মধ্যে থাকিবেই, যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলিয়াই অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে। তদুত্তরে বলা হইবে যে ভগবানের স্বপ্রকাশিকা শক্তিই তাঁহাকে প্রকাশ করে। শাস্ত্রকারগণ এই স্বপ্রকাশিকা শক্তিকে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' নাম দিয়া থাকেন। [সত্ত্বগুণের একটী কার্য্য প্রকাশ করা। প্রাকৃত সত্ত্বগুণ প্রাকৃত বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু উহা অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না—প্রাকৃত সত্ত্বগুণ মায়ার বৃত্তিমাত্র। এজন্য ভগবানের স্বপ্রকাশিকা শক্তিকে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' বলা হইয়াছে]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ॥' —বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব নামে অভিহিত, যেহেতু তাহাতেই পুরুষোত্তম ভগবান্ আবরণশূন্য অর্থাৎ তাঁহার 'স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত স্বপ্রকাশিকাশক্তিলক্ষণযুক্তভাবে' প্রকাশিত হন। এই স্বপ্রকাশিকা শক্তিরই (বিশুদ্ধসত্ত্বের) ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের পিতা' মাতা প্রভৃতিরূপে জগতে অবতীর্ণ। "পিতা, মাতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার"॥ (চৈঃ চঃ)। বসুদেব-দেবকীকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের জন্মগ্রহণ—উহা তাঁহার স্বপ্রকাশিকা শক্তিতে আত্মপ্রকাশমাত্র। যে লীলায় শ্রীভগবান্ জন্মানুকরণ না করিয়াই আবির্ভূত হন, সে

লীলায় তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বের মূর্ত্তি সাধারণ লোকের অনুভব গোচর হয় না।

বহির্ম্মুখ লোক ঘটপটাদির জ্ঞান বলিলে তাহাতে কোন মূর্ত্তি দেখেন না, সুতরাং মনে করেন যে ভগবান্ যদি জ্ঞান-স্বরূপ হন তবে তাঁহার মূর্ত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশেষ নহে। তাঁহার পক্ষে "জ্ঞায়তে—স্বয়মেব প্রকাশতে"—তিনি নিজেই প্রকাশিত হন এই অর্থে তিনি 'জ্ঞায়তে'।

শ্রীভগবান্ 'চিদেকরূপ'—জ্ঞানস্বরূপ। চিদ্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তাঁহাতে নাই। জীব যেমন চিৎ এবং জড় দুইটী বস্তুর সমবায়ে গঠিত, তিনি সেরূপ নহেন, তাঁহাতে চিদ্ ভিন্ন জড়বস্তু কিছুই নাই। 'চিদেকরূপ' বলিতে তিনি যে কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসত্ত্বামাত্র, তাহা নহে। চেতন বস্তু হইলেই তাহার জ্ঞানশক্তি, অনুভবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি থাকিবে চেতনের স্বভাবই ক্রিয়াশীলতা। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রহিয়াছে—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। এই অদ্বয়জ্ঞান শুধু চিৎ নহেন, সৎ ও আনন্দও বটেন। 'সৎ' বলিতে সত্ত্বা বুঝায়—অন্য বস্তুরও সত্ত্বা আছে কিন্তু সে সত্ত্বার মূল তিনি। তদ্ভিন্ন অন্যবস্তুর সত্ত্বার ন্যায় তাঁহার সত্ত্বা নহে তাঁহার সত্ত্বায় বৈশিষ্ট্য-জন্যই তাঁহাকে 'ওঁ তৎ সৎ' বলা হইয়াছে। এই অদ্বয়-জ্ঞান আনন্দও বটেন শ্রুতি তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' বলিয়াছেন, তিনি 'অখিলরসামৃতসিন্ধু'। সুতরাং চিৎ স্বরূপেই তিনি সৎস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ- যাহা 'চিৎ' তাহাই 'সৎ' এবং যাহা 'সৎ' ও 'চিৎ' তাহাই 'আনন্দ' —সুতরাং তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু।

শ্রুতিতে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" —ব্রহ্ম হইতেছেন এক এবং অদ্বিতীয়, ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বাস্তব অস্তিত্বযুক্ত বস্তু থাকে, তবে তাহার সহিত ব্রহ্মের ভেদ থাকিলে ব্রহ্মকে অদ্বয়তত্ত্ব (দ্বিতীয় শূন্য—ভেদ শূন্য) বলা যায় না। আমরা পরিদৃশ্যমান জগতে জীব ও স্থাবরজঙ্গমাদি জড় বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই এবং শ্রুতিরও 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বাক্যে বুঝাইতেছে যে জীব-জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। তাহা হইলে জীব-জগৎ যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যবস্তু হয়, তবে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বা অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

এখন অদ্বয়ত্ব বা অভেদ বলিতে কি বুঝায়? দুই বা ততোধিক বস্তু থাকিলে উহাদের প্রত্যেকেই যদি স্বয়ংসিদ্ধ ও অন্য নিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ নিজের শক্তিতেই স্থিতিবান্ এবং কোন বিষয়ে অপর কাহারও অপেক্ষা না রাখে তাহা হইলেই একটীর সহিত অপরটীর ভেদ আছে বলিতে হইবে। যদি কোনটী কোন বিষয়ে অপর একটীর অপেক্ষা রাখে তবে উহাদের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আছে, ইহা বলা যায় না। এখন দেখা যাউক ব্রহ্মের অন্য কোন বস্তুর সহিত ভেদ আছে কি না।

ভেদ তিন প্রকার—স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত।

ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ নাই—'স্বজাতীয়' বলিতে সমান জাতীয়—যেমন দুইজন মনুষ্য। ব্রহ্ম 'চিদেকরূপ'—চিদ্বস্তু। জীবও চিদ্বস্তু, ভগবদ্ধামসমূহ, ভগবৎপরিকরাদি এবং অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণ সকলেই চিদ্বস্তু এবং সকলেরই পৃথক অস্তিত্ব আছে। সুতরাং মনে হইতে পারে যে উহাদের সহিত ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ আছে। কিন্তু তাহা নহে, কারণ উহাদের কেহই নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ নহেন, উঁহারা সকলেই নিজেদের অস্তিত্ব জন্য ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন। জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিদ্রূপা জীবশক্তি হইতে উৎপন্ন বা জীবশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীব-ভূতঃ সনাতনঃ' (গীতা)। ভগবদ্ধামসমূহ এবং ভগবৎ-পরিকরসমূহও ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাস বা স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সুতরাং উহাদের সহিত ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ নাই—'বিজাতীয়' বলিতে ভিন্ন জাতীয়—যেমন বৃক্ষ ও মনুষ্য। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু ও আনন্দস্বরূপ। সুতরাং যাহা চিদ্বস্তু নহে

এবং দুঃখপ্রদানকারী অর্থাৎ চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু এরূপ যদি স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু থাকে তবে উহাই ব্রহ্মের বিজাতীয় হইতে পারে। কিন্তু এরূপ কোন স্বয়ংসিদ্ধ জড় বস্তু নাই। বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমাদি যে সকল জড়বস্তু আমরা দেখিতে পাই উহা পর ব্রহ্মের মায়া শক্তির পরিণাম মাত্র, সুতরাং স্বয়ংসিদ্ধ নহে। উহারা উহাদের সত্ত্বাদির জন্য জ্ঞানবস্তু পরব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং উহাদের সহিত অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ নাই।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ অন্যভাবেও ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদহীনতা দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে যাহা বলিতেছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—যেমন আলোকের অভাবকেই অন্ধকার বলা হয়, সেইরূপ যাহা জড় ও দুঃখ বলিয়া মনে হয় উহা প্রকৃত পক্ষে মায়াকৃত চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই উদ্ভুত হয় অর্থাৎ জড়—চিৎ এর তিরোভাব এবং দুঃখ—আনন্দের তিরোভাব মাত্র। অভাব কোন বাস্তব বস্তু নহে, সেজন্য উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন একটী বস্তু ইহা বলা যায় না।

ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই—'স্বগত' বলিতে নিজের মধ্যস্থ—উপাদানজাতীয়—যেমন পিতল, দস্তা, সীসা প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একখানি কাঁসার থালা। ব্রহ্মের মধ্যে চিৎ বা আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন উপাদান নাই, জীবের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই। জীবের দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে গঠিত এবং এই পঞ্চভূতের পরিমাণও চক্ষু-কর্ণাদিতে সমান নহে। চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী থাকায় উহার দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই, কর্ণে মরুতের ভাগ বেশী থাকায় উহার শ্রবণশক্তি আছে কিন্তু দর্শনশক্তি নাই—এইরূপ। সুতরাং জীবের মধ্যে স্বগত ভেদ আছে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুতে সেরূপ নহে। ব্রহ্মের মধ্যে চিদানন্দ ব্যতীত অন্য কোন উপাদান না থাকায় তাঁহার বিগ্রহের যে কোন অংশে যে কোন শক্তির অভিব্যক্তি হইতে পারে। তাঁহার যে কোন অংশ অপর যে কোন অংশের কার্য্য করিতে পারে। তাই ব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ উক্ত আছে—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি॥
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যদি কেহ বলেন—শাস্ত্রে ব্রহ্মের অনেক রূপের কথা বলা হইয়াছে সেজন্য তাঁহার স্বগত ভেদ আছে বলা যাইতে পারে। উহার উত্তর এই যে ব্রহ্মের বহুরূপ থাকিলেও উহাতে তাঁহার একত্ব নষ্ট হয় না, সূর্য্য যেমন এক হইয়াও বহু জলাশয়ে বহুরূপে প্রতিভাত হন সেইরূপ। 'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'—যিনি এক (অদ্বিতীয়) হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হন। বৈদূর্য্যমণি এক—কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়া দেখিলে তাহার বহুরূপ মনে হয় সেইরূপ। ভক্তের ভাবানুযায়ী শ্রীভগবান্ নানারূপে প্রতিভাত হন। 'এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥' (চৈঃ চঃ মধ্য-৯প)। শ্রীল জীবপাদ কুণ্ডলের উদাহরণ দিয়াছেন। স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল অন্য আকার ধারণ করিলেও উহা স্বর্ণভিন্ন আর কিছু হইয়া যায় না। সুতরাং স্বর্ণখণ্ড ও কুণ্ডলাকার প্রাপ্ত স্বর্ণমধ্যে যেমন স্বগতভেদ থাকে না এইরূপ। কিন্তু এই কুণ্ডলেই যদি স্বর্ণভিন্ন অন্য উপাদান প্রবিষ্ট হয় (যেমন রত্নাদি) তখন উহাকে স্বর্ণ হইতে ভিন্ন বস্তু বলা যায়। ব্রহ্মবস্তুতে চিদ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রবেশ নাই। সেজন্য ব্রহ্ম সর্ব্বদাই স্বগত ভেদশূন্য।

কেহ বলিতে পারেন শাস্ত্রে দেখা যায় যে যখন পূর্ণ ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন, সেই সময় নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপগণ পূর্ণ ভগবানের বিগ্রহমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আসেন। সুতরাং উহাতেই বলা যায় যে পূর্ণ ভগবানের স্বগতভেদ আছে। উহার উত্তরে এই বলা যায় যে ঐ সকল বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ স্বয়ংসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-নিরপেক্ষ নহেন। সুতরাং উহাতে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বগত ভেদ বলা যায় না।

উপরি উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধ, স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব।

[কেহ কেহ পরতত্ত্বে স্বগতভেদ অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মের অনন্তশক্তি—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥ (শ্রুতি)। ঐ সকল শক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রকাশ দেখা যায়। যেমন তিনি যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'), তাঁহার হস্তপদ নাই অথচ তিনি গ্রহণ করেন ও গমন করেন ('অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা') তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখেন ('পশ্যত্যচক্ষুঃ') ইত্যাদি। উহা দ্বারা তাঁহার বৈচিত্র্যময়ী লীলাদি সম্ভবপর হয়। এই শক্তিবৈশিষ্ট্যকেই স্বগতভেদ বলা হয়। ইহাতে তাঁহার অদ্বয়ত্বের হানি হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি ঘটিবে এই আশঙ্কায় ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, নিরাকারত্ব, নির্ব্বিশেষত্ব এবং একমাত্র চিৎসত্তাই ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের এই শক্তিবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা 'পরাস্যশক্তিঃ'—প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া লক্ষণারূপে মনঃকল্পিত অর্থ গ্রহণ করেন। শক্তিসমূহ শক্তিমানেই অবস্থিত। তাঁহার শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অতিরিক্ত ও তদূর্দ্ধে বিরাজমান শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ—যিনি তাঁহার শক্তির সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদলক্ষণে সম্বন্ধযুক্ত—তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার শক্তিবৈশিষ্ট্যরূপ স্বগতভেদ স্বীকার করায় অসুবিধা হয় না কিংবা তাঁহার অনন্তশক্তি অলীক বা মিথ্যা বলার দরকার হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জীবের দেহ যেরূপ পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে গঠিত, ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে সেরূপ কোন বিভিন্ন উপাদান নাই। তিনি কেবল চিদানন্দময় বস্তু। এই অর্থেই ভাগবতে ব্রহ্মকে 'অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব' বলা হইয়াছে।]

—ক্রমশঃ

'করিষ্যে বচনং তব'

[শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী]

পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর বনবাস, এক বৎসর অজ্ঞাত বাস পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাজ্য তাঁহাদের কিন্তু রাজ্য ফিরিয়া পান নাই। ধৃতরাষ্ট্র তথা দুর্য্যোধন যে তাঁহাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন তাহার কোনও সম্ভাবনাই দৃষ্ট হইতেছে না। ভ্রাতৃবিরোধ ও জ্ঞাতিকলহ পাণ্ডবদের অনভিপ্রেত, তাই ন্যায়ানুমোদিত রাজ্যের পরিবর্ত্তে মাত্র পাঁচ খানি গ্রাম তাঁহারা ভিক্ষা চাহিলেন। অপত্য-স্নেহ অন্ধ, বুদ্ধির বিভ্রম ঘটায়। মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাই দুর্য্যোধনের অন্যায় আবদারের নিকট নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি—সত্য ধর্ম্ম বলি দিলেন। পিতার এই দুর্ব্বলতা দুর্য্যোধনকে উৎসাহিত করিল। ফলে কলির অবতার দুর্য্যোধন অন্যায়ের চরম বাণী ঘোষণা করিলেন,—

তিলার্দ্ধং যব ষড়্‌ভাগং সূচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী।
বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

কলির প্রারম্ভে স্বর্গচ্যুত অসুরগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অধর্ম্মাচরণ ও অত্যাচার দ্বারা পৃথিবীকে পাপ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। সাধু-সজ্জন নিগৃহীত—ধর্ম্মের গ্লানি সর্ব্বত্র, অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে দিকে দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। পাপভারে পৃথিবী রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, প্রতিবিধান চাই। প্রতিবিধানের জন্যই হয় ভগবানের অবতরণ—অবতার লীলার তাৎপর্য্য ইহাই। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তিনি আসিলেন—দ্বাপরের শেষে কলির প্রারম্ভে কংসের

কারাগারে তিনি আসিলেন। সর্ব্ববন্ধনহারী শ্রীকৃষ্ণের আগমনে মুক্তির বাণী—সকলের সকল প্রকার বন্ধন মোচনের বাণীই ঘোষণা করে। তাই তিনি আসিয়াই দেবকী-বসুদেবের বন্ধন মোচন করিলেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—সকলঅ বতারের মধ্যে তিনিই পূর্ণ অবতারী। শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত—ভাগবতের ইহাই নির্দ্দেশ। তবু মানুষী-তনু আশ্রয় করিয়া যখন তিনি অবতীর্ণ হন তখন মানুষী লীলাই তিনি করিয়া থাকেন। তাই দেখি ভারত-যুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়াও তিনি দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পিতৃস্বসা-পুত্র পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব লইয়া দুর্য্যোধনের রাজ-সভায় গমন করিলেন। ন্যায়-নীতির শত রকম যুক্তি, কল্যাণ-অকল্যাণের উপদেশ কোন কিছুই কাজে আসিল না। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্ তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। বিষয়-মলিন চিত্তে সত্যধর্ম্ম—ভগবদ্ মহিমা প্রতিভাত হয় না। তাই দুর্য্যোধন বিশ্ব-রূপের মর্ম্ম বুঝিলেন না, ভাবিলেন, ইহা ভোজবাজী। ছলে-বলে কৌশলে, শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন। সর্ব্ববন্ধনহারী শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন—সে তো সম্ভব নয়, তাই দুর্য্যোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায়, হতাশায় আর অন্তর্দাহে পরিণত হইল।

ভারত-যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। পাণ্ডবদের পিতৃরাজ্য উদ্ধার উপলক্ষ্য মাত্র—আসলে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এই যুদ্ধের প্রয়োজন। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধের নিয়ামক।

যুদ্ধের আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। দুর্য্যোধন পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে।

স্থূল দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত। তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁহার নারায়ণী সেনা দুর্য্যোধনকে দিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষ তাঁহাকে পাইয়াছেন। নিরস্ত্র তিনি, অর্জ্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন নারায়ণী সেনা পাইয়া তিনি জিতিয়াছেন। নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া পাণ্ডবপক্ষ ঠকিয়াছে। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র যদি পুত্র স্নেহে সত্য দর্শন—প্রজ্ঞাদৃষ্টি না হারাইতেন তবে দুর্য্যোধনের এই ভুল তিনি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন একবার তাঁহার প্রতি-পক্ষের যোদ্ধবৃন্দকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। কপিধ্বজ রথ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, প্রতিপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ রথী, মহারথিগণ সমবেত হইয়াছেন। অর্জ্জু-নের দৃষ্টি সম্মুখে সুদূরপ্রসারী দুর্জ্জয় রণ-পারাবার—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যোদ্ধবৃন্দ, তাহার বীচিমালা হিংসার তাড়নায় দুলিতেছে—ফুলিতেছে। এই রণ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্র-গুরু দ্রোণ, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের বক্ষরক্তে পৃথিবীতল সিক্ত করিতে হইবে, তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অর্জ্জুন শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বীর হৃদয় কম্পিত হইল। বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, সেই বিশাল গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন জাগিল রাজ্য সুখ-ভোগের জন্য এই মহা নরমেধ যজ্ঞ, তার চাইতে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণই বাঞ্ছনীয় নহে কি? এ এক কঠিন সমস্যা।

সৃষ্টি কর্ত্তা বাসুদেব। সৃজন পালন তাঁহারই ইচ্ছায়—তাঁহারই খেলা। সকল সমস্যার সমাধান সূত্রও তাঁহারই হাতে। সেই বাসুদেবইত তাঁহার রথের সারথি—পাশেই বসিয়া আছেন। বিপদের ঝড় ঝঞ্ঝা শুধু দুঃখই বহন করিয়া আনে তাহা নহে, কল্যাণও বহন করিয়া আনে। বিপদের প্রলয়-নাচন আমাদিগকে অনেক সময় আত্মস্থ করে, আমাদের বহির্দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে। সেই আঘাতে আমাদের হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত হয়—অন্তর দেবতার খোঁজ মিলে। অর্জ্জুনেরও তাহাই হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবন রথেরও সারথি। জীবনের সকল সমস্যার সমা-ধানও তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। আর ভাবনা কি! সকল ভার তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়া সমর্পণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলেই ভগবান্ আত্মসমর্পণকারীর ভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণে মন্ত্রের দেবতা সাড়া দেন। সমর্পণের পূর্ণতা, প্রাপ্তিরও পূর্ণতা সম্পাদন করে। অর্জ্জুনের আত্মসমর্পণে তাই তাঁহার জীবন-দেবতা—রথের সারথি 'বরাভয়' মুরতি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"হে অর্জ্জুন ভীত হইও না, তুমি বীর, যুদ্ধের ভয়ে ভীত হওয়া তোমার সাজে না। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম—তুমি ক্ষত্রিয় মনে রাখিও"।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

কিন্তু অর্জ্জুনের মোহ কাটে না। ন্যায় অন্যায়ের কত প্রশ্ন তাঁহার মনে উঠিতেছে। সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির কত রকম সমস্যা আসিয়া তাঁহার বুঝিবার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু অর্জ্জুন শিষ্য। গুরুর কার্য্য শিষ্যের সকল রকম ভ্রম অপনোদন করা। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনের সকল সংশয় নিরসনার্থ জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গম গীতা সৃজন করিলেন। অর্জ্জুনের মোহমুক্তি না ঘটিলে কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে দুষ্কৃতকারীর বিনাশ, অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয় না। তাই গীতামৃত পান করাইয়া অর্জ্জুনকে সুস্থ ও স্বস্থ করিতে চাহিলেন। পাণ্ডবদের পিতৃরাজ্য উদ্ধারই ভারত-যুদ্ধের একমাত্র কথা নহে—আসল উদ্দেশ্য ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা—তাই কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে অর্জ্জুন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগের উপদেশ শ্রবণ করিলেন। বিশ্বরূপ দেখিয়া বুঝিলেন, বিশ্বগুরু শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কর্ত্তা। তিনি যন্ত্রী, আর সব তাঁর হাতের যন্ত্র। সৃষ্টির নিয়ামক তিনি—নিয়মন তিনিই করিতেছেন। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সব কিছু তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছা কাহারো নাই—সকলই তাঁহার হাতে খেলার পুতুল। তিনি যেমন নাচাইতেছেন, তেমনি নাচিতেছে—যেমন খেলাইতেছেন, তেমনি খেলিতেছে। "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"। বিশ্বরূপে অর্জ্জুন যুদ্ধের আদি অন্ত দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা বাসুদেবই সংহারকর্ত্তা। তিনি কালরূপ ধারণ করিয়া উভয় পক্ষের যোদ্ধবৃন্দকে গ্রাস করিতেছেন—মৃত্যু তাঁহাদের হইয়াই আছে। তাঁহাকে শুধু উপলক্ষ্য দাঁড় করাইতে চান। তাই ভগবানের বাণী,—"নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

আরো বলিলেন—"হে অর্জ্জুন ভয় নাই, তুমি শুধু আদেশ পালন করিয়া যাও। তোমার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সকল কর্ম্মের জন্য দায়ী আমি। কর্ম্মের ফলে যদি পাপ সঞ্চয় হয়,—"অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। তুমি শুধু "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"। অর্জ্জুনের সকল সংশয় দূর হইল। তাঁহার মোহ কাটিয়াছে, স্বধর্ম্মের স্মৃতি অর্জ্জুন ফিরিয়া পাইয়াছেন—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা"। মেঘমুক্ত রবির ন্যায় মোহমুক্ত অর্জ্জুন স্বমহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"করিষ্যে বচনং তব"। ইহার ফলশ্রুতি দিব্যদর্শী সঞ্জয়ের মুখে শুনিতে পাই। "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো··· তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম"॥

জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া আমরাও আজ দিশাহারা। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নহে, জাতির জীবনেও আজ পথ নির্দ্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। যে গীতামৃত পান করিয়া অর্জ্জুন দুস্তর বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভগবানের বাণী সেই গীতাই আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতীয় জীবনের সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় প্রদর্শন করিবে। আমাদের জীবন রথের সারথি গীতার ভাষায় নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"

আত্ম সমর্পণই এই গীতার মূল কথা। অহং কর্তৃত্বের মিথ্যাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, বলিতে হইবে "করিষ্যে বচনং তব"। এই বাক্যের ফলশ্রুতি ত পূর্ব্বেই সঞ্জয়ের মুখে শোনা গিয়াছে।

———

কালিয়দমন

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ]

আছিল একটি হ্রদ যমুনা সলিলে।
কালিয় নামক সর্প থাকিত সেকালে॥
অগ্নির সমান তার বিষের জ্বালায়।
হ্রদের নির্মল জল সদা পাক পায়॥
হ্রদের উপরে যদি বিহগ উড়িত।
সুতীব্র বিষের তাপে তখনি মরিত॥
বৃক্ষ লতা প্রাণীকুল যাহা ছিল তীরে।
বিষাক্ত অনিল স্পর্শে মরিত অচিরে॥
দুষ্টের নিগ্রহ তরে যাঁর অবতার।
সেই কৃষ্ণ দেখে তার এসব ব্যাপার॥
উগ্রবেগবিষযুক্ত কালিয় নাগেরে।
দূষিত যমুনা জলে যবে কৃষ্ণ হেরে॥
বাঁধিয়া সুদৃঢ় ভাবে কটির ভূষণ।
তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষে করে আরোহণ॥
বাহুতে আঘাত করি করতল দিয়া।
অতি উচ্চ বৃক্ষ হ'তে জলে পড়ে গিয়া॥
পুরুষোত্তমের সেই পতনের বেগে।
স্ফীত হ'ল হ্রদজল অতিশয় বেগে॥
বিষাক্ত তরঙ্গ তার হ'ল আলোড়িত।
চারিদিকে শতধনু হইল প্লাবিত॥
মদমত্ত মাতঙ্গের সম বীর্য্যবান্।
শ্রীকৃষ্ণ করিল তার ভুজের তাড়ন॥
এই মত হ্রদজলে করিলে বিহার।
ক্ষুব্ধজলে মহাশব্দ উঠিল তাহার।
তখন কালিয় নাগ সেই শব্দ শুনি।
আবাস স্থানের নিজ অপমান মানি॥
অসহিষ্ণু হ'য়ে তথা হ'ল সমাগত।
ক্রোধযুক্ত নেত্র হ'ল অনলের মত॥
মনোহর, সুকুমার, জলদবরণ।
পীতবাস, হাস্যযুক্ত সুরম্য বদন॥

পদ্মসম সুকোমল চরণ যাঁহার।
এমন শ্রীকৃষ্ণ হ্রদে করিল বিহার॥
নাগরাজ দন্তাঘাত করি মর্ম্মস্থান।
নিজদেহ দিয়া তাঁরে করিল বেষ্টন॥
বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ হ'ল চেষ্টা-হীন।
দেখিয়া সবার মুখ হইল মলিন॥
যেই সব সহচর গোপালকগণ।
করেছিল সব দ্রব্য কৃষ্ণে সমর্পণ॥
হেরিয়া তাঁহার দশা আর্ত্ত অতিশয়।
দুঃখশোকসহকারে পেল মহাভয়॥
হতবুদ্ধি হ'য়ে সবে পড়িল ভূতলে।
হতবাক্ হ'য়ে কেহ চাহে ধরাতলে॥
ধেনু, বৃষ, বৎসগণ দুঃখসহকারে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণে দৃষ্টিপাত করে॥
ভীত হ'য়ে তারা যেন করিল রোদন।
এইভাবে সকলের শোকাচ্ছন্ন মন॥
সেইকালে ব্রজে নানা উৎপাত হয়।
যাহাতে সূচিত হয় নানাবিধ ভয়॥
নন্দ আদি গোপগণ কুচিহ্ন দর্শনে।
জানিল 'গিয়াছে কৃষ্ণ আজি গোচারণে॥
বলদেবে না লইয়া' পায় মহাভয়।
দুঃখ শোকে কাতরতা পায় অতিশয়॥
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ কৃষ্ণদরশনে।
বাহিরিল ব্রজ হ'তে স্খলিত চরণে॥
দেখিয়া কাতর অতি ব্রজবাসিগণে।
বলদেব হাসিলেন আপনার মনে॥
তিনি শুধু জানিতেন কৃষ্ণের প্রভাব।
প্রকাশ না করিলেন নিজ মনোভাব॥
শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মলক্ষণসহিত।
পদচিহ্ন দেখি তারা শ্রীকৃষ্ণে খুঁজিত॥

পথ ধরি ক্রমে ক্রমে হ'ল উপনীত ।
যমুনার তটদেশে অতি ত্বরান্বিত ।।
দূর হ'তে দেখে তারা সর্প মহাকায় ।
বেষ্টন ক'রেছে কৃষ্ণ-শরীর তথায় ।।
চেষ্টাহীন হ'য়ে আছে হ্রদের মাঝারে ।
চারিদিকে গোপগণ হাহাকার করে ॥
হতবুদ্ধি গোপগণে আর পশুগণে ।
দেখিয়া পাইল ব্যথা অতিশয় মনে ॥
প্রিয়তম ভগবান্ সর্পগ্রস্ত হ'লে ।
অনুরক্ত গোপীগণ স্মরে সেই কালে ॥
তাঁর প্রেম, হাসি আর সদয় দর্শন ।
গোপন আলাপ আর মধুর ভাষণ ।।
দুঃখযুক্ত প্রাণে হেরে ত্রিলোক তখন ।
কৃষ্ণের বিরহে যেন শূন্যের মতন ।।
দুঃখিত হইয়া সবে ব্রজগোপীগণ ।
যশোদা সকাশে তবে করিল গমন ॥
তাঁর দুঃখে সমব্যথা পাইয়া সকলে ।
কৃষ্ণ যাহা ক'রেছিল তাহা সব বলে ।।
বলিতে বলিতে করে শোকের প্রকাশ ।
চেয়ে থাকে কৃষ্ণপানে বুকে দীর্ঘশ্বাস ।।
নিশ্চেষ্ট রয়েছে কৃষ্ণ হ্রদের মাঝারে ।
মৃত বলি সবে ভাবে তখন তাঁহারে ॥
কৃষ্ণগত প্রাণ নন্দ আদি গোপগণ ।
হ্রদমধ্যে প্রবেশিতে করিল মনন ॥
বলদেব তাহা দেখি করিল বারণ ।
জানে কৃষ্ণ কি শকতি করেন ধারণ ॥
দেখিলেন কৃষ্ণ সব গোকুলবাসীরে ।
অতীব দুঃখিত হ'য়ে আছে হ্রদতীরে ॥
ভাবিত সকলে তাঁরে একমাত্র গতি ।
রক্ষার নিমিত্ত অন্যে না করে প্রণতি ॥
এইরূপ ভাবি কৃষ্ণ মর্ত্তবাসীমত ।
কিছুকাল পূর্ব্ববৎ রহে অবস্থিত ॥
কালিয়বন্ধন হ'তে উঠিলেন পরে ।
সঞ্চরণ করিলেন তটিনীর নীরে ॥

করিলেন নিজদেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধন ।
কালিয় শরীরে করি অতীব পীড়ন ॥
ছাড়িল কৃষ্ণের দেহ কালিয় তখন ।
ক্রোধভরে করিল না অন্যত্র গমন ॥
উন্নত করিয়া ফণা ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।
সক্রোধে চাহিয়া রয় করিবারে গ্রাস ॥
বিষময় হ'ল তার নাসিকা বিবর ।
খণ্ডপাকপাত্র সম নয়ন গহ্বর ।।
বদন হইল যেন সুতপ্ত অঙ্গার ।
ক্রোধে অপমানে কাঁপে শরীর তাহার ॥
দ্বিশিখ জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্তদেশ ।
লেহন করিতে থাকে ক্রোধে সবিশেষ ।।
এইমত কালিয়ের চারিদিকে হরি ।
গরুড়ের ন্যায় খেলে করিয়া চাতুরী ।।
কালিয় দংশন তাঁরে করিবার আশে ।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে তাঁর চারিপাশে ।।
যার ছিল স্কন্ধ দেশ অতীব উন্নত ।
নিস্তেজ হইলে তারে করি অবনত ।।
বৃহৎ মস্তকে তার করি আরোহণ ।
নৃত্যকরে প্রভু সর্ব্বকারণকারণ ।।
কালিয়ফণায় ছিল মণিসমুজ্জ্বল ।
রঞ্জিত হইল কৃষ্ণ-চরণকমল ।।
নৃত্যরত কৃষ্ণে হেরি করে আগমন ।
গন্ধর্ব অপ্সরা আর সিদ্ধ মুনিগণ ।।
নৃত্যগীতবাদ্যসহ অনুরাগভরে ।
পুষ্প উপহার দিয়া স্তুতি পাঠ করে ।।
ঘুরিতে ঘুরিতে সর্প হয় মৃতপ্রায় ।
তথাপি শতেক শির নত নাহি হয় ॥
সেগুলি চরণচাপে করি অবনত ।
দুষ্টের দমন কৃষ্ণ করিল মর্দ্দিত ।।
কালিয়ের মুখ আর নাসিকা হইতে ।
খরবেগে রক্তস্রোত লাগিল বহিতে ।।
রক্তপাত ফলে নাগ মোহ প্রাপ্ত হ'ল ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে কৃষ্ণেরে পূজিল ॥

দেবগণে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ তখন।
শোভিলেন যেন শেষশায়ী নারায়ণ ।।
কৃষ্ণের তাণ্ডববেগে নিপীড়িত দেহে।
বদন হইতে তার রক্তধারা বহে ।।
করিতে করিতে রক্ত বমন তখন।
মনে মনে নারায়ণে করিল স্মরণ ।।

ভক্ত প্রহ্লাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার ১৮১ পৃষ্ঠার পর)

"ওরে কে আছিস্ বেত লইয়া আয়, কুলাঙ্গার প্রহ্লাদকে প্রহার না করিলে ইঁহার সমুচিত শিক্ষা হইবে না। এই দুষ্ট বালক আমাদের বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে। সাম দান ভেদ ও দণ্ড শাসনের এই চারি উপায়ের মধ্যে দণ্ড প্রদান ছাড়া ইঁহাকে সংশোধন করিবার আর কোনও উপায় নাই। দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে এই প্রহ্লাদ কাঁটা-বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নিশ্চয়ই বিষ্ণু কুঠার হইয়া প্রহ্লাদরূপ কাঁটাবৃক্ষ নির্ম্মিত সুদৃঢ় বাঁটের সাহায্যে দৈত্যবন নির্ম্মূল করিবে।" প্রহ্লাদের গুরুদেব প্রহ্লাদকে ইত্যাকার বাক্যে বহুভাবে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিলেও মহারাজপুত্র বলিয়া প্রহার করিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর পুনঃ তিনি প্রহ্লাদকে অতি যত্ন সহকারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন অধ্যয়ন করাইবার পর গুরুদেব যখন বুঝিলেন প্রহ্লাদ সাম-দানাদি রাজনীতি চতুষ্টয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, যে কোনও প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে এখন তিনি সমর্থ, তখন প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জননীর নিকট লইয়া গেলেন। জননী পুত্রকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং উত্তমরূপে তাঁহার গাত্র মার্জনকরতঃ স্নান করাইয়া সুগন্ধ অনুলেপন ও অলঙ্কারাদির দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিলেন। বেশভূষার দ্বারা সুসজ্জিত প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া অতঃপর দৈত্যগুরুদ্বয় মহারাজ হিরণ্যকশিপুর সমীপে আগমন করিলেন। প্রহ্লাদ পিতাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। হিরণ্যকশিপু নিজ চরণতলে পতিত পুত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দুই বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিতে করিতে প্রসন্নবদনে বলিলেন—'হে প্রহ্লাদ, হে তাত, হে আয়ুষ্মন্, এতকাল যাবৎ তুমি তোমার গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ তাহা হইতে উত্তম কথা কিছু বল।' পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রহ্লাদ মনে মনে চিন্তা করিলেন—'শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক প্রকৃত সদ্গুরু নহেন। শাস্ত্রকথিত শ্রোত্রীয়ত্ব ও ব্রহ্মনিষ্ঠা গুরুর এই দুইটী লক্ষণের মধ্যে ষণ্ডামর্কের শ্রোত্রীয়ত্ব স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই, তাঁহারা বিষয়নিষ্ঠ, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ কখনও প্রকৃত সদগুরুর উপদেশ হইতে পারে না। শ্রীনারদ গোস্বামীর নিকট আমি বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা লাভ করিয়াছি. তিনিই সদ্গুরু। যদিও ষণ্ডামর্কের উপদিষ্ট শিক্ষা হইতে আমি কিছু উত্তম কথা বলি ইহাই পিতার অভিপ্রায়, তথাপি সভামধ্যে যখন আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, তখন প্রকৃত সদ্গুরু শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশের সার কথা আমি বলিব।' এইরূপ বিচার করিয়া প্রহ্লাদ পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—'যিনি পূর্ব্বে বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তির অনুশীলন করেন, তাঁহারই উত্তম অধ্যয়ন হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।"

[এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণুভক্তিকেই উত্তমাবিদ্যা বলিয়াছেন। বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। 'পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।' (মুণ্ডক)। যদ্দ্বারা অক্ষরবস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায়, উহাকেই পরা বিদ্যা বলে। "তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"—(ভাঃ ৪।২৯।৪৯) 'যাহা দ্বারা হরিতোষণ হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাহাই বিদ্যা'। 'প্রভু কহে—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার। রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর"—(চৈ চঃ মধ্য ৮।২৪৪)। এই পয়ারের ব্যাখ্যায় প্রভুপাদ লিখিতেছেন,—"বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তর এই যে কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যাই সর্ব্বোত্তমা। জড়-ভোগজননী বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তিবিদ্যার উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা।'

তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"এস্থলে 'শ্রবণ' শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর এবং লীলাময় শব্দসমূহের কর্ণ-স্পর্শ, এইরূপ 'কীর্ত্তন' এবং 'স্মরণ' শব্দের-ক্রম জানিতে হইবে। 'স্মরণ'-শব্দে মনদ্বারা উপরি উক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের অনুসন্ধান (স্মরণ হইতে উন্নততর ধারণা, তৎপর ধ্যান, ধ্রুবানু-স্মৃতি এবং চরমে সমাধি)। 'পাদসেবন'-শব্দে দেশকালাদি অনুসারে পরিচর্য্যা (শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তীর্থস্থানে গমন, বৈষ্ণব-সেবা ও তুলসীসেবা পাদসেবনভক্তির অন্তর্ভুক্তা) 'অর্চ্চন'-শব্দে বিষ্ণুপূজা, 'বন্দন'—শব্দে নমস্কার, 'দাস্য'-শব্দে 'আমি তাঁহার দাস' এইরূপ ধারণা; 'সখ্য'-শব্দে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতসাধন-কামনা (মনন-কথানাদি]; 'আত্মনিবেদন'-শব্দে তাঁহার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সর্ব্বতোভাবে অর্পণ।

এই নবলক্ষণাত্মিকা ভগবদ্বিষয়িণী চেষ্টাই 'ভক্তি।' 'অদ্ধা' শব্দে সাক্ষাদ্‌ভক্তি,—ইহা কর্ম্মাদির অর্পণরূপ পরম্পরা অর্থাৎ চেষ্টা-সাধন ও অর্পণমাত্র নহে। তাহাও আবার অর্পণকারীর স্ব স্ব ধর্ম্ম ও অর্থ প্রভৃতি পুরুষার্থের উদ্দেশ্যে অর্পিত না হইয়া শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিত হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ 'শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই এই সেবন-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত' এইরূপ ভাবনা কর্ত্তব্য। উক্ত প্রকারে যদি ঐ ভক্তি করা হয়। তাহা হইলে সেই ভক্ত্যনুষ্ঠানকারিব্যক্তি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই উত্তম বলিয়া আমি মনে করি, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।"

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন—"হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ, হরিকীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব, হরিস্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ, হরির পাদসেবন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী, হরির অর্চ্চন করিয়া শ্রীপৃথুমহারাজ, সর্ব্বতোভাবে হরির বন্দনা করিয়া শ্রীঅক্রূর, হরির দাস্য করিয়া শ্রীহনুমান্, হরির সখ্যসেবা করিয়া অর্জ্জুন এবং হরির প্রতি সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া শ্রীবলি,—ইঁহাদের প্রত্যেকের নববিধা ভক্তির এক এক প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধনেই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।] 　　　　(ক্রমশঃ)

নির্য্যাণ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতা শ্রীযুক্তা শৈবলিনী দেবী বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৫-৪০ মিঃ এ প্রায় দ্বিনবতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবদ্ধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুর অন্তর্গত ঈশোদ্যানে তাঁহার শেষকৃত্য যথারীতি সম্পন্ন করা হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের পর তাঁহার কৃপাদেশে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ তথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

পল্লীতে বহু বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য বিচিত্র ভোগ-রন্ধনাদি কার্য্যে তিনি বিশেষ নিপুণা ছিলেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক অতীব ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দর্শন করিয়া কিছুকাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে একান্তভাবে শ্রীহরিনামাশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তীর্থাদিতে সাধুসঙ্গে অবস্থানকালীন তাঁহার শারীরিক ক্লেশ দর্শন করতঃ তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহাকে বাটীতে লইয়া তাঁহার সেবা করিবার বহু চেষ্টা করিলেও তিনি সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইতে সম্মত হন নাই।

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণ সকলের প্রতিই তিনি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আদর্শ ভক্তি ও সেবাদর্শনে বহু প্রাচীন ত্রিদণ্ডিযতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকগণের প্রতি তিনি বিশেষ স্নেহশীলা ছিলেন।

এই রত্নগর্ভা জননী ধন্যা, যাঁহার গর্ভসিন্ধুমাঝে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব মহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিগত ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর সোমবার তাঁহার গৃহস্থাশ্রমী যোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীকামাখ্যা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল (আলীপুর) ও শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত ইনকমট্যাক্স অফিসার) ৩৫ সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত উৎসব উপলক্ষে উক্ত দিবস মঠে প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
১১ নারায়ণ, ৪৬৭ শ্রীগৌরাব্দ ;
৬ পৌষ, ১৩৬৯ ; ২২ ডিসেম্বর, ১৯৬২।

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৬।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্যাভিষেক তিথিতে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২৯ নারায়ণ, ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৪ মাধব, ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে **পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের** আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে **পাঁচটী ধর্ম্মসভার** অধিবেশন হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডীযতিগণ ও বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা করিবেন।

৪ মাধব, ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে** বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ**

দ্রষ্টব্য :—উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে কেহ ইচ্ছা করিলে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নামে সেবানুকূল্য পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

মাঘ—১৩৬৯

২য় বর্ষ] মাধব, ৪৭৬ গৌরাব্দ [১২শ সংখ্যা

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥" —প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥" —প্রভুপাদ

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
৯। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, গ্রাম—শ্রীপাট যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১০। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১১। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২য় বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৬৯। ২০ মাধব, ৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, মঙ্গলবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৩। | ১২শ সংখ্যা

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা

"ইহ জগতের কথা অথবা যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুন্‌তে পাই সে সকল কথা শুন্‌বার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সকল কথা 'সত্য' কিনা, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যে

সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ছয় হস্ত পরিমিত রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের শতসহস্র-যোজন দূরে অবস্থিত তৃণাঙ্কুর লভ্য হয় না, যেমন বামনের চন্দ্রস্পর্শ করার চেষ্টা নিষ্ফল, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে আবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা বৃথা। যে বস্তু আমি গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না, সে বস্তু বিষয়ে যদি কোন কথা হয়, বর্ত্তমান অযোগ্যতার জন্য আমার সে স্থান পর্য্যন্ত যা'বার অধিকার হয় না। যদি সেই বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়েই যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টা দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপথ অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ে কোনও সন্ধান ক'র্‌তে পা'রবো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হ'তে কাণ দিয়ে শুনে থাকি, সে-সকল কথা আমাকে 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা' দ্বারা জেনে নিতে হ'বে। 'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ-ভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টি আমি কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রতে পারি না। যে বিষয়টি গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাহা 'শ্রবণ' ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব হ'ত না। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই। যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্য বিষয়, তাহাই 'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্‌তে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহবাদী (sceptic) হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা 'পরিপ্রশ্ন' নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসক-সূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। আর কেবল শ্রবণ কার্য্যটিই অবলম্বন কর্‌বার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করা'বে, সেইটীও 'পরিপ্রশ্ন' নয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

আহ্নিক

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পর]

হিংসা তিনপ্রকার —নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। অপরকে নষ্ট করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন কোন বিষয়ে আসক্তি করার নাম রাগ। কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নাম দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষ পুণ্য মধ্যে পরিগণিত। অনুচিত দ্বেষই হিংসার ও ঈর্ষার মূল। সংসারে বর্ত্তমান হইয়া সকলেরই কর্ত্তব্য যে, প্রীতির সহিত পরস্পর ব্যবহার করে। পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করতঃ অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটী বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত যে, হিংসা পরিত্যাগ করিবে। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতিহিংসা, স্ত্রীহিংসা, বৈষ্ণবহিংসা, গুরু-হিংসা এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশুহিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদর পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ সহকারে যে পশুহিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনা মাত্র। পশুহিংসা হইতে বিরত না হইলে নরস্বভাব উজ্জ্বল হয় না।

বেদাদি শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুর ধর্ম্ম, নরধর্ম্ম নয়। দেব-হিংসাটিও গুরুতর পাপ। ঈশ্বর আরাধনার জন্য মানবসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পরাৎপর তত্ত্বের উপাসনারূপ পরমধর্ম্ম লব্ধ হয়। অনভিজ্ঞ এবং অতাত্ত্বিক ধর্ম্মবাদিগণ নিজ ব্যবস্থাকে বিচার ভাল করিয়া অন্য দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দা করেন, এমত কি, অন্যদেশের ধর্ম্মমন্দির ও ঈশ্বর-নিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নন। এই সকল কার্য্যদ্বারা সেই একমাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা হয়। সল্লোক মাত্রেই এমত অবৈধ ও পশুবধ কার্য্য হইতে সর্ব্বদা নিরস্ত হইবেন।

নৈষ্ঠুর্য্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নরপ্রতি নিষ্ঠুরতা এবং পশুপ্রতি নিষ্ঠুরতা। নরনারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়। দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে। নির্দয়তারূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে। সেরাজ-উদ্দৌলা ও মিরো প্রভৃতি অসজ্জনের দ্বারা জগতে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছিল। যদি কাহার মনে কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা থাকে, তাহা ক্রমশঃ দয়ার আলোচনা দ্বারা ও দয়া করিতে শিক্ষা করিয়া দূর করিবেন। আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে প্রকার কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।

ক্রৌর্য্য বা কুটিলতা একটি পাপ। একজন অপর ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ বা অভ্যাসবশতঃ যে অসরল ব্যবহার করে, তাহার নাম কুটিলতা। বিশেষ উদ্বেগজনক কৌটিল্যের নাম ক্রূরতা। যাহারা এই পাপে আসক্ত, তাহাদিগকে খল বলে।

চিত্ত-বিভ্রম চারিপ্রকার :— মাদকসেবন, ছয়রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য। (১) মাদকসেবন দ্বারা জগতে যে কতপ্রকার অনর্থ হয়, তাহা বলা যায় না। সমস্ত পাপই মাদকবস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন, তামাক ও গুবাক মাদক-দ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদক চিত্তকে উগ্র

করিয়া স্বাস্থ্য হইতে চ্যুত করে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া পশুচিত্তের ন্যায় করিয়া ফেলে, তামাক তদ্ভবরবর্ত্তী ভাবকে অবলম্বন করাইয়া মানব-প্রকৃতিকে জড়ীভূত করতঃ অধীন করিয়া লয়। মাদকসেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ। মানবগণের উচিত যে, চিকিৎসকের সরল আদেশ ব্যতীত মাদকের নিকটেও না যান। (২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টি চিত্তের রিপু। ইহারা চিত্ত অধিকার করিলে মানবকে পাপী করে। স্বচ্ছন্দে, নিষ্পাপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থদ্রব্য বাসনা করাকে কাম বলা যায় না। তদতিরিক্ত বাসনাকে কাম বলি। সেই কামই আমাদিগকে সমস্ত উপদ্রবে লইয়া ফেলে। কামনাপূর্ণ না হইলেই ক্রোধকে সহায় করিয়া লয়। ক্রোধ উদিত হইলে কলহ, কটুবাক্য, অন্যের প্রতি আঘাত বা আত্মঘাতাদি পাপকার্য্য নিঃসৃত হয়। ক্রমশঃ লোভ আসিয়া পাপ উৎপত্তি করে। আপনাকে বড় বলিয়া জানার নাম মদ। বাস্তবিক মানব যত আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে, ততই নম্রতারূপ ধর্ম্ম উদিত হইবে। মদ পরিত্যাগের উপদেশ দ্বারা যাথার্থ্য পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া যায় নাই। যাহার নিকট যে ভাল বস্তু আছে, তাহার উপর নির্ভর করা উচিত। বিশেষতঃ ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে অভিমান করিলে মদসম্পর্ক হয় না। মোহ সহজেই মন্দ। পরের উন্নতি সহিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল। এই ছয় রিপুর মধ্যে যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা দ্বারাই চিত্তবিভ্রম হয়। (৩) চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতা। নাস্তিকতা দুই প্রকার, পরমেশ্বর নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং পরমেশ্বর আছেন কি না এরূপ সন্দেহ করা। নাস্তিকতা যে চিত্তবিভ্রম বিশেষ, ইহা ভূয়োভূয়ঃ দেখা গিয়াছে। চিত্তবিভ্রমরূপ বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই নাস্তিক বা সন্দিহান। কোন কোন লোক সুস্থ অবস্থায় উত্তমরূপে ঈশ্বর বিশ্বাস করিত, কিন্তু ঘটনাবশতঃ ঐ রোগ উদিত হইলেই আর বিশ্বাস করিত না। পুনরায় ঐ রোগ আরোগ্য হইলে বিশ্বাস করিত। কোন কোন উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তি অহরহঃ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে আমিই সেইবস্তু। এই সমস্তই চিত্তবিভ্রম। (৪)জাড্য বা আলস্য পাপ মধ্যে পরিগণিত। জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় গত বর্ষে আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার ন্যায় এ বৎসরও আমরা শ্রীদামোদরব্রতকালে দক্ষিণ ভারতের শ্রীগুরু-গৌর-নিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত তীর্থসমূহ তন্নিজজন—নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আনুগত্যে পরিভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার পরই এই দক্ষিণ ভারতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। এই দাক্ষিণাত্যেই শ্রীগোদাবরী তটে (অন্ধ্র প্রদেশে রাজমহেন্দ্রীর অপর পারস্থ গোষ্পদতীর্থ কভূরে) তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীরায় রামানন্দের সহিত প্রথম মিলন হয়। এখানেই শ্রীকাবেরীতটে শ্রীরঙ্গমে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টগৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু চারি মাস কাল অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন লীলা করেন এবং শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট, তদ্‌ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ

এবং পুত্র শ্রীগোপালভট্টপাদকে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত নিজ নিত্যানুচররূপে প্রাপ্ত হন। এখান হইতেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান ভজনগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং সিদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পয়স্বিনী নদীতটে ব্রহ্মসংহিতা এবং কৃষ্ণবেন্বা নদীতটে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত সংগৃহীত হয়। এই দাক্ষিণাত্য হইতেই আচার্য্য শ্রীশঙ্কর উদিত হইয়া বেদের অপৌরুষেয়তা ও স্বতঃ-সিদ্ধ মূল প্রামাণিকতা স্থাপন করিলে এই স্থল হইতেই আবার শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর-চতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়া সেই আস্তিক্য ভিত্তির উপর কতই না বিচিত্র ভক্তি-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পরম পবিত্র দক্ষিণভারত-কথা মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত আছে,—

'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥'

ভাঃ ১১।৫।৩৮-৪০

অর্থাৎ হে রাজন্, সত্যযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করেন। এই কলিযুগে কোন কোন স্থলে অল্পসংখ্যক বিশেষতঃ দ্রবিড় দেশে বহুলভাবে ভগবদ্ভক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত দ্রবিড় দেশে তাম্রপর্ণী, বহুতোয়া কৃতমালা, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং প্রতীচী নাম্নী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। হে রাজন্! যে সকল মানব এই নদীসমূহের জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে (১৯শ অধ্যায় ১৬-১৭ শ্লোকে) লিখিত আছে—এই ভারতবর্ষে মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, ব্যেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ-গিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি এবং এতদ্ভিন্ন আরও শত সহস্র শৈল এবং তাহাদের সানু-দেশ হইতে উৎপন্ন অসংখ্য নদনদী আছে।

চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, অন্ধঃ (ব্রহ্মপুত্র), শোণ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা—এই সকল মহানদীই প্রধান। এই সকল নদনদীর জল নামমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকে। ভারতবর্ষবাসী প্রজাগণ ইহাদের জল মানসে স্মরণ অথবা আপনাপন অঙ্গদ্বারাও স্পর্শ করিয়া থাকেন— "এতাসামপো ভারত্যঃ প্রজানামভিরেব পুনন্তীনামাত্মনা চোপস্পৃশন্তি।"

ঐ সকল পর্ব্বত ও নদনদীর মধ্যে অনেকগুলিই দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান। এই ভারতে মনুষ্যজন্মলাভের সার্থকতা সম্বন্ধে দেবতারাও গান করিয়া থাকেন—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

অর্থাৎ "মনুষ্যজন্মই সর্ব্বপুরুষার্থসাধক বলিয়া দেবতাগণও এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন;—অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহা পুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্যজন্ম লাভের নিমিত্ত

আমরা বাসনামাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে-মুকুন্দ সেবনোপযোগিমানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" (ভাঃ ৫।১৯।২০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিতেছেন—

"ভারতভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৯।৪১)

আমরা গত বর্ষে উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমভারত এবং বর্ত্তমান বর্ষে দক্ষিণ ভারতের বিশেষ বিশেষ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম—ভারতের উত্তর প্রান্ত হিমশিখর হইতে দক্ষিণশেষপ্রান্ত কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত একটি পরম পবিত্র আস্তিক্য বিশ্বাসপূত নিরবচ্ছিন্ন পারমার্থিক বিচারধারা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। নাস্তিক্যবাদ কখনও ভারতমাতার পবিত্র বক্ষে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে অজনাভ (ভারত), কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক (রমণক), ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল—এই নববর্ষ মধ্যে ভারতভূমিরই শ্রেষ্ঠতা, পরতমতা ও পবিত্রতা পৃথিবীর নিরপেক্ষ চিন্তাশীল সকল মনীষীই অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এই ভারতকে বৈকুণ্ঠের অজির বা প্রাঙ্গণ স্বরূপ বলিয়াছেন। দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বর্গবাসকে ধিক্কার দিয়া পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্যজন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। এখানেই শ্রীভগবান্ যুগে যুগে স্বয়ংরূপে, স্বাংশাবতাররূপে, ভক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ নিত্যপার্ষদগণসঙ্গে কতই না লীলা-বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই ভারতেই সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরী অধিষ্ঠিতা—তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে পাঁচটি এবং দাক্ষিণাত্যে শ্রীপুরুষোত্তম পুরী ও কাঞ্চী নাম্নী দুইটী পুরী বিরাজিতা। আমরা গত বর্ষে ও তৎপূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের পাঁচটি পুরী পরিক্রমা করিয়াছি, ইতঃপূর্ব্বে কএকবার শ্রীপুরীধাম পরিক্রমার সৌভাগ্য হইলেও বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীল মাধব মহারাজের কৃপায় পুনরায় শ্রীপুরীধাম এবং কাঞ্চী পুরী এই প্রথম পরিক্রমণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। এই কাঞ্চী পুরীকে হরিহরক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে—শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী ও শ্রীশিবকাঞ্চী ইহার দুইটি বিভাগ। উত্তরে হিমালয়ে শ্রীমায়াপুরী ও (শ্রীহরিদ্বার হইতে শ্রীবদরীনাথ ও শ্রীকেদারনাথ পর্য্যন্ত সমগ্র ক্ষেত্র) ঐরূপ হরিহরক্ষেত্র। হরিকে না মানিয়া হর বা হরকে না মানিয়া হরি মানা হয় না। শ্রীহরি তদ্‌বস্তু এবং শ্রীহর 'তদীয়' তত্ত্ব। শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া গোবিন্দভক্ত তদীয়ের অর্চ্চন না করিলে গোবিন্দ সে অর্চ্চন স্বীকার করেন না, শাস্ত্রও তাঁহাকে ভাগবত বা ভক্ত বলিবার পরিবর্ত্তে দাম্ভিক বলিয়া প্রচার করেন —"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" তুলসী, গঙ্গা, ভক্তভাগবত, গ্রন্থভাগবত—ইঁহারা তদীয় বস্তু। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ (ভাঃ ১২।১৩।১৬), "স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ···দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতম্" (ভাঃ ৬।৩।২০-২১) এবং "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥" (ভাঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীশম্ভুর বৈষ্ণবত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ে ১৬শ হইতে ২৪শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীশিবের সঙ্কর্ষণপূজকত্বও দৃষ্ট হয়। তবে "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥" (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ৯৩ অঃ) বা "ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥" (শ্রীভাগবত ৪।২।২৮) ইত্যাদি শ্লোকে শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বোধে পূজাই গর্হিত হইয়াছে; জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্ববেদমূলত্ব—বেদবেদ্যত্ব শ্রীগীতা

ভাগবতাদি শাস্ত্রে তারস্বরে বিঘোষিত। কিন্তু তাই বলিয়া শিবাদি দেবতাকে হীন জ্ঞানে অবজ্ঞাও বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে **ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন**॥" (পদ্মপুরাণ) সুতরাং শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান বা হীন জ্ঞানে অবজ্ঞা—উভয়ই নিষিদ্ধ—নামাপরাধমধ্যে পরিগণিত। তবে যে "ব্যাঘ্রেণ খাদ্যমানোঽপি ন গচ্ছেৎ শিবমন্দিরম্" ইত্যাদি উক্তি শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত শুনা যায়, তাহা উপরিউক্ত শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান নিষেধ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পরতমতা প্রতিপাদনমূলে তাঁহাতে পরমৈকান্তিকতা সংরক্ষণসূচক বলিয়াই জানিতে হইবে। ইহা শিবাবজ্ঞা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬ষ্ঠ স্ক. ১৭শ অঃ) মহারাজ চিত্রকেতুচরিতে শিবাবজ্ঞাপ্রতীম উক্তি দ্বারাই পরম ভক্ত চিত্রকেতুরও শ্রীভবানীর অভিসাপহেতু আসুরযোনি (বৃত্রাসুরজন্ম) প্রাপ্তির কথা শ্রুত হয়। এজন্য হরিহরতত্ত্ব বিশেষ সাবধানে আলোচ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীশক্তিজ্ঞানেই শ্রীভব ও শ্রীভবানী মন্দিরসমূহে গমন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বলোকশিক্ষক স্বয়ং ভগবান্, ঐ সকল মন্দিরে গিয়া নামাপরাধশূন্য প্রকৃত পূজা শিক্ষা দিয়া সকলকে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবানুগতই করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ঐকান্তিকতার বিচার বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানমূলে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহাদের পূজাবিধি দ্বারা অর্পিত পূজোপকরণাদি প্রসাদনির্ম্মাল্যরূপে স্বীকার করিলে শ্রীবিষ্ণুভক্তের ঐকান্তিকতা অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হইবে। কোন বৈষ্ণব নামাপরাধ ভয়ে ঐরূপ প্রসাদাদি স্বীকার করেন না বলিয়া উহা কখনই শিবাবজ্ঞা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ভক্তভাগবতবিচারে ভগবৎপ্রসাদ নির্ম্মাল্যাদি দ্বারা শিবপূজা হয়, সেখানে বৈষ্ণবগুরু-প্রসাদ-স্বীকারে বৈষ্ণবের কি আপত্তি থাকিতে পারে? পরন্তু তাহার স্বীকারে বৈষ্ণবের ভজনোল্লাসই বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চীর সেবকগণের মধ্যে পূর্ব্বে বেশ একটু বৈষম্যভাব শ্রুত হইত। বিষ্ণুকাঞ্চীর বৈষ্ণবগণ শিব-মন্দিরে যান না। শৈবগণ অবশ্য সকল মন্দিরেই যান। এবার একজন শ্রীসম্প্রদায়ী তিলকধারী বৈষ্ণবকে শিবমন্দিরে যাইতে দেখিলাম। তাহাতে মনে হইল, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বেশী কড়াকড়ি নাই। যাহা হউক দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিষ্ণুমন্দির বা শ্রীশিব মন্দিরসমূহ দেখিতে দেখিতে আমরা উত্তরোত্তর হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে লাগিলাম। তখনকার ভক্তিমান্ রাজারা কি অর্থই না এক একটি মন্দিরনির্ম্মাণে ও তাহার সেবাপূজাদির সুষ্ঠুতা সংরক্ষণে ব্যয় করিয়াছেন! মন্দিরগুলি সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত ও বহু কারুকার্য্যখচিত—শত সহস্র স্তম্ভ সুশোভিত। অনেক মন্দিরেরই শীর্ষদেশ এবং গরুড়স্তম্ভ সুবর্ণমণ্ডিত। গরুড়স্তম্ভকে আমাদের দেশে 'সোণার তালগাছ' বলে। প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ মন্দিরের সান্নিধ্যে এক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী বা সরোবর। শ্রীভগবানের বিজয়বিগ্রহ তাহাতে নৌকাবিহার করেন। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই শ্রীভগবানের-উৎসব বিগ্রহকে প্রত্যহ বিমানে করিয়া ভ্রমণ করান হয়। বিভিন্ন পর্ব্বে বিশেষ বিশেষ উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসম্প্রদায়ে আল্‌বর বা দিব্যসূরিগণের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েও ভগবৎপার্ষদগণের উৎসব পরমাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির দেখিলাম তিরুপতি তিরুমালে শ্রীবালাজী ব্যেঙ্কটাধীশের শ্রীমন্দির। শুনিলাম গত বৎসর ঐ মন্দিরের আয় হইয়াছিল—এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। অবশ্য সদ্ ব্যয়ও তাঁহাদের বহু আছে। কিন্তু প্রায়শঃ ভগবৎসেবোদ্দেশে সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত অর্থ শুদ্ধ পারমার্থিক-ব্যাপারে ব্যয়িত না হইয়া অনেক জাগতিক ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে তিরুপতি তিরুমাল দেবস্থানমের এক্‌জিকিউটিভ অফিসার মহাশয়ের সহিত পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের অনেকক্ষণব্যাপী আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। অফি-

সারটি বেশ সজ্জন। স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গী আমাদের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার নিজের মোটরদ্বারা পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন এবং সগোষ্ঠী আমাদিগের ভগবদ্দর্শনেরও বিশেষ সুব্যবস্থা করাইয়াছিলেন, কএকখানি গ্রন্থও আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকারবেষ্টিত সুবিশাল শ্রীমন্দিরও একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য মন্দির বটে। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিতে হয়। শ্রীরঙ্গনাথ শেষশায়ী মূর্ত্তি। এই দিবস কাবেরী স্নানটি বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। ত্রিভেন্দ্রামে শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ জিউর বিরাট শেষশায়ী শ্রীমূর্ত্তিও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দর্শন। তাঁহাকে তিন দ্বার দিয়া দর্শন করিতে হয়। প্রথম দ্বার দিয়া শ্রীমুখচন্দ্র, দ্বিতীয় দ্বার দিয়া শ্রীনাভিকমল ও তদুপরি শ্রীব্রহ্মা এবং তৃতীয় দ্বার দিয়া শ্রীভূসেবিত শ্রীচরণকমল দর্শন করিতে হয়। অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি। আমরা চিদাম্বরম্, কুম্ভকোণম্, শ্রীবিল্লিপুত্তুরেও এইরূপ শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পূর্ণভগবান্ রূপে প্রকাশ

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম-এ]

(পূর্ব্ব সংখ্যায় ২৪৭ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

ভাঃ ১।২।১১

যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই তত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই তিন নামে কথিত হন। 'তত্ত্ব' বলিতে পরমার্থভূত বস্তু। 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিতে অদ্বিতীয় ভেদশূন্য (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদহীন) জ্ঞানবস্তু (চিদেকরূপ—যাঁহার মধ্যে চিদ্‌ভিন্ন অচিৎ বা জড় কিছুই নাই)—যিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু। পত্রিকার পূর্ব্ব (১১শ) সংখ্যায় এবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। অধিকারী ও উপাসকের যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশবিশেষ তাহাকে 'ব্রহ্ম,' 'পরমাত্মা' ও 'পূর্ণভগবান' নাম দেওয়া হয়। উহাতে বুঝিতে হইবে না যে, ঐ তিনটি একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুর বিভিন্ন নাম। জলের একার্থবোধক অনেক নাম আছে, যেমন জল, বারি, সলিল, উদক ইত্যাদি। উহার যে কোন একটী নাম বলিলেই জলকে বুঝায়। কিন্তু বাষ্প, বরফ, নীহার প্রভৃতি নাম বলিলে একার্থবোধক জলকে বুঝায় না। উহারা জলেরই এক একটী অবস্থা। সামান্যলক্ষণে একপক্ষে জল, বারি, সলিল ও উদক এবং অন্যপক্ষে বাষ্প, বরফ ও নীহার অভিন্ন, কারণ উহাদের উপাদান একই; কিন্তু বিশেষলক্ষণে বাষ্প, বরফ ও নীহার জল হইতে পৃথক। ঠিক সেইরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুর একার্থবোধক নাম কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নন্দনন্দন ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী নাম সাধারণ লক্ষণে (সচ্চিদানন্দময়ত্ব লক্ষণে) অভেদ হইলেও উহাদের বিশেষ লক্ষণে কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নামের সহিত এক নহে। ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি নাম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবস্থা বা আবির্ভাব-প্রতীতি বুঝিতে

হইবে। কোন বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে শুধু সামান্য লক্ষণের দ্বারা ঐ পরিচয় পাওয়া যায় না—সামান্য-লক্ষণসহিত বিশেষ লক্ষণ মিলিত হইয়া যথার্থ পরিচয় দিয়া থাকে। যে আবির্ভাবে বা যে প্রতীতিতে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কেবল সত্তামাত্র অভিব্যক্ত, কিন্তু যাহাতে তাঁহার শক্তির বিলাসবৈচিত্র্য নাই, তাহার নাম 'ব্রহ্ম'। যে আবির্ভাবে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের চিদেকরূপ জ্ঞানের সত্তা ও আংশিক শক্তি অভিব্যক্ত এবং যাহাতে জড়মধ্যে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মা বা অন্তর্যামীরূপে সত্তা বিকশিত, শক্তিও বিকশিত (পূর্ণরূপে নহে); কিন্তু যাহাতে সাক্ষাৎ-ভাবে বিজাতীয় মায়াশক্তির সংস্রব আছে, দ্রষ্টারূপে সেই আবির্ভাব পরমাত্মাপদবাচ্য। যে আবির্ভাবে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতি অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানের সত্তা বিকশিত, শক্তিও পূর্ণরূপে বিকশিত এবং যাহার সহিত বিজাতীয় মায়াশক্তির সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন সংস্রব নাই (অপাশ্রিতভাবে থাকিলেও), সেই আবির্ভাবই ভগবান্‌শব্দবাচ্য। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা এই দুইটী পদদ্বারা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অসম্যক্ আবির্ভাবতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। আবার 'ভগবান্' বলিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবৎ-প্রকাশের পরব্যোমস্থিত নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রামনৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণও বুঝাইতে পারে, আবার মাধুর্য্য-প্রধান স্বয়ং ভগবান্ গোলোকাধিপতি রাধানাথ কৃষ্ণকেও বুঝাইতে পারে। মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই নামগুলির প্রত্যেকটীই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, কিন্তু রূঢ়ি অর্থে ঐ নামগুলি তাঁহার তিনটী বিভিন্ন আবির্ভাব বা অবস্থাকে বুঝায়। তাই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—

> ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
> রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥" মধ্য-২৪।৭৮

—অর্থাৎ যদিও ব্যাপক অর্থে (মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তিতে) 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' শব্দদুইটী শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, তথাপি রূঢ়ি * অর্থে 'ব্রহ্ম'শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে এবং 'আত্মা' শব্দে তাঁহার অন্তর্যামিস্বরূপকে বুঝায়।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের 'ব্রহ্ম' রূপে প্রকাশ।

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে—

> যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
> কোটিস্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
> তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতিদ্বারা

---

* প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে শব্দের অর্থ তিন ভাবে গ্রহণ করা হয়—

(১) যৌগিক অর্থ—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুযায়ী অর্থ—যেমন 'প্রেমদ'—যাহা প্রেমদান করে।

(২) যোগরূঢ় অর্থ—প্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে একই শব্দের কতকগুলি অর্থ বুঝাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োগানুসারে উহাদের মধ্য হইতে বিশেষ একটী অর্থ বুঝাইতে পারে—যেমন ইন্দ্র বলিতে দেবরাজকে বুঝায় আবার দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম ইন্দ্র নামক সূর্য্যকে বুঝায়। এখানে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে প্রয়োগস্থান বুঝিয়া অর্থ করিতে হয়।

(৩) রূঢ়ি অর্থ—শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় গত অর্থ না বুঝাইয়া যে বিশেষ অর্থে ঐ শব্দ সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন 'মণ্ডপ'—যে মণ্ড (ফেন) পান করে, কিন্তু মণ্ডপ বলিতে সাধারণতঃ আচ্ছাদিত স্থানকে বুঝায়, যেমন হরিমণ্ডপ।

'ব্রহ্ম' শব্দের ধাতু প্রত্যয় গত অর্থ বৃহৎ বস্তু—উহাতে শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং 'ব্রহ্ম' বলিতে যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ স্বরূপ কিংবা 'আত্মা' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্যামিস্বরূপ, উহা রূঢ়ি অর্থে বুঝিতে হইবে।

ভেদপ্রাপ্ত, পূর্ণ, অনন্ত, অশেষভূত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম প্রভাবযুক্ত যাঁহার প্রভামাত্র, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

[কিংবা "যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি হেতু ব্রহ্ম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বিভাগকৃত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" এখানে 'প্রভা প্রভবতো'— সমাসান্ত হইয়াছে, হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি, ব্যঞ্জক তস্ প্রত্যয়।]

এই বিশ্বে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী আদি অর্থাৎ অনন্ত পৃথিবী, ভূর্ভু বঃ স্বঃ প্রভৃতি বিভিন্ন লোক। ইহাদের প্রত্যেক লোকেই আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি আছে। উহারা সকলেই শ্রীভগবানের বিভূতি। এই সকল অনন্ত বিভূতিদ্বারা যিনি অনন্ত প্রকারে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতরূপে যিনি অধিষ্ঠিত সেই সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ, অনন্ত, অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম যে প্রভাবশালী গোবিন্দের অঙ্গপ্রভা সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ব্রহ্মা ভজন করিতেছেন। এখানে ব্রহ্মকেই কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী আদি তাঁহার অনন্ত কার্য্য। কারণরূপে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন—সেই অর্থে তিনি অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। এখানে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রুতি বাক্য এইরূপ "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্"—পরব্রহ্মের এই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ। সুতরাং শ্রুতিতে শ্রীগোবিন্দকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতায় অন্য স্থানেও বলা হইয়াছে—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" এখানেও শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বকারণকারণ বলা হইয়াছে। এই আপত প্রতীয়মান বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধানে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—"প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকা ইতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি"—অর্থাৎ প্রভু শ্রীগোবিন্দের প্রভাই কার্য্যনিষ্পাদিকা—ইহা বলিবার ইচ্ছাতেই প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম গোবিন্দের ঈক্ষণেই (জ্যোতিবিস্তারে) প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইয়াছিল এবং তাহাতেই জগৎ প্রসূত হয়। সুতরাং গোবিন্দের প্রভাই (ব্রহ্ম) জগৎসৃষ্টির অব্যবহিত কারণ। [এখানে পরব্রহ্মের প্রভারূপ ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদিগণের নিঃশক্তিক, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম নহেন, কারণ এরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টিকারণ হইতে পারেন না।] ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে এখানে শ্রীগোবিন্দকে প্রভারূপধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী এবং ব্রহ্ম প্রভারূপ হওয়ায় শ্রীগোবিন্দের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ হওয়ায় ব্রহ্মকে তাঁহার তনুর আভা বলা হইয়াছে—"যদদ্বৈতং... তদপ্যস্য তনুভা"। সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন সূর্য্যপ্রভা থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের প্রভা হওয়ায় শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীতা) "কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি"॥—(চৈঃ চঃ)। এই পয়ারের দ্বারা ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের স্বরূপগত মাহাত্ম্য যে অধিক তাহা প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ স্বকীয় বিভূতি গণনাকালে ব্রহ্মকে স্বকীয় বিভূতিরূপে গণনা করিয়াছেন। অষ্টমস্কন্ধে বলিতেছেন— "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্"—আমার মহিমাই পরমব্রহ্ম শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত আলোচনায় দেখা গেল ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি বলা হইয়াছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু তাহা নহে। তাঁহাকে সবিশেষ ও সাকার সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমূর্ত্তিকম্।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্॥
(লঃ ভাঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ বলা হইয়াছে—

"তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তারে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥ (আদি. ২য় প)
"বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
'সিদ্ধলোক' নাম তার, প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
(আদি – ৫ পঃ)

জ্যোতিকে বহুদূর হইতে দেখিলে জ্যোতিষ্মানের কোনরূপ পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব (রূপগুণাদি) প্রকাশ পায় না, শুধু আভাটিই প্রকাশ পায়। যেমন সূর্য্য করচরণাদি-বিশিষ্ট সবিশেষ বস্তু হইলেও বহুদূরস্থ পৃথিবী হইতে যখন দেখা যায়, তখন সেই সবিশেষ বস্তু শুধু একটী গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় বস্তু বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরবপু ও অনন্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন হইলেও জ্ঞানমার্গী উপাসকের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই অনুভূত হ'ন। একটী কাঁচের গোলোকের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে বুঝান যাইতে পারে—কাঁচ গোলোকের মধ্যে দীপাধারে অবস্থিত প্রদীপ, বহুদূর হইতে উহা দেখিলে মাত্র একটী গোলাকার জ্যোতিঃপদার্থ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না, কিন্তু যত নিকটে আসা যায় ততই ক্রমশঃ উহার সবিশেষত্ব দেখা যায়, উহা যে শুধু একটী জ্যোতির্গোলক নহে, উহার মধ্যে একটী প্রদীপ আছে এবং তাহাতে তৈল, সলিতা আছে এবং সেই প্রজ্জলিত সলিতা হইতে দীপশিখা নির্গত হইতেছে, ইহা দেখা যায়।

অধিকার অনুযায়ী উপাসনা-ভেদে উপাসকের অনুভব পার্থক্য হইয়া থাকে। জীবের চেষ্টায় পরিপূর্ণ অনুভব সম্ভবপর নহে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো. ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"। সুতরাং ভগবৎকৃপা ব্যতীত অনুভব সম্ভবপর নহে। সেই কৃপালাভ উদ্দেশ্যে সাধনার দ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ক্রমশঃ অনুভব-যোগ্যতা লাভ হয়। তদ্ভিন্ন যিনি যেভাবে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন তদনুসারে তাঁহার অনুভব হইয়া থাকে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা)।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে 'ব্রহ্ম' বলিতে যাহা বুঝায় উহা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। সুতরাং এইভাবে প্রতীত ব্রহ্ম পরতত্ত্ব বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইতে পারেন না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব প্রতীত হইতেছেন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীসমন্বিত কৃষ্ণ। 'শ্রী' বলিতে শোভা, সৌন্দর্য্য বা শক্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

(পানিহাটীতে দধি-চিড়া মহোৎসব)

[২য় বর্ষ দশম সংখ্যা ২৩৩ পৃষ্ঠার অনুসরণে]

পুনঃ পুনঃ বাটী হইতে পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রঘুনাথ নিরুপায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—'শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত নিজচেষ্টায় এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির কোনও আশা দেখি না।' রঘুনাথের নিষ্কপট আর্ত্তি কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। পরম দয়ালু শ্রীহরির করুণা হইল, রঘুনাথের নিকট সংবাদ আসিল

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পার্ষদ ভক্তবৃন্দসহ পানিহাটী গ্রামে (২৪ পরগণা জেলান্তর্গত শ্রীপাট খড়দহের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রাম) শুভাগমন করিয়াছেন। রঘুনাথের চিত্ত প্রফুল্ল হইল, অগতির গতি পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন ও কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাটী হইতে নির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে তিনি পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি দেখিলেন গঙ্গাতীরে বৃক্ষের নীচে পিণ্ডাতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাব দর্শন করিয়া রঘুনাথ বিস্মিত হইলেন এবং দূর হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক উহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি প্রভুকে রঘুনাথের আগমন সংবাদ দিলেন। রঘুনাথকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অতিশয় স্নেহভরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'চোরা দিলি দরশন। আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন॥' কিন্তু বারংবার আহ্বানসত্ত্বেও রঘুনাথ প্রভু সন্নিহিতে আসিতে সঙ্কুচিত হইলে নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিলেন এবং ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ শ্রীচরণকমল তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। রঘুনাথের সৌভাগ্যের কথা ক বর্ণন করিতে পারে ? শ্রীনিতাইএর কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে তাঁহার সকল অশুভ নষ্ট হইয়া গেল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া পুনঃ দণ্ডপ্রদানচ্ছলে কহিলেন—'নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ দূরে দূরে। আজি লাগ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে। দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে॥' এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীভগবানের নিজজন শ্রীল রঘুনাথের দ্বারা জগজ্জীবকে এই শিক্ষা দিলেন —'ভক্ত সেবা ব্যতীত জীবের সংসার মোচন বা ভক্তিলাভ হয় না। অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর বিষয় ভক্তসেবায় নিয়োজিত হইলেই তাঁহার চিত্তশাঠ্যরূপ দোষ নাশ ও নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।' রঘুনাথ ভক্তসেবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া নিজগ্রাম হইতে চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, চিনি, কলা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া ভক্তসেবার বিপুল আয়োজন করিলেন। মহোৎসবের কথা শুনিয়া অন্যান্য গ্রাম হইতেও বহু ব্রাহ্মণ-সজ্জন ও অসংখ্য লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। লোকসংঘট্ট দেখিয়া রঘুনাথ অন্য গ্রাম হইতেও প্রচুর দ্রব্যাদি, শত শত মালসা (মৃৎপাত্র) ও কতকগুলি বড় মৃৎকুণ্ডিকাও আনাইলেন। এক বিপ্র একটি মৃৎকুণ্ডিকায় গরম দুগ্ধে চিড়া ভিজাইলেন এবং পরে তথা হইতে অর্দ্ধেক চিড়া লইয়া একটী পাত্রে দধি, চিনি ও কলা দিয়া মাখিলেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক চিড়া অন্য একটী পাত্রে ঘনাবৃত দুগ্ধ, চাপাকলা, চিনি ঘৃতের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাখিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ধূতি পরিধান করিয়া পিণ্ডাতে উপবেশন করিলে সাত কুণ্ডী দধি-চিড়া ও দুগ্ধ-চিড়া প্রভুর অগ্রেতে বিপ্র স্থাপন করিলেন বটবৃক্ষের নিম্নস্থ চত্বরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীসুন্দরানন্দ, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীমুরারি-চৈতন্যদাস, শ্রীকমলাকর, শ্রীসদাশিব, শ্রীপুরন্দর, শ্রীধনঞ্জয়, শ্রীজগদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, শ্রীমহেশ, শ্রীগৌরীদাস, শ্রীহোড় কৃষ্ণদাস, শ্রীউদ্ধারণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রভুর নিজপার্ষদ ভক্তবৃন্দ মণ্ডলী আকারে বসিলেন। উৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া উপরে বসাইলেন। চত্বরে উপবিষ্ট প্রত্যেককে প্রথমে দুই মৃৎকুণ্ডিকা এবং পরে নিম্নস্থ অগণিত ব্যক্তিগণকেও দুই মালসা করিয়া দুগ্ধ-চিড়া ও দধি-চিড়া দেওয়া হইল। কোন কোন ব্রাহ্মণ বিলম্বে আসায় উপরে বসিবার স্থান না পাইয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া দুই হোলনায় চিড়া ভিজাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার তীরে স্থান না পাইয়া গঙ্গাজলে নামিয়া দধি-চিড়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। উপরে, নীচে, গঙ্গাতীরে সর্ব্বত্র পরিবেশনের জন্য বিশ ব্যক্তি নিযুক্ত হইল। গঙ্গাতটে যখন এইরূপ বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে, রাঘবপণ্ডিত প্রভু

সেই সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অন্বেষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দধি-চিড়া মহোৎসবের বিরাট আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অদ্ভুত সব ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। অতঃপর রাঘবপণ্ডিত পরমোল্লাসসহকারে অনেক নি-সকৃরি প্রসাদ আনাইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্তগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন—'আপনার জন্য বাটীতে আমি প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, অথচ আপনি এখানে বসিয়া মহোৎসব করিতেছেন।' নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, —'আজ মধ্যাহ্নে এখানে ভোজন করিব, পরে রাত্রিতে তোমার বাটীতে প্রসাদ পাইব। আমি গোপজাতি, সুতরাং গোপগণের সঙ্গে পুলিন-ভোজনে। যমুনাতটে সখাগণসঙ্গে শ্রীবলদেবের পুলিনভোজন) আমার বড় সুখ হয়।' রাঘবপণ্ডিতকেও প্রভু দুই মৃৎকুণ্ডিকা চিড়া দেওয়াইলেন। সকলের পাত্রে চিড়া পূর্ণ হইলে শ্রীমান্নিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় শুভবিজয় করিলেন। অনন্তর শ্রীগৌর-নিতাই দুই ভাই দাণ্ডয়মান হইয়া সকলের চিড়া-পাত্র দর্শন করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পরিহাস-কৌতুকচ্ছলে সকল কুণ্ডী ও হোল্না হইতে এক এক গ্রাস চিড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও একগ্রাস চিড়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে দিয়া হাসিতে লাগিলেন। এইরূপভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মণ্ডলী সমূহে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলে বৈষ্ণবগণ দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিলেন। অতঃপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসন গ্রহণ করিয়া চারি কুণ্ডী আতপ চিড়া নিজের দক্ষিণেস্থাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় উপবেশন করিলে দুই ভাই চিড়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুলিনভোজন দর্শন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমে ভাবাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভক্তগণকে 'হরি' ধ্বনি করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলে ভুবন ভরিয়া 'হরি' 'হরি ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব কে জানিতে পারে? যিনি ইচ্ছামাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পুলিনভোজনে আকর্ষণ করিয়া রঘুনাথের প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ভক্তবৃন্দও গঙ্গাতীরকে যমুনা পুলিন জ্ঞান করিয়া পুলিনভোজনানন্দে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

মহোৎসবের সংবাদ পাইয়া অনেক ব্যবসায়ী চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া তথায় বিক্রয় করিতে আসিলেন। তাহাদের সকল দ্রব্য মূল্যের দ্বারা ক্রয় করিয়া আবার তাহাদিগকেই উক্ত দ্রব্য খাওয়ান হইল। যাহারা কৌতুক দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও চিড়া-দধি ভক্ষণ করিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আচমনান্তে চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথকে দিলেন। বাকী তিন কুণ্ডীর অবশেষ জনৈক বিপ্র ভক্তগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর উক্ত বিপ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গলদেশে পুষ্পমালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিলেন। সেবক প্রভুকে তাম্বুল সমর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু নিজ শ্রীহস্তে মালা, চন্দন ও তাম্বুলাবশেষ সকল ভক্তগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রভুর অবশেষ পাইয়া রঘুনাথ পরমানন্দিত হইলেন এবং নিজগণসহ ভক্ষণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

সংসার-অশ্বত্থ

সংসার অশ্বত্থ উর্দ্ধে ব্রহ্মে তার মূল
হিরণ্যাদি শাখা নিয়ে বিস্তার বহুল।

ত্রিগুণে বর্দ্ধিত কায়া অনাদি বিশালা
বেদছন্দ পত্র তার বিষয় প্রবালা।

ঊর্দ্ধ অধঃ বিস্তৃত প্রশাখা অগণন
রূপরসাদি অসংখ্য ফল সুশোভন।
নরলোকে অধোমূল নিবিড় বিস্তৃত
কর্ম্মের অনুবন্ধনে বাসনা রঞ্জিত।
জীব-পক্ষী নাহি জানে বৃক্ষের স্বরূপ
আদি অন্ত কোথা তার স্থিতি বা কিরূপ।
সেহেতু বাঁধিয়া ঘর বৃক্ষে করে বাস
বিষয়-ফল ভক্ষণে সদা অভিলাষ।
রিপুর উন্মাদনায় ইন্দ্রিয় আবেশে
ফলাসক্ত জীব বদ্ধ গুণময়ীপাশে।
গুণেতে একাত্ম হয়ে শরীরে অধ্যাস
মূলাধার ব্রহ্ম ত্যজি' বৃক্ষে করে বাস।
বিষাক্ত বিষয়-ফল জীব নাহি জানে
ত্রিতাপে সন্তপ্ত হয় বিষয় ভক্ষণে।
বিষাক্ত বিষয় খেয়ে অনাদি হইতে
জীব-পক্ষী দুঃখমগ্ন সংসার বৃক্ষেতে।
জ্ঞান-বৈরাগ্য বলে অসঙ্গ শস্ত্র ধরে,
সুদৃঢ় সংসার-বৃক্ষ মূল ছিন্ন করে,
হরি আরাধনে খোঁজ সেই পদ তার,
যেথা গেলে নাহি দুঃখ জন্ম পুনর্ব্বার।
অহঙ্কার মোহমুক্ত অনাসক্ত মন.
তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠাবান নিষ্কাম যে জন,
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মুক্ত সাধু হরিভক্ত,
লভিয়া অব্যয় পদ হন চিরমুক্ত॥

—শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট-বাটীতে দিবসপঞ্চকব্যাপী বিরাট মহোৎসব

বিগত ১৩ই পৌষ (১৩৬৯), ইং ২৯ শে ডিসেম্বর (১৯৬২) শনিবার পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথি বাসরে ইষ্টার্ণ রেল লাইনের চাকদহ ষ্টেসনের ১ মাইল দূরবর্ত্তী যশড়া গ্রামস্থ শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট-বাটীতে ঠাকুরের বার্ষিক তিরোভাবতিথিপূজা মহোৎসব শ্রীপাট-বাটীর নিত্যসেবাধিকার-প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা পরিচালনাধীনে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবটি ৯ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১৩ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী হইয়াছিল। ১৪ই পৌষ তারিখেও উৎসব হইয়াছে। কএক দিবস ধরিয়াই সভায় মাইকের ব্যবস্থা ছিল। প্রাগ্ বিঘোষিত কার্য্যসূচী অনুসারে ৯ই পৌষ অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীপাটবাটী হইতে এক বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া যশড়া ও চাকদহ সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ৯ই পৌষ হইতে ১২ই পৌষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর এইরূপ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কেবল ১৩ই পৌষ মহোৎসববাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার ব্যবস্থা করিয়া ভোগারাত্রিকের পর হইতেই প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই প্রসাদ-বিতরণ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীপাটের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রথম ব্যাচেই ২৫৭৫ সংখ্যক নরনারী শ্রীপাটের সেব্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগৌরগোপাল প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাদের প্রসাদ সম্মান

আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় ব্যাচেও প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার, তৃতীয় ব্যাচে সহস্রাধিক. এইরূপে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাচে অগণিত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী মহানন্দে প্রসাদ সেবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে জাতিকুল ভদ্রাভদ্র শিক্ষিতাশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে এইরূপ সমাদর সচরাচর লক্ষীভূত হয় না। চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কএকজন বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও পরম বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে লোকাকর্ষণ ক্ষমতা এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট্ মহোৎ-সবের আয়োজন ও এমন সুচারুরূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন-সামর্থ্যের শত মুখে প্রশংসা করিতে থাকেন।

১৪ই পৌষ তারিখেও শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের পরমা ভক্তিমতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীদুঃখিনী মাতার তিরোভাব তিথিও সুষ্ঠুভাবে সম্মানিতা হইয়াছেন। এই দিবসও প্রায় দুইশত সজ্জনকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রত্যহ সভায় শ্রীল আচার্য্য মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনার্থ ও শ্রীমুখের বাণী শ্রবণার্থ এত শীতের মধ্যেও আশাতীতভাবে শ্রোতৃসমাবেশ হইয়াছে এবং সকলেই ভক্তিপূতচিত্তে হরিকথা শ্রবণে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ছোট ছোট বালক বালিকারাও পর্য্যন্ত মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শান্তভাব ধারণ করিয়া সভার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সংরক্ষণ করিয়াছে। ইহাও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ. শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ. শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ সাধু মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ পরমানন্দ বাবাজী, শ্রীপাদ সঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-তীর্থ, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীজগ-বন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বহু গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী মঠসেবক এই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক বিভিন্ন সেবার ভার গ্রহণ করিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের শৃঙ্গার সেবা এবং অর্চ্চনের বিভিন্ন অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। দর্শক-গণ দলে দলে আসিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-সৌষ্ঠবতা দর্শনে পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই প্রাচীন সেবাটির উত্তরোত্তর ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন সম্পর্কে স্বামীজীর আশাপ্রদ মনোভাব শ্রবণে সকলেই পরমোল্লাস প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের লীলাভঙ্গী সকলেরই আলোচ্য বিষয় হইতেছে। তিনি যেন সকলেরই প্রাণমন কাড়িয়া লইতেছেন।

এই উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যশড়া শ্রীপাটের ভূতপূর্ব্ব সেবাইতশ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়. শ্রীবিশ্ব-নাথ বাবুর আত্মীয় শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় তথা শ্রীউপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (রায়). শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষাল, শ্রীসুকৃতি-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা 'পাঁচু ঠাকুর মহাশয়, ঐ ভ্রাতা শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, শ্রীরাধা রঞ্জন ঘোষ, শ্রীননীগোপাল হালদার, শ্রীহরিপদ রাজবংশী, শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত, শ্রীশঙ্কর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ ঘোষাল, শ্রীগৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিমাই রাজবংশী, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিরাপদ বারিক, শ্রীবিজয় বারিক, শ্রীরবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, শ্রীবাসু-দেব দালাল, শ্রীপশুপতি রাজবংশী, শ্রীসুশীল সাঁতরা, শ্রীস্বদেশরঞ্জন ঘোষ, শ্রীগোপাল চন্দ্র হালদার, শ্রীবিনয়

কুমার অধিকারী, শ্রীবিল্বমঙ্গল হালদার, শ্রীবলাই দাস, শ্রীপঞ্চানন প্রামাণিক, শ্রীকালীপদ দাস, শ্রীরামপদ বারিক, শ্রীগণেশ দালাল, শ্রীশঙ্কর হালদার, শ্রীবৃন্দাবন প্রামাণিক, শ্রীকার্ত্তিক পাল, শ্রীসুশান্ত বসাক, শ্রীসুশান্ত দালাল, শ্রীদুঃখ কুমার রাজবংশী, শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিতাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীরঘুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপশুপতি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক রায়, শ্রীঅজিত রায়, শ্রীনারায়ণ বারিক প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ এবং শ্রীপারুল বালা ঘোষ ও তাঁহার মাতা, শ্রীসতীরাণী রাজবংশী, শ্রীদেবীবালা হালদার, শ্রীপুষ্পরাণী বারিক, শ্রীকণিকা সাহা, শ্রীস্মৃতিকণা দালাল, শ্রীইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীপুবালা বিশ্বাস, শ্রীহরিদাসী দেবনাথ, শ্রীসাধনা রাণী দেবনাথ প্রমুখ মহিলাবৃন্দ বিভিন্ন সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র ও পাত্রী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচু ঠাকুর মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা আমাদের সকলেরই বিশেষ চিত্তাকর্ষিণী হইয়াছে। যশড়া ও চাকদহের এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যে সকল উৎসাহশীল ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ও দ্রব্যাদি দ্বারা যে কোন প্রকারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি শ্রীভগবান্ ও ভক্তসেবায় তাঁহাদের উৎসাহ দিন দিন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

শ্রীল স্বামীজী মহারাজ যশড়া শ্রীপাট বাটীর উৎসব সম্পর্কে কতিপয়দিবস পূর্ব্ব হইতেই যশড়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়া যশড়া ও তাহার সন্নিকটস্থ চাকদহ সহরে মিউনিসিপ্যালিটি হলে, বয়েজ ও গার্লস স্কুলে এবং আরও কতিপয় স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী যে প্রকার প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার পরিবেশন-নৈপুণ্য, ভাষা ও ভাবমাধুর্য্য এবং বাক্যবিন্যাস কৌশলের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন 'ধর্ম্মসভায় এত অধিক শ্রোতার সমাবেশ এবং নীরব নিস্পন্দভাবে বক্তব্যবিষয়ে মনোভিনিবেশ খুবই বিস্ময়জনক। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বাংলার প্রাণের ঠাকুর গৌর-গৌরবগাথা দুঃখদৈন্যনিদাঘ প্রপীড়িত বাঙ্গালীর হৃদয়-মরুতে আবার প্রেম অমিয়-ধারার উৎস প্রবাহিত করিবে।'

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আগামী স্নানযাত্রা মহোৎসবেও আমরা স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ সাধারণের আরও অধিকতর প্রাণের স্পন্দন আশা করি। শ্রীজগন্নাথ—জগতের নাথ, তিনি কেবল পুরীর নাথ নহেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের যে ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ একদিন একখানি ক্ষুদ্র যষ্টিখণ্ড মাত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের এই সর্ব্বস্বহারা বঙ্গদেশকে কৃতার্থ ও সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পৎসমন্বিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিসম্পৎ লাভের জন্য যেন আজ আবার সকলেরই প্রাণ মাতিয়া উঠে। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে'—সুতরাং সেই ভক্তসঙ্গ ক্রমে ভক্তিধন লাভের জন্য সকলেই যত্নবান্ হউন—মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়। ভক্তিরজ্জু—প্রেমরজ্জু ছাড়া জগদীশপ্রাণ জগন্নাথকে—'দুঃখিনী' মায়ের প্রাণধন গৌরগোপালকে বাঁধিয়া রাখিবার আর কোন রজ্জু নাই। ভক্তি—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, ভক্তি—অঘটনঘটনপটীয়সী—'দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী'। তাঁহার কৃপাকটাক্ষের আনুষঙ্গিক ফলক্রমেই জগতের সকল অনর্থ অশান্তি নিঃশেষে অন্তর্হিত হইতে পারে, ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা—কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির কোন অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রারূপে তিনি নিঃশেষে আমাদের সকল ক্লেশ—সকল অশুভ মুহূর্ত্তমধ্যে দূরীকরণে সম্পূর্ণ সমর্থা। ভক্তিই উপায়, আবার ভক্তিই উপেয়রূপে সাক্ষাৎ রসস্বরূপিণী—পরমপ্রেমানন্দদায়িনী। সুতরাং সর্ব্বশুভদায়িনী ভক্তিকে হীনবল জ্ঞানে তদাশ্রয় গ্রহণে কাহারও হৃদয়ে কোন কার্পণ্য উপস্থিত না হউক। ভক্তিদেবী জয়যুক্তা হউন, ভক্ত জয়যুক্ত হউন এবং ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ও সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন—'জয় জগন্নাথ জয়' ধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূরিত হউক।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে

পাঁচটী ধর্ম্মসভা ও রথযাত্রা

শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউর শুভ-প্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্যাভিষেক তিথিতে বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৯ নারায়ণ, ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৪ মাধব, ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় পাঁচটী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের পৌর-প্রধান শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা, এম্-এল্-সি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন এবং কলিকাতা কর্পোরেসনের কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বসু, সুপ্রীমকোর্টের য়্যাড্ভোকেট শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বায়ত্তশাসন, সমষ্টি উন্নয়ন ও উপজাতি-কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি', 'বিশ্বশান্তির উপায়', 'গার্হস্থ্যধর্ম্ম', 'দেশরক্ষা ও ধর্ম্ম' নির্দ্ধারিত বিষয়গুলির উপর সভায় যথাক্রমে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে কর্পোরেসনের মেয়র শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মজুমদার সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"ভারতবাসী আমরা চিরকালই ধর্ম্মে ও ভগবানে বিশ্বাস রাখি এবং শ্রীবিগ্রহের পূজা করি। আমরা যে শ্রীবিগ্রহের পূজা করি তাহা কি সবই বৃথা? শুধু এই প্রশ্নের সদুত্তর লাভের জন্য আজকের ধর্ম্মসভার সুচিন্তিত আলোচনা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া কেহ প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, আবার কেহ একবার তাকাইয়াও দেখেন না। কোন কিছুই সম্ভব হয় না যতক্ষণ না শ্রীভগবানের কৃপা হয়। যদি একটু চিন্তা করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে অদ্যকার বক্তব্য-বিষয়ের কোনই সার্থকতা হয় না। আজ যাঁহারা ভাষণ দিলেন তাঁহারা বেদাদি বহু ধর্ম্মগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিলেন। আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিবৃন্দ ঐ সকল গ্রন্থে যে সকল কথা দৃঢ়তার

সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই আজ পুনঃ মহারাজগণের মুখে শুনিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছে। আজকের এই ধর্ম্মসভাতেও দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা না করিয়া পারি না। আমার মনে হয় দেশের এই সঙ্কটময় অবস্থার পশ্চাতে আছে আমাদের দেশ হইতে ধর্ম্মজ্ঞানকে লোপ করাইবার, অতীতের সমস্ত কৃষ্টি মুছিয়া ফেলার ও ঐতিহ্য ভুলাইবার চেষ্টা। এজন্য আমাদের কৃষ্টি-সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ করিতে এই ধরণের আলোচনা-সভার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।"

দ্বিতীয় দিন সভাপতির অভিভাষণে শ্রীভুয়ালকা বলেন,—'স্বামীজীর ব্যাখ্যা হইতে এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে আমাদের মনের বিকাশ ঠিকভাবে হইতেছে না, কারণ আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ নহি। আজকাল আমাদের কিসের অভাব, আমার মনে হয় উহা একাগ্রতা। যখন আমরা নিজদিগকে দেখিতে পাইব তখনই আমাদের অভাব মিটিবে। ভক্তি ব্যাখ্যা দ্বারা বলা যায় না, উহা অনুভবের বিষয়। অবশ্য কেহ আবার বর্ণনা না করিলে জানাও যায় না, যেমন স্বামীজী বর্ণনা করিলেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম।"

প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'এই সকল ধর্ম্মসভায় প্রত্যেক বৎসরে আসার ও ধর্ম্মালোচনার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। এই আড়াই ঘণ্টাকাল ব্যাপী শাস্ত্রালোচনা শ্রবণে আমাদের কি সুবিধা হোলো? আমাদের মত লোক, যারা সংসারে বদ্ধ, জ্বালা-যন্ত্রণায় সন্তপ্ত, তাদের চিত্তের ভাড় অনেক হাল্‌কা হোলো, এই শান্তি কি কম নয়? অনেকের ধারণা ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে আমাদের রাজত্ব গেল, ইহা ভুল কথা। ইংরেজগণ তাদের ধর্ম্মের দ্বারা রাজত্ব কর্‌তে পারলেন, আর আমরা পার্‌ব না? আমাদের ধর্ম্মেতে আস্থা নেই, ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব। মনের টান বা রুচি না থাকায় আমরা প্রেমভক্তির অনুশীলন কর্‌তে পারি না। উক্ত রুচি বা প্রাণে সাড়া লাভের একমাত্র উপায় এই জাতীয় ধর্ম্মসভায় যোগদান করা। সময় পেলেই এখানে আস্‌লে আপনারা সকলে উপকৃত হবেন।"

তৃতীয় দিবস অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"পাণ্ডিত্যের কোন আবশ্যক করে না। সরলতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সরলভাবে ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর্‌লে, সরলভাবে তাঁকে ডাক্‌লে জীবন সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে। প্রচুর সম্পত্তি অর্থ ও যশ লাভ হ'লেও যে শান্তি লাভ হয় না, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হ'তে বল্‌ছি। আমি একসময়ে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী ছিলাম, কিন্তু তাতে আমার শান্তি হয়নি, আবার সেই সম্পত্তি ছেড়ে এসেছি তথাপি চিত্তে শান্তি পাচ্ছি না, তবে নিজের মনের উৎকর্ষতা লাভে যত্ন পরিত্যাগ করি নাই। অবশ্য বিপদকালে শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র অবলম্বন, ইহা আমি বিশ্বাস করি—'বিপদে মধুসূদন'।"

প্রধান অতিথি শ্রীগোয়েঙ্কা তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"অনুকূলের সংযোগ ও প্রতিকূলের বিয়োগ ইহাকে সুখ এবং অনুকূলের বিয়োগ ও প্রতিকূলের সংযোগ ইহাকে দুঃখ বলে। মনের অনুকূল হ'লে সুখ, প্রতিকূল হ'লে দুঃখ। প্রকৃত শান্তি আত্মার ধর্ম্ম। জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ বিস্মৃতি হ'তে তার মায়ার বন্ধন। দাসভাবে কোনও অসুবিধা নাই, কিন্তু মালিক হ'তে গেলেই আমি শ্রীভগবদ্‌রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত হব। সেবাভাব নিয়ে থাক্‌লে সংসার বন্ধনের হেতু হয় না। পাপের উৎপত্তি বাসনা হ'তে এবং শ্রীহরিবিমুখতা হ'তে কামনা-বাসনা—উহাই পাপের বীজ অর্থাৎ ক্লেশের হেতু। শ্রীভগবানের গুণমহিমা শ্রবণের দ্বারা ক্লেশ হ'তে নিষ্কৃতি হবে। ভক্তি 'ক্লেশঘ্নী, শুভদা।' হরিবিমুখ হ'য়ে আমরা যে সব কাজ কর্‌ছি আর শান্তির অন্বেষণ কর্‌ছি এতে শান্তি পেতে পারি না। দুঃখ না চাইতেও যেমন আসে, তদ্রূপ সুখও

না চাইলেও আমরা পাব। প্রারব্ধ কর্ম্ম হ'তে সুখ দুঃখ আসে, তা'তে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন অগ্নিশিখা বর্দ্ধিত হয়, নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ কামোপভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না, উহা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত বৈরাগ্য আমাদের লাভ হবে যদি আমরা অম্বরীষ মহারাজের ন্যায় সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা কর্‌তে পারি। শ্রীভগবানের সহিত 'অহং মম' সম্বন্ধ হ'লে আর কোনও ভয় নাই। ভক্ত ও শ্রীভগবানে যেখানে আত্মসমর্পণ সেখানেই প্রকৃত শান্তি। যদি কেহ নিষ্কপটে একবার বল্‌তে পারেন—'হে ভগবান্ আমি তোমার' তা' হলেই সমস্ত অশান্তি দূরিভূত হবে।"

চতুর্থ দিবস সভাপতির অভিভাষণে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"আনন্দকে চিরদিনই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। শ্রীভগবান্‌ই আনন্দস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ'। যতদিন শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি না হবে ততদিন আমাদের চাওয়া বন্ধ হবে না। আমরা গৃহস্থ, ত্যাগীগণের ন্যায় আমরা অনাসক্ত হ'তে পারি না। তবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদের সাধন-ভজনের জন্য সহজ পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। 'হেলয়া শ্রদ্ধয়া' যে ভাবে হউক শ্রীহরিকীর্ত্তন কর্‌লেই মঙ্গল হবে। এখানে 'হেলা' অর্থ বিদ্বেষ নহে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন বনপথে শ্রীহরিকীর্ত্তন করেছিলেন, তখন বনের পশু পক্ষী আদিও হরিনাম কীর্ত্তন করেছিল। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গের হরিকীর্ত্তনে প্রাণ ছিল, এখন কত হরিকীর্ত্তন হচ্ছে, কিন্তু প্রাণ না থাকায় তদ্রূপ ফল হয় না।

বর্ত্তমানে প্রায়ই দেখা যায় পুত্র-কন্যাদের মধ্যে পিতৃমাতৃভক্তির অভাব। ইহার জন্য মায়েদের বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাঁদের আদর্শ চরিত্রের উপর ছেলেপুলে মানুষ হওয়া নির্ভর করে। আমি যখন Vice Chancellor ছিলাম, তখন কোনও ব্যক্তি এসে আমাকে অভিযোগ কর্‌লেন যে তাঁর ছেলেকে ক্লাবে যেতে নিষেধ করায় ক্লাব হ'তে নোটীশ এসেছে কেন তাকে ছেলের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে না তজ্জন্য show cause কর্‌তে। উক্ত ব্যক্তির একটীই মাত্র সন্তান। আমি তাঁকে দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে শাসন কর্‌তে বল্‌লাম। পরে পুনরায় সংবাদ পেলাম ছেলেরা ক্লাব হ'তে তাঁকে নোটীশ দিয়েছে কেন তাকে Tringular Parkএ গাছে বেঁধে চাবুক মারা হবে না তজ্জন্য show cause কর্‌তে। এই হোলো বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ছেলেপুলেদের চরিত্রের নমুনা। এই ছেলেদের মানুষ কর্‌তে হলে আচরণমুখে তা'দিগকে শিক্ষা দিতে হবে, কেবল প্রহারের দ্বারাই শিক্ষা হবে না।"

প্রধান অতিথির অভিভাষণে বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—'ধর্ম্মকে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বলছি। বৈরাগ্যরূপ পরম মূল্য দিয়ে সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের সুযোগ হয়েছে। গৃহী যিনি তার সংসারে অনেক কার্য্য থাকায় প্রচলিত প্রথানুসারে সাধন-ভজনের সুযোগ কম। আমার ন্যায় সামান্য গৃহস্থ যাদের সকালে হাট বাজার হ'তে সমস্ত কার্য্য কর্‌তে হয়, তাদের পক্ষে সারাদিন পরিশ্রমের পর কি শ্রীভগবচ্চিন্তার সুযোগ হয়? এজন্য গৃহীর মনে হয়ত' আফশোষ হয় দেবতার জন্য মালা গাঁথতে পার্‌লাম না, গঙ্গার জল আনা হোলো না, ফুল তোলা হোলো না ইত্যাদি। কিন্তু এই আফশোষ করা বৃথা। গৃহী ব্যক্তি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে কর্ম্ম কর্‌বেন। শ্রীভগবান্‌কে মেনে চল্‌তে পার্‌লে ভালই হয়। কিন্তু আমাদের স্বভাব এই প্রকার যে নিজ কর্ম্মদোষে কিছু অসুবিধা হলে তাহা শ্রীভগবদিচ্ছা বলে শ্রীভগবানের স্কন্ধে চাপাই, আর যদি কোনও সৌভাগ্যের উদয় হয় তা'হলে তার সম্পূর্ণ বাহাদুরীটা আমরা নিজেরা নিতে চাই। ধর্ম্মলিপ্সু সাধারণ গৃহী ব্যক্তি দুইটী পথের যে কোন একটী অবলম্বন করেন,—হয় শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ক'রে চলেন, নতুবা সামর্থ্য থাকলে নানাবিধ

সৎকর্ম্ম করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় কর্‌লেও সাধনভজনে যত্ন না থাকলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হয় না। গৃহী ব্যক্তি কার্য্য না থাকলে অকার্য্য করে বস্‌বে, এজন্য গৃহস্থের একটী কাজ ঠিক করে রাখ্‌তে হবে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে যদি মনে হয় ইহা পরবর্ত্তী জীবনের প্রস্তুতি তা'হলে কোনদিনই কাজ বন্ধ হবে না। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিরাট, কেবলমাত্র স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনই একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, সামর্থ্যানুসারে বহু লোকের উপকার কর্‌তে হবে। নিজসুখ-কেন্দ্রিক হ'লে গৃহস্থ ধর্ম্ম হোলো না। অদ্যকার সভাপতি মহোদয়ের চরিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করে বল্‌তে পারি তিনি তাঁহার ভালবাসা কেবল গৃহেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, জগতে বিলিয়ে দিয়াছেন।"

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী সভাপতির অভিভাষণে বলেন,— 'দেশরক্ষাই বলুন আর যাই বলুন, উহা ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে নয়। ভারতবাসী ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কিছুই মানেন না। ইহাই ভারতীয় কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য। আমরা সমস্ত শিক্ষা ও প্রেরণা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র পাঠে লাভ কর্‌তে পারি। দেশরক্ষার জন্য আমাদের সর্ব্বত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ কর্‌তে হবে। গীতা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাটা অধর্ম্ম নহে।'

প্রধান অতিথি মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জি ওজস্বিনী ভাষায় বলেন,—'অদ্যকার বক্তব্য-বিষয় 'দেশরক্ষা ও ধর্ম্ম' নির্দ্ধারিত হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশরক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ জানা দরকার। হিন্দুর ব্যবহারিক, সামাজিক সমস্তটাই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত জাতি উঠে আবার বিলীন হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু সনাতনধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম এখনও নষ্ট হয়নি। বহু বিধর্ম্মীর দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েও ভারত ধর্ম্মকে আশ্রয় করায় অদ্যাপিও টিঁকে আছে ও পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছে। যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার পিছনে ছুটে ভারতীয় ধর্ম্মীয় কৃষ্টি পরিত্যাগ করে, তারা পাগলের দল। আজ ভারত আবার এমন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যাদের ধর্ম্ম নেই, নীতি নেই, দ্বাদশ বৎসর ধরে শান্তির প্রচেষ্টা যারা বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নষ্ট করেছে। আসন্ন এই সমূহবিপদ হ'তে আমরা উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারি যদি আমরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করি। ভারতবাসী সর্ব্বদা উপাসনা দ্বারাই বল লাভ করেছেন। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকল শ্রেণী ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তির তাদের নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মাচরণের সুযোগ আছে। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা শ্রীভগবৎ-প্রেমবন্যায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগদ্বাসীকে প্লাবিত করেছিলেন।

আমরা পুণ্যভূমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে একদা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং সমস্ত প্রাণিজগৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, অর্জ্জুন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস করেছিলেন, আমরা সেই বংশের লোক। সুতরাং আমরা ভীরু নহি। মাতৃগণ, আপনারা আপনাদের পতি ও পুত্রগণকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত কর্‌তে কুণ্ঠিত হবেন না। সীমান্তে যে সকল জোয়ান দেশের জন্য আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছেন তা'দিগকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

বিগত ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জিউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া

লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড (ল্যান্সডাউন রোড), মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, লাইব্রেরী রোড পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৫টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরম শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন ও রথাকর্ষণ কালে সহস্র সহস্র নরনারীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ভক্তগণের নৃত্য কীর্ত্তন ও নারীগণের শঙ্খ ও জয়কার-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। আনন্দাতিশয্যে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘপথ নগ্নপদে চলিয়াও কোনও ক্লেশ অনুভব করেন নাই। নগর-সংকীর্ত্তনে মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের প্রাণমাতান সুমধুর মৃদঙ্গ-বাজন ও সঙ্কীর্ত্তন সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করে।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় আশ্রম, টাটানগর : পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত খাসমহল টাটানগরস্থিত শ্রীগৌড়ীয় আশ্রমে বিগত ৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী শনিবার হইতে ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৫ই মাঘ অধিবাস তিথিকৃত্য সম্পন্ন হয় এবং তৎপরদিবস মহোৎসবে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বহু শত নরনারী বিচিত্র শ্রীভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করেন। উক্ত দিবস সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের প্রস্তাব ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গিরি মহারাজের সমর্থনক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করেন। বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সভায় পাণ্ডিত্য ও বিচারপূর্ণ আলোচনা হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, টাটানগরের অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীজগন্নাথপ্রসাদজী, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণের ভাষণান্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গিরি মহারাজ ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীমৎ সন্ত মহারাজের সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধান করে। ৭ই মাঘ সোমবার টাটানগর স্বর্ণরেখা নদীর তীরে মনুগোপল্লীতে শ্রীমঠের নিমিত্ত সংগৃহীত নূতন জমীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণের শুভ উপস্থিতিতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গিরি মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন কার্য্য সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়।

খড়গপুর শ্রীচৈতন্যাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সন্ত মহারাজের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমৎ মধুসূদন মহারাজ খড়গপুরে তাঁহার আশ্রম দর্শনের জন্য ৮ই মাঘ প্রত্যাবর্ত্তন-পথে তথায় এক রাত্রি অবস্থান করেন। তৎপরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করতঃ ঐ দিবস অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ভক্তগণকে হরিকথা উপদেশ এবং মঠসেবকদিগকে সেবোৎসাহিত করেন। ১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী শ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যাহ্নে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বর্ষশেষে নিবেদন

অদ্য 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' মাসিক বার্ত্তাবহের দ্বিতীয় শুভ বর্ষপূর্ত্তি তিথি-বাসর। জড়শব্দসমুদ্রতরঙ্গে নিমজ্জিত মাদৃশ পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্য-বাণী জড়াতীত শব্দব্রহ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপার করুণা প্রদর্শন করিতেছেন। অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু এক হওয়ায় তথায় শব্দই বস্তু, শব্দই মূর্ত্তি, শব্দই উপাস্য। পক্ষান্তরে জড়জগতে শব্দ ও শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু পৃথক হওয়ায় শব্দই বস্তু নহে। জড়-শব্দাশ্রয়ের দ্বারা যেমন জড়বিষয়াবেশ হয়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ-শব্দাশ্রয়ে বৈকুণ্ঠাবেশ লাভ হইয়া থাকে। জড়-জগতের শব্দ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর বা ভাবসমূহের চিন্তনের দ্বারা জড়-বন্ধন দৃঢ় হয়। এতন্নিবন্ধন জড়াবেশ হইতে মুক্তি ও বৈকুণ্ঠরত্যভিলাষী ব্যক্তি জড়বিষয়ক কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠরতিলাভে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় প্রবল সাধন আর নাই। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ বাহ্যক্রিয়ামাত্র সাধনের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-রতি লাভ হয় না, যদি উহা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে উদ্দেশ না করে। জড়-বিষয়কে উদ্দেশ করিয়া বৈকুণ্ঠ-শব্দের ন্যায় প্রতীত যে শব্দ উচ্চারিত হয়, উহা বৈকুণ্ঠ শব্দ নহে, জড় শব্দ। শব্দের তিনটী ভূমিকা বা আকাশ আছে—(১) ভোগময় জড়ভূমিকা বা জড়াকাশ, (২) জড়ভোগত্যাগময় ভূমিকা বা নিরপেক্ষাকাশ এবং (৩) সেবাময় ভূমিকা বা বৈকুণ্ঠাকাশ বা চিদাকাশ। পাঞ্চভৌতিক স্থূল ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহদ্বয় প্রাকৃত, সুতরাং উক্ত দেহদ্বয়াভিমানরূপ ভূমিকা হইতে যে শব্দোচ্চারিত হয়, উহা জড় শব্দ। স্থূলসূক্ষ্মদেহাভিমান পরিত্যাগরূপ নিরপেক্ষ-ভূমিকা হইতে যে শব্দোচ্চারিত হয়, উহা জড়নিরাসক শব্দ এবং বৈকুণ্ঠাস্মিতায় অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিলাসশীল শ্রীভগবানের সহিত নিজ নিত্য সম্বন্ধে স্থিতিরূপ-ভূমিকা হইতে যে শব্দ উত্থিত হয়, উহা বৈকুণ্ঠ শব্দ।

অদ্বয়জ্ঞান বাস্তববস্তুর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবৎপ্রতীতিত্রয়ের মধ্যে শ্রীভগবৎপ্রতীতিই সর্ব্বোত্তম। শ্রীভগবানে ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব ও পরমাত্মার অণুত্বভাব ক্রোড়ীভূত আছে। শ্রীভগবানের অনন্তলীলার মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ও তৎপরিকরগণের ন্যায় মাধুর্য্য আর কোন স্বরূপের বা পরিকরগণের নাই। এইজন্য ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণরতিলাভকেই জীবের চরম মৃগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় রতি লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ। 'শ্রীচৈতন্যবাণীর' অহৈতুকী কৃপায় আমরা কৃষ্ণকার্ষ্ণ মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ লাভ করিয়াছি। যাহাতে অপরাধফলে উক্ত সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য আমাদিগকে হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে। ভক্ত ও শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হইতেই জীব বৈকুণ্ঠ কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া সংসার গতি লাভ করে।

প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্যদ্বারা যে কোন ভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী সেবায় নিযুক্ত ভক্তগণের চরণে প্রণত হইয়া কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া চিদ্‌বল প্রদান করুন, যাহাতে চৈতন্যবাণী সেবায় আত্ম-নিয়োগের যোগ্যতা লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

নিবেদক—

সম্পাদক

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৮ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ), ২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ** এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন হইবে। ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ রবিবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর** উপবাস ও তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধসূচী

দ্বিতীয় বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪·৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২·২৫ (ভি, পি যোগে ২·৭৫), প্রতি সংখ্যা ·৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ অধিবাসিবৃন্দের অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তত্রস্থ শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা (স্কুল) বিগত ১৭ই মধুসূদন, ৪৭৩ শ্রীগৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬, ১০ই মে, ১৯৫৯ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংগৃহীত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্প্রতি উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক তালিকা-নুসারে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত, সর্ব্বদা মুক্তবায়ুপরিষেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ। পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

: श्री श्री गुरु गौराङ्गो जयतः :

अखिल भारत श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान

के वर्तमान अध्यक्ष

श्रीमद् भक्ति बल्लभ तीर्थ महाराज

का देहरादून स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में

—: शुभागमन :—

श्री चैतन्य गौड़ीय मठ (रजि०)
१८७- डी॰एल० रोड, देहरादून

विशेष सम्मानपूर्वक निवेदन,

आपको जानकर हर्ष होगा कि गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रेमावतारी श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अविर्भाव एवं लीला भूमि श्री नवद्वीप धाम के अर्न्तगत श्री मायापुर ईशोद्यान स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ एवं भारत व्यापी शाखा मठों के प्रतिष्ठाता एवं अध्यक्ष नित्य लीला प्रविष्ट ॐ विष्णुपाद १०८ श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी जी महाराज के प्रियतम शिष्य एवं वर्तमान आचार्य त्रिदण्डी स्वामी श्रीमद् भक्ति बल्लभ तीर्थ महाराज जी सन्यासी एवं ब्रह्मचारी प्रचार मण्डली के साथ कलकत्ता से चलकर चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा आदि में प्रचार करने के पश्चात् दिनांक ७ मई १९८१ को देहरादून पधार रहे हैं।

पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ श्री मठ के उपदेशक पूज्यपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री एवं श्रीमठ के त्रिदण्डी स्वामी महाराजगण पधार रहे हैं।

अतः सब सज्जनों से प्रार्थना है कि अपने इष्ट मित्रों सहित निम्नलिखित कार्य-क्रमानुसार हरिकथा एवं भक्ति समारोह में सम्मिलित होकर इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनायें।

—:: कार्य-क्रम ::—

स्थान—दिलाराम बाजार मन्दिर
प्रातः ७ बजे से ८ बजे तक
दिनाँक ८-५-८१ से १५-५-८१ तक
नित्य प्रति संकीर्तन एवं प्रवचन

- स्थान श्री चैतन्य गौड़ीय मठ १८७ डी०एल०रोड
- सायंकाल ७ बजे से ९-३० बजे तक
- दिनांक ८-५-८१ से १५-५-८१ तक
- नित्य प्रति सन्ध्या आरती, तुलसी परिक्रमा संकीर्तन एवं प्रवचन।

नोट— पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ आये हुये उपरोक्त वर्णित त्रिदण्डी स्वामी एवं उपदेशकों के द्वारा प्रवचन होंगे तथा प्रवचन के आदि एवं अन्त में हरिनाम संकीर्तन होगा।

निवेदक :—

श्री चैतन्य गौड़ीय मठाश्रित भक्त वृन्द की ओर से

देवप्रसाद ब्रह्मचारी, मठरक्षक।